হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

লাভ স্টোরি অভ শী

রূপান্তরঃ
সাইফুল আরেফিন অপু

BanglaBook.org

সেবা প্রকাশনী

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

লাভ স্টোরি অভ শী

রূপান্তরঃ সাইফুল আরেফিন অপু

আমি সর্দার ইয়ারাবের কন্যা। স্বর্গের দেবীর হুকুমে বিনাশ ডেকে এনেছি শয়তান পূজারীদের ভাগ্যে, বন্ধ করেছি শিশু বলিদান। ধ্বংস করেছি পারস্যের অত্যাচারী অগ্নিপূজারী রাজা ওচাস আর্টাজারজেসকে।

আমি আয়েশা। আমি সে, 'যাকে মানতেই হবে'। আজ আমার জগতের সাথে পৃথিবীকে পরিচিত করাব। বলব আমার ভাগ্য নিয়ে দেবী আফ্রোদিতির নিষ্ঠুর রসিকতা আর দেবী আইসিসের কোপানলে পড়ার কথা। বলব আমার প্রেমাস্পদকে হারানোর গল্প আর জানাব, কীভাবে আমি আয়েশা থেকে হয়ে উঠেছি 'যাকে মানতেই হবে', 'যে কখনও মরে না'।

তাহলে, আর দেরি কেন? চলুন, জেনে নিই আয়েশার রোমহর্ষক আর হৃদয়বিদারক জীবনের ইতিবৃত্তান্ত।

অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

লাভ স্টোরি অভ শী

রূপান্তর ■ সাইফুল আরেফিন অপু

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-3280-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৭

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৪৮৩১৪১৮৪, ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

LOVE STORY OF SHE
By: Henry Rider Haggard
Trans. by: Saiful Arefin Aupu

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সেবা প্রকাশনী

একশ' সাতাশ টাকা

লাভ স্টোরি অভ শী

সূচনা

হোরেস হোলি মারা যাবার কয়েক বছর পর একটা খামে ভরা অবস্থায় পাওয়া গেছে এই পাণ্ডুলিপিটা। খামের ওপর লেখা ছিল 'নির্ধারিত' সময়ে বর্তমান সম্পাদকের ঠিকানায় যেন এটা পাঠানো হয়। তবে কে এটা পাঠিয়েছে বা কোথা থেকে পাঠিয়েছে আর নির্ধারিত সময়টাই বা কী তার কোন ব্যাখ্যা কোথাও নেই। সম্পাদকের ঠিকানাটা খামের গায়ে টাইপ করা আছে কেবল। আর প্রেরকের ঠিকানা বলতে আছে শুধু একটা পোস্টমার্ক: লণ্ডন ডাব্লিউ।

খামটা খুলতেই পাওয়া গেল ভেড়ার পাতলা চামড়ায় মোড়ানো দুটো নোটবুক। নোটবুক দুটোর পাতাগুলো ভীষণ পাতলা। ফলে প্রচুর পৃষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও ওদুটো মোটা নয়। জিনিসটা ইয়োরোপে বানানো নয়। সম্ভবত এগুলো বানানো হয়েছে প্রাচ্যের দেশ চীনে। এর মালিকানা নিয়েও কোন প্রশ্ন নেই। কারণ মলাটের ওপরই লাল কালিতে বড় বড় করে ইংরেজিতে লেখা আছে হোরেস হোলি নামটি। প্রথম কিছু পৃষ্ঠায় আছে তার ভ্রমণের বর্ণনা। কিন্তু এর পরে পাতার পর পাতা অপাঠযোগ্য শর্টহ্যাণ্ড আর আরবির মিশ্রণে লেখা দিয়ে ভরা। শর্টহ্যাণ্ডের এই পদ্ধতিটা আমাদের জানা কোন পদ্ধতি নয়। ফলে বারবার চেষ্টা করার পরও লেখাটার মর্মোদ্ধার করতে না পারায় সেটা ওভাবেই পড়ে থাকে পরবর্তী দুই বছর। একদিন ঘটনাক্রমে সম্পাদক তার প্রাচ্যদেশীয় এক

পণ্ডিত বন্ধুকে লেখাটা দেখান। রাতে সেটা সাথে নিয়েই বিছানায় যান তিনি। পরদিন সকালেই ঘোষণা দেন যে, লেখাটা পড়ার প্রয়োজনীয় সূত্র বের করে ফেলেছেন তিনি। এখন গড়গড় করে তিনি লেখাটা পড়তে পারবেন।

আসল ঘটনা হচ্ছে লেখাটা আরবি শর্টহ্যাণ্ড। সাথে যোগ করা হয়েছে মিশরে প্রচলিত প্রাচীন কিছু শব্দ। এই প্রাচীন ঘরানার শর্টহ্যাণ্ডের পাঠোদ্ধার করার মতো আছেই মাত্র আট দশজন মানুষ। এই পণ্ডিত ব্যক্তি তাদেরই একজন। যা হোক, এভাবেই প্রচুর সময় আর শ্রম দিয়ে পাণ্ডুলিপিটার পাঠোদ্ধার করা গেছে।

আর একটা কথাই শুধু বলার আছে। সেটা হচ্ছে নোটবুকটা হোরেস হোলির হলেও এখানে বর্ণিত ঘটনা হোলির নয়। সম্ভবত এগুলো 'আয়েশা'-র নিজের হাতের লেখা। তিব্বতে যখন দ্বিতীয়বার লিয়োর সাথে আয়েশার দেখা হয় (রিটার্ন অভ শী দ্রষ্টব্য) সম্ভবত তখনই এই লেখাগুলো হোলির হাতে আসে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

আমি আয়েশা। আমার ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত হোরেস হোলি নামের আরেকজনকে আপনারা চিনবেন। তার চেহারাটা কদাকার, কুৎসিত। কিন্তু মনটা সত্যিই পবিত্র। যদিও নিজের আগের জন্মের ইতিহাস ভুলে গেছে সে। তবে তাকে ঠিকই মনে রেখেছি আমি। সে ছিল আমার গুরু, শিক্ষক। সেই সময় লোকে তাকে চিনত জ্ঞানী নবী নুট নামে। আর আছে দেবতার মতো সুন্দর, আমার প্রিয়তম ক্যালিক্রেটিস। যদিও জন্মান্তরের ব্যবধানে নিজের ক্যালিক্রেটিস নাম আর সেই সময়কার ইতিবৃত্তান্ত সবই ভুলে গেছে সে। এখন লোকে তাকে চেনে লিয়ো ভিন্সি নামে।

অ্যালান কোয়াটারমেইন বা মাকুমাজান নামে এক ভবঘুরে শিকারির সাথে কোরের গুহায় আমার দেখা হয়েছিল। ক্যালিক্রেটিসের গল্প শুনিয়েছি তাকেও। তবে ক্যালিক্রেটিস বা হোলিকে অ্যালানের কথা কিছু বলিনি। ওর কথা তাদের কাছে প্রকাশ না করাটাই সমীচীন মনে হয়েছে।

জানি, আমার বলা সবগুলো গল্প পরস্পরের সাথে পুরোপুরি খাপ খায় না। কারণ প্রায় প্রতিবারই গল্পগুলোকে রহস্যাবৃত করে বলেছি আমি। কখনও ওরা যা শুনতে চেয়েছে সেভাবে বলেছি, আবার কখনও আমার নিজস্ব কারণে কিছু ব্যাপার এড়িয়ে বা গোপন করে গেছি। কিন্তু তারপরও ওগুলোতে অবশ্যই সত্য ছিল। হয়তো অনেকখানি পাথরের

BanglaBook.org

ভেতর সামান্য এক দানা স্বর্ণের মতো। কিন্তু যার দেখার চোখ আর জানার ধৈর্য আছে সত্যটাকে ঠিকই দেখতে পাবে সে।

আজ আমার জীবনের গল্প বলব। জানাব কোথা থেকে আমি এসেছি আর কী ছিল আমার পার্থিব রূপ। আর বলব আমার অভিজ্ঞতার কথা। আমার বরং এভাবে বলা উচিত: আমার পূজ্য আমাকে যতটুকু প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছে ততটুকুই প্রকাশ করব আজ।

সময়ের বাঁধন পেরিয়ে এসেছি আমি। এখন অন্যরকম এক উচ্চতায় উড়ে বেড়াই আমি। কিন্তু তারপরও এমন সব শক্তির মোকাবেলা আমাকে করতে হয় যাদের আমি দেখতে পাই না। তারা এমনকি আমার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। হয়তো আমার ঠোঁটের সামনে থেকে সুখের পেয়ালা ছিনিয়ে নেয়াতেই তাদের আনন্দ। হয়তো আমাকে ভুগতে দেখলেই খুশি হয় তারা। কিন্তু তারপরও বলব, ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা কেউ জানে না। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কেউ দাঁড়াতে পারে না। সেই কারণেই, আমি জ্ঞানের কন্যা, আইসিসের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও যে-কোনো মরণশীল মানুষের মতো আজকের জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল রাতেও আতঙ্কে আছি যে, যুদ্ধ, অসুখ বা অন্য কোন কারণে আমার প্রিয়তমকে আবারও না হারিয়ে ফেলি। তখন, আবার কবে ধরণীর বুকে ওকে পুনর্জন্ম দেয়া হবে–তার জন্য অনিশ্চিত অপেক্ষা করা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন উপায় থাকে না।

মাত্র গতকালের কথা। হোলি বলছিল, আমার সামনে এমন সব দুয়ার উন্মুক্ত হয় যা মরণশীল মানুষ কখনোই হয়তো খুঁজে পাবে না। তাই আমার উচিত এগুলো লিখে রাখা। পৃথিবীবাসীরা ওই জ্ঞান ব্যবহার করে জ্ঞানী হতে পারবে।

কথাটা আমার ভালো লেগেছে। ভেবেছি কাজটা করব।

BanglaBook.org

অবশ্য শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে লিখে যেতে পারব কি না সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। আমাকে কাগজ দিয়ে গেছে হোলি। জিনিসটা প্যাপিরাস নয় তবে এতেও সুন্দর লেখা যাবে। আমার কাছে নলখাগড়ার কলম আছে। নানা রঙের কালিও আমি বানাতে পারি। আগে এসব জ্ঞানের কোন অর্থ ছিল না। এখন এগুলো কাজে লাগবে।

আমি যে পদ্ধতিতে লিখব হোলি সেটা পড়তে জানে না। কাজেই আমার চিন্তাভাবনা জেনে ফেলে সেটা লিয়োকে জানিয়ে আমার কোন ক্ষতি করতে পারার সম্ভাবনাও নেই।

নিশ্চয়ই ভাবছেন, ক্ষতির সম্ভাবনাই যদি থাকে তো লিখব কেন? কারণ, সময়ের চক্রে আমাকেও একদিন বিদায় নিতেই হবে। হ্যাঁ, আমাকেও মরতে হবে একদিন। আবার নতুন করে ফিরেও আসব। কিন্তু ততদিনে যেন সবকিছুর স্মৃতি পৃথিবীতে রয়ে যায় সেটাই এই লেখার উদ্দেশ্য। আমার জ্ঞান বলছে হোলি এই লেখাটা পড়তে পারবে না বটে, কিন্তু আজ না হোক কাল, কেউ না কেউ এটা পড়ার পদ্ধতি বের করবেই। নানা ভাষার লোকে তখন জানবে এই কাহিনি। পৃথিবীময় ভাস্বর হয়ে রইবে আমার স্মৃতি। এই দেখুন, উঁকি দিচ্ছে আমার মরণশীল সত্তা। চাইছে আমি এখান থেকে হারিয়ে গেলেও যেন লোকে আমার কথা ভুলে না যায়।

যাক, এখন আসল গল্প শুরু করি।

কীভাবে আমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে তা নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি। বলছি না যে এটাই খাঁটি সত্য। তবে আমার ধারণা এর ভেতরও সত্য লুকিয়ে আছে। চাই, সেটা কণা পরিমাণই হোক না কেন। আর তা যদি না-ই হয় তা হলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই স্বপ্ন কেন বারবার আমাকে দেখানো হবে?

Banglabook.org

সন্দেহ নেই, ঈশ্বর অবশ্যই আছেন। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন তিনি। শাশ্বত সত্য হচ্ছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব। চিরন্তন ভালোকে এক সময় মিশরের লোকেরা জানত 'আমন রা' নামে। আবার ভালোর যেমন অস্তিত্ব আছে ঠিক তেমনই আছে খারাপও। মিশরীরা তাকে ডাকত 'সেট' নামে। সে কোথাও পরিচিত 'বাল', কোথাও 'মলূচ', কোথাও আবার তার নাম 'শয়তান'।

মানুষের পাপী আত্মা সবসময়ই মুক্তির দিশা চায়। এই মুক্তির পথ যিনি দেখান মিশরীয়রা তাঁকেই বলত ওসিরিস। অন্য কোথাও তাঁর ভিন্ন নাম আছে হয়তো। আর আছেন প্রকৃতি মা। তাঁকেই ডাকা হতো আইসিস নামে। পৃথিবীকে কখনও প্রাণশূন্য হতে দেয়া হবে না। আর প্রাণ নিয়ে আসার এই কাজটা যিনি করতেন তাঁরই নাম আফ্রোদিতি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। মোদ্দা কথা, মানুষ যেখানেই আছে সেখানেই থাকবে 'ভালো' বা অন্যকথায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব। যেখানে তাঁকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, ঈশ্বর আছেন এটাই চিরন্তন সত্য।

রাতের আকাশে তাকালেই চোখে পড়ে ঝলমল করছে অজস্র তারা। ওখানে আমি দেখি ঈশ্বর তাঁর ঝকমকে পোশাকে বিশালতার মধ্যে বিরাজমান। আলো ঘিরে নাচতে থাকা পতঙ্গের ভেতর দেখি ঈশ্বরের অতিশয় বিনীত রূপ। ঈশ্বর সবকিছুর মধ্যেই আছেন। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজনীন। সবকিছুর মধ্যেই তাঁর অস্তিত্ব বিরাজমান। সবকিছুই তাঁর অস্তিত্বের কথা চিৎকার করে ঘোষণা করছে। আমরাই কেবল সেই চিৎকার শুনতে পাই না বা শুনলেও তাতে সন্দেহ করি। এত কথা বলার কারণ, একটা সময় ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়েছিলাম আমি। সেটাও ছিল আমার আজকের এই পরিণতির অনেক বড় একটা কারণ। যথাসময় সেই গল্পও

BanglaBook.org

বলা হবে।

যা হোক, আমি যে স্বপ্নটা দেখেছি তা ছিল এমন:

পৃথিবীতে আসার আগের দৃশ্য। এখানে মহান এক দেবীর ভৃত্য আমি। সেই দেবী ঈশ্বরের একজন 'মন্ত্রী'। পরে জেনেছি মিশরে এই দেবীকেই ডাকা হয় প্রকৃতির রহস্যের রক্ষাকর্ত্রী 'দেবী আইসিস' নামে। তিনিই আমাকে তাঁর সন্তান বলে ডেকেছেন, স্থান দিয়েছেন তাঁর কোলে। তখনই তাঁর জ্ঞানের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছি আমি। আর সেই কারণেই আমার মধ্যেও প্রবেশ করেছে তাঁর দেবত্বের অংশ বিশেষ।

গম্ভীর হয়ে নিজের আসনে বসে আছেন দেবী। লোকের প্রার্থনা স্তবক নিয়ে তার কাছে আসা যাওয়া করছে আত্মারা, রেখে যাচ্ছে প্রার্থনা বা ভেটগুলো। দেবীর আসনের পাশেই পড়ে আছে তাঁর রোব। আকাশের মতো নীল সেটা। রোবের ওপর লুটিয়ে আছে রাতের মতো কালো তাঁর চুল। তাঁর হাতে ধরা রাজদণ্ডটা প্রতীকায়িত করছে তাঁর অবারিত ক্ষমতাকে। ঠিক পৃথিবীর মতো গোলাকার তাঁর পা রাখার টুল। তাঁকে ঘিরে ফুটে আছে অদ্ভুত এক আলোর দ্যুতি। তাঁর চারপাশে ধ্বনিত হচ্ছে সাগরের ঢেউয়ের মতো কিন্তু অপার্থিব এক সঙ্গীত। এমন কিছু পৃথিবীর মানুষ কখনোই শোনেনি।

তাঁর সামনে হাজির হয়েছি আমি। ঝুঁকে বাউ করছি। মাথা ঝুঁকিয়েই গেলাম যতক্ষণ না আমার চুলগুলো তাঁর সামনের মেঝে স্পর্শ করল।

হাতের রাজদণ্ড দিয়ে আমাকে স্পর্শ করে সোজা হতে বললেন দেবী। বললেন, 'বলো, আমার সন্তান, নীলের তীর থেকে কী বার্তা নিয়ে এসেছ? আমার অর্চনা কেমন চলছে? লোকে কি আমার আইন ঠিকমতো মেনে চলছে?'

উত্তরে আমি বললাম, 'স্বর্গীয় মাতা, অদৃশ্য এক আত্মা

হয়ে মিশরের বিভিন্ন জনপদে ঘুরে দেখেছি আমি। মন্দিরে গেছি। পুরোহিতদের কথা শুনেছি। পূজারীদের দেখেছি আর শুনে এসেছি তাদের মনের কথা। পবিত্র মন্দিরগুলো সব শূন্য পড়ে আছে। আপনার বেদীগুলোকে অবজ্ঞা করে পুরোহিতরা। তবে কিছু মানুষ এখনও আপনার প্রতিই বিশ্বস্ত। কিন্তু বাকিরা অর্ঘ্য দিচ্ছে অন্য এক দেবীর চরণে।'

আইসিস তখন প্রশ্ন করলেন, 'কী নাম সেই দেবীর?'

'গ্রিকরা তাকে ডাকে আফ্রোদিতি নামে। কেউ কেউ বলে অ্যাস্টোরেথ আবার কেউ তাকে ডাকে ভেনাস নামে। তার অভয়াশ্রম সাইপ্রাসের প্যাফোসে। মিশরের দক্ষিণের একটা দ্বীপ এই প্যাফোস। পার্থিব জগতে প্রেমের রাণী বলা হয় তাকে। তার নৈবেদ্যও প্রেম। মাতা, সে নিজে দেবী হয়েও আপনাকে নিয়ে উপহাস করে। এমনকি অন্যান্য স্বর্গীয় দেব-দেবীদের নিয়েও উপহাস করে সে। বলে যে, সে সাগর থেকে উঠে আসায় নাকি শেষ হয়ে গেছে অন্য দেব-দেবীদের দিন। তাদের উপাসনাও নাকি আর কেউ করবে না। কেবল সে-ই শেষ পর্যন্ত রয়ে যাবে। শেষ অবধি তার পূজাই করবে সবাই। যেখানে সেখানে আত্মপ্রকাশ করে সে। নিজের নগ্ন শরীরের সৌন্দর্য দেখিয়ে লোকের মন জিতে নেয়। তখন তার পূজা করতে বাধ্য হয় পুরুষরা। আর নারীদের সে শেখায় তার মতো নির্লজ্জভাবে নিজেদেরকে প্রকাশ করতে, শেখায় তার মতোই বেহায়া হতে। এতে প্রলুব্ধ হয়ে পূজা-পাঠ ছেড়ে দিচ্ছে স্বয়ং আপনার পুরোহিতেরাই, মেনে নিচ্ছে আফ্রোদিতির আনুকূল্য। আর এই কামার্ত জীবনধারার লোভে পড়ে আপনার নারী পুরোহিতেরাও তাদের শপথ ভাঙছে, ঝুঁকে পড়ছে ওই দেবীর দিকে।'

আমার কথা মন দিয়ে শুনলেন স্বর্গীয় মাতা আইসিস। তারপর বললেন, 'এসবই আমার জানা আছে। তবুও চেয়েছি কথাগুলো তোমার মুখ থেকে শুনতে। কারণ আমার আত্মার

BanglaBook.org

ছায়া আছে তোমার ভেতর। তোমার মুখ দিয়ে তাই কখনও মিথ্যা কথা বের হতে পারে না। শুনে রাখো, এই অকৃতজ্ঞ মিশরীয়দের শাস্তি দেব আমি। আর এই কাজে তুমিই হবে আমার তলোয়ার। ধুলোয় মিশিয়ে দেব আমি ওদের এতদিনের গর্ব আর অহঙ্কার। জেনে রাখো, এটা ঘটবেই। এটাই আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কীভাবে কী করবে সেসব পরে তোমাকে শিখিয়ে দেব। এখন, আমার ওপর অর্পিত স্বর্গীয় ক্ষমতার বলে ওই ভণ্ড দেবীকে এখানে ডাকব আমি। শুনব তার বক্তব্য।'

তারপর আফ্রোদিতিকে ডাকলেন দেবী আইসিস। বললেন, 'স্বর্গ, মর্ত্য যেখানেই থাক, নির্দেশ দিচ্ছি, এখুনি আমার সামনে হাজির হও, আফ্রোদিতি,' এই বলে স্বর্গীয় আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন দেবী আইসিস। ভীষণরকম রাগত ও অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে আছেন তিনি। হাতের রাজদণ্ডটা দিয়ে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমে ইশারা করলেন। উচ্চারণ করলেন ভীষণ ক্ষমতাশালী গোপন কিছু মন্ত্র। তিনবার মন্ত্রোচ্চারণ করলেন তিনি। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বিশাল হলটার শেষ প্রান্তে একটা বাঁক আছে। সেদিক থেকে প্রথমে ভেসে এল মিষ্টি একটা সঙ্গীত। এবং তার প্রায় সাথে সাথেই সেদিক থেকে হলঘরে ঢুকল অত্যন্ত সুন্দরী এক দেবীমূর্তি। মেঝে থেকে ইঞ্চি খানেক ওপর দিয়ে ভেসে আসছে সে! তার গায়ে পোশাক বলতে আছে একটা আবরণ মাত্র। আবরণটা খুবই পাতলা ও একদমই স্বচ্ছ। এতই স্বচ্ছ যে, সেটা তাকে আড়াল তো দেয়ইনি বরং প্রকট আবেদনময়ী করে প্রকাশ করছে তার দেহবল্লরী। তার পেছনেই আবির্ভূত হলো তার অনুগামী অন্যান্য দেব-দেবীগণ। অগ্নিসম উজ্জ্বল পোশাকে আবৃত তারা। নিজের পারিষদ নিয়ে হাজির হয়েছে গ্রিকদের দেবী আফ্রোদিতি।

BanglaBook.org

দেবী আইসিসের সামনে এসে তাঁকে বাউ করল দেবী আফ্রোদিতি। হাসিমাখা কণ্ঠে কথা শুরু করল সে। যেন সংগীতের ছন্দ উঠল দরবারে। সে বলল, 'আপনার আদেশ শুনেছি আমি, রহস্যের মাতা। তাই আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে হাজির হয়েছি আমি প্রাণের দেবী, প্রেমের দেবী। ও স্বর্গের রাণী, ও রহস্যের মাতা আইসিস, কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি আমি?'

'নতুন দেবতাদের থেকে জন্ম নেয়া দেবী, তোমার শয়তানী কমাও। আমার পূজারীদের ওপর থেকে তুলে নাও তোমার অভিশপ্ত জাদু। তোমার নোংরা খেলা সম্বন্ধেও খুব ভালো করেই জানি আমি। তোমার নগ্ন সৌন্দর্যে মাতাল হয়ে পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হচ্ছে ওরা। তোমার দেখানো প্রেম নামের লোভের ফাঁদে পড়ে সমাজ সংসারে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছে ওরা। কুমারীদের পথভ্রষ্ট করছ তুমি, আর পুরুষদেরকে পরিণত করছ জানোয়ারে। শেষে ওদের অসংলগ্নতা দেখে ওদের নিয়েই উপহাস করছ তুমি। তোমার দেখানো পথ ফুলকে করে দিচ্ছে ঘ্রাণহীন, অর্থহীন করে দিচ্ছে জীবনকে। তোমার সৌন্দর্য নামের পাপের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মধুর বদলে লোকে মুখে তুলে নিচ্ছে বিষ। তোমার সফেদ ত্বক পঙ্কিলতারই নামান্তর আর তোমার বেদী নরকের কুণ্ডসম। তাই তোমাকে হুকুম করছি, যেখান থেকে এসেছ সেখানেই ফিরে যাও, শান্তিতে থাকতে দাও পৃথিবীকে।'

'আপনার আশ্রয়ের বাইরে কোথায় যাব আমি, মা?' লাস্যময়ী হাসি দিয়ে বলল আফ্রোদিতি। 'আপনি তো প্রকৃতির মাতা আর আপনার সন্তান আমি। কিছুই আপনার আওতার বাইরে নয়। আপনার আইন খুব কঠোর। কিন্তু, মা, আমাকে ছাড়া যে শাসন করার মতো কেউ রইবে না। আমাকে ছাড়া কোন শিশু জন্মাবে না, ফুটবে না কোন ফুল। আমাকে ছাড়া স্রেফ এক বিরানভূমির শাসনকর্ত্রী হয়ে বসে

Banglabook.org

থাকবেন আপনি। তবে আমাকে চলে যেতে বলে অপমান করেছেন আপনি। তাই আজ থেকে যুদ্ধ শুরু হলো আমাদের মধ্যে। জেনে রাখুন, এই যুদ্ধে আমিই জিতব। কারণ আমি শাশ্বত। জীবিত সকলে আমার ভৃত্য, আমারই নাম জীবন। আপনি স্বর্গের বিধানে শাসন করেন, তা হলে মৃত্যুর দেবতা ওসিরিসের সাথে স্বর্গেই না হয় চলে যান, থাকুন ওখানে। আর আমাকে না হয় জীবিতদের সাথেই থাকতে দিন। খুব শীঘ্রিই মৃত্যু নদী পাড়ি দেবে মানুষেরা সবাই, চলে যাবে আপনার রাজত্বে। ওখানেই তাদের রাখবেন, শাসন করবেন যেভাবে আপনার খুশি। কিন্তু, মাতা, সেই শুরু থেকেই তো আমাকে আপনি জানেন। তা হলে আজ হঠাৎ আমার ওপর এত রেগে গেলেন কেন? আমি বারবার নতুন নাম গ্রহণ করে আপনার মিশরে আমার বেদী বসাই বলে? নাকি, আমার বেদী আপনার পূজারীদের নিবেদিত ফুল ফলে ভরে ওঠে সেটিই আপনার হিংসার কারণ? আমাদের মধ্যে একটা বাজী হয়ে যাক, মাতা। বাজীর মূল্য মিশর। ওখানেই আপনি বেশি সুবিধা পাবেন। এখনও ওখানকার কিছু লোক আপনাকে মান্য করে।'

'তারপরে কী হবে, আফ্রোদিতি? আমি ও অন্যান্য যেসব দেবতারা মিশর শাসন করছি, তারা মিশরীয়দের দিয়েছি জ্ঞান, মহত্ত্ব আর পরজীবনের জন্য আশার আলো। কিন্তু তুমি তাদের কী দেবে?'

'এসব উঁচু তলার জিনিস। এর কোন কিছুই তাদের আমি দেব না। ওদের জন্য আমার উপহার হচ্ছে প্রেম, মিষ্টি ভালোবাসা আর আনন্দ। যাতে ওরা সমস্ত ভয়ভীতি ভুলে ওদের ছোট্ট জীবনটা হাসি আনন্দে কাটাতে পারে। হয়তো আপনার সর্বদর্শী দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এ খুবই সামান্য ব্যাপার। কিন্তু এই দিয়েই ওদের জিতে নেব আমি। দুনিয়ার আর সব জায়গার মতো মিশরেও আপনার শাসনের ইতি ঘটতে

Banglabook.org

চলেছে। আপনার প্রভুত্বের দিন শেষ, রহস্যের দেবী আইসিস।'

'তা-ই যদি হয়, আফ্রোদিতি, জেনে রাখো, মিশরেরও পতন ঘটবে। সারা পৃথিবীর ভৃত্যে পরিণত হবে মিশর। মিশরের ওপর লোভের থাবা ফেলবে একের পর এক রাজা। তখন মিশরীয়রা বুঝবে, ওদের পরিত্যাগ করেছে আইসিস। তোমার অখাদ্য দিয়ে মিশরের আত্মা ভরে দাও, আফ্রোদিতি! মিশরের ওপর রইল অভিশাপ। মিশরের সমস্ত বেদী আর মন্দির থেকে নিজেকে তুলে নিচ্ছি আমি। অল্প ক'টা দিনেরই তো ব্যাপার। তুমিও উপভোগ করে নাও সব। শেষ বিচারের দিনেই তোমার সাথে আমার হিসাবের চূড়ান্ত ফয়সালা হবে। তোমার আর কোন দম্ভোক্তি বা ধর্মদ্রোহিতার কথা আমি শুনতে চাই না। তবে আজকের পর থেকে সেই শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত আমার কাছে কখনোই কিছু আশা কোরো না।'

কথা শেষে মুহূর্তেই গায়েব হয়ে গেলেন তিনি। সেই সাথে বজ্র ঝলকের মতো গায়েব হয়ে গেল তাঁর সভাসদবৃন্দ। শূন্য পড়ে রইল মন্দির আর আইসিসের আসন। তবে তখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি। আর আছে আফ্রোদিতি। হা হা করে উপহাসের হাসি হাসতে হাসতে দেবী আইসিসের শূন্য আসনে গিয়ে বসল সে। মন্দিরের দেয়াল থেকে দেয়ালে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল তার উপহাস।

গর্বোদ্ধত আফ্রোদিতি বলল, 'আইসিসের ছেড়ে যাওয়া সিংহাসন আর তার ক্ষমতা গ্রহণ করলাম আমি। আজ থেকে এসব আমার। দেখো, আমার সভাসদ ও মন্ত্রীগণ। আমার মাথায় শকুনের পালকের মুকুট নেই, নেই কোন চন্দ্রাকৃতির প্রতীক। আমার রাজদণ্ড হচ্ছে ফুল আর আছে গায়ের মদির সুবাস যা যে-কোন পুরুষকে মাতাল করে দিতে পারে। এই রাজত্ব আমি জয় করেছি, তবে এই বিরান মন্দিরে আমার

BanglaBook.org

এখন দরকার একজন প্রজা...' বলে এদিক ওদিক চোখ বুলাতে লাগল সে। তখনই তার চোখ পড়ল সেই আত্মার ওপর যার পার্থিব রূপ হচ্ছি আমি, আয়েশা। আমাকে সে বলল, 'এদিকে এসো, প্রণাম করো আমায়।'

আমি বললাম, 'না। আমি আইসিসের সন্তান। কেবল তাঁর সামনেই মাথা নত করব।'

'তাই? বেশ। পেছনে তাকাও,' বলল আফ্রোদিতি।

আমি পেছনে তাকালাম। এবং বিস্মিত হয়ে দেখলাম অত্যন্ত সুপুরুষ এক লোকের অবয়ব। এতই সুন্দর সে, যে আমার দম আটকে যাওয়ার অবস্থা হলো। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল সে। আমিও পাল্টা হাসলাম। তারপরই গায়েব হয়ে গেল লোকটি। আমার আত্মায় ফেলে গেল তার মুখচ্ছবির স্মৃতি।

আফ্রোদিতি বলল, 'তোমার নিয়তি হচ্ছে নারী হয়ে পৃথিবীর বুকে জন্মানো। তার সাথে আমি আফ্রোদিতি যোগ করছি, শুরু থেকেই ওই লোক হবে তোমার। তার স্পর্শে, তার চুমুতে তুমি ভুলে যাবে প্রকৃতির মাতা আইসিসের দাসত্বের কথা, তার প্রতি তোমার আনুগত্যের কথা, তার ক্ষমতার কথা।'

Banglabook.org

এভাবেই শেষ হলো আমার স্বপ্ন। এভাবেই জানতে পেরেছি আইসিস এক মহাপবিত্র অসীম, শাশ্বত সত্তার নাম। স্বর্গ, নরক ও পৃথিবীর সবকিছুই তার শাসনাধীন। কারণ সবই প্রকৃতির অংশ। জানি না কতটুকু বোঝাতে পেরেছি। তবে আমি জানি, এই স্বপ্নের ভেতরই লুকিয়ে আছে এক অপরিবর্তনীয় মহা সত্য।

দুই

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে এই স্বপ্নটা। নিঃসন্দেহে স্বপ্নটার ভেতর সত্য আছে। অন্তত এটা তো অবশ্যই সত্য যে, জ্ঞানের সন্তান আমার আত্মা। লোকে অবশ্য এটাও বিশ্বাস করে যে, আমার অনিন্দ্য সুন্দর এই দেহটি দেবী আফ্রোদিতির উপহার। তবে প্রাণের আগুনে স্নান করার আগে থেকেই মানুষের জানা প্রায় সকল জ্ঞান আর সৌন্দর্যের অধিকারী হয়ে গেছিলাম আমি। তখন থেকেই জানতাম, আমার কাজই হলো মিশরকে ধ্বংস করা। তা আমি করেছিও। এমনকি সিডন আর সাইপ্রাসকেও ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি। সেজন্যই আফ্রোদিতির অভিশাপ পড়েছে আমার ওপর। ওদিকে আবার আফ্রোদিতির প্রলোভনে প্রলুব্ধ হওয়ার দায়ে দেবী আইসিসের অভিশাপও নেমে এসেছে আমার ওপর। এখন এই দুই দেবীর খেলনায় পরিণত হয়েছি আমি। সত্যি বলতে প্রতিটা জীবিত মানুষই এদের খেলার সামগ্রী।

এবার শুরু করছি আমার পার্থিব জীবনের গল্প।

ইয়েমেনের সুন্দর এক শহর ওজালে আমার জন্ম। আমার বাবার নাম ইয়ারাব। পূর্বপুরুষের নামানুসারে রাখা হয়েছিল তার নাম। আর আমার নাম আয়েশা রাখা হয় আমার উচ্চবংশীয় মায়ের নামানুসারে। আমার মাকে আমি কখনও দেখিনি। জানিও না কার পূজারী ছিল সে। তবে

লোকে বলে, আগে যার পূজাই করে থাকুক, আমার জন্মের সময় একজনেরই পূজা করত সে। তার প্রতীক ছিল বাঁকা চাঁদ। আমার জন্মের পর প্রথমে আমার দিকে সে ফিরেও তাকায়নি। কারণ আমি পুত্র নই, কন্যা সন্তান। কিন্তু বাবার হুকুমে আমাকে তার কাছে নেয়া হয়। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বুঝল তাকে অসাধারণ সুন্দর এক সন্তান উপহার দিয়েছে স্বর্গ, অত্যন্ত আনন্দিত হলো সে। কিন্তু তখনই সে দেবীর কাছে প্রার্থনা করল, যেন মৃত্যু দেয়া হয় তাকে।

যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারা বলেছে, মা এই প্রার্থনা করেছিল দুটো কারণে। এক, আমাকে দেখেই আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আঁচ করে ফেলেছিল মা। তাই চেয়েছিল আমি একাই যেন আমার বাবার হৃদয়ে স্থান পাই। দুই, সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, বেঁচে থাকলে সে হয়তো আরও সন্তানের জন্ম দিত, তখন আমার নিখুঁত সৌন্দর্যের সাথে তাদের তুলনা করলে মা নিজেই ব্যথিত হতো। মূলত এই দুই কারণে নিজের মৃত্যু প্রার্থনা করে সে।

বাবা বলেছে, সাথে সাথেই নাকি মায়ের প্রার্থনা কবুল হয়েছিল। আমাকে চুমু খেয়ে একবার আশীর্বাদ করেই চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে আমার মা। এটাই আমার মায়ের মৃত্যুর আসল গল্প। যদিও পরবর্তী সময়ে অনেকে অন্য আরও গল্প বলেছে। যেমন কেউ কেউ বলেছে, আমি যে কাজে পৃথিবীতে এসেছি সেটা মা বুঝতে পেরেছিল, বুঝেছিল এর ফলে আমার প্রাপ্য যন্ত্রণার কথাও। আমার পাশে থাকলে সেই কষ্ট যন্ত্রণা তাকেও দেখতে হতো, সেই জন্যই দেবতা বা দেবীর কাছে নিজের মৃত্যু চেয়েছিল সে। কিন্তু পরে যখন বাবাকে এসব জিজ্ঞেস করেছি, সে শপথ করে বলেছিল, দ্বিতীয়টা নয়, প্রথম গল্পটাই সত্য।

মা মারা যাবার পর বাবা আর বিয়ে করেনি। ভেবেছে, নতুন মা যদি ঠিকমতো আমার যত্ন না নেয় বা আমাকে

BanglaBook.org

হিংসা করে। অনেক দাস-দাসী ছিল তার। তার সেবার জন্য ওরাই ছিল যথেষ্ট। এভাবেই আমার মহান বাবার ছায়ায় বড় হই আমি। একসময় হয়ে উঠি তার পরামর্শদাত্রী। এভাবেই তার ছায়ায় থেকে আমিই শাসন করতে শুরু করি তার অধীন সব গোত্রগুলোকে।

খুব শীঘ্রিই আমার জ্ঞান আর সৌন্দর্যের কথা পুরো আরব জাহানে আগুনের মতো ছড়িয়ে গেল। আমাকে জয় করার জন্য দূর দূরান্ত থেকে আসতে লাগল রাজা-রাজপুত্ররা। যার অবধারিত ফলাফল তাদের মধ্যে লড়াই, ঝগড়া আর অযাচিত রক্তপাত। আমি নিজে খুব দয়ালু মনের। তাই নরম সুরেই তাদের সবার সাথে কথা বলতাম। বুঝতে চাইতাম কে তাদের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু। কিন্তু বোকা লোকগুলো সবসময়ই কথায় কথায় বর্শা আর তলোয়ার বের করে ওদের মধ্যে ফয়সালা করতে চাইত। তাই অযথা আমার নামে রক্ত ঝরাতে থাকল লোকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমার বাবার কিছু শত্রু দাঁড়িয়ে গেল। কিছু প্রিন্সের লোকজনেরা বলতে লাগল যে, আমি নাকি তাদেরকে বিয়ে করব বলে কথা দিয়েছি। মিথ্যুকের দল। এমন কথা কাউকে আমি কখনোই দিইনি। কারণ আমি মনে করতাম বিয়ের অর্থ যাকে বিয়ে করব তার দাসত্ব কাঁধে তুলে নেয়া। অথচ আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল অনেক বড়। তখনই ঠিক করেছিলাম যে, পৃথিবী শাসন করব আমি। তারপর আমার জ্ঞান আর ইচ্ছায় কাউকে যদি ভালো লাগে তো তাকেই হয়তো বিয়ে করব। আর কাউকে নয়। ওই সময় আমার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল জ্ঞান অর্জন। জ্ঞানই ছিল আমার একমাত্র প্রেম। কারণ আগেই আমি বুঝেছি, শাসন করতে হলে আগে জ্ঞানী হতে হবে। কারণ জ্ঞানই শক্তি। আরবের সবচেয়ে জ্ঞানী শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে শুরু করলাম। তারাও মহান সর্দার ইয়ারাবের সুন্দরী কন্যাকে শিক্ষা দিতে পেরে খুশি। কারণ মুহূর্তের

BanglaBook.org

নোটিশে নিজ গোত্র থেকেই দশ হাজার লোক হাজির করতে পারে সর্দার ইয়ারাব। এমনকি গোত্রের বাইরে থেকেও তার ডাকে হাজির হবে আরও দশ হাজার লোক। এমন সর্দারের সুনজর পেতে কে না চায়?

যা হোক জ্ঞানের তৃষ্ণা আমার মেটেনি। তখনি জানতে পারলাম, ওজালের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে নুট নামের অদ্ভুত এক লোক। ভীষণ জ্ঞানী মানুষ সে। পরে সে বাবার সভায় আশ্রয় পেয়েছে। ক্রমান্বয়ে সেই ঘটনাও বলব।

মোটামুটি কুৎসিতদর্শন, পক্বকেশের অধিকারী বয়স্ক একটা মানুষ সে। পার্চমেন্টের মতো তার ত্বকের রঙ। অনেকটাই হোলির মতো। মানে বয়সকালে হোলি যেমন হবে অনেকটা তেমন। বাহ্যিকভাবে এমনকি আরও অনেকভাবেই এই লোকটির সাথে হোলির এত মিল যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হোলির ভেতর ঢুকে গেছে নুটের আত্মা। ঠিক যেমন লিয়োর ভেতর ঢুকেছে ক্যালিক্রেটিসের আত্মা।

নুট কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না। তবে এটা অনেকেই জানে যে, সে মিশরীয় নয়। কিন্তু তারপরও মিশরে আইসিসের সর্বোচ্চ পুরোহিতের পদে ছিল সে। এমনকি খারেব-ও (প্রধান জাদুকর) ছিল এক সময়। পার্থিব ক্ষমতা তো তার আছেই, এমনকি পৃথিবীর সীমার বাইরে আধ্যাত্মিক জগতেও সে ক্ষমতাবান। কারণ স্বর্গীয় কারও স্পর্শ পেয়েছে সে। তার ওপর লোকটা একজন সৎ জাদুকর। এমনকি ফারাওয়ের মুখের ওপর সত্যি বলতেও দ্বিধা করে না। দেবতাদের কাছ থেকেই এই শিক্ষা পেয়েছে সে। এবং এই সত্য-কথনই খারেবের পদ থেকে তার পতনের কারণ। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। ক্ষমতাশালীরা সত্য কথা শুনতে চায় না।

নুটের ঘটনা ছিল এমন:

ফারাও প্রথম নেকটানেবিস একবার পার্শিয়ার সাথে

BanglaBook.org

লড়াইয়ে বিরাট বিজয় অর্জন করে। তখন সে ডাকে তার প্রধান জাদুকর নুটকে। বলে ফারাওয়ের জন্য ভবিষ্যতে আর কী কী বিজয় আর মহত্তর অর্জন অপেক্ষা করছে তা জানতে চায় সে। সেজন্য দরকার হলে ওসিরিসকেও যেন ডাকা হয়। জবাবে জ্ঞানী নুট বলেছিল, ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যতের গর্ভে থাকতে দেয়াই জ্ঞানীর কাজ। কিন্তু তাতে রেগে যায় ফারাও। নুটকে সে হুকুম করে তার আদেশ প্রতিপালন করতে। কাজেই বাধ্য হয়ে নিজের আরাধ্যের সাহায্য চায় নুট। জানতে চায় মিশরের ভাগ্যে কী আছে আর ফারাওয়ের পরিবারেরই বা কী হবে। তারপরই ঘুমে ঢলে পড়ে সে। জাদুর ঘুম অবশ্যই। স্বপ্নে দেবী আসেন তার সামনে। তাকে শোনান মিশর ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী। নুটকে তিনি আদেশ করেন কথাগুলো ফারাওকে গিয়ে শোনাতে। একই সঙ্গে দেবী বলে দেন যে, তাঁর হুকুমমতো কথাগুলো ফারাওকে শোনালে নুটের প্রাণনাশের হুমকি দেবে ফারাও। তখন মিশর ছেড়ে পালাতে হবে তাকে। তখন ইয়েমেনের ওজাল শহরে যেতে হবে তাকে। ওখানে খুঁজে বের করতে হবে ইয়ারাব নামের এক শেখের মেয়ে আয়েশাকে। এবং সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত তার সাথেই অবস্থান করতে হবে নুটকে। নির্ধারিত সময়ে আয়েশাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবেন দেবী। দেবী তাকে আরও হুকুম করেন যে আয়েশাকে নুটের জানা সমস্ত জ্ঞান শেখাতে হবে। এমনকি স্বর্গীয় বিশেষ ও গোপন বিদ্যা যা তাকে শিখিয়েছেন খোদ দেবতারা, তা-ও শেখাতে হবে আয়েশাকে। কিন্তু অন্য কারও কাছে ওসব প্রকাশ করা যাবে না। করলে তার শাস্তি তাৎক্ষণিক মৃত্যু।

পরদিন সকালে ফারাওয়ের সভায় গেল নুট। তাকে সসম্মানে নিজের সামনে নিয়ে এল ফারাও। স্বাগত জানিয়ে বলল, 'স্বাগতম, খারেব নুট, যাঁর মধ্যে বাস করে সত্যের দেবী মাট-এর আত্মা। বলুন, মিশরের ভবিষ্যৎ নিয়ে

Banglabook.org

দেবতারা আপনাকে কী জানালেন। আর আমার সম্বন্ধেই বা কী বললেন তাঁরা?'

'জীবন! রক্ত! শক্তি! ফারাও,' প্রাচীন রীতিতে ফারাওকে সম্মান দেখাল নুট। তারপর বলল, 'আমার পরামর্শের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ জানতে চেয়েছেন আপনি। আমি তা জেনেছি। দেবতাদের ইচ্ছা শুনুন, সত্যের দেবী মাট-এর শপথ, রাতের অন্ধকারে আমার সাথে কথা বলেছেন দেবী। তিনি বলেছেন, "নেকটানেবিসকে বলো, ভবিষ্যতের পর্দা তুলতে চেয়ে অধর্মের কাজ করেছে সে। নিকট ভবিষ্যতে তার জন্য অপেক্ষা করছে মৃত্যু। নিজের বিছানায় শুয়ে মৃত্যু হবে তার। বলো, তারপর মিশরের ফারাও হবে তার সন্তান। মিশরের দ্বৈত মুকুট উঠবে তার মাথায়। সে-ই হবে মিশরের শেষ বিশুদ্ধ রক্তের অধিকারী শাসক। বলে দাও যে, এই ফারাও হবে অভিশপ্ত। কারণ শয়তানের দোসর হবে সে। তার গলায় ঝুলবে গ্রিকদের দেবী আফ্রোদিতি, শয়তান বাল ও মলচ-এর শেকল। এই শেকল কখনোই ভাঙা যাবে না। আর ওদের প্রভাবে অনেক মিথ্যা বলবে, আর অধর্ম করবে সে। তার ফলস্বরূপ তার সাম্রাজ্য জয় করে নেবে পারস্যের বর্বরেরা। তখন মিশর ছেড়ে পালাতে হবে তাকে। তার সমস্ত জাদু মিলেও তাকে রক্ষা করতে পারবে না। তার কাপুরুষতার কারণে পতন ঘটবে মিশরের। শহরের পর শহর ভস্মীভূত হবে। কাতরে কাতারে মরবে মিশরের সন্তানেরা। এবং তার পরে মিশরের রাজ সিংহাসনে বিশুদ্ধ রক্তের অধিকারী কোন ফারাও আর কখনও বসবে না।" এই সবই আমাকে বলার জন্য আদেশ করেছেন দেবী।'

এর পরের ঘটনা দেবীর বলা সাবধানবাণী মোতাবেকই ঘটল। সত্যিই নেকটানেবিস খেপে গিয়ে হত্যা করতে চাইল নুটকে। তখন দেবীর সহায়তায় প্রাসাদ থেকে পালাল নুট। রাতের অন্ধকারে মিশরের সীমার বাইরে চলে এল সে। ফলে

গার্ডরা আর তাকে খুঁজে পেল না। এ সময় সে সাথে আনতে পেরেছে কেবল তার মন্ত্র লেখা বই, জাদুবিদ্যার কিছু উপকরণ আর তার নিজের বানানো আইসিসের ছোট একটা মূর্তি। রাত দিন এটার সামনে বসেই আইসিসের পূজা করে সে।

•

এবার আসছি নুটের সাথে আমার দেখা হওয়ার গল্পে।

অন্ধকার রাত। মরুভূমিতে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বিভোর হয়ে আকাশের তারা দেখছি। এমন সময় হঠাৎ আমার সামনে উদয় হলো একজন বয়স্ক লোক। আমাকে অভিবাদন করল সে। তারপর আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে মাথা ঠেকিয়ে দিল আমার পায়ের সামনে! ভীষণ, ভীষণ অবাক হলাম আমি।

বললাম, 'আমি সাধারণ এক মরণশীল মানুষ, আমার সামনে কেন মাথা ঝোঁকাচ্ছেন আপনি?'

একটু থমকাল সে। বলল, 'আসলেই কি মরণশীল? আমি আইসিসের প্রধান পুরোহিত। আমি ভেবেছি, বুঝি তোমার মাধ্যমে ধরায় নেমে এসেছে স্বয়ং দেবী। আমার যেন মনে হলো দেবীর পবিত্র রক্ত রয়ে চলেছে তোমার শিরায়।'

'এটা সত্যি যে, এক দেবীর পূজারিণী ছিলেন আমার মা। স্বপ্নে এই দেবী আমার সাথে কথা বলেছেন। কিন্তু তারপরও আপনাকে আমি নিশ্চিত করছি: আমি খুবই সাধারণ এক মরণশীল মানবী। তবে প্রখ্যাত সর্দার ইয়ারাবের কন্যা আমি। নাম আয়েশা।'

'এবার বুঝেছি। তুমিই সেই কুমারী আয়েশা, যাকে খুঁজে বের করতে আমাকে হুকুম করা হয়েছে। জেনে রাখো, মেয়ে, যে-কোন কিছুর চেয়ে মহান তোমার নিয়তি। আমাকে বলা হয়েছে একদিন অমর হবে তুমি।'

'ঈশ্বরে বিশ্বাসী সকলেই তো মৃত্যু নদী পার হলে

BanglaBook.org

অমরত্বের দেখা পায়, তাই না?'

'হ্যাঁ, কথা ঠিক। কিন্তু তোমার অমরত্ব এই পৃথিবী থেকেই শুরু হবে। তবে স্বীকার করছি, এই ব্যাপারটা আমি নিজেও বুঝতে পারিনি। হতে পারে তোমার খ্যাতির কথা বলা হয়েছে।'

'আমিও বুঝতে পারছি না, জ্ঞানী পুরোহিত। এখন বলুন, আমার কাছে আপনার কী দরকার?'

'খাবার আর আশ্রয় দরকার আমার।'

'বিনিময়ে আমি কী পাব?'

'জ্ঞান পাবে তুমি।'

'কিন্তু আমার তো মনে হয় আমার নিজেরই অনেক "জ্ঞান" আছে।'

'না, লেডি আয়েশা, আমি যে জ্ঞানের কথা বলছি তা তোমার নেই। আমি তোমাকে জানাতে পারি দেবতাদের গোপন কথা, যে-কোন রাজাকে বশ করার মন্ত্র, এমন জাদু শেখাতে পারি যা তোমার সামনে উন্মুক্ত করবে বহু দূরে ঘটে যাওয়া ঘটনা। তুমি ডাকতে পারবে মৃত আত্মাদের। জানাতে পারি ক্ষমতার সেই উৎসের কথা যা শতবর্ষ সাধনা করেও কেউ খুঁজে পায় না।'

লোকটিকে বাধা দিলাম আমি। বললাম, 'থামুন। কুৎসিতদর্শন এক বুড়ো আপনি। ক্লান্ত দেখাচ্ছে, পা কেটে রক্ত ঝরছে, আপনার আশ্রয় ও খাবার দরকার বললেন। কিন্তু যে লোক এতসব জ্ঞানের অধিকারী, সামান্য খাদ্য আর আশ্রয়ের জন্য তাকে অন্যের কাছে হাত পাততে হচ্ছে কেন? এগুলো তো এমনকি খুব সাধারণ একজন চাষীর কাছেও থাকে, আপনার নেই কেন? আমার তো মনে হচ্ছে আমার সাথে আপনি মস্করা করছেন। যে জ্ঞানের কথা বললেন তার কিছুই আপনার জানা নেই। প্রতারণা করে খাবার আর আশ্রয় পেতে চাইছেন।'

BanglaBook.org

বয়স্ক লোকটার চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল। রাগ ফুটে উঠল তার চেহারায়। রাগের চোটে যেন স্ফীত হয়ে গেল লোকটার ক্ষীণ দেহটা। জ্বলজ্বল করতে লাগল তার চোখদুটো। সে বলল, 'বেশ বুঝতে পারছি, মেয়ে, আমার মতো একজন শিক্ষকই দরকার তোমার। বললে তোমার অনেক জ্ঞান। তা হলে তোমার তো জানার কথা, বাইরের রূপ দেখে কাউকে বিচার করতে হয় না। এমনকি এটাও তোমার জানা থাকা উচিত ছিল যে, দেবতারা কখনও কখনও তাদের প্রিয়ভাজনদেরও বিপদে ফেলেন। কারণ এর দ্বারাই প্রকাশ পায় ভক্তের ভক্তির গভীরতা। তুমি ভীষণ সুন্দরী আর জ্ঞানী। মহান এক উদ্দেশ্য সাধনে ধরার বুকে পদার্পণ করেছ। তবে বলে রাখছি, এগুলোর সাথে সাথে তোমার ভাগ্যে ভীষণ দুঃখও অপেক্ষা করছে। আর তোমার ভেতর দুয়েকটা জিনিসের খুব অভাব দেখতে পাচ্ছি, যেমন বিনয় ও মানবতা। হয়তো নিয়তির কঠোর শিক্ষায় সেটাও একদিন শিখবে। যাক, ওসব বিষয়ে পরে কথা বলব। আর তুমি যেমন বললে, মরণশীল আর দশজনের মতো আমারও খাবার আর আশ্রয় দরকার। তোমার বাবার কাছে নিয়ে চলো আমাকে।'

আর কথা না বাড়িয়ে লোকটিকে নিয়ে গেলাম আমাদের তাঁবুতে। একটু ভয় ভয় লাগছিল। আমি নিজেও জানি না কেন!

আরবরা খাবার বা আশ্রয়প্রার্থীকে ফেরায় না। কাজেই তার জন্যও খাবার আর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করল বাবা। অবশ্য তখনি তার সাথে কথাবার্তা বা কুশল বিনিময় করল না। তবে সেদিন রাতে লোকটার সাথে অনেক কথা বলেছে বাবা। তার ফল সকালবেলা বাবার তাঁবুতে ডাক পড়ল আমার।

বয়স্ক লোকটি মিশরীয়দের মতো করে পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে মেঝের কার্পেটের ওপর।

বাবা আমাকে বলল, 'আমাদের এই অতিথির সাথে কিছু কথাবার্তা বলেছি আমি। তিনি খুবই জ্ঞানী মানুষ। মিশরের রাজ দরবারের প্রধান জাদুকর ছিলেন ইনি। ইনি মহান দেবী আইসিসের প্রধান পুরোহিত। তোমার মা এই দেবীরই উপাসনা করত। যা হোক, ফারাওয়ের সাথে মতানৈক্য হওয়ায় জ্ঞানী মানুষটি এখন নিঃস্ব, পথের ফকির। উপরন্তু লোকটিকে প্রাণে মেরে ফেলতে চায় ফারাও। কারণ মিশরের ভাগ্য আর ফারাওয়ের পরিবার নিয়ে তিনি কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যা ফারাওয়ের মনঃপূত হয়নি। তিনি কিছুদিন আমাদের সাথে থেকে তাঁর অর্জিত জ্ঞান তোমাকে দিতে চান। তুমি এতদিনে অনেক অভিজ্ঞ হয়েছ, বিচার বিবেচনা করতে শিখেছ। তাই তোমার মত ছাড়া আমি কিছু বলছি না। তবে লোকটিকে যদি থাকতে বলি, তা হলে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না। কারণ ফারাওয়ের হাত অনেক লম্বা। একে হত্যা করতে এই পর্যন্তও তার লোক চলে আসতে পারে। আর যদি এঁকে ফেরত যেতে বলি, তা হলে হয়তো দেবীর একজন দূতকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এখন বলো তোমার মত কী?' '

'যে লোক ফারাওয়ের মুখের ওপর খারাপ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে সে অবশ্যই সত্যবাদী। তাই বলছি, বাবা, তাকেই না হয় জিজ্ঞেস করুন কী করা উচিত...'

নুট বলল যে, তাকে চলে যেতে বললে খারাপ হয় না। কারণ তাতে বাবা ঝুঁকিমুক্ত থাকতে পারবে। কিন্তু থাকতে বললেই বেশি ভালো করবে; কারণ, দেবী আইসিসের হুকুম–আয়েশা নামের মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে হবে তার। এবং নুটের অর্জিত ও প্রাপ্ত জ্ঞান শেখাতে হবে তাকে। কারণ স্বর্গনির্ধারিত কিছু উদ্দেশ্য সাধনে কাজ করতে হবে মেয়েটিকে। আর স্বর্গের দেবীর হুকুম অমান্য করা কোন মতেই উচিত না। কারণ দেবীর হাত এমনকি ফারাওয়ের

BanglaBook.org

থেকেও অনেক বেশি লম্বা।

আমার দিকে তাকাল বাবা। তখন মনে পড়ল, মরুতে দাঁড়িয়ে নুট আমার কাছে ওয়াদা করেছিল আশ্রয় আর খাবারের বিনিময়ে তার জ্ঞানের ভাগ আমাকে দেবে সে। তখন বললাম, 'বাবা অযথাই আমরা কথা বলছি। এই লোকটি আপনার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, এখন বিনা কারণে তাকে তাড়িয়ে দেবেন কেন? এটা কি আমাদের গোত্রের ঐতিহ্য?'

'ঠিক বলেছ। চলে যেতে বললে আগেই বলা উচিত ছিল। যাক, থাকুন আপনি। আর আপনার দেবীর কাছে প্রার্থনা করবেন যেন আমাকে আশীর্বাদ করেন তিনি।'

যা হোক, সেদিন থেকেই আমাদের সাথে রইল জ্ঞানী নুট। এবং প্রথম দিন থেকেই আমার তৃষ্ণার্ত দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত করল তার জ্ঞানের পেয়ালা। দেখাল বিভিন্ন গোপন কথা লেখা স্ক্রোল। তার কাছ থেকে নানা বিষয় শিখলাম আমি। অনেক প্রতীক্ষার পর পানি পেলে মরুর বালি যেমন নিমেষেই সেটা শুষে নেয়, নুটের বলা কথাগুলোও আমি ঠিক সেভাবেই আত্মস্থ করে নিলাম। সেদিন নুটের কাছে করা আমার প্রতিজ্ঞার কারণে সেইসব কথা ফাঁস করা আজও আমার জন্য নিষিদ্ধ। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, এত সব বিষয় জানার কারণেই অনেক সহজে দেবীর কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছি আমি। তাঁর আশীর্বাদে প্রকৃতির কাছ থেকেও শিখেছি অনেক কিছু। ওসব জ্ঞানের কল্যাণে আমিও নুটের মতো দেবী আইসিসের খুব কাছের দাসী হয়ে উঠলাম। শারীরিক কামনা-বাসনা নিয়ে আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির কথা আগেই বলেছি। সেটাকেই দেবীর সামনে পূর্ণতা দিলাম আমি দেবীর কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম যে তাঁর একনিষ্ঠ সেবিকা হয়ে থাকব। আমার প্রাণ সঁপে দিলাম তাঁর পদতলে। বিনিময়ে দেবীও কথা দিলেন যে আমাকে তিনি এমন জ্ঞান

BanglaBook.org

আর ক্ষমতা দেবেন যা আমার আগে আর কোন নারী কখনও পায়নি।

সময় চলতে লাগল তার আপন গতিতে। তবে ওই সময়ে একবারও অনুভব করিনি যে, পর্দার অন্তরালে বসে আমাকে নিয়ে হাসছে আফ্রোদিতি। এমনকি জ্ঞানী নুটও কিছু শোনেনি। যা হোক, প্রথম দিকে নুট আমাকে জানিয়েছিল যে, সে চিরকুমার। প্রথমে মনে হয়েছে জ্ঞানের সন্ধানে নেমে এই আত্মদান তাকে করতে হয়েছে। তবে পরে অন্য 'সত্য' জেনেছি। বুঝেছি, কিছু কিছু ব্যাপারে এমনকি পবিত্র মানুষরাও মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। কারণ অনেক পরে নুট আমার কাছে স্বীকার করেছে যে যৌবনে আর দশজন পুরুষের মতো সে-ও প্রেমে পড়েছিল। আমার মনে হয় সেদিন সে-ও শুনতে পেরেছিল আফ্রোদিতির হাসি। আরও বুঝেছি, নুট আমাকে যতটা শিখিয়েছে, লুকিয়ে গেছে তার চেয়ে অনেক বেশি। অনেক পরে জানতে পারি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত এক আদিম জনপদ কোর-এর বাসিন্দা সে। আর কেবল সে-ই জানত কোরের ধ্বংসাবশেষের মাঝে কী গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে। একদিন নুটের কাছে হুকুম আসে যে, ওই রহস্য আমাকেও জানাতে হবে। কেবলই আমাকে, অন্য কোন নারী বা পুরুষকে কোন মতেই নয়। এমনকি সেদিনও নুট আমাকে বলেনি যে, ওই দেশে অন্য এক নামে আবার আইসিসের পূজা চালু করাই ছিল স্বর্গের মূল উদ্দেশ্য। মূলত এই উদ্দেশ্যেই তাকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল। আর এজন্যই নুটকে বলা হয়েছিল যে ফারাও নেকটানেবিসকে মিশরের আশু ধ্বংসের কথা যেন জানিয়ে দেয়া হয়। আর সময় মতো যেন আমি উঠে দাঁড়াতে পারি সেজন্য আমাকে প্রশিক্ষণ দিতে ওজালে আমার কাছে পাঠানো হয় জ্ঞানী নুটকে। যাতে আমাকে সবকিছু শিখিয়ে পড়িয়ে প্রস্তুত করে রাখে সে। যেন হুকুম আসা মাত্রই আমার 'আসল কাজ' শুরু

করতে পারি আমি।

কিন্তু আমাদের প্রস্তুতি দেখে আড়ালে বসে কেবল হেসেই গেছে আফ্রোদিতি।

তিন

যতই আমরা সাবধান থাকি, বিপদ শেষ পর্যন্ত চলেই এল। আগেই বলেছি আমার সৌন্দর্য ছিল আরবের সমস্ত নারী পুরুষের আলোচনার বিষয়। তার সাথে নতুন করে যোগ হয়েছে দেবদত্ত ঐশ্বর্য-জ্ঞান। উপরন্তু নানা আজগুবি ঘটনা ঘটাতে পারতাম আমি। কারণ মিশরের খারেব (খারেব মানে প্রধান জাদুকর) ও আইসিসের প্রধান পুরোহিত আমার শিক্ষক।

জাহাজের মাল্লাদের মাধ্যমে ছড়াতে ছড়াতে এই গল্প এমনকি মিশরের ফারাও নেকটানেবিসের কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুল। একই সাথে গেল আমাদের সাথে নুটের থাকার খবর। ওদিকে নুটকে তখন রাগের বশে তাড়িয়ে দিলেও এখন নুটকে নেকটানেবিসের খুব দরকার। অন্যভাবে বললে নুটের পরামর্শ দরকার তার। তখন আমার বাবার কাছে ফারাও প্রস্তাব পাঠাল যে, তার সাথে নয়তো তার ছেলের সাথে আমার বিয়ের বন্দোবস্ত করতে হবে। আর আমার অভিভাবক হিসেবে আমার সাথে মিশরে পাঠাতে হবে নুটকে। খারেব হিসেবে তার সমস্ত দায়িত্ব আবার বুঝে নেবে সে।

জবাবে আমার পরামর্শ নিয়ে ফারাওকে বাবা জানিয়ে

BanglaBook.org

দিল যে, ফারাওয়ের এক পা কবরে চলে গেছে। এমন লোকের হাতে নিজের যুবতী কন্যা তুলে দেয়ার কথা কোন বাবাই ভাবতে পারে না। আর ফারাও-পুত্রের ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে গেছে। তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কাজেই তার হাতেও কন্যা সম্প্রদান সম্ভব নয়। আর নুট আমাদের ঘরের সম্মানিত একজন অতিথি। সে মনে করে ফারাওয়ের দরবারে গিয়ে বন্দি হয়ে থাকার চেয়ে ওজালেই সে অনেক সুখে আছে। এখানেই বরং তার স্বাস্থ্য আরও ভালো থাকবে। কাজেই ফারাওয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া ছাড়া সর্দার ইয়ারাবের আর কোন উপায় নেই।

বার্তাটাকে খুবই খারাপভাবে নিল ফারাও। ফলস্বরূপ আমাকে ধরে নিয়ে যেতে আর নুটকে মেরে ফেলতে বা বন্দি করে নিয়ে যেতে ওজালে সেনাবাহিনী পাঠাল সে। এই খবরটাও আমরা আগেভাগেই পেয়ে গেলাম। এর জন্য কিছুটা কৃতিত্ব দিতে হবে মিশরে থাকা আইসিসের কিছু পুরোহিতদের। আরা এখনও নুটকে তাদের প্রধান বলে মানে। যদিও আরেকজন পুরোহিত তার জায়গা নিয়েছে। তবে এখনও কিছু লোকের মনে তার নামই রয়ে গেছে। আর বাকিটা আমরা জানতে পাই খোদ নুটের মাধ্যমে। কী হতে যাচ্ছে তা নিয়ে স্বপ্নের মাধ্যমে তাকে সতর্ক করে দিয়েছে দেবী। কাজেই ফারাওয়ের সেনাদের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই করতে আমরাও প্রয়োজনীয় শক্তি জড়ো করলাম।

এক সময় সত্যি সত্যি পৌঁছে গেল ফারাওয়ের সেনাদল। তাদের বেশিরভাগই এসেছে সাইপ্রাস আর সিডনের জাহাজে চড়ে। ওই সব দেশের রাজারা ফারাওয়ের মিত্র। সৈকতে অবতরণ করে ওখানেই ক্যাম্প করল তারা। তীরের একটা টিলার আড়াল থেকে ওদের ওপর নজর রাখলাম আমরা। ভোর নাগাদ ক্লান্ত সৈনিকরা সবাই যখন গভীর ঘুমে মগ্ন তখন বজ্রপাতের মতো আচমকা ওদের ওপর হামলে পড়লাম

Banglabook.org

আমরা। তবে শেষ পর্যন্ত ওরা সবাই জেগেই গেল। এবং লড়াইও করল বেশ। আমিও এই যুদ্ধে লড়লাম। এটাই আমার প্রথম যুদ্ধ। আমাদের গোত্রের ঘোড়সওয়ার দলের নেতৃত্বে আছি আমি। সূর্যোদয় পর্যন্ত বারংবার ওঁদের ওপর হামলা করলাম আমরা। বারবার তীব্র আক্রমণ চালালাম আমি। আমি জানি, এরা আমার কিছুই করতে পারবে না, তাই একেবারেই নির্ভীকভাবে লড়ে গেলাম।

প্রথমে না বুঝলেও পরে বুঝেছি যে ফারাও নিজেও এসেছে এই সেনাবাহিনীর সাথে। আমাদের তীব্র আক্রমণে দিশাহারা হয়ে বেশিরভাগ সেনাই তখন পিছু হটে গেছে। কিন্তু ফারাওকে ঘিরে থাকা গ্রিকদের একটা দল একবারও তাকে ছেড়ে যায়নি। সবাই যখন পিছু হটছে, তখনও ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল তারা। চালিয়ে গেল কঠিন প্রতিরোধ। দলের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে গ্রিকদের সেনাপতি। তিন তিনবার আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করল তারা। এমনকি তিনবারই আমার ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে হারিয়েও দিল। তখন আমার সহায়তায় এগিয়ে এল আমার বাবা। তার উষ্ট্রারোহী দলের অস্ত্র সুচাল ফলার বর্শা (জ্যাভেলিন)। এবার আমরা আক্রমণ করে ওদের ভেতর ঢুকে গেলাম।

গ্রিকদের জেনারেল আগেই আমাকে চিহ্নিত করে রেখেছে। তার দলের লক্ষ্য আমাকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া। এবং ঠিক তাই করতে চাইল তারা। লড়াইয়ের এক পর্যায়ে আমার ঘোড়ার রাশ ধরে ফেলল এক লোক। জ্যাভেলিনের এক আঘাতে ওকে পরপারে পাঠিয়ে দিলাম আমি। কিন্তু তখনি আরও বেশ কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। সাথে সাথে মা আইসিসের কাছে সাহায্য চাইলাম। সম্ভবত তখন আমাকে নিজের দয়ার চাদরে আবৃত করে নিয়েছিলেন দেবী। কারণ শুনতে পেলাম, গ্রিক সেনারা আঁতকে উঠে চিৎকার করে বলছে, 'এ কোন

সাধারণ নারী নয়, স্বয়ং দেবী!'

কিন্তু তারপরও ওদের ঘেরের ভেতর আটকা পড়ে গেছি আমি। আমার অন্য সব সঙ্গীরা হয় মারা পড়েছে, নয়তো লড়াইয়ে হেরে পিছিয়ে গেছে তারা। আমাকে জীবিত ধরতে ধীরে ধীরে ঘেরটা ছোট করে আনছে ওরা। তখনও আমার হাতের তলোয়ারটা ডানে বামে ঘুরিয়ে যাচ্ছি আমি। ঠিক তখনই মরুর বাতাস নামের বিশাল আর দ্রুতগামী একটা উট নিয়ে ওই ঘেরের ভেতর ঢুকে পড়ল আমার বাবা। সাথে হাজির হলো তার দলও। ভয়াবহ লড়াই হলো ওখানে। এর মধ্যেই মিশরীয় এক জেনারেলের বর্শার আঘাতে পড়ে গেল আমার বাবা। কে বর্শাটা ছুঁড়েছিল তা দেখতে পেয়েছি আমি। প্রচণ্ড ক্রোধে প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছি তখন। সোজা ওই জেনারেলকে আক্রমণ করে বসলাম। তার গলায় ঢুকে গেল আমার বর্শার ফলা। মারা পড়ল সে। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ফারাওয়ের গ্রিকবাহিনী। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে সৈনিকরাও বাধ্য হলো লড়াইয়ের ময়দান ফেলে পালাতে। কিছু সৈন্য জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেও বাকিরা লাশ হয়ে পড়ে রইল সৈকতের বালুর ওপর।

BanglaBook.org

এভাবেই ফারাওয়ের আক্রমণের জবাব দিলাম আমরা। মিশরীয় ফারাওয়ের লোকদের হাতে আমার বাবা মারা পড়ায় সেদিন থেকেই মনে প্রাণে মিশরকে ঘৃণা করতে শুরু করি আমি। সেই সাথে ঘৃণা করি সাইপ্রাস আর সিডনকেও। কারণ নেকটানেবিসের সাথে ওরাও হাত মিলিয়েছে। তখনই শপথ নিই যে ওদের শেষ দেখে ছাড়ব আমি।

বাবা মারা যাওয়ায় গোত্র শাসনের দায়িত্ব পড়ল আমার ঘাড়ে। নুটকে পরামর্শদাতা হিসেবে পেয়ে দায়িত্ব নিতে দ্বিধা করলাম না। বেশ কিছু বছর যথাযথভাবে তাদের শাসনও করলাম। কিন্তু ঝামেলা শেষ পর্যন্ত এলই।

ঘটনা হলো, আগেই বলেছি আমার সৌন্দর্য আর জ্ঞানের

কথা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। ফলে আগের চেয়ে আরও বেশি করে আসতে শুরু করেছে রাজা আর রাজপুত্রদের পাণি-প্রস্তাব। যতই তাদের আমি ফিরিয়ে দিই, ততই পাগল হয়ে ওঠে তারা।

হ্যাথর আর আফ্রোদিতির পূজারী এই লোকগুলো একজোট হয়ে ষড়যন্ত্র করল। আমার কাছে দূত পাঠাল তারা। জানাল, আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে তাদের সর্দার মানে ও নিরাপত্তার জন্য নির্ভর করে। তাই, যাদের প্রস্তাব আমি ফিরিয়ে দিয়েছি তাদের মধ্য থেকে কাউকে স্বামী হিসেবে বেছে না নিলে পাণিপ্রার্থীরা সবাই একজোট হয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ করবে। মেরে ফেলবে নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সবাইকে, কাউকেই ছাড়বে না। বেঁচে থাকব কেবল একমাত্র আমি।

কথাগুলো আমার রাগ সপ্তমে চড়িয়ে দিল। চাবকে ওদেরকে বের করে দিলাম। বলার অপেক্ষা রাখে না, ওদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি আমি।

দূতেরা চলে যেতেই এল গোত্রের মুরুব্বিরা। তারা বলল, 'ইয়ারাবের কন্যা আয়েশা, আমাদের কাছে তুমি যে কারও চেয়ে অনেক বেশি পছন্দের ও আদরের। কিন্তু এটাও সত্যি যে, আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরও ভালোবাসি। তাদের নিয়ে জীবিত থাকতে চাই আমরা। কিন্তু এত রাজা আর রাজন্যবর্গ একজোট হলে তাদের বিরুদ্ধে কীভাবে দাঁড়াব আমরা? আমরা তো সংখ্যায় খুব বেশি নই। তাই তোমার কাছে মিনতি করছি, ওদের ভেতর থেকে কাউকে তোমার স্বামী হিসেবে বেছে নাও। তখন হয়তো হিংসায় জ্বলে পুড়ে নিজেরাই নিজেদের মেরে কেটে শেষ করে ফেলবে ওরা। তখন আমরা—তোমার অনুগত লোকেরা—শান্তিতে থাকতে পারব। আর একান্তই যদি বিয়েতে তোমার অমত থাকে, তা হলে কিছু দিনের জন্য হলেও তোমার এই রূপ লুকিয়ে

BanglaBook.org

রাখো। যাতে ওই রাজারা এলে ওদের অন্য কোথাও যেতে বলতে পারি।'

কাপুরুষগুলোর কথা শুনে ভীষণ রাগ হলো আমার। আমার জন্য ওরা অস্ত্রধারণ করতে চাইছে না। তবে রাগ হলেও সেটা গোপন রাখলাম। ওদেরকে বললাম, তিনদিন পর আমার জবাব জানিয়ে দেব। ওরা চলে গেলে নুটের পরামর্শ নিলাম আমি। তারপর দু'জন মিলে প্রার্থনায় বসলাম।

পরের দিন ভোরের আগে আগে রওনা হলো পাঁচটা উটের ছোট্ট একটা ক্যারাভান। কেউ খেয়াল করলে দেখত, এক বণিক চলেছে তার ব্যবসার কাজে। প্রথম উটের পিঠে সে নিজে। দ্বিতীয় উটের পিঠের হাওদাটা খুব ভালোভাবে ঘের দেয়া। অর্থাৎ ওটার পিঠে তার স্ত্রী বা মেয়েরা। আর অন্য তিন উটে তার ব্যবসায়ের মালামাল। দৃশ্যত মালামালগুলো হচ্ছে সুন্দর করে বোনা কার্পেটের বিশাল বিশাল রোল। বাস্তবে বণিকটি হচ্ছে নুট। ঘের দেয়া উটের পিঠে তার মেয়ের বেশে আমি আর অন্য তিন উটে কার্পেটের রোলের নিচে স্বর্ণ আর রত্নের বিশাল মজুত। এগুলো আমার বাবার ছিল। বাবা মারা যাওয়ায় ওগুলোর মালিক এখন আমি। এই উটগুলো যারা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা সবাই বাবার বিশ্বস্ত লোক। এখন আমার প্রতি দায়িত্ব পালন করছে। এমনকি আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শপথও করেছে ওরা।

BanglaBook.org

সাগরে পৌঁছে মিশরগামী একটা জাহাজে চড়ে বসলাম আমরা। আগে থেকেই জাহাজটা প্রস্তুত করে রেখেছিলাম। কেউ কিছু অনুমান করারও আগে আরব উপকূল ছেড়ে বের হয়ে গেলাম। গোত্রের মুরুব্বিদের জন্য এটাই আমার জবাব। পরে শুনেছি, আমি চলে আসার পর ওরা বুঝতে পারে যে কী হারিয়েছে। তখন বুক চাপড়ে শোক করে তারা। অবশ্য আমি চলে আসায় কিছু মহিলা খুব খুশি হয়েছে। অসাধারণ

সৌন্দর্যের কারণে আমাকে ভীষণ ঈর্ষা করত তারা।

পরে ওই রাজা আর রাজপুত্ররা আসে আমার গোত্রের লোকজনের কাছে। গোত্রের লোকেরা শপথ করে তাদেরকে বলে যে, দেবী হয়ে উড়ে স্বর্গে চলে গেছি আমি। কেউ কেউ কথাটা বিশ্বাসও করে। বলে যে আমার ভেতর যে অস্বাভাবিকত্ব আছে সেটা আগেই বুঝেছিল তারা। কিন্তু বাকিরা ওসব বিশ্বাসের ধার ধারেনি। হামলে পড়ে আমার গোত্রের লোকদের ওপর। মেরে কেটে একাকার করে তাদের। কিছু নারী পুরুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে দাস বানায়, বাকিদের পুরস্কার হিসেবে দেয় তলোয়ারের নোনা স্বাদ। এভাবেই আমার সাথে বেইমানি করার ফল পায় তারা। তবে পরের দিকে আবার গোত্রটাকে দাঁড় করায় গোত্রের নিচুবর্ণের কিছু সদস্য। শুনেছি কিছু সময় পরে তারা আবার পরিণত হয়েছিল মহান এক জাতিতে। তখন নাকি ওদের অভিভাবক হিসেবে আমাকে পূজা করত তারা! বিশ্বাস করত, আমি কোন নারী নই বরং বিশেষ এক আত্মা যাকে দেবতারা পাঠিয়েছিল কিছুদিন তাদের মাঝে বাস করার জন্য।

যা হোক, আমি আর নুট এসে পৌঁছেছি নাউক্রেটিস শহরে। নীল নদের মোহনায় গ্রিক ধাঁচে গড়ে ওঠা একটা শহর এটা। এখানে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে উঠলাম আমরা। নুটের ছদ্মবেশ আগের মতোই। অর্থাৎ আমার বাবা। এখানে মূল্যবান রত্ন ও আরও কিছু মূল্যবান জিনিসের ব্যবসা করি আমরা। আমার সম্পদ বাড়তে থাকল। অবশ্য তার খুব একটা দরকার ছিল না। কারণ এমনিতেই যথেষ্ট সম্পদ আছে আমার। লোকের চোখ থেকে নিজেকে আড়াল করতে পুবদেশীয় নারীদের মতো পর্দার আড়ালে থেকেছি সবসময়। দুই বছর এখানে থেকেছি আমরা। ব্যবসা করার নামে আমি শিখেছি মিশরের প্রচলিত ভাষা, তাদের ইতিহাস আর ছবির মাধ্যমে তাদের লিখন পদ্ধতি। গ্রিকরা এই পদ্ধতিটাকে বলে

BanglaBook.org

হায়ারোগ্লিফিক। তবে মিশরীয় ভাষার চেয়ে আমার কাছে গ্রিক ভাষার কথোপকথন ও তাদের লিখন পদ্ধতি বেশি ভালো লাগে। এতেই বেশি স্বচ্ছন্দ আমি। রোমান ভাষাও আমার ভালো লাগে।

এই দুই বছরে ওগুলো ছাড়াও আরও অনেক কিছু জেনেছি ও শিখেছি। ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছি, আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল যে ফারাও অর্থাৎ প্রথম নেকটানেবিস, মারা গেছে সে। বর্তমানে ফারাওয়ের হয়ে মিশর চালাচ্ছে জাহির নামে একজন। এমনও শুনেছি যে, সে নাকি ফারাওয়ের এক দাসীর ছেলে। এরপর আমরা ভ্রমণ আর বেচাকেনা করতে করতে গিয়ে পৌঁছাই প্রাচীন শহর থিবিসে। তবে সরাসরি সেখানে যাইনি। প্রতিটা বড় শহরে থেমেছি, বেচা-বিক্রি করেছি, বিভিন্ন বিষয়ে জানার চেষ্টা করেছি। আর প্রত্যেক শহরেই আতিথেয়তা পেয়েছি সেখানকার বিভিন্ন দেবতার মন্দিরের প্রধান পুরোহিতদের কাছ থেকে। তাদের কেউ ছিল দেবতা আমন রা-এর পূজারী, কেউ বা পটাহ-এর। বেশিরভাগ জায়গাতেই আমাদের স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষায় থেকেছে মন্দির সংশ্লিষ্ট কেউ না কেউ। কারণ আমাদের আসার খবর আগেই পাঠিয়ে দেয়া হতো ওসব শহরে। সমস্ত বড় বড় পুরোহিতদের মাঝেই শ্রদ্ধেয় ও মান্যবর ব্যক্তি হচ্ছে নুট। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হচ্ছে এই পূজারী ও পুরোহিতদের সবাই গ্রিক দেব-দেবী ও তাদের পূজারীদের অনাচারের কারণে ভীষণ ক্ষুব্ধ। এদিকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যাদের প্রধান পুরোহিত বা তার পরবর্তী পদ অলঙ্কৃত করার কথা, তাদেরকে বাদ দিয়ে সেখানে জায়গা দেয়া হয়েছে পার্সান ও সিডোনিয়ানদের। এমনকি সাধারণ নাগরিকদের নিংড়ে খাজনা আদায় করে তা ব্যয় করা হচ্ছে গ্রিক মার্সেনারিদের পেট ভরাতে। ফলে এক সময়ের ধনী লোকেরাও এখন গরীব হয়ে গেছে। দেব-দেবীদের মন্দিরেও

BanglaBook.org

আর আগের মতো ভেট চড়ানো হয় না। এমনকি মন্দিরগুলোর মেরামতি করার মতো সামর্থ্যও তাদের এখন নেই।

আমরা নানা জায়গায় ঘুরছি বটে, কিন্তু আমার মনে কেবল একটা চিন্তাই দাউদাউ করে জ্বলছে। তা হচ্ছে আমার বাবার হত্যাকারী মিশরীয় ফারাও ও তার দোসরদের পতন ঘটাতে হবে। সত্যি বলতে এটা কেবল আমার ইচ্ছা না, স্বর্গ নির্ধারিত নিয়তিও বটে। কাজেই মন্দির নিয়ে এদের অপকর্মগুলো আমি খুব ভালোভাবে খেয়াল করেছি। স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, পুরোহিত আর সাধারণের মনে ক্ষোভের বারুদ জমে আছে। মন্দিরকে অসম্মান করার ব্যাপারে কিছু একটা করলেই সেই বারুদে আগুন ধরতে দেরি হবে না। কাজেই আমার পরিকল্পনা আর নুটের পরামর্শ মোতাবেক এদিক ওদিক ছড়িয়ে দিলাম দুয়েকটা কথা। কখনও বললাম, বর্তমান ফারাও বংশের পতন আসন্ন। আবার কখনও বললাম, আমি আইসিসের মানবী রূপ, পুরোহিত রাণী, পৃথিবীতে নেমে এসেছি এই সব অপকর্মের ইতি টানতে। ওদিকে আমাদের সাথে দেখা হওয়া পুরোহিতদেরকে আমার গল্প শুনিয়েছে নুট। দেবীর হুকুমে আমার কাছে আসা, আমার হাতে মিশরের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি। ফলে ওদের দৃষ্টিতেও অসাধারণ হয়ে উঠলাম আমি। ওরা নিজেরাই তখন বলতে লাগল যে, সাধারণ কোন নারী কি এত সুন্দরী বা এত জ্ঞানী হতে পারে? নিশ্চয়ই আমি বিশেষ কেউ!

থিবিসে আমরা বিশাল সব মন্দির দেখলাম। মন্দিরগুলোয় স্থান পেয়েছে শত শত রাজার সমাধি। অবশ্য হোরেস হোলি আমাকে জানিয়েছে এখন ওখানে কেবল কতগুলো পিলার আর মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নেই। নীলের তীরে ফারাওদের সমাধিতেও গেছি আমি। ওই মৃত নগরের মাঝে দাঁড়িয়েই প্রথমবারের মতো অনুভব

BanglaBook.org

করেছি, কত ক্ষুদ্র আমাদের জীবন। মনে হয়েছে জীবনটা স্বপ্নের মতো। ধূলিকণার মতো মূল্যহীন আমাদের দুঃখ, বেদনা আর সুখের সন্ধান নিয়ে মাতামাতি। এই তো এখানে শুয়ে আছে অজস্র রাজা-রাণী। তাদের কেউ কেউ ছিল তাদের সময়ের মহান ব্যক্তিত্ব। তাদেরকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করত লোকে। তাদের হাতের ইশারায় কেঁপে উঠত পুরো রাজত্ব। কিন্তু এখন তারা কোথায়? মৃত্যুর পর তাদের কী পরিণতি হয়েছে? কেউ জানে না! এখন আমরা জানি কেবল তাদের নাম।

কবর চোরের দল এক মহান রাণীর কবর উন্মুক্ত করেছে। অন্তিম শয়ন থেকে চরম অসম্মানের সাথে তুলে এনেছে মৃতদেহটা। ডাকাতি করেছে শবদেহের সাথে দেয়া সমস্ত অলঙ্কার। কফিনে দাঁত বের করে থাকা বীভৎস আকৃতিটাকে এখন মানুষ বলে মনেই হয় না। মনে হয়, কবরে শুয়ে দাঁত বের করে হাসছে কোন বানরী। মৃতদেহটার এমন অবস্থা দেখে তাকে নিয়ে উপহাস করল আমাদের গাইড পুরোহিত। ব্যাপারটা আমি মনে রেখেছি। এবং এই উপহাসের জন্য ওকে শাস্তিও দিয়েছি পরে। যদিও সে কখনও বোঝেনি, কী কারণে দুর্ভাগ্য তাকে পেয়ে বসেছিল।

জীবনে অনেক পাপ করেছি আমি। সংখ্যায় তা এতই বেশি যে গুনে শেষ করা যাবে না। কারণ আমি ছিলাম সবার চেয়ে সুন্দরী। সেই অহঙ্কার সবসময়ই ছিল আমার ভিতর। সবসময়ই আমি চালিত হয়েছি উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর প্রতিশোধের ইচ্ছার দ্বারা। তবে সমস্ত দেব-দেবীর শপথ, আমার ভেতরের গোপন 'আমি'-কে সবসময়ই স্থান দিয়েছি রক্তমাংসের এই মরণশীল দেহের সমস্ত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার অনেক ওপরে। পাপ যা করেছি এই রক্তমাংসের আমিই করেছি। কিন্তু আমার আত্মা সেসবের অনেক উর্ধ্বে। সে কখনও পাপ করতে পারে না। কারণ আমার আত্মা এসেছে এমন এক সত্তা থেকে যা

BanglaBook.org

সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত। এই জীবনের হিসাব নিকাশ শেষে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত, অনুতাপের আগুনে পুড়ে পরিশুদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত সে আবার মিলিত হবে তার আদি সত্তার সাথে। অন্তত তা-ই আমার বিশ্বাস।

যা হোক সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে অনেক কিছুই নতুন করে ভাবতে আর বুঝতে শিখলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম ঈশ্বরের আরাধনা শুরু করব আমি। আমার শপথে সাক্ষী রাখলাম নুটকে। আমার শপথ শুনে স্মিত একটু হাসল কেবল সে। হয়তো আগে থেকেই সে জানত কী হতে যাচ্ছে আমার ভাগ্যে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা আগে থেকেই বলে ফেলা অনুচিত বিধায় আমাকে কিছুই বলল না।

যা হোক, নীল নদের তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বীপ এলিফ্যান্টাইন-এর ফিলিয়াতে গিয়ে উঠলাম আমরা। এখানেই মাতা আইসিসের পবিত্র অভয়াশ্রম। নেকটানেবিস নামের যে ফারাও আমাকে তার স্ত্রী বানাতে চেয়েছিল, দেবী আইসিসের বিশাল এক জমকালো মন্দির বানানো শুরু করেছিল সে-ই। ওই নেকটানেবিস মারা গেছে তবে ওই মন্দিরের কাজ শেষ করেছে তার ছেলে (তার নামও নেকটানেবিস)।

যা হোক, অভয়াশ্রমে বসে শুরু করলাম দেবীর পদতলে আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। দিনের পর দিন উপবাস করে পরিশুদ্ধ করলাম আমার আত্মাকে। নানাভাবে পরীক্ষা নেয়া হলো আমার। এক রাতে মনে হলো মারা গেছি আমি। তারপর জেগে উঠেছি মৃতদের দেশে। ওখানেই জানলাম প্রবল আতঙ্ক কী জিনিস। এবং জয় করলাম সেই আতঙ্ককেও। একসময় দেখলাম দেবীর পায়ের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে পড়ে আছি আমি। মনে হলো আমাকে কিছু কথা শোনানো হলো। কথাগুলো স্বয়ং দেবী আমাকে বলেছেন নাকি কিছু পবিত্র আত্মা আমাকে কানে কানে বলেছে তা এখন আর মনে নেই। তবে কথাগুলো মনে আছে। সেগুলো ছিল:

BanglaBook.org

'এই দেশ থেকে অনেক দূরে, পন্ট ছাড়িয়ে আরও অনেক পেছনে লিবিয়ার গভীরে রয়েছে প্রাচীন এক শহর। ওখান থেকেই মিশরে এসেছে আমার পূজারীরা। ওখানেই আবার আমার অর্চনা শুরু করবে তুমি। সেখানে রয়েছে বিশেষ এক অগ্নিকুণ্ড। সেই আগুনের রক্ষক হবে তুমি। তার অনেক পর সুদূর পূর্বের এক দেশে যেখানে সবসময় তুষারপাত হয় সেই দেশে গিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। তবে তার আগে যাবে অগ্নিকুণ্ডের কাছে। ওখানে আমার পুরোহিত নুট স্বাগত জানাবে তোমাকে। ওই আগুন পাহারা দেয়া এখন তার দায়িত্ব। ওই আগুনের ভেতর দিয়ে একা যাবে তুমি। ওখানেই রক্তে রঞ্জিত হবে তোমার হাত। আর ওখানে কবরের মাঝে বসে লম্বা সময় ধরে প্রায়শ্চিত্তের অশ্রু ঝরাবে তুমি। এভাবেই তোমার পাপ মোচন হবে। আর ওই আগুনের প্রভাবে তুমি যা করবে তারই ফল পাবে দূর দেশের তুষার ঘেরা পর্বতের ওপর বসে।'

ঘুম ভাঙার পরও কথাগুলো গেঁথে রইল আমার মাথায়। স্বপ্নটার কথা বললাম নুটকে। জানতে চাইলাম এর অর্থ কী। কিন্তু সে কিছুই বলল না। হয়তো অর্থটা বুঝতে পারেনি বা বুঝলেও বলতে চায়নি। তবে এটা স্বীকার করল যে, পিরামিড তৈরির হাজার বছর আগে মিশরীয়দের পূর্বপুরুষরা ছিল ওই শহরের বাসিন্দা। তবে এখন সেটা স্রেফ একটা নগরের ধ্বংসাবশেষ। সেখানে বাস করে না কেউ। এটাও বলল যে, ওই দেশে যাবার পথ তার জানা আছে। তবে এটা সে বলল না যে, কীভাবে ওসব সে জেনেছে। এত কিছু বলল কিন্তু আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে একটা কথাও উচ্চারণ করল না নুট। কিন্তু তাকে প্রশ্ন করতেই থাকলাম। শেষে আমার প্রশ্নে বিরক্ত হতে হতে সে বলল যে, হয়তো দেবী চান, মিশরে আমার 'কাজ' শেষ হবার পর দেবীর ভৃত্যদের নিয়ে আবার তাদের আদি বাসস্থানে ফিরে যাই আমি। সেখানে

BanglaBook.org

আবার প্রতিষ্ঠা করি দেবীর পূজা। আর ‘জীবনের আগুন’ যা কেবল আমিই পার হতে পারব, আর ‘উত্তরের তুষারাবৃত দেশ’ সম্বন্ধে তার কিছুই জানা নেই। হয়তো সময় হলে স্বর্গ থেকেই সে রহস্য উন্মোচন করা হবে।

কথাগুলো খুব হালকাভাবে বলল আমাকে নুট। ভাবটা এমন যেন ভীত বাচ্চাকে আরও ভয় দেখাচ্ছে বড় একজন মানুষ। সম্ভবত সে চেয়েছে, স্বপ্নটাকে আমি যেন স্রেফ স্বপ্ন হিসেবেই ভাবি। আমিও তাই ভেবে নিলাম। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। যা আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারি না, সেটাকে মিথ্যা বা স্বপ্ন ভেবে নিই। এমনকি পরে যদি সেটা নিরেট সত্য বলেও প্রমাণিত হয়, তবুও কখনও তা বুঝি, কখনও আবার আগে পাওয়া ইঙ্গিতের সাথে তার সম্বন্ধ ধরতেও পারি না। সেজন্যই ওগুলোকে স্রেফ স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিই।

BanglaBook.org

চার

ফিলিয়ায় আইসিসের মন্দিরে সবচেয়ে উঁচু বেদীর পাশে দাঁড়িয়ে আছি আমি। এখানে এসেছি একা দেবীর আরাধনা করব বলে। অনেক উঁচুতে এই বেদীটা। দেখতে পাচ্ছি নীলের পানিতে অস্তাচলগামী সূর্যের শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্য। ওই সময় মন্দিরের দরজায় পা রাখল এক লোক। অনেক দূর থেকে দেখা সত্ত্বেও মনে হলো লোকটার ভেতর বিশেষ কিছু একটা আছে। গ্রিকদের মতো একটা বর্ম আছে তার গায়ে।

এর ওপর সাধারণ এক আলখেল্লা। সেটার হুড দিয়ে তার মাথা ঢাকা। যেন লোকের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করতে চাইছে সে। পোশাক আর সাজসজ্জায় মনে হলো লোকটা সম্ভবত একজন যোদ্ধা। মন্দিরের দুয়ারে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকাল, যেন কিছু একটা আমার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তবে লোকটার চেহারা আমি বুঝতে পারছি না। কারণ সূর্য অস্ত যাচ্ছে তার পেছনে। হুডে ঢাকা মুখটায় আলো না পড়ায় সেটা দেখতেও পাচ্ছি না আমি। তবে আমি নিশ্চিত, আমার চেহারাও সে স্পষ্ট দেখতে পায়নি। কারণ আমার পেছনে মন্দিরের সোনালী দেয়ালে জোরালোভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে পড়ন্ত সূর্যের আলো। ফলে অত নিচ থেকে আমার চেহারা তার দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনাও খুবই কম। ওখানে সে মুহূর্ত খানেক দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দেবীকে একবার বাউ করে চলে গেল তার পথে। পেছনে গেল ভারী বোঝা বহনকারী একদল মুটে।

মন্দিরে আসা কোন আগন্তুক, ভাবলাম আমি। তবে সে যে-ই হোক, আমি দেবী আইসিসের পূজারী। তার পূজারী আর দশজনের মতো আমিও ব্রহ্মচারী। বিপরীত লিঙ্গের কারও সাথে আমার কোন কাজ নেই।

এ-ই প্রথম চর্মচক্ষে ক্যালিক্রেটিসকে দেখলাম আমি। তবে এইভাবে দেখা হওয়ার মধ্যেও একটা শিক্ষা ছিল। তখন সেটা ধরতে পারিনি আমি। পরে বুঝেছি যে, ওই মুহূর্তে মন্দিরের অনেক ওপরে দেবীর আশীর্বাদকে সঙ্গী করে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। অর্থাৎ আমার অবস্থান অনেক ওপরে। ক্যালিক্রেটিসের পক্ষে আমার কাছে আসা বা আমাকে ছোঁয়া সম্ভব ছিল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে গেছে। কিন্তু এই সত্য এখনও পরিবর্তন হয়নি। এখনও আমি মহান আইসিসের প্রধান পুরোহিত, জাগতিক আর আত্মিক উভয় দিক থেকেই সাধারণের অনেক অনেক ওপরে আমার

Banglabook.org

অবস্থান। কিন্তু আমার প্রিয়তম এখনও স্রেফ রক্তমাংসের সাধারণ একজন মানুষ। সেদিন যেমন মন্দিরের ধাপগুলো তার জন্য অনতিক্রম্য ছিল আজও ঠিক তেমনই দূরত্ব আমাদের। এই মুহূর্তে সে আমার পাশে। কিন্তু তারপরও আমাদের মধ্যে যোজন যোজন মাইল দূরত্ব। এমনকি আমার অবস্থানে আসার পথও অদ্যাবধি গোপন রাখা হয়েছে তার কাছ থেকে।

যা হোক, প্রসঙ্গক্রমে সেই রাতেই জানতে পারলাম আগন্তুক লোকটি উচ্চবংশীয় একজন গ্রিক ক্যাপ্টেন। নাম ক্যালিক্রেটিস। বয়সে তরুণ। কিন্তু এই তরুণ বয়সেই বহু যুদ্ধে লড়াই করেছে সে, জিতেছে অনেক যুদ্ধ। দেবীর কাছে সাহায্য আর আশ্রয় চাইতে এসেছে সে। দেবীর জন্য উপহার হিসেবে এনেছে স্বর্ণ, পুব দেশীয় উৎকৃষ্ট সিল্ক আর যুদ্ধলব্ধ নানা জিনিস। জানতে চাইলাম, এমন একজন মানুষ দেবী আইসিসের সাহায্য কেন চায়? জানানো হলো, গুজব রটেছে, ফারাওয়ের দরবারে গ্রিক সৈনিকদের ক্যাপ্টেন হিসেবে কর্মরত ছিল সে। একদিন ঝগড়া লেগে মেরে ফেলেছে এক লোককে। পরে জেনেছে, সেই লোকটি নাকি ফারাওয়ের এক ভাই। লোকে বলে দেব-দেবীদের প্ররোচনায় এই কাজ করে ফেলেছে সে। কিন্তু গ্রিকদের কোন দেব-দেবীর কাছে আশ্রয়ের আশ্বাস না পেয়ে আত্মার মুক্তির জন্য আশ্রয় চাইতে এসেছে আইসিসের কাছে।

জানতে চাইলাম, ক্যালিক্রেটিস কেন ওই লোককে হত্যা করেছে?

উত্তরে বলা হলো, কোন এক উচ্চবংশীয় মেয়েকে তারা দু'জনেই পছন্দ করত। হিংসার বশে দু'জনের দ্বন্দ্ব শুরু হয়, পরে তা গড়ায় হাতাহাতিতে, এক পর্যায়ে খুন হয়ে যায় সে। ফলে মিলিটারি আইনে ক্যালিক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তাই প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যায় সে। এখন এখানে এসেছে

BanglaBook.org

মানব হত্যার পাপ থেকে মুক্তির জন্য আইসিসের ক্ষমা ও দয়া ভিক্ষা চাইতে।

গল্পটা আমাকে একটু নাড়া দিল। কিন্তু সাথে সাথেই মনে হলো, পুরুষরা তো এমনই। সবসময় একই গল্প। দুইটা পুরুষ আর একটা নারী। তারপর রক্তপাত, শোক-সন্তাপ, দুঃখজনক স্মৃতি, তারপর ক্ষমার জন্য ঘুরে মরা। অথচ ক্ষমা পাওয়া মোটেও সহজ না। যাক, ওসব মন থেকে ঝেড়ে ফেললাম। হালকাভাবে বললাম, 'যা সে করেছে, তার জন্য নিঃসন্দেহে একদিন নিজের রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ওকে।'

এরপর কয়েক মাসের মধ্যে আর ক্যালিক্রেটিসের কথা আমার কানে বা মনে আসেনি। মাঝে একবার শুনেছি পুরোহিত হতে চায় সে। আপাতত শিক্ষানবিস পুরোহিত হয়েছে। সে নাকি দেবীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এবং যথেষ্ট উন্নতিও করছে। এমনকি যে পুরোহিত তাকে নিয়ে কাজ করছে, সে-ও তার প্রতি খুব খুশি। কারণ পুরোহিতদের জানা আছে গ্রিকদের দেবীর সাথে লড়াই চলছে দেবী আইসিসের। তাই কোন গ্রিক আইসিসের প্রতি অনুরক্ত হলে খুব খুশি হয় তারা। আর এই লোক তো রীতিমতো ঘোষণা দিয়েছে যে, দেবীর সেবায়েত হয়ে বাকি জীবন পার করবে সে। কাজেই পুরোহিতরা প্রস্তুতি নিচ্ছে যে, দেবীর সামনে তাকে শপথ করানো হবে। এ এমন এক শপথ যা কখনও ভাঙা যায় না।

যা হোক উপবাসের মাধ্যমে নিজেকে শুধরেছে সে। নানা পরীক্ষায় উতরেও গেছে। সময় এসেছে চূড়ান্ত পরীক্ষার। স্বয়ং দেবীর সামনে গিয়ে পবিত্র শপথ বাক্য উচ্চারণ করে দেবীর পদতলে সমর্পণ করতে হবে নিজেকে।

পুরোহিত হিসেবে শপথ গ্রহণের কিছু বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা আছে। এই অনুষ্ঠান ও আচার পালনের সময়

BanglaBook.org

সেবায়েত দেখতে পায় নিজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে নব্য পুরোহিতকে দেখছেন খোদ দেবী। এবং পাপের স্বীকারোক্তি শেষে পুরোহিতকে আশীর্বাদ করেন তিনি। কিন্তু তাই বলে কারও পরীক্ষা নিতে স্বয়ং দেবী তো আর পৃথিবীর বুকে নেমে আসেন না। তাই অপর একজনকে তাঁর জায়গা অলঙ্কৃত করতে হয়। এমন একজন যে তাঁর আলোয় আলোকিত, যার আত্মায় আছে তাঁর ছায়া। বলা বাহুল্য, লোকে এখানে অনেক আগে থেকেই দেবী আইসিসের অবতার হিসেবে জানে আমাকে। কাজেই ওই কাজ আমাকেই করতে হবে। অবশ্য, পুরো মিশরে আসলেও আমার মতো সুন্দরী, জ্ঞানী ও দেবীর অনুগ্রহপ্রাপ্তা দ্বিতীয় আর কেউ নেই। কাজেই অবধারিতভাবেই ওই দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত হলাম আমি।

এসে গেল নির্দিষ্ট রাত। যথাসময়ে আইসিসের বেদীতে গিয়ে বসলাম আমি। গায়ে চড়িয়েছি এই কাজের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা অসাধারণ সুন্দর, জমকালো এক রোব, এক হাতে দেবী আইসিসের প্রতীক কাস্তে আকৃতির চন্দ্র-দণ্ড, অপর হাতে নিয়েছি জীবনের প্রতীক ক্রস। যে বেদীতে বসেছি সেটা সবচেয়ে কালো মার্বেল পাথরে তৈরি। আসনের সামনে পা-দানী হিসেবে আছে গোল একটা পাথর যা পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করে। বেদীতে উপবিষ্ট অবস্থায় আমাকে দেখতেও লাগছে দেবীর মতোই। দেবী জ্ঞানে হাঁটু মুড়ে বসে আমাকে সম্মান জানাল পুরুষ ও নারী পুরোহিতরা। অবশ্য ওদের অনেকেই বিশ্বাস করে আমি আসলেই ধরার বুকে নেমে আসা দেবীর মানবী রূপ। যা হোক, মন্দিরের ছাদ-খোলা কক্ষের বেদীতে বসে আছি আমি। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে আমার চারপাশ। আমার সামনে পাথুরে দেবমূর্তিগুলো নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমারই দিকে।

একজন নারী পুরোহিত একটা পাতলা সাদা চাদর নিয়ে

Banglabook.org

এল। চাদরের গায়ে সোনালী সুতোয় সেলাই করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তারকাকৃতি। নিয়ম হচ্ছে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগ পর্যন্ত পূজারীর সামনে দেবীর মূর্তি বা তার প্রতিনিধিকে প্রকাশ করা যাবে না। তাই এই চাদরের ব্যবস্থা। চাদরটা দিয়ে পুরোহিত আর আমার মধ্যে পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেল সেই নারী পুরোহিত।

হুড সহ একটা কালো রোব পরিহিত অবস্থায় দু'জন পুরোহিতের সাথে হাজির হলো দেবীর দর্শনার্থী লোকটি। কালো রোবটি তার রক্তমাংসের দেহ ও যাবতীয় জৈবিক চাহিদার প্রতীক। নিয়ম হচ্ছে, দেবীর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করার পর জৈবিক চাহিদার প্রতি দীক্ষালব্ধ পূজারীর আর কোন দুর্বলতা থাকবে না। এবং এই ব্যাপারটি প্রতীকায়িত করা হবে জৈবিক চাহিদার প্রতীক ওই রোবটিকে ফেলে দিয়ে।

কালো রোবের পটভূমিতে লোকটার ফর্সা হাতদুটো যেন জ্বলজ্বল করছে। আমার কাছে লোকটার ডান হাতটা একটু বড় মনে বলে মনে হলো। হয়তো অনেকদিন ধরে একই হাতে যুদ্ধাস্ত্র সামলানোর ফল এটা। তাকে বেদীর কাছে নিয়ে এল পুরোহিতেরা। ফিসফিসিয়ে তাকে বলল, যেভাবে শেখানো হয়েছে সেভাবেই, যেন দেবীর কাছে পাপের স্বীকারোক্তি দিয়ে ভেট চড়ায় সে। চলে গেল পুরোহিতরা। ওই চেম্বারে রইলাম কেবল আমরা দু'জন।

বেশ কিছুক্ষণের নীরবতার পর মুখ খুললাম আমি। ফিসফিস করে প্রশ্ন করলাম, 'কে তুমি? স্বর্গ মর্ত্যের রাণী, মাতা আইসিসের দরবারে কী প্রার্থনা নিয়ে এসেছ?'

খুবই নম্র সুরে প্রশ্ন করেছি আমি। কিন্তু তবুও দেখলাম ঘাবড়ে গেছে সে। হয়তো আমার কণ্ঠের মিষ্টতা আর নিচু স্বর তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। অথবা লোকটা হয়তো ধরে নিয়েছে, খোদ দেবীরই সামনে উপস্থিত হয়েছে সে।

BanglaBook.org

ভীত, কম্পিত কণ্ঠে সে বলল, 'পবিত্র রাণী, লোকে আমাকে চেনে ক্যালিক্রেটিস নামে। কিন্তু পুরোহিতরা আমার নতুন নাম দিয়েছে। তারা আমাকে ডাকে আইসিস প্রেমী নামে।'

'দেবীর কাছে তোমার কী বলার আছে, আইসিস প্রেমী?'

'স্বর্গের রাণী, পাপের স্বীকারোক্তি দিয়ে আপনার কাছে ক্ষমা আর আত্মার মুক্তি চাইতে এসেছি আমি। পুরোহিতদের দ্বারা আমি পরীক্ষিত হয়েছি, উত্তীর্ণও হয়েছি। এখন সেগুলো যদি মাতার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তা হলে চূড়ান্তভাবে পাপের স্বীকারোক্তি দেব। তারপর শপথ করব যে, জীবনে-মরণে চিরকালের জন্য আপনার অনুগত সেবায়েত হয়ে থাকব।'

'স্বীকারোক্তি দাও, তারপর বিচার করব তোমার পাপ ক্ষমা করা যায় কি না,' বললাম আমি।

এগুলোই এই অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত বক্তব্য।

লোকটা তার গল্প শোনাল। শুনতে শুনতে আমি লজ্জায় আর রাগে লাল হয়ে উঠলাম। কারণ তার গল্প পুরোটাই এক মহিলাকে নিয়ে। সেই লোকদের কথাও ক্যালিক্রেটিস বলল যাদেরকে বিভিন্ন যুদ্ধে হত্যা করেছে সে। তাদের মধ্যে একজন ছিল আমার গোত্রের। সেই যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিল ক্যালিক্রেটিস। ওর গল্প শোনার পরই গ্রিকদের চিন্তাভাবনার প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা পেলাম। তবে এগুলোকে খুব একটা গুরুত্ব দিলাম না। কারণ যুদ্ধে লড়ে হত্যা করেছে সে। ওরা ছিল তার শত্রু। খেয়াল করলাম, এইসব ছোটখাট ব্যাপার গোনায় না ধরলে লোকটাকে যথেষ্ট ভালো বলা যায়। হয়তো নিষ্পাপও। কারণ হালকা প্রেম আর লড়াই-যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনা গোনায় না ধরলেও চলে। আর এগুলোও অনেক সময় সে করেছে বাধ্য হয়ে। তার আত্মা বা মন কাজগুলো করতে নিষেধ করলেও কর্মসূত্রে সেগুলো করতে বাধ্য ছিল সে। কিন্তু বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, এসবের

Banglabook.org

বাইরে বেশিরভাগ সময়ই তার নজর নিবদ্ধ ছিল স্বর্গের দিকে। যা হোক, এসব বলে লোকটা কিছুক্ষণ নীরব রইল। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, তার স্বীকারোক্তি শেষ হয়েছে কি না।

জবাবে সে বলল, 'না, স্বর্গের রাণী। সবচেয়ে খারাপটা বলা এখনও বাকি। গ্রিক গার্ড হিসেবে মিশরে এসেছি আমি। ফারাওয়ের বাড়ির নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। আমার পোস্ট ছিল সেইস-এ। আমার সাথে আরেকজন এসেছিল। সে ছিল আমার ভাই, সৎ ভাই। একই বাবার ঔরসে আমাদের জন্ম। এক সাথে আমরা বড় হয়েছি। ভাই হিসেবে ওকে যতটা ভালোবেসেছি, অতটা আর কাউকে কখনও বাসিনি। ও-ও আমাকে জান-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। ও ছিল মহান এক যোদ্ধা। যদিও কেউ কেউ আমাকে ওর চেয়ে সুদর্শন বলত। ওর নাম ছিল তিসিসথানেস। শব্দটা গ্রিক। এর অর্থ শাস্তিদাতা। আমার বাবার নামও ছিল ক্যালিক্রেটিস। তার নামেই আমার নাম রাখা হয়েছিল। আমাদের বাবাকে অন্যায়ভাবে খুন করেছিল পার্সানরা। তিসিসথানেস বাবার বড় ছেলে, শপথ নিয়েছিল বড় হয়ে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবে ও। সেই থেকেই ওর এই নামকরণ করা হয়েছে। প্লাটিয়ার লড়াইয়ের আগে অন্যায়ভাবে বাবাকে হত্যা করেছিল পার্সানরা। বলেছিল ওদের দেবীর কাছে তাকে বলি দিচ্ছে। আমার এই ভাই, তিসিসথানেসকেই নিজের হাতে খুন করেছি আমি।'

'কেন?'

'ফারাওয়ের প্রাসাদে এক মেয়ে আছে। যে-কোন মেয়ের চেয়ে সে অনেক সুন্দর। তার নাম জিজ্ঞেস করবেন না, মাতা। যদিও, সন্দেহ নেই, ইতোমধ্যেই তার নাম আপনি জানেন। ওই লেডিকে আমরা দু'জনেই একই সময় দেখেছি, আর আফ্রোদিতির লেখা নিয়তি অনুযায়ী দু'জনে একই সাথে

BanglaBook.org

তার প্রেমে পড়ে যাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশত মেয়েটা আমার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু আমরা জানতাম না, আমাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। ফলে ঘটনা প্রকাশ পেয়ে যায়। মহা বিপদে পড়ে যায় সেই মেয়েটি। কারণ, আগে থেকেই নাকি ঠিক করা ছিল যে, মেয়েটি প্রাপ্তবয়স্ক হলে দূরের এক দেশের রাজার সাথে বিয়ে হবে তার। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর আমাকে ফিরিয়ে দেয় মেয়েটি। ঝুঁকে পড়ে আমার ভাইয়ের দিকে। একদিন বাগানে ওদের দু'জনকে একত্রে দেখে ফেলি আমি। মেয়েটি আমার ভাইয়ের হাতে একটা ফুল দেয়। তারপর ফুল ধরা হাতে চুমু খায় সে। তখন আমাকেও দেখে ফেলে মেয়েটি। এবং আমাকে দেখেই ওখান থেকে পালিয়ে যায়। রাগে অন্ধ হয়ে গিয়ে ভাইয়ের মুখে ঘুষি মেরে বসি আমি। ওকে বাধ্য করি আমার সাথে লড়াইয়ে নামতে। লড়াইয়ের এক পর্যায়ে ওর বুকে তলোয়ার চালিয়ে দিই আমি। মরতে বসে আমার ভাই। মৃত্যু শয্যায় শুয়ে সে বলে যায়, 'ভাই, যা হলো, নিশ্চয়ই তাতে শয়তানের হাত ছিল। বাগানে তুমি যা দেখেছ, তা ছিল তোমাদের দু'জনকে রক্ষার জন্য আমাদের অভিনয়। নইলে এই দেশের আইনে তুমি দোষী সাব্যস্ত হতে। দোষটা যাতে আমার ঘাড়ে আসে সেজন্য আমার নিজের আর ওই মেয়েটির ইচ্ছায় নাটক করছিলাম আমরা। অথচ ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস, এখন আমি নিজেই মৃত্যু শয্যায়। অন্তত দু'বার আমি তোমাকে মেরে ফেলতে পারতাম। কারণ রাগে অন্ধ হয়ে লড়ছিলে তুমি। তলোয়ার যুদ্ধের নিয়ম ভুলে গেছিলে। এখন শোনো, তুমি সবাইকে বলবে, আমি ওই মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছি। তুমি জানো এই দেশের আইন অনুযায়ী আমি দোষী। তাই মেয়েটির সম্মান বাঁচাতে আমাকে হত্যা করেছ তুমি। বাকি সবাইও এটাই জানবে। আর এটা তো অবশ্যই সত্যি যে, মেয়েটিকে আমিও ভালোবেসেছি। আমি তাকে

Banglabook.org

পাইনি এ-ই যা। তবে তোমার আর ওই মেয়েটার ভালোর জন্য মরতে আমার আপত্তি নেই। ক্যালিক্রেটিস, প্রিয় ভাই আমার, মৃত্যু মুহূর্তে আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিয়েছে দেবতারা। দেখতে পাচ্ছি, এই মেয়েটি বা সমস্ত মেয়ের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলে আখেরে তোমারই ভালো হবে। দেবীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কোরো, তাতেই তোমার মঙ্গল। নয়তো মহা বিপদে পড়বে তুমি। আমার মতো তোমাকেও কারও ঈর্ষার শিকার হয়ে মরতে হবে। আমার সময় প্রায় শেষ। এসো, ছেলেবেলার মতো পরস্পরের কপালে শেষ একবার চুমু খাই আমরা। মনে আছে, ভাই, ছোটবেলায় একসাথে খেলে বেড়িয়েছি আমরা? তখন ভুলেও ভাবিনি, দেশ থেকে এত দূরে এসে এভাবে মরতে হবে। যাক, এসো পরস্পরকে আমরা ক্ষমা করে দিই। আশা করি মৃত্যু নদীর ওপারে ছায়ার দেশে গিয়ে আবার আমাদের দেখা হবে,' বলতে বলতে আমার হাতের ওপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আমার ভাই। আমি কাঁদতে কাঁদতে তখন আফসোস করছিলাম যে, ওর জায়গায় যদি আমি মরতে পারতাম! ততক্ষণে আমাদের দলের সৈন্যরা আমাদের দেখে ফেলেছে। ওদের সাথে যেতে হলো আমায়। আমাকে ওরা বিচারের সম্মুখীন করল। এজন্য না যে, আমরা লড়াই করেছি। বরং সে ছিল আমাদের দলের কমাণ্ডার। উর্ধ্বতনের ওপর অস্ত্রধারণের অপরাধে গ্রিক আর্মির আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়া হলো। কিন্তু ওখানে আমি কিছু করতে বা বলতে পারার আগেই কিছু লোক আমাকে আমাদের ক্যাম্প থেকে সরিয়ে ফেলে। ওরা সত্য ঘটনা জানত। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়ে আমাকে পালিয়ে আসতে সাহায্য করে তারা। সাথে দিয়ে দেয় বিভিন্ন লড়াইয়ে আমার জেতা মূল্যবান সামগ্রী। ওরা বলে দেয় লোকেরা এই ঘটনা ভুলে যাওয়া পর্যন্ত আমি যেন কোথাও আত্মগোপন করে থাকি। স্বর্গের রাণী, আমি পালাতে চাইনি, চেয়েছিলাম

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। তাতে যে মূল্যই আমাকে চুকাতে হোক, আমি রাজি ছিল্লাম। কিন্তু, এখন বুঝতে পারি, আমাকে পালাতে দেয়ার সাথে রাজ সভার অনেক বড় কেউ জড়িত ছিল। নইলে সবার চোখের সামনে থেকে এমন অনায়াসে পালিয়ে আসা সম্ভব ছিল না,' বলে থামল ক্যালিক্রেটিস।

তখন আমি প্রশ্ন করলাম, 'একটা মেয়ের জন্য ভাইকে হত্যা করলে, বেশ। তারপর কী করলে তুমি?'

'তারপর, ওই মেয়েটির সাথে একবারও কথা না বলে বা দেখা না করে নীল নদের উজানে পালিয়ে গেলাম। কারণ ওদিকে ফারাও বা গ্রিকদের সেনাদলের কমাণ্ডারের হাত পৌঁছাবে না।'

'নিজের দেশে না ফিরে নীলের উজানে পালালে কেন?'

'কারণ, আমার মন ভেঙে গিয়েছিল। দেবী আইসিসের কাছে আশ্রয় নেয়াই ছিল আমার ইচ্ছা। চেয়েছি তাঁর পুরোহিত হতে। তাই দেবীর আইন আর পুরোহিতদের সম্বন্ধে জানতে শুরু করেছিলাম তখন। আমি জানি, যে পুরুষ একবার দেবীর কাছে আত্মসমর্পণ করে সে আর অন্য কোন নারীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। এবং ওভাবেই তাকে আমৃত্যু থাকতে হয়। আমারও তা-ই ইচ্ছা। কারণ, একটা নারীর জন্য আমারই ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে আমার হাত। তাই মেয়েদের ঘৃণা করি আমি।'

তখন, আমি আয়েশা হিসেবে তাকে প্রশ্ন করলাম, 'দেবী আইসিসের কাছে আত্মসমর্পণ করার আগে কোন্ দেবতা বা দেবীর আরাধনা করতে তুমি?'

'গ্রিসের দেব-দেবীদের আরাধনা করতাম আমি। বিশেষ করে, প্রেমের দেবী আফ্রোদিতির আরাধনা করতাম, স্বর্গীয় মাতা।'

'পূজারীকে ভালো প্রতিদানই দিয়েছে দেবী। প্রথমে একটা মেয়ের লোভ দেখিয়ে অন্ধ করিয়ে দিয়েছে। যে ভাই

ছিল তোমার চোখে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়, তার রক্তে রঞ্জিত করিয়েছে তোমার হাত। এখন তা হলে, আফ্রোদিতিকে দুশ্চরিত্রা বলে স্বীকার করছ তুমি?'

'হ্যাঁ, স্বীকার করছি, ও, মাতা আইসিস। আর কখনও তার বেদীতে আমি অর্ঘ্য নিবেদন করব না। কোন মেয়ের দিকে প্রেমের দৃষ্টিতেও তাকাব না। ক্ষমা পেলে নিজেকে দেবী আইসিসের অনুগত ভৃত্য ঘোষণা দিয়ে পৌরোহিত্যের শপথ নেব আমি। এবং এই মুহূর্তে শপথ করে বলছি, আমার মন থেকে আফ্রোদিতির নাম চিরতরে মুছে ফেললাম আমি। আমার আত্মার শান্তির জন্য অস্বীকার করছি দেবী আফ্রোদিতির দেয়া সমস্ত কিছু।'

প্রকম্পিত ও আন্তরিক কণ্ঠে কথাগুলো বলল লোকটি। মন্দির জুড়ে নেমে এল পিন পতন নীরবতা। স্বীকার করছি, একজন মরণশীল নারী হিসেবে এই কঠিন শপথ আমার কাছে অতটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। তবে মাতা আইসিসের পুরোহিত হিসেবে ক্যালিক্রেটিসের জন্য ক্ষমা ঘোষণার প্রস্তুতি নিলাম।

কিন্তু ঠিক তখনই যেন শুনতে পেলাম রিনরিনে, মধুঝরা কণ্ঠের হাসি। মনে হলো যেন আকাশ থেকে ভেসে এল হাসির আওয়াজটা। পুরো হলঘর ভরে উঠল সেই হাসির প্রতিধ্বনিতে। কণ্ঠটার মালিকের খোঁজে আশপাশে তাকালাম। কিন্তু আমরা দু'জন ছাড়া হলঘরে আর কেউ নেই। ক্যালিক্রেটিসও ঘুরে ওর আশপাশে কী যেন খুঁজছে। অর্থাৎ হাসির আওয়াজ ওর কানেও গেছে।

কে হাসল? আফ্রোদিতি? কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব! তবে ঘটনা যা-ই হোক, দায়িত্ব থেকে আমি পেছাব না। এই চিন্তা করা মাত্রই নিজের ভেতর অনুভব করলাম দেবীর শক্তির উষ্ণতা। আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলা শুরু করলাম, 'দেবীর কান হয়ে তোমার স্বীকারোক্তি শুনেছি। এখন স্বর্গ ও মর্ত্যের দেবী,

BanglaBook.org

জ্ঞান ও গুণের দেবী, প্রকৃতির রহস্যের রক্ষক মাতা আইসিসের কণ্ঠস্বর হয়ে ঘোষণা করছি তোমাকে ক্ষমা করা হলো, ক্যালিক্রেটিস। ধুয়ে ফেলা হলো তোমার সমস্ত পাপ। তোমাকে মেনে নেয়া হলো দেবীর পুরোহিত হিসেবে। এই জীবনধারা বজায় রাখলে পার্থিব জীবনের অন্তে তোমার জন্য রইল বিশাল পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি। এখন তোমাকে শপথ নিতে হবে। মনে রেখো, এই শপথ কখনোই ভাঙা যাবে না। শপথ নেয়া শেষে তোমার কপালে চুমু দিয়ে তোমাকে দেবী আইসিসের ভৃত্য ও আইসিস প্রেমী হিসেবে চূড়ান্তভাবে ও চিরতরে গ্রহণ করব।'

তারপর সময় নিয়ে, ধীরে ধীরে শপথ বাক্য উচ্চারণ করালাম ওকে। তবে সেই শপথ বাক্য এখনও আমি প্রকাশ করতে পারব না। সেই অনুমতি আমার নেই। কিন্তু এটুকু বলতে পারি, কোন কিছুই সেই শপথের আওতার বাইরে থাকেনি। যার মূল কথা হচ্ছে এখন থেকে কেবল এক আইসিসেরই পূজা করবে সে। আর, যদি কখনও শপথের কথা ভুলে যায়, তা হলে এই জীবন তো বটেই পরবর্তী সব জীবনেও শপথকারীর জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তির দুর্ভাগ্য।

যা হোক, শেষ হলো ভীত কম্পিত লোকটির শপথ নেয়া। আমি ইশারা করতেই এগিয়ে এসে আমার সামনে হাঁটু মুড়ে বসল সে। সিসট্রাম দিয়ে লোকটার মাথায় স্পর্শ করলাম। অর্থাৎ আশীর্বাদ করলাম। তারপর সেটা ছোঁয়ালাম তার ঠোঁটে। অর্থাৎ তাকে জ্ঞানের আলো দিলাম। তারপর তার হৃৎপিণ্ডের ওপর বুকে ছোঁয়ালাম সিসট্রামটা। অর্থাৎ অনন্তকাল পর্যন্ত তাকে দেবীর ভৃত্য হিসেবে স্বীকৃতি দিলাম। এ সকল কাজ করলাম মাতা আইসিসের নামে। ধরে নেয়া হলো এখন সদ্য জন্মানো শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে গেছে এই মানুষটি। এরপর সর্বশেষ আনুষ্ঠানিকতা, কপালে চুমু দিয়ে দেবীর হয়ে সাদরে তাকে বরণ করে নেয়া।

BanglaBook.org

ঠিক তখনই একটা আলোর রশ্মি এসে পড়ল আমার ওপর। হতে পারে এটা গোপনে নজর রাখতে থাকা পুরোহিতদের কারসাজি বা হয়তো স্বর্গ থেকে আসা আলোর প্রভা। আজও আমি জানি না, কোন্ ধারণাটা ঠিক। তবে মন্দিরের অন্ধকারের পটভূমিতে আমার গায়ের রোব আর মাথার রত্নশোভিত মুকুট অপার্থিব সৌন্দর্য নিয়ে জ্বলজ্বল করতে লাগল। আর ঠিক ওই মুহূর্তেই, পর্দাটা সরিয়ে ফেললাম আমার সামনে থেকে। চাঁদের মিষ্টি নরম আলো সরাসরি এসে পড়ল আমার চেহারার ওপর। চাঁদের আলোয় আমার ফর্সা মুখটাকে দেখাচ্ছে রহস্যময় আর অনিন্দ্য সুন্দর।

লোকটাও মাথা তুলল। যেন কপালে চুমু দিয়ে তাকে স্বাগত জানাতে পারি আমি। তার চেহারায় পড়ল চাঁদের আলো। মনে হলো তার চেহারাটা যেন পাথর কুঁদে বানানো গ্রিক দেবতার নিখুঁত মূর্তি। দারুণ সামঞ্জস্যপূর্ণ বড় বড় চোখ আর এক মাথা কোঁকড়া সোনালী চুল। এত সুন্দর আর পুরুষোচিত চেহারা আমি আগে কখনও দেখিনি। যতই সে পাপ করুক, তাতে তার চেহারার সৌন্দর্য মলিন হয়নি।

ঠিক তখনি চমকে উঠলাম আমি। আইসিসের শপথ! এই চেহারা আমি আগেও দেখেছি। সেই শিশুকাল থেকেই এই চেহারাটা আমাকে তাড়া করে ফিরছে। পৃথিবীর বাইরের কোথাও, কোন এক মন্দিরে একে দেখেছি আমি। সেখানে শপথ করে আমাকে বলা হয়েছিল, এঁর মাধ্যমেই পূর্ণতা পাবে আমার নারী জীবন। কোন সন্দেহ্ নেই, এ-ই সেই লোক। এবং তার দিকে দৃষ্টি পড়া মাত্রই আমার ওপর পতিত হলো দেবী আফ্রোদিতির অভিশাপ। জীবনে প্রথমবারের মতো অনুভব করলাম মাতাল করে দেয়া প্রেমের অনুভূতি। বজ্রাহত সিডার গাছের মতো চৌচির হয়ে গেলাম আমি। আমি দেবী আইসিসের পুরোহিত, বিশুদ্ধ ও গর্বিত আয়েশা, কাঁপতে লাগলাম প্রেমিকের সান্নিধ্য লাভে ব্যাকুল সাধারণ একটা

গ্রাম্য মেয়ের মতো।

আমাকে দেখা মাত্রই লোকটির মধ্যেও পরিবর্তন এল। মুহূর্তখানেক আগের সেই ভাবগাম্ভীর্য আর তার মধ্যে রইল না। সেখানে জায়গা নিল আরও বেশি পার্থিব, মানবীয় অভিব্যক্তি। ক্যালিক্রেটিসের চেহারা দেখে মনে হলো, তারও কিছু একটা মনে পড়েছে! কিন্তু সেটা কী, আমি জানি না।

মনে পড়ল, দেবীর দৃষ্টি আছে আমার ওপর। হয়তো আছে আর সব পুরোহিতদের দৃষ্টিও। তাই তীব্র ইচ্ছা শক্তি খাটিয়ে নিজেকে সামলালাম। তবে তখনও হৃৎস্পন্দন বা নিঃশ্বাস, কোনটাই আমার নিয়ন্ত্রণে আসেনি। ওই অবস্থাতেই কোন রকমে নিজেকে ঝুঁকতে বাধ্য করলাম। কিন্তু একটা ভুল হয়ে গেল। মারাত্মক ভুল। জানি না সেটা কার, আমার না ওর নাকি দু'জনেরই। চুমু দিলাম কপালের বদলে ক্যালিক্রেটিসের ঠোঁটে। আলতো একটা স্পর্শ কেবল। ফুল ছুঁয়ে উড়ে যাওয়া প্রজাপতির মতো মৃদু স্পর্শ। কিন্তু তা হলে কী হবে, এতেই ভেঙে গেছে দেবী আইসিসের প্রতি আমার শপথ। এমনকি ভেঙেছে মুহূর্ত আগে পৌরোহিত্যের শপথ নেয়া ক্যালিক্রেটিসের শপথও।

BanglaBook.org

প্রশ্ন করতেই পারি, কে বা কী আমাদেরকে দিয়ে এমনটা করাল? উত্তর, জানি না। কিন্তু তখনই যেন আবার কানে এল কিছুক্ষণ আগের সেই হাসিটা। এবার সেই কণ্ঠে ফুটে আছে বিজয়ীর সুর। বুঝলাম, ধরার বুকে আমাদের অস্তিত্ব ধূলিকণার চেয়েও নগণ্য। আর আমাদের নিয়ে চলে অসীম, অপার দেবশক্তির লীলাখেলা। আমরা তাদের খেলার ঘুঁটি বই কিছু নই।

সিসট্রাম নাড়িয়ে সদ্য শপথ নেয়া পুরোহিতকে উঠতে ইশারা করলাম আমি। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, আসলে কার পুরোহিত হলো সে, আইসিসের নাকি আফ্রোদিতির? তারপর এগিয়ে এল কিছু লোক। ক্যালিক্রেটিসকে নিয়ে চলে

গেল ওরা। শপথ অনুষ্ঠান শেষ। দেবী রূপ ছেড়ে চলে এলাম আমার ঘরে। কাউচে বসলাম। দু'চোখ বেয়ে নেমে এল অশ্রুর বন্যা। মুহূর্তের প্রলোভনে শপথ ভেঙে ফেলেছি আমি। অনুতাপের অশ্রু ঝরে চলল আমার দুই চোখ বেয়ে।

পাঁচ

আমার অন্যায়ের কথা কেউ জানে না। কিন্তু জানে না, তা-ই বা বলি কী করে। আমি নিজে তো জানি। আর জানে ওই পুরোহিত যার কারণে পাপ করেছি আমি। নিজেকে ভাবতাম তুষারের চেয়ে শুভ্র, শুদ্ধ, সেই আমাকেই ভেতরে ভেতরে খেয়ে ফেলতে লাগল লজ্জা আর পাপবোধ। এক পর্যায়ে আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। গেলাম আমার শিক্ষক, পরামর্শদাতা, দেবী আইসিসের সর্বোচ্চ পুরোহিত নুটের কাছে। গোপন একটা জায়গায় তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাকে সব জানালাম।

আমার কথা শুনতে শুনতে তার চেহারায় ফুটে উঠল মৃদু হাসি। আমি থামলে পরে নুট বলল, 'তুমি সৎ-মনে আমার কাছে তোমার কৃতকর্মের কথা স্বীকার করলে। আমি অবশ্য এসব আগে থেকেই জানতাম। কীভাবে জেনেছি, সেটা ব্যাপার নয়। তবে চিন্তা কোরো না। এই পদস্খলনের পাপ একা তোমার নয়, এমনকি এককভাবে সেই পুরোহিতেরও নয়। আচ্ছা, তুমি তো দেবী আইসিসের আরাধনা কর। বলো তো, দেবীকে পার্থিব বা অপার্থিব সমস্ত নারীর চেয়ে বড় ও

Banglabook.org

মহৎ বলে কেন মনে করা হয়? কারণ, তিনি সর্ব-মাতা, স্বয়ং প্রকৃতি। সুতরাং সমস্ত দেব-দেবী ও সৃষ্টি তাঁরই আওতাভুক্ত, সবই সেই একক সত্তার অংশ। আরেক দেবী আফ্রোদিতির সাথে তাঁর লড়াই চলছে এটাও সত্য। কিন্তু আরেকভাবে দেখলে কি বোঝা যায় না যে, দেবী নিজেই নিজের অপর এক অংশের সাথে লড়াই করছেন? প্রায় একই কথা তো আমাদের বেলায়ও খাটে। আমরা মরণশীল মানুষরাও তো নিত্যই নিজেদের সাথে লড়াই করছি। জেনে রেখো, মেয়ে, মানব মন হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে আমাদের আত্মার ভালো অংশ আর খারাপ অংশ প্রতিনিয়ত তার আত্মশক্তির বর্শা-তলোয়ার নিয়ে লড়াইয়ে লিপ্ত। সেই লড়াইয়ে কখনও ভালো দিক জেতে আবার কখনও খারাপ। অন্যভাবে বললে, কখনও জেতে আইসিস আবার কখনও জেতে সেট। আর এই লড়াইয়ের ভেতর দিয়েই বের হয়ে আসে মানবের প্রকৃত রূপ। কিন্তু যার ভেতর লড়াই নেই, সে মৃতসম। তার কাছ থেকে কিছুই আশা করা যায় না। আগুনে না পোড়ালে খাঁটি স্বর্ণ পাওয়া যায় না। তামা বা লোহাকেও আগুন দিয়ে গলিয়েই তলোয়ার বা বর্শা বানানো হয়। তুমি মনের ভেতর যে উত্তাপ অনুভব করছ, সেটা হচ্ছে তোমার মনের ভেতরে চলতে থাকা ভালো খারাপের যুদ্ধ। ভয়ের কিছু নেই।'

আমি বললাম, 'জ্ঞানের প্রভু, আপনার কথা নিঃসন্দেহে স্বস্তিদায়ক। আপনার অনুমতি পেলে আমার একটা বিষয়ে জানার ইচ্ছা আছে। প্রায়ই একটা রহস্যময় স্বপ্ন দেখি আমি। তাতে দেখি, আমার পার্থিব জীবন শুরু হবার আগে স্বর্গের একটা ঘটনা। সেখানে দু'জন দেবী পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। আর তাদের একজন আমাকে হুকুম করছে যে, তার যেসব উপাসক তার থেকে মুখ ফিরিয়ে অপর দেবীর প্রতি নতজানু হয়েছে তাদেরকে আমার ধ্বংস করতে হবে।

Banglabook.org

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনার কথা মতো, সবই যদি এক সত্তার অংশ হয়, তা হলে আমাকে কেন এই কাজ করতে বলা হলো?'

জবাবে নুট বলল, 'স্বপ্নে তোমাকে শাস্তি দানের হাতিয়ার হিসেবে বোঝানো হয়েছে। এমন নয় যে, এক দেবীর থেকে মুখ ফিরিয়ে মিশরীয়রা অপর দেবীর অনুগত হয়েছে সেজন্য ওরা শাস্তি পাবে। না, মোটেও তা নয়। বরং ওরা শাস্তি পাবে বিবেক ও নৈতিকতা হারিয়ে ফেলেছে বলে। তারা আসলে কোন দেবতারই আরাধনা করছে না, বরং করছে নিজেদের স্বার্থের উপাসনা। তাদেরকেই শাস্তি দিতে হবে তোমার। আর স্বপ্নটা সত্য হবে নাকি মিথ্যা তা আমি বলতে পারব না। হয়তো এটা স্রেফ একটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু না।'

'কিন্তু, স্বপ্নটা সত্য বা মিথ্যা যা-ই হোক, তাতে এক লোকের চেহারা দেখেছিলাম আমি। কয়েক রাত আগে যখন দেবীর প্রতিনিধি হয়ে মন্দিরে বসে ছিলাম, সেই চেহারাটাই আবার আমার সামনে এল। এবার বাস্তবে, স্বপ্নে নয়। এটাকে কী বলবেন?'

'মা-রে, আমরা খুবই ক্ষুদ্র, নগণ্য মানুষ। নিয়তি আমাদের নিয়ে কী খেলা খেলবে তা বোঝার কোন উপায় আমাদের নেই। আমরা তো এটাই জানি না যে, কোথা থেকে আমরা এসেছি আর কোথায়ই বা যাব। হতে পারে, ওই লোকটা এমন কেউ যার মাধ্যমে বা যার দ্বারা তোমাকে কোন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। অথবা হয়তো তোমার নিয়তিই হচ্ছে ওই হীন মনোবলের লোকটির আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা। হয়তো সেটা করতে গিয়ে তুমি নিজেই ডুবে যাবে, জানি না। তবে যদি তা-ই ঘটে, তা হলেও, আমার ধারণা, শেষ পর্যন্ত আবার নিজেকে ফিরে পাবে তুমি। আবার সমুন্নত হবে তোমার মর্যাদা।'

নিশ্চুপ নীরবতার মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে আমি অপেক্ষা

BanglaBook.org

করছি আর ভাবছি হয়তো তা-ই হবে।

তখনই আবার কথা বলল নুট। বলল, 'মন্দিরে তুমি একটা হাসির আওয়াজ শুনেছ। কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ তা শোনেনি। সেটা হচ্ছে তোমার মনের খারাপ অংশ। সে ভালো'র ওপর জিতে গিয়ে তোমাকে উপহাস করে বিজয়ীর হাসি হেসেছে। একবার যেহেতু শুনেছ, হয়তো ভবিষ্যতে আবারও শুনবে। কিন্তু তাতে নিজের ওপর বিশ্বাস হারাবে না, দেবীর ওপর থেকে ভরসাও কমাবে না। মনে রাখবে, তোমার মনের কান যদি বন্ধ হয়ে যায় তা হলে পাপ থেকে ফিরে আসার আর কোন আশা থাকে না। কিন্তু মনের কান খোলা থাকলে বিবেকের মৃদু ফিসফিসানিও অন্তরে পৌঁছে যায়। নিজের ভেতরের খারাপ অংশের বিরুদ্ধে যারা লড়তে থাকে তারা কখনও পুরোপুরি হারে না। আমরা সবাই ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক। কিন্তু তারপরও, একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি পর্যন্ত আমরা ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। তারপর আমরা অক্ষম। কিন্তু ওই গণ্ডিই নির্ধারণ করে কে মুক্তি পাবে কে পতিত হবে। এতটুকুই আমার বলার ছিল। এ বিষয়ে আমাকে আর প্রশ্ন কোরো না।'

'আমাকে কি শাস্তি পেতে হবে, বাবা?'

'সম্ভবত না। তবে কিছুদিনের জন্য ওই লোকটার দিকে নজর দিয়ো না। কিছুদিন বললাম, কারণ তোমার আর তার ভাগ্য পরস্পরের সাথে জাড়িত। এখন তোমার অন্য কাজ আছে। সাগরের অপর পাড়ের এক দেশে আমার সাথে যাবে তুমি। এখন যাও, বিশ্রাম নাও গিয়ে। বিশ্রাম নিতে নিতে অপ্রয়োজনীয় সবকিছু মাথা থেকে বিদেয় করো।'

যেতে যেতে ভাবলাম, নুট যা জানে তার অর্ধেকও আমাকে বলেনি। অবশ্য এর একটা কারণ হতে পারে যে, যাদেরকে দেবতারা অন্তর্দৃষ্টি দেন তাদেরকে আবার নিষেধও করে দেন যে, যা সে দেখতে পায় তা যেন প্রকাশ না করে।

BanglaBook.org

আবার এমনও হতে পারে, দৈব জ্ঞান মানুষের কাছে এমনভাবে আসে যে, তার পুরো মর্মার্থ অনুধাবন করা আমাদের মতো সীমিত জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়।

আমার কাছেও এখন দৈব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান আছে। কিন্তু তার অনেক কিছুই এখনও আমার বোধের বাইরে। যা হোক, আমার শিক্ষকের আদেশ মাথায় নিয়ে আগের মতো ছদ্মবেশ ধারণ করে তার সাথে ফিলিয়া ত্যাগ করলাম।

সেদিনের পর আর কখনও ফিলিয়ায় ফিরে যাইনি আমি। অবশ্য হোরেস হোলি ওখানে গেছে। বলেছে, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই সেখানে নেই।

বিভিন্ন দেশ দেখতে দেখতে গন্তব্যের দিকে এগুতে থাকলাম আমরা। পথে একবার থামলাম রোম নগরে। কিন্তু ওদের চরম ক্ষমতা লিপ্সা, সম্পদের লোভ, শৈল্পিক মনোভাবের অভাব–এসব আমার একদম ভালো লাগেনি। তারপরও ওদের ভাষা আর রাজনীতির নিয়ম কানুন শিখলাম আমি। একবার মনে হয় ওদের নিয়ে নুট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে একদিন ওরা দুনিয়া শাসন করবে। বা ওদের আচার আচরণ দেখে আমিই হয়তো ওই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, এখন আর সঠিক মনে নেই। যা হোক এক সময় ওখান থেকেও আমরা চলে আসি।

গ্রিসে পৌঁছুলাম আমরা। মহান এক জাতি এই গ্রিকরা। এখানে আমি দর্শন ও আরও বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করি। গ্রিকদের আমার খুব ভালো লাগল। কারণ ওরা নিজেরা যেমন সুন্দর, তেমন যা কিছুই ওরা করে তাতেই ধরা দেয় সৌন্দর্য। এরা সাহসীও বটে। শক্তিশালী পার্সানদের হটিয়ে দিয়েছে এরা। এটা মোটেও যা-তা কথা নয়। যথাযথ নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে শাসন করলে সারা দুনিয়ার ওপর ওরা প্রভুত্ব কায়েম করতে পারত। কিন্তু তা ওদের দ্বারা আর হয়ে ওঠেনি। ফলে যা হবার তা-ই হয়। সাধারণেরা গ্রহণ করে গ্রিসের

Banglabook.org

শাসনক্ষমতা। তদুপরি, ওরা ওদের দেবতাদেরকে ওদের মন মতো করে তৈরি করে নিয়েছে। আর তাদের নিয়ে এমন সব গল্প বানিয়েছে যার সাথে শিশুদের মন ভোলানো গল্পের তুলনা চলে। আমি বুঝি না, যে দেশের মাটিতে এমন সব দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী আর কবির জন্ম হয়েছে তারা কী করে এসব আবোল তাবোলে বিশ্বাস করে। তারপরও দেবতারা ওদের ওপর দয়া করে।

গ্রিসে একবার আমাকে দেখে আমার মূর্তি বানায় এক শিল্পী। সেটা বানিয়ে সে এত খুশি হয় যে, ওটার নামই দেয় 'সৌন্দর্য'। কিন্তু পরেরবার যখন তার কাছে যাই, দেখি, মূর্তিটার নাম বদলে ফেলেছে সে। নাম দিয়েছে 'আফ্রোদিতি'। লোকটাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার ভাস্কর্যে আমার দেবীর শত্রুর নাম কেন দিল সে? জবাবে কেঁদে পড়ে লোকটি বলল, গত রাতে তার স্বপ্নে এসেছে দেবী আফ্রোদিতি। দেবী বলে গেছে এই রূপসী নারী-মূর্তির নাম তার নামে না দিলে ভাস্করের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেবে সে। তাই বাধ্য হয়ে মূর্তিটার নাম পরিবর্তন করেছে সে। আফ্রোদিতির নির্লজ্জতায় হেসে ফেললাম। মাফ করে দিলাম লোকটাকে। এভাবেই শতাব্দীর পর শতাব্দী, অন্যেরটা চুরি করে নিজের নাম জিইয়ে রেখেছে আফ্রোদিতি।

গ্রিস থেকে আমরা গেলাম ইহুদিদের দেশ জেরুজালেমে। ইহুদি ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। প্রাচীন মিশরীয়রা জেরুজালেমকে বলত শান্তির দেশ। কিন্তু সত্যি বলতে ওই দেশে অনেক কিছু থাকলেও শান্তির দেখা আমি পাইনি। জেরুজালেমের ইহুদিদের চেহারাই ভয়ঙ্কর। ঝগড়া করতে সারাক্ষণ মুখিয়ে আছে ওরা। ভীষণ প্রতিশোধপরায়ণ মানুষ ইহুদিরা। বাইরের লোকদের সাথে তো বটেই এমনকি নিজেদের মধ্যেও লড়াই ঝগড়া লেগেই আছে। ঘৃণা করা ওদের জন্মগত স্বভাব। আর বাইরে থেকে ওই শহরে কেউ

Banglabook.org

এলে তো কথাই নেই। ঘৃণা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ওদের সাথে ব্যবসার চিন্তাই করা যায় না। আমার অবশ্য ব্যবসার ইচ্ছাও ছিল না। আমি ওদের ধর্ম-দর্শন জানতে গিয়েছি।

ধর্ম সম্বন্ধে যখন জানতে শুরু করলাম, দেখলাম, ওদের দেবতাও ওদের মতোই। ভীষণ হিংস্র। কিন্তু তারপরও বলব, ওই ধর্মে একজনই দেবতা। এবং সত্যিকারের দেবতা তিনি। কারণ তা যদি না-ই হবে তা হলে তাদের নবী কেমন করে এত সুন্দর সুন্দর কথা লিখে রেখে যাবে? ওরা এটাও বিশ্বাস করে যে, ওদের দেবতা একদিন পৃথিবীতে নেমে আসবে আর সারা বিশ্বের শাসনক্ষমতা তুলে দেবে ওদের হাতে। হোরেস হোলি অবশ্য আমাকে বলেছে যে, ওদের প্রত্যাশা মতো একজন সত্যিই এসেছিল। কিন্তু ইহুদিরা তাকে বিশ্বাস করেনি। বরং দয়ালু সেই মানুষটিকে শয়তান আখ্যা দিয়ে ওদের হিংস্র বর্বর রীতিতে ক্রুশে চড়িয়ে পেরেক মেরে হত্যা করেছে তাকে। এখন সারা দুনিয়ার লাখো মানুষ তার প্রচারিত ধর্মমতে বিশ্বাস করেছে। কিন্তু বোকা ইহুদিরা সেদিনও তাকে গ্রহণ করেনি আজও করে না। ইহুদিরা নর বলি দিত। এই ব্যাপারটা আমাকে ভীষণ ব্যথিত করে তোলে। তখন ওদেরকে বলি দিতে নিষেধ করি আমি। ওদেরকে শোনাই আরও নম্র, শিষ্ট এক ধর্মের কথা। কিছুক্ষণ ওরা শুনেছে বটে কিন্তু তারপরই শুরু করে আমার দিকে পাথর ছোঁড়া। তখন স্বর্গের হস্তক্ষেপ না হলে আমাদের মৃত্যু ঠেকানোর সাধ্য কারও ছিল না। সেদিনের পর থেকেই জেরুজালেমের এই বাঁকা নাক বিশিষ্ট, কুটিল, হিংস্র স্বভাবের ইহুদিদের ওপর থেকে আমার মন উঠে যায়। চলে আসি সাইপ্রাসে। ওখানে আফ্রোদিতির এক পুরোহিতের সাথে আমার বিতর্ক হয়। তারপর আবার ফিরে আসি মিশরে। অনেক দিন বাইরে কাটালাম। মিশরে ফিরতে আমার ভালোই লেগেছে।

BanglaBook.org

নাউক্রেটিসে আমাদের সাদরে বরণ করে নিল আইসিসের পুরোহিত। অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেল তারা। সবসময়ই এমনটা হয়েছে। জানি না কীভাবে এই কাজটা করে নুট। আগেই কোনভাবে খবর দিয়ে দূত পাঠায় সে, নাকি স্বপ্নের মাধ্যমে খবর পাঠায় তা-ও জানি না। যা হোক, উজানের দেশ মেম্ফিসে আমাদেরকে আইসিসের মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হলো। অবাক কাণ্ড, সেখানে আমাদেরকে স্বাগত জানাল গ্রিক ক্যালিক্রেটিস! আমরা যে সময়টা বাইরে ছিলাম, ততদিনে দেবীর সেবায় উচ্চ থেকে উচ্চতর পদে আরোহণ করেছে সে।

লোকটাকে দেখা মাত্রই আমার নিঃশ্বাস থেমে গেল। তবে ওকে চেনার কোন নমুনা প্রকাশ করলাম না আমি। লোকটার চেহারায় ফুটে উঠেছে দ্বিধাগ্রস্ত দৃষ্টি। যেন তার মনে হচ্ছে আমাকে সে কোথাও দেখেছে, কিন্তু কোন মতেই নিশ্চিত হতে পারছে না। কারণ, ফিলিয়ার মন্দিরে চাঁদের আধো আধো আলোতে মাত্র একবারই আমাকে দেখেছে সে। তা-ও, মাত্র এক পলকের জন্য। তখন দেবী আইসিসের ঝলমলে রোব ছিল আমার গায়ে। ফলে এখন তার দ্বিধাগ্রস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। হতে পারে, লোকটি ভেবে নিয়েছে, সেদিন কোন মরণশীল মানুষ নয় বরং স্বয়ং দেবীকেই দেখেছে সে। সে ভাবতেও পারছে না, সেদিনের মানুষটিই আমি। যে কিনা দেবী আইসিসের প্রতিনিধি। নানা দেশ ঘুরে সেই আমিই এসেছি এখানে। সে হয়তো ভুলে গেছে তার ঠোঁটে আমার চুমু খাওয়ার কথা। অথবা হয়তো ভেবে নিয়েছে সেটাও ওই অনুষ্ঠানেরই অংশ। ফলে আমি লোকটাকে খুব ভালোভাবে মনে রাখলেও আমার কথা তার খুব সামান্যই মনে আছে। বা মনের কোণে লুকিয়ে থাকলেও সচেতনভাবে হয়তো একেবারেই মনে নেই। তার কাছে আমি স্রেফ একজন আগন্তুক।

BanglaBook.org

আমার মন চাইল পালিয়ে যেতে। জানি না কীসের ভয় পাচ্ছি, শুধু জানি এর সামনে থেকে পালাতে চাই আমি। কাজেই আবারও নুটের পরামর্শ চাইলাম।

হেসে নুট বলল, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি যে, যার থেকে আমরা পালাতে চাই সে বা সেটা খুব দ্রুতই সামনে এসে দাঁড়ায়। মনে রেখো, যদি ওর সাথে দেখা হওয়া তোমার নিয়তি হয়, তা হলে তা হবেই। এবং সেটা নিয়তিরই স্বার্থে। কেউই তা ফেরাতে পারবে না। আমি নিশ্চিত, নিজেকে কীভাবে সামলাতে হয় তা তুমি জান। রক্তমাংসের শরীরের চাহিদা থেকে কী করে নিজের আত্মাকে ফেরাতে হয় তা তোমার জানা আছে।'

গর্বভরে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, বাবা। শিক্ষা আমি পেয়েছি আর ওসব থেকে নিজের আত্মাকে ফিরিয়েও এনেছি। আপনার শিক্ষাই আমার চিন্তা-চেতনা। পৃথিবীর কোন পুরুষের জন্যই নিজেকে আমি দেবীর পদতল থেকে ফেরাব না। নারীসুলভ সমস্ত দুর্বলতা আমি ঝেড়ে ফেললাম। অস্বীকার করলাম দুষ্ট দেবতাদের সমস্ত প্রলোভন।'

'খুব ভালো বলেছ, মেয়ে,' বলে আমাকে আশীর্বাদ করল নুট। তবে খেয়াল করলাম, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একবার মাথা নাড়ল সে।

এরপর অনেক দিন ওই মন্দিরেই অবস্থান করি আমি। এবং ততদিনে মন্দিরের নারী পুরোহিতদের প্রধান হয়ে গেছি। আর দেবী আইসিসের অবতার হিসেবে আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে সে-ও অনেক দিনের কথা। আমার জ্ঞান আর সৌন্দর্যের কথা লোক থেকে লোকান্তরে ছড়িয়ে গেছে। ফলে যারাই ভবিষ্যতের কথা জানতে চাইত, দেবীর জন্য বিশাল সব ভেট বা উপহার নিয়ে চলে আসত আমার কাছে। ভবিতব্যের গোপন বিষয়ে আমার পরামর্শ চাইত তারা। তবে আমি বা নুট, আমরা কেউই ওসব স্বর্ণ বা রত্ন ছুঁয়েও

BanglaBook.org

দেখতাম না। কারণ ওসব জিনিস সাধারণ মানুষদের জন্য অমূল্য হলেও, আমাদের কাছে ওগুলোর কোন মূল্য ছিল না।

ওই লোকগুলোর জন্য দেবীর মন্দিরে গিয়ে বসতাম আমি। তারপর গোপন কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করতাম, পূরণ করতাম ওদের জানার ইচ্ছা। আমার মনে হয়, ওই দিনগুলোয় আমার ভেতর কোন বিশেষ শক্তি জাগ্রত হতো। জানি না সেটা স্বর্গ থেকে আসত নাকি নরক থেকে। তখন মন্দিরে বসেই দেখতে পেতাম কী হচ্ছে দূরের কোন দেশে। কখনও দেখতে পেতাম অতীতে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা, কখনও বর্তমান। এমনকি ভবিষ্যতে কী হবে তা-ও কখনও কখনও দেখতে পেতাম। এভাবেই দেবী আইসিসের প্রতিনিধি হিসেবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে আমার নাম। পক্ষান্তরে বলা যায়, আমার ক্ষমতার কথা নয়, বরং ছড়িয়ে পড়ে যে, আমি নিজেই একটা ক্ষমতা। এভাবে দেশের নানা কোণে ঘটে যাওয়া বা ঘটতে থাকা নানা ঘটনা সম্বন্ধেও জানতে থাকি আমি। কারণ, ডাক্তারের কাছে রোগী যেমন কিছুই লুকায় না, তেমনই আমার পরামর্শ চাইতে আসা লোকজনও কোন রাখ-ঢাক না করেই আমার সাথে কথা বলতে থাকে।

মিশর সহ আশপাশের দেশগুলো পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করছে। বহু বছর ধরে পার্সানদের প্রতিহত করছে মিশরীয়রা। মিশর শাসন করছে এখন দ্বিতীয় নেকটানেবিস। আর পার্সানদের বর্তমান রাজা আর্টাজারজেস। ওচাস নামের এক জাতি থেকে উঠে এসেছে সে। ফারাওকে হুমকি দিয়েছে, পুরো মিশর দখল করে নেবে সে। এজন্য ইতিমধ্যেই সে জড় করেছে লক্ষাধিক সৈন্য, দশ হাজার ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা, সৈন্য-সামন্ত পরিবহনের জন্য শতাধিক ট্রাইরেম সহ আরও বিভিন্ন নৌযান। আমার কাছে পরামর্শের জন্য আসা বিভিন্ন লোকদের কাছ থেকে এসব তথ্য পেতাম আমি। স্পষ্ট বুঝতে

BanglaBook.org

পারলাম মিশরের ধ্বংসের যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তবে এসব আমার মধ্যে আর আলোড়ন তোলে না। কারণ দুনিয়াবি চিন্তা চাহিদা অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। প্রতি দিনই স্বর্গীয় সেই সত্তার আরও নিকটবর্তী হচ্ছি আমি। ক্যালিক্রেটিসের সাথেও দেখা হয়েছে, হচ্ছে। কিন্তু আমাদের ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত দরকারি দুয়েকটা কথা ছাড়া ওর সাথে আমার আর কোন কথা হয় না। লোকটাকে এড়িয়ে চলি আমি। কারণ আমার ভয় হয়, একদিন হয়তো আমার ধ্বংস ঘনিয়ে আনবে সে অথবা তার ধ্বংস ডেকে আনব আমি।

যা হোক, পরামর্শাকাঙ্ক্ষী লোকদেরকে কখনও আমি একাই পরামর্শ দিই, আবার কখনও আমি, নুট আর ক্যালিক্রেটিস মিলে বসে পরামর্শ দিই। কখনও আবার অন্য ভবিষ্যদ্বক্তাদেরও ডাকা হয়। আপাতদৃষ্টিতে সবই শান্ত মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার মন বলছে, দিগন্তের ওপাশে ঘনিয়ে আসছে প্রলয়ঙ্করী মেঘ। নিয়তির নিষ্ঠুর তলোয়ার হয়ে উঠবে সেই মেঘের বজ্র ঝড়। এবং ওটাই আমাদেরকে নিয়ে ফেলবে যার যার নিয়তি নির্ধারিত পথের ওপর।

মেম্ফিসে নিজের প্রাসাদে এসে উঠেছে ফারাও দ্বিতীয় নেকটানেবিস। তার এখানে আসার উদ্দেশ্য আপার (উচ্চ) মিশর থেকে সেনাবাহিনীর জন্য সৈন্য সংগ্রহ করা। একই সাথে, আসন্ন যুদ্ধে দেবতাদের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য বিশাল ভেট নিয়ে এসেছে সে।

নেকটানেবিসের সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ফিলিয়ায় থাকতে। ধূসর দাড়ি, মোটা, টাক মাথা, বিরাট বপু আর গরুর মতো বড় বড় চোখ, এই হচ্ছে নেকটানেবিসের চেহারাসুরত। লোকে এর নাম দিয়েছে ধ্বংসকর্তা। নিয়তির পরিহাস ছাড়া আর কী বলব? দেবীর কোপে পড়ে যে লোক নিজেই ধ্বংস হতে চলেছে, তারই নাম ধ্বংসকর্তা!

BanglaBook.org

হাস্যকর। তবে একটা ব্যাপার আমি অস্বীকার করব না যে, সে শিল্পকলার সমঝদার। পুরো মিশর জুড়ে অনেক বড় বড় ও দৃষ্টিনন্দন মন্দির তৈরি করিয়েছে সে। এমনকি ফিলিয়ার মন্দিরও ওর হাতেই তৈরি। দেবী আইসিসের জন্য মন্দির তৈরির ইচ্ছা নিয়ে একদিন ওখানে আসে সে। তখন দেবীর প্রধান নারী পুরোহিত হিসেবে অবগুণ্ঠিত অবস্থায় তার সাথে দেখা করি আমি। কারণ ঘোমটা না থাকলে আমার রূপ দেখে কোন অনর্থ করতে চাওয়া ফারাওয়ের পক্ষে মোটেও অসম্ভব না। আর দেবীর পুরোহিত হিসেবে নিজেকে ঢেকে রাখার পূর্ণ অধিকার আমার আছে। তো ওভাবেই তার সাথে দেখা করি ও মন্দির তৈরির জন্য একটা নকশা প্রস্তাব করি। আমার দেখানো নকশা অনুসারেই মন্দিরটা তৈরি হয়েছে। হোরেস হোলি আমাকে বলেছে, ওখানে এখন মন্দিরের কয়েকটা পিলার ছাড়া আর কিছুই নেই বটে, কিন্তু মন্দিরটা ছোট হলেও যতটুকু এখনও আছে সেটাই ওই এলাকার সবচেয়ে সুন্দর মন্দির হিসেবে প্রসিদ্ধ।

মেম্ফিসে দেবী আইসিসের মন্দিরে আমার পরামর্শ নিতে এসেছে ফারাও। যথারীতি অবগুণ্ঠিত অবস্থায় তার সামনে গেলাম আমি। সে ভেবে নিয়েছে আমি গ্রিকদের একজন। ভুলেও ভাবতে পারেনি আমি ইয়েমেনের ওজাল শহরের সর্দার ইয়ারাবের কন্যা আয়েশা। আমাকে নিজের বা ছেলের বৌ বানাতে চেয়েছিল তার বাবা ফারাও প্রথম নেকটানেবিস। তাতে ব্যর্থ হয়ে সৈন্য পাঠিয়েছিল আমাদের ধ্বংস করতে। সেই যুদ্ধেই মরেছে আমার বাবা। এসবেব কিছুই আমি ভুলিনি। তখনই আমি প্রতিশোধের শপথ নিয়েছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ধ্বংস করে ছাড়ব এই বংশকে। তবে ওই লড়াইয়ের কথা নেকটানেবিসের হয়তো একদমই মনে নেই। কারণ ওটা ছিল মিশরীয়দের খুবই ছোট যুদ্ধগুলোর একটা।

BanglaBook.org

যা হোক, ফারাও জেনেছে যে, বিশেষ ক্ষমতা আছে আমার। তাই ভবিষ্যৎ জানার ইচ্ছে আর জাদু দিয়ে শত্রুদের বশ করতে প্রায়ই আমার সাথে দেখা করতে আসত সে। জাদুমন্ত্র আমি তাকে শিখিয়েছি বটে কিন্তু সেগুলো শয়তানী মন্ত্র। ওই মন্ত্র উচ্চারণ করলে ওর বর্শা ওর দিকেই ফিরে আসবে।

সময় এসে গেল। বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। ফারাওয়ের দরবারে ডাক পড়ল আমাদের। অর্থাৎ আমি, নুট ও ক্যালিক্রেটিসের। যুদ্ধের ফল কী হবে সেটা জানতে সিল মোহরকৃত চিঠি পাঠিয়ে আমাদের ডেকে পাঠিয়েছে ফারাও। আমরা সাফ মানা করে দিলাম। কিন্তু আবার দূত এল। বলল, ফারাও বলে পাঠিয়েছে যে, দেবী আইসিসের অসন্তুষ্টি অর্জনের কোন ইচ্ছা ফারাওয়ের নেই। সে নিজেই আসত। কিন্তু তার দরবারের কিছু লোক অন্যান্য দেব-দেবীর উপাসনা করে। তাই পারিষদ নিয়ে সে নিজে দেবী আইসিসের পবিত্র প্রাঙ্গণে পা রেখে মন্দিরকে অপবিত্র করতে চায় না।

কাজেই বাধ্য হয়ে আমরা জানালাম যে, আজ রাতে চাঁদ উঠলেই আমরা রওনা হব। দূত চলে যাওয়ার পর কথা বলতে বসলাম আমরা। ভবিষ্যদ্বাণী আমরা জানি। তাই এমনভাবে দ্ব্যর্থবোধক কথা সাজালাম যেন যুদ্ধে যেতে উৎসাহ পায় ফারাও। ভেবে নিলাম এভাবেই তার পতন ত্বরান্বিত করা যাবে।

তবে ওই সাজানো কথাগুলো উচ্চারণের সুযোগ আমাদের হয়নি। ঘটনাক্রম অনুসারে যথাসময়ে সব জানানো হবে।

ছয়

ফারাওয়ের দরবারে পৌঁছেছি আমরা। পর্দা ঘেরা একটা পালকিতে চেপে এসেছি আমি। প্রাসাদে পৌঁছে দেখি বাইরের প্রাঙ্গণ ভরে আছে গ্রিক, ফিনিশিয়ান, সিডোনিয়ান আর সাইপ্রাসের সৈন্য দিয়ে। ওদের একটা অংশ এক সময় ছিল ক্যালিক্রেটিসের অধীন। কিন্তু ওর বর্তমান বেশভূষা একেবারেই ভিন্ন। কামানো চোয়াল আর মাথা ঢাকা পুরোহিতের সাদা আলখেল্লা দিয়ে। ফলে কারও পক্ষেই ওকে চেনা সম্ভব হলো না।

আমাদের দেখে উপস্থিত সৈন্যদের অনেকের চেহারায় ফুটে উঠেছে উপহাসের ভাব। যদিও মুখে কিছু বলার বা করার সাহস করল না কেউ। এত লোকের জমায়েত, যেন বিরাট কোন অনুষ্ঠান শুরুর জন্য অপেক্ষা করছে সবাই। প্রধান পুরোহিত নূট ও ধর্মীয় আচারাদি পরিচালনাকারী ক্যালিক্রেটিসকে নিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি। বাইরের প্রাঙ্গণ থেকে আমাদের তিনজনকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। অন্য পুরোহিতরা আমাদের ফেরার জন্য এখানেই অপেক্ষা করবে।

আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো ছোট একটা কক্ষে। কয়েকজন অতিথিকে নিয়ে খাবার-দাবারের বড়সড় আয়োজন করা হয়েছে এখানে। এখানেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ফারাও নেকটানেবিস। ফারাওয়ের অতিথিদের মধ্যে আছে সাইপ্রাস থেকে আসা দু'জন রাজা, সিডনের রাজা, তিনজন

BanglaBook.org

গ্রিক জেনারেল ও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয় মিশরীয় ব্যক্তি। কিছু রাজ বংশীয় রমণীও আছে সেখানে। তাদের একজন সাথে সাথেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বয়সে সে আমার চেয়ে বছর দশেকের ছোট হবে। অভিজাত ও একই সাথে রমণীয়। তার চেহারাটা শান্ত। হরিণের মতো দুই চোখের মণির রঙ অনেকটাই নীল ঘেঁষা। মেয়েটির শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব দারুণ দৃষ্টি আকর্ষক। হঠাৎ দেখলাম, মেয়েটার শান্ত চোখে ফুটে উঠল ভয়ার্ত দৃষ্টি। ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা, যেন ভূত দেখেছে সে। তারপরই আবার চেহারায় রং ফিরে এল। দ্রুত হয়ে গেল তার শ্বাসপ্রশ্বাস। অজান্তেই খুলে গেল ঠোঁট দুটো, যেন কারও নাম ধরে ডাক দেবে!

ভাবছি, মেয়েটা হঠাৎ অমন মলিন হয়ে গেল কেন? আমি তো পর্দার ভেতর। কাজেই আমাকে দেখে অমন কিছু হতেই পারে না। পাশে তাকাতেই দেখি ক্যালিক্রেটিসের চেহারাও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। একেবারে নিষ্প্রাণ পাথুরে মূর্তির মতো দেখাচ্ছে তাকে।

ফিসফিস করে নুটকে জিজ্ঞেস করলাম, অভিজাত মেয়েটি কে?

জবাবে নুটও ফিসফিসিয়েই বলল, 'ফারাওয়ের মেয়ে আমেনার্তাস। গ্রিকরা ওকে ডাকে কুমারী মেয়ে বলে। কারণ মেয়েটি প্রতিজ্ঞা করেছে সে কখনও বিয়ে করবে না।'

ক্যালিক্রেটিসের স্বীকারোক্তির কথা মনে পড়ে গেল আমার। পুরো চিত্রটা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। এক অর্থে ক্যালিক্রেটিস আমার সহকর্মী। তবে এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু তারপরও, জানি না কেন, মেয়েটিকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতে শুরু করলাম আমি। মনে হলো যেন ওর আর আমার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

এরপর আমার চোখ পড়ল ফারাওয়ের পাশে বসা বিশালদেহী কালো লোকটার দিকে। তার বয়স আনুমানিক

BanglaBook.org

পঁয়তাল্লিশ বছর। কালো হলেও মোটামুটি সুদর্শনই বলা যায় তাকে। কিন্তু ভীষণ অস্থির তার চোখ দুটো। লোকটার বাহ্যিক অবয়ব অভিজাত। কিন্তু আমি নিশ্চিত, মনে মনে নিরন্তর কূট-কল্পনার জাল বুনে চলেছে সে। সারাক্ষণ স্বার্থচিন্তায় মগ্ন। লোকটার গায়ের কারুকার্যখচিত রোবটার রঙ বেগুনি। পাগড়ীর ধরন আর আচার আচরণ দেখে বুঝে নিলাম সে-ই সিডনের রাজা টেনেস দ্য ফিনিশিয়ান। পার্সানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মিশরের মিত্র সে। স্পষ্ট বুঝলাম, লোকটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিন্তু কাপুরুষ। এবং ওর গায়ে ঝুলানো তাবিজের বহর দেখে এটাও বুঝতে বাকি রইল না যে, লোকটা ভীষণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এরপর আর অন্যদেরকে ওভাবে দেখতে পারিনি। কারণ কথা বলা শুরু করেছে ফারাও।

আমাদেরকে বা আরও স্পষ্ট করে বললে আমাকে বাউ করে ফারাও বলল, 'স্বাগতম, দেবীর প্রতিনিধি। আপনাকেও স্বাগত জানাই স্বর্গ-মর্ত্যের রাণী মহান আইসিসের প্রধান পুরোহিত নুট। আপনাকেও স্বাগত জানাই, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির পরিচালক। আমার ডাকে সাড়া দিয়ে এত দ্রুত হাজির হওয়ায় আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মিশরের টিকে থাকার জন্য আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আপনাদের পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা।'

জবাবে নুট বলল, 'আমরা খুশি মনে এসেছি, ফারাও। বলুন, কী জানতে চান।'

'জানতে চাই ভবিষ্যতের গর্ভে আমাদের জন্য কী লুকিয়ে আছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, বিশাল এক যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এই যুদ্ধে সিডনের মহান ও শক্তিশালী রাজা টেনেসের মৈত্রী পেয়েছি আমি। গ্রিক সৈন্য সাথে নিয়ে পার্সানদের সাথে লড়তে গিয়েছিল সে, যুদ্ধ জিতে ফিরেছে আজ। কিন্তু এখন পার্সানদের ভেতর থেকে নতুন এক নেতা

গজিয়েছে। তার নাম ওচাস আর্টাজারজেস। পারস্যের সিংহাসনে বসেছে সে। সিংহাসনে বসতে যারাই তাকে বাধা দিয়েছে তাদেরকে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়েছে। এই কাজে তাকে সহায়তা করেছে তার এক জেনারেল ও পরামর্শদাতা "খোজা" ব্যাগোয়াস। অনেক দেশ জয় করে এখন সে নজর দিয়েছে সিডন আর মিশরের দিকে। বলুন এখন, জয় পাব কীভাবে? কোন্ বলি চড়ালে খুশি হয়ে আমাদেরকে জিতিয়ে দেবে দেবী আইসিস?'

এবার নুট বলল, 'ফারাও, বিগত দিনে আপনার বাবা যখন মিশরের ফারাও ছিল তখন আমি ছিলাম এই পরিষদের খারেব (প্রধান জাদুকর)। হ্যাঁ, আমিই সেই খারেব। সে-ও আমার কাছে একই রকম প্রশ্ন করেছিল। তাকে দেবীর ভবিষ্যদ্বাণী জানিয়েছিলাম আমি। আপনার বাবা ব্যতীত আর কেউ তা জানে না। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আমার ওপর ভীষণ রেগে গিয়েছিল সে। এতই রেগে গিয়েছিল যে, আমাকে হত্যা করতে লোক পাঠিয়েছিল। তখন প্রাণ বাঁচাতে মিশর ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল আমাকে। আজ আবার আমাকে ডাকা হয়েছে। যদিও শুনেছি, প্রধান জাদুকর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কেউ একজন। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এখনও যদি আমরা এমন কোন ভবিষ্যদ্বাণী শোনাতে বাধ্য হই যা রাজার জন্য সুখকর নয়, তখন পারিশ্রমিক হিসেবে আবার আমাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে না তো?'

'না। দেবী আইসিসের নামে শপথ করে বলছি, আপনাদের মুখ দিয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণীই দেবী পাঠাক, আপনাদের কোন ক্ষতি করা হবে না। উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এই শপথের সাক্ষী রইলেন। শপথ ভাঙলে আমাদের ওপর পড়বে দেবী আইসিস সহ মিশরের সমস্ত দেব-দেবীর অভিশাপ। এগিয়ে আসুন, রাজদণ্ডের স্পর্শ দিয়ে ফারাওয়ের বিরুদ্ধে আপনার সকল অপরাধ ক্ষমা করব এবং

BanglaBook.org

এখন বা ভবিষ্যতে যদি আমার বা আমার বংশধরদের মতের বিরুদ্ধে কিছু বলেন, তা-ও অগ্রিম ক্ষমা করে দেব।'

সুতরাং এগিয়ে গেল নুট। তার কাঁধের ওপর সিডার কাঠ দিয়ে বানানো রাজদণ্ডের স্পর্শ দিয়ে রাজকীয় ক্ষমা ঘোষণা করল ফারাও। একই সাথে নিয়োগ দিল দরবারের প্রধান জাদুকর হিসেবে। তারপর নিজের গলা থেকে খুলে তার গলায় পরিয়ে দিল স্বর্ণের চেইন। প্রস্তাব দিল এই পদের উপযুক্ত সকল সুবিধাদি তো সে পাবেই, সাথে মারা যাওয়ার পর রাজকীয় অ্যালাবাস্টার কফিনে শুইয়ে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে। তবে শেষ প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করল নুট। বলল যে, তার মৃত্যু হবে এখান থেকে অনেক দূরের এক দেশে। ওখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত হবে সে।

নুট সরে দাঁড়াতেই ফারাওয়ের কানে কানে কী যেন বলল তার মেয়ে। তখন আবার মুখ খুলল ফারাও। বলল, 'আইসিস প্রেমী নামের পুরোহিত, সামনে এগিয়ে এসো। আমার মেয়ের বিশ্বাস, কিছুকাল আগে গ্রিকদের একটা দলের কমাণ্ডার ছিলে তুমি। তোমাকে দেখে মনে হয় কথাটা মিথ্যে নয়। সে সময় তোমার কোন এক ঊর্ধ্বতনের সাথে ঝগড়ার পর তাকে হত্যা করেছিলে তুমি। তারপর প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। ওসব কিছুই আমার মনে নেই। কিন্তু আমার মনে থাকুক বা না থাকুক, তুমি ভয় পেতেই পার। কাজেই এগিয়ে এসো, পুরানো সব অপরাধ ক্ষমা করে দিচ্ছি আমি। ফারাওয়ের তরফ থেকে এটা তোমার জন্য উপহার।'

ফারাওয়ের মেয়ের বুদ্ধিমত্তা দেখে চমৎকৃত হলাম আমি। মেয়েটা কেবল সুন্দরীই নয়, বুদ্ধিমতী আর দূরদর্শীও বটে। ফারাওয়ের সদয় মনোভাবের সুযোগে নিজের 'এক সময়ের' প্রেমিকের গর্দান রক্ষা করল সে। যা হোক, সামনে এগিয়ে গেল ক্যালিক্রেটিস। রাজদণ্ড দিয়ে স্পর্শ করে তাকেও ক্ষমা করল ফারাও। সেই সাথে সহৃদয়তার স্বাক্ষর হিসেবে তাকে

BanglaBook.org

উপহার দিল দুই হাতলওয়ালা একটা স্বর্ণের কাপ। এই কাপটার সাথে জড়িয়ে আছে দেবী আফ্রোদিতি আর অ্যাডোনিসের প্রেমের উপাখ্যান ও তাদের বংশজাত লোকদের ইতিহাস।

এসব দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম দেবীর ভৃত্যদের খুশি করতে মরিয়া হয়ে আছে ফারাও। কারণ যে-কোন মূল্যে দেবীর ভবিষ্যদ্বাণী জানতে উদ্‌গ্রীব সে। এই নির্বাহী আদেশগুলো লিখিতভাবে প্রস্তুত করতে বলল ফারাও। লেখা হলে পরে ফারাওয়ের রাজকীয় সিল মোহর বসিয়ে এক কপি সে দিল নুটের হাতে আর আরেকটা কপি রাখল তার অফিসে সংরক্ষণের জন্য।

নুট আর ক্যালিক্রেটিসকে এসব দিলেও আমাকে কিছু দেয়া হলো না। আমার ধারণা, ওরা ভেবে নিয়েছে, দেবীর কণ্ঠ ও তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এসব পার্থিব ব্যাপার-স্যাপারের ঊর্ধ্বে আমি। কোন পার্থিব মানুষ আমাকে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে পারবে না।

যা হোক, কাজ শেষ হলো। নীরবতা নেমে এল ঘরে। নীরবতাটা কেমন যেন ভীতি জাগানিয়া মনে হচ্ছে আমার কাছে। মনে হচ্ছে যেন, এই ঘরের ওপর মিশরের দেব-দেবীদের দৃষ্টি অনুভব করছি আমি। একই সাথে অনুভব করছি বিশেষ কোন আত্মার উপস্থিতি। রাজা ও রাজন্যবর্গকে দেখছে সে বা তারা। চমকদার পোশাকে আবৃত লোকগুলোকে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে মৃত! নীরবে পাথুরে মূর্তির মতো কেবল সামনের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। তবে আমেনার্তাস একদম ব্যতিক্রম। মনে হচ্ছে কেবল সে-ই এখানে একমাত্র প্রাণের অধিকারী। বাকিদের আত্মা তাদের ভেতর নেই। খেয়াল করলাম, এই মুহূর্তে সামনে তাকিয়ে থাকলেও ক্ষণে ক্ষণে চোরা চোখে ক্যালিক্রেটিসকে দেখছে আমেনার্তাস। এবং ব্যাপারটা সম্বন্ধে

BanglaBook.org

ক্যালিক্রেটিস নিজেও সচেতন। বুকে হাত বেঁধে নিচের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

এই নিশ্চুপ নীরবতা সহ্য হলো না ফারাওয়ের এক অতিথির। সে বলে উঠল, 'জিউসের শপথ, দেবীর ভৃত্যদেরকে তাদের কাজ করতে বলা হোক। কাজ শেষ হলে ওয়াইনের কাপে চুমুক দিতে পারব আমি।'

পরে জেনেছি লোকটা ফারাওয়ের গ্রিক মার্সেনারিদের এক জেনারেল।

তার সুরে সুর মেলাল সিডনের রাজা টেনেস। সে-ও বলল, 'হ্যাঁ, ওদেরকে তাড়াতাড়ি কাজ করতে হুকুম করুন, ফারাও। দেশের পথে রওনা হবার আগে অনেক ব্যাপারে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসতে হবে।'

বাকি সবাইও একই কথা বলল। কেবল আমেনার্তাসের মুখে কোন রা নেই। ক্যালিক্রেটিসের দিকে তাকিয়ে আছে সে। দেখছে ওর পুরোহিতসুলভ নির্লিপ্ততার মুখোশের নিচে কোন ভাব তৈরি হয় কি না।

এবার কথা বলল নুট, 'বেশ, ফারাও। আমরা দেবীর পরামর্শ চাইছি। কিন্তু তার আগে ভৃত্যদেরকে ঘর ত্যাগ করতে বলুন।'

ফারাওয়ের নির্দেশে চলে গেল সবাই। তারপর ক্যালিক্রেটিসকে ডাকল নুট। দুই কদম সামনে বেড়ে সিসট্রাম হাতে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে শুরু করল বিশেষ এক মন্ত্র উচ্চারণ। এই মন্ত্রোচ্চারণ করা হয় দেবীকে আহ্বান করার জন্য। ও থামার পর প্রার্থনা শুরু করল নুট। তারপর আমাকে বলল, 'দৈবজ্ঞানের সন্ধান করছে এই ফারাও ও রাজন্যবর্গ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞানের অধিকারী দেবীর প্রতিনিধি তুমি। তাই তারা যা জানতে চায় তুমিই তাদের জানাও। অবগত করো প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে। জানাও, ওদের নিয়তি কী, প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণী করো।'

BanglaBook.org

এই পর্যন্ত বলে চুপ হয়ে গেল সে। কিন্তু আমার মনে হলো, আমাদের সচেতন মনের অজান্তেই আমাদের কাছে চলে এসেছে দেবীর হুকুম। হঠাৎ ক্যালিক্রেটিসের দিকে চোখ তুলে চাইল নুট। তার চোখে কেমন অদ্ভুত এক দৃষ্টি। ক্যালিক্রেটিস নড়ে উঠল। হাতের সিসট্রামটা নামিয়ে রেখে তুলে নিল ফারাওয়ের দেয়া কাপ। টেবিলে রাখা পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিল সেটা। কানায় কানায় পানি পূর্ণ করে নিয়ে এল আমার সামনে। বুঝতে পারলাম, পানির দিকে তাকিয়ে বলতে হবে কী দেখতে পাচ্ছি।

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে কাপটার দিকে তাকালাম। প্রথমে কিছুই চোখে পড়ল না। পরমুহূর্তেই পানিতে ভেসে উঠল একটা নারীর মুখচ্ছবি। রাজকন্যা আমেনার্তাসের চেহারা সেটা। কড়া দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে। তার চোখে স্পষ্ট ফুটে আছে রাগ, বিদ্বেষ আর প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা। তারপরই পানিতে ভেসে উঠল ক্যালিক্রেটিসের চেহারা। কিন্তু সেখানে ফুটে আছে দ্বিধার ছাপ।

বুঝতে পারলাম আমার নিজের ব্যাপারে ইশারা করছে দেবী আইসিস বা গ্রিকদের দেবী আফ্রোদিতি। কিন্তু মিশরীয়দের ভাগ্য নিয়ে কিছু বলছে না সে। মনে মনে সত্যের দেবী, প্রকৃতির মাতা আইসিসের কাছে সাহায্য চেয়ে আবেদন জানালাম আমি। সিদ্ধান্ত নিলাম, কোন দৈব ইশারা না এলে আগে থেকে ঠিক করে রাখা কথাগুলোই বলব।

তখনই একের পর এক দৃশ্য ফুটে উঠল পানিতে। সবগুলোই ভয়াবহ। যুদ্ধক্ষেত্র দেখলাম। হাজার হাজার সৈন্য মরে পড়ে আছে ওখানে। শহর, নগর, বন্দর সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। শহরের ঘর-বাড়ি সব আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। দেখলাম মরে পড়ে আছে রাজা টেনেস আর একটু আগে কথা বলা গ্রিক জেনারেল ক্লেইনিয়োস। তার সাথেই পড়ে আছে গ্রিক সেনাদের বিরাট একটা দল, সবাই

BanglaBook.org

মৃত। দেখলাম, ফারাও নেকটানেবিস নৌকায় করে আপার মিশরে পালিয়ে যাচ্ছে। নদীটাকেও চিনতে পারলাম। নীল নদ। তারপর দেখলাম ফাঁসি দিয়ে তাকে মেরে ফেলছে একদল কালো লোক। মিশরের দেব-দেবীদের মন্দির আগুনে জ্বলছে। আর দশাসই চেহারার একটা কালো লোককে দেখলাম, বেদীর ওপর শুইয়ে বকরির মতো জবাই করে ফেলছে দেবীর পুরোহিতদের। শেষ হয়ে গেল দৃশ্য। আমার সামনে কেবলই পাত্র ভরা পানি। তারপরই কানে এল একটা অদৃশ্য কণ্ঠ। সে বলল, 'মিশর মরবে, মিশরের রাজারা মরবে, মিশরের দেবতারা মরবে। ধ্বংস হয়ে যাবে সব। এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।'

কাপটা ছেড়ে সরে এলাম আমি। তখনই ওটা থেকে তরলটা উপচে পড়তে শুরু করল। না, পানি নয়। লালচে খয়েরি রঙের তরল। রক্ত অথবা হয়তো ওয়াইন।

চিৎকার দিয়ে উঠল রাজকুমারী আমেনার্তাস, 'কৌশল, ওই জাদুকরী নিশ্চয়ই লুকিয়ে পানিতে রঙ মিশিয়েছে।'

অন্যরাও একই সুর তুলল। বিশেষ করে গ্রিকরা। তারাও বলতে লাগল, 'কৌশল করা হয়েছে। নির্ঘাত কোন কূটকৌশল খাটানো হয়েছে।'

সবাই চেঁচামেচি করলেও ফারাও একদম চুপ। তার চেহারায় ফুটে উঠেছে ভয়ের ছাপ। তার নীরবতা কেবল আমি ছাড়া আর কেউ খেয়াল করেনি। মন্দিরে গিয়ে অনেকবারই আমার সাথে নানা বিষয়ে পরামর্শ করেছে ফারাও। জাদু চর্চাও করে সে। তাই সে খুব ভালো করেই জানে যে, মিথ্যা বলার মানুষ আমি নই।

কটাক্ষের সুরে আমেনার্তাস জিজ্ঞেস করল, 'নবী, প্রার্থনার জবাবে কী বলল তোমার দেবী?'

পাত্রের দিকে ইশারা করে বললাম, 'রক্তের জবাব দিয়েছেন তিনি, রাজকন্যা।'

BanglaBook.org

'রক্ত! কার রক্ত? পার্সানদের নিশ্চয়ই?' প্রশ্ন করল রাজকন্যা আমেনার্তাস।

'লেডি, এই টেবিলে যারা বসে আছে অচিরেই ওসিরিসের টেবিলে বসবে তাদের অনেকে। এবং তাদের সাথে যাবে তাদের অজস্র অনুসারী। তবে নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কিছু হবে না। আমার ধারণা ওসিরিসের টেবিলে বসার সুযোগ পাওয়ার আগে আপনার কারণে অনেক দুর্যোগের আবির্ভাব হবে। বা হয়তো ওই ঘটনাগুলো ঘটবে সেট-এর কারণে (সেট মিশরীয়দের একজন অপদেবতা। শয়তানের মিশরীয় রূপ সেট)।'

রেগে গিয়ে আমেনার্তাস বলল, 'যারা মারা যাবে তাদের নাম বলো, ভণ্ড কোথাকার।'

'না, আমি কারও নাম বলব না। পারলে নিজেই তাদের খুঁজে বের করুন। অথবা আপনার বাবা, ফারাও তাদের খুঁজে বের করুন। কারণ তিনিও জাদু জানেন, জাদু চর্চা করেন। দেব-দেবীগণ তাঁর কাছে কী খবর পাঠিয়েছেন সেটা তিনিই জানেন, আমি জানি না। আর আমাকে প্রতারক বলে প্রকারান্তরে আমার দেবীকেই প্রতারক বলেছেন আপনি। দেবীই যদি ভণ্ড হন তা হলে তাঁর প্রতিনিধি আর কী বলবে। সুতরাং ফারাওই না হয় খুঁজুন, কাদেরকে হারাবেন তিনি।'

আমেনার্তাসের কণ্ঠ দৃঢ়। কিন্তু আমি জানি, ওর ভেতরটা কেঁপে গেছে। ও বলল, 'হ্যাঁ, তোমাকে প্রতারক বলেছি আমি। কারণ আমি জানি তুমি প্রতারক। এখন, তোমার ভণ্ডামির নমুনা ওই সিল্কের পর্দাটা খুলে ফেলো। আমরা তোমার কুৎসিত চেহারাটা দেখব। তোমার পোশাক আর গা খুঁজে দেখা হবে, কোথায় রঙ লুকিয়ে রেখেছ তুমি।'

মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ভীত ফারাওয়ের অতিথিরাও চিৎকার শুরু করল যে, 'হ্যাঁ, প্রতারকটাকে ভালোমত খুঁজে দেখা হোক।'

Banglabook.org

কম্পিত কণ্ঠে বললাম, 'জোর খাটানো লাগবে না, লর্ড ও লেডি। আমি রাজকন্যার হুকুম পালন করব। পর্দা সরাচ্ছি। তবে তার আগে আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, আমার কুৎসিত চেহারা দেখে আমাকে নিয়ে দয়া করে কোন উপহাস করবেন না। এক সময় হয়তো আমিও ওই রাজকন্যার কাছাকাছি সুন্দর ছিলাম। কিন্তু জ্ঞানের সন্ধানে রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটিয়েছি আমি। তার ওপর সময়ের স্পর্শ এড়ানো অসম্ভব। আমিও ব্যতিক্রম নই। বয়সের ছাপ আমার চেহারায়ও পড়েছে। তাই অনুরোধ করছি, আমাকে নিয়ে উপহাস করবেন না কেউ। আর হ্যাঁ, যে আমার কাছে রঙের পোঁটলাটা খুঁজে পাবে, সেটা হবে তার জন্য আমার উপহার।'

'ঠিক আছে। আর তোমার কূটকৌশলের পুরস্কার হিসেবে তোমাকেই ওই পাত্রের পানি বা রক্ত, যা-ই আছে সেটা খেতে হবে,' বলল রাজা টেনেস।

'তা-ই হবে। খাব। আমার ধারণা ওখানে বিষাক্ত কিছুই নেই,' বললাম আমি।

নুট একবার আমার দিকে তাকাল, যেন কিছু বলবে। কিন্তু সাথে সাথেই আবার থেমে গেল। যেন কোন দৈববাণী শুনতে পেয়েছে সে। চোখ নামিয়ে নিল নুট। বুঝতে পারলাম, দেবী অথবা নুটের ইচ্ছা যে আমি যেন পর্দা সরাই। ক্যালিক্রেটিসের দিকে তাকালাম এক পলক। কিন্তু অ্যাপোলোর মূর্তির মতো নিষ্পলক সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

কথা বলতে বলতেই মুখ-মাথা ঢেকে রাখা অবগুণ্ঠন আর গায়ের পর্দা ঢিলে করে ফেলেছি। তারপর একটানে খুলে ফেললাম সব। এখন আমার পরনে প্রায় স্বচ্ছ এক প্রস্থ পোশাকের ওপর দেবী আইসিসের রোব। চুলকে বেঁধে রেখেছে স্বর্ণের রিবন। আর মাথায় দেবী আইসিসের প্রতীক হিসেবে শকুনের মতো হেডড্রেস। সেই সাথে বুকের ওপর

BanglaBook.org

ঝুলছে ঝকমকে রুবী আর হীরা দিয়ে বানানো দেবীর প্রতীক সিসট্রাম।

বুকে হাত বেঁধে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। 'দেখুন, লর্ড, রাজাগণ আর রাজকন্যা, আপনাদের সামনে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেবী আইসিসের সামান্য এক সেবায়েত, ভণ্ড এক প্রতারক। এখন আমার কাছে সেই রঙের পোঁটলাটা দেখতে পেলে খুলে নিয়ে যান। অপমানের হাত থেকে রক্ষা করুন এই অসহায়কে।'

লোকগুলো তাদের রুক্ষ দৃষ্টি দিয়ে আমার প্রতিটা অঙ্গের সৌন্দর্য যেন গিলে খাচ্ছে। তাকালাম আমেনার্তাসের দিকে। রক্ত নেমে গেছে ওর চেহারা থেকে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার সুন্দর ঠোঁট জোড়াও। প্রায় চিৎকার করেই সে বলল, 'এ কোন নারী নয়, দেবী, স্বয়ং দেবী। সাবধান সবাই, আগুনের মতো ভয়ঙ্কর এর রূপ।'

সাথে সাথেই ভদ্র, বিনীত স্বরে আমি বললাম, 'না, না, আমিও আপনার মতোই রক্তমাংসের মরণশীল একজন সাধারণ নারী; তবে সামান্য কিছু জ্ঞান আমার আছে, পার্থক্য বলতে এটুকুই। তবে হয়তো আপনার সামনে এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে প্রকাশ করেছিল দেবী আইসিস। আসুন, খুঁজে দেখুন, কোন রঙ পান কি না।'

এ কথা শুনে কেবল এক ফারাও ছাড়া ঘরের সমস্ত পুরুষ যেন একেবারে পাগল হয়ে গেল। রাজা টেনেসের চোখে ঝরে পড়ছে লিপ্সা। সবাই চিৎকার শুরু করল, 'দেবী হোক বা নারী, ওকে আমাদের হাতে তুলে দাও। এমন রূপবতী আর কাউকে কখনও আমরা দেখিনি।'

উঠে দাঁড়িয়ে গেল রাজা টেনেস। বলল, 'বাল আর অ্যাস্টোরেথের কসম, নারী বলো বা দেবী, এমন রূপসী আর কোন মেয়ে আমি কখনও দেখিনি। শুনুন, ফারাও, এই আয়োজন শুরু হবার আগে যুদ্ধের ব্যয় বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ

স্বর্ণ চেয়েছি আমি। জবাবে আপনি বলেছেন, আইসিসের মন্দিরের ধনভাণ্ডার ছাড়া আর কোথাও এই পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যাবে না। মনে পড়ে, ফারাও? সম্ভবত আপনার কথা দেবী শুনে ফেলেছেন। তাই তার স্বর্ণ বাঁচাতে ভবিষ্যৎ বক্তা পাঠানোর ছলে এদের পাঠিয়েছেন আমার চাহিদা মেটানোর জন্য। এই মেয়েটাকে আমার হাতে তুলে দিন। তা হলে আর ওই স্বর্ণ নিয়ে কোন কথা উঠবে না।'

ফারাও মাথা নিচু করে টেনেসের কথা শুনল। কিন্তু যখন মাথা তুলল দেখা গেল, রাগে তার চোখ লাল হয়ে গেছে। টেনেসকে সে বলল, 'কোন্টা দেবীকে বেশি রাগান্বিত করবে বলে আপনার মনে হয়, রাজা টেনেস, তার সম্পদ লুট করা নাকি তার পুরোহিত ও নবীকে তুলে আনা?'

'আমার দৃষ্টিতে স্বর্ণ দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু পুরোহিত ভূরি ভূরি পাওয়া সম্ভব। কাজেই এই মেয়েটাকেই আমার হাতে তুলে দিন।'

'ওদেরকে নিরাপত্তা দেয়ার শপথ করেছি, রাজা টেনেস। তাই এ কাজটা করতে পারব না।'

'আপনি নিরাপত্তার শপথ করেছেন প্রধান পুরোহিত আর গ্রিক দেবতার মতো দেখতে লোকটার কাছে। ওই মেয়েকে আপনি কোন কথা দেননি।'

'না, আমি শপথ করেছি দেবী আইসিসের কাছে, রাজা টেনেস। শপথ ভঙ্গ করলে দেবী অবশ্যই আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে। আপনি স্বর্ণই নিন। যতটা দেব বলে কথা দিয়েছি তা পুরোই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। কিন্তু এই পুরোহিতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার আমার নেই।'

টেনেস আমার দিকে চাইল। আমিও ওর চোখের দিকে তাকালাম। লোকটাকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করতে শুরু করেছি। তবে তা প্রকাশ করলাম না। বরং ফিরিয়ে দিলাম কৌতূহলের দৃষ্টি। কিন্তু সেটা যেন বদমাশ লোকটার ভেতর জ্বলতে থাকা

BanglaBook.org

লোভের আগুনটাকে আরও বাড়িয়ে দিল।

ফারাওয়ের দিকে ফিরে হিমশীতল কণ্ঠে টেনেস বলল, 'এই মেয়েটাকেই আমার পছন্দ হয়েছে। তা ছাড়া দেবতাদের মন পড়তে জানে সে। আর জানে মানব চক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখা জ্ঞানের সন্ধান। ওই জ্ঞানের ভাগ আমিও চাই। কাজেই এখন আপনি সিদ্ধান্ত নিন। তার আগে জেনে রাখুন, সিডনে দুটো অভিমত উঠে এসেছে। একদল বলছে, মিশরের সাথে হাত মিলিয়ে ওচাসের বিরুদ্ধে লড়াই করা হোক। আরেক দল বলছে ওচাসের সাথে হাত মিলিয়ে মিশরের সিংহাসন জিতে নেয়া হোক। ইতিমধ্যেই প্রথম মতটাকেই প্রাধান্য দিয়েছি আমি। তবে হয়তো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাটাই হবে জ্ঞানীর কাজ। তা ছাড়া এখানে এবং আমার নৌ বহরেও অনেক সেনা আছে যারা প্রাণ দিয়ে হলেও আমার কথা শুনবে। কাজেই ওকে তুলে নেয়াও এমন কোন বড় বিষয় নয়। আপনার মুখের ওপর কথাটা বলতে হলো। তবে কিনা, এইসব ছোটখাট বিষয়েও যদি আমাকে আপনি সন্তুষ্ট করতে না পারেন, তা হলে আর কী, পারস্যের রাজা ওচাসের কাছে মৈত্রীর সংবাদ নিয়ে যাবে আমার দূত। আপনিও জানেন, সিডনের সহায়তা না পেলে ওচাসের বিরুদ্ধে একা লড়ে মিশরের পক্ষে যুদ্ধ জেতা কোন মতেই সম্ভব নয়।'

নিজের সভায় বসে বাইরের এক রাজার কাছ থেকে অপমানজনক কথা শুনতে হয়েছে। প্রচণ্ড রাগে লাল হয়ে উঠেছে ফারাওয়ের চেহারা। তার চেহারা বলছে অমার্জিত অসভ্য লোকটাকে না করে দেবে ফারাও। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই এগিয়ে এল রাজকন্যা আমেনার্তাস। বাবার কানে ফিসফিস করে কিছু একটা বলল সে। কথাগুলো আমি শুনতে পাইনি। তবে তার ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে বুঝলাম সে বলেছে, 'বাবা, টেনেসের কথা সত্য। সিডনের সহায়তা ছাড়া

এই যুদ্ধ জেতা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। আর দেবী আইসিস দয়ালু। সে বুঝবে কোন্ পরিস্থিতিতে পড়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। ওকে না পাঠালে হয়তো তার পবিত্র বেদীতেই আগুন জ্বলবে। মেয়েটাকেই দিয়ে দাও।'

ফারাওয়ের চোখ থেকে রাগের আগুন নিভে গেল। সেখানে ফুটে উঠল দ্বিধা। দ্বিধাগ্রস্তভাবেই নুটকে সে বলল, 'খারেব, আপনার আর ওই আচারাদির পরিচালক পুরোহিতের কাছে শপথ করেছি আমি। কিন্তু এই মহিলা বা দেবীর নবীর কাছে কোন শপথ করিনি। সবই আপনি শুনেছেন। ওই মেয়েটার ওপরই নির্ভর করছে মিশরের ভাগ্য।'

মুখ খোলার আগে কিছুক্ষণ মৌন রইল নুট। যেন কোন দৈব নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে সে। মুহূর্তখানেক পর মনে হলো সেটা সে পেয়ে গেছে। মুখ খুলল সে, বলল, 'ফারাও ঠিকই বলেছেন। মিশরের ভাগ্য নির্ভর করছে এখন আপনি কী করবেন তারই ওপর। ফারাওয়ের ভাগ্যও একই সুতোয় বাঁধা। এমনকি রাজা টেনেস এবং এখানে উপস্থিত আরও অনেকের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। ওই মেয়েটাকে, যাকে আপনারা বললেন ভণ্ড প্রতারক, লোকে তাকেই বলে দেবী আইসিসের পার্থিব রূপ। দেবীর প্রতিনিধিকে দেবীই রক্ষা করবেন। আপনারা যা সিদ্ধান্ত নেবার, নিন। তবে যা-ই করবেন দ্রুত করুন। আর মনে রাখবেন, আইসিস আমাদের যেমন দেবী, তেমন তিনি সমস্ত পৃথিবীর দেবী, স্বর্গের দেবী, নরকের দেবী, ফারাওয়ের দেবী, সিডনের রাজা টেনেসের দেবী এমনকি পার্সান ওচাসও একদিন বুঝবে যে তারও দেবী প্রকৃতির মাতা আইসিস।'

এভাবেই আপাতদৃষ্টিতে নিস্পৃহতার সাথে তার বক্তব্য দিল নুট। কিন্তু এর মর্মার্থ ভালোভাবেই বুঝেছি আমি। আর বুঝেছি টেনেস বা অন্য কোন পার্থিব কারণে ভয় পাওয়ার

কোন দরকারই আমার নেই। হেসে ফেললাম। ক্যালিক্রেটিসকে বললাম ঘোমটাসহ অন্যান্য পর্দা-পোশাকগুলো আমার হাতে তুলে দিতে।

ওদিকে আমাকে হাসতে দেখে অবাক হয়ে গেছে সবাই। ভাবছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই দাসী হিসেবে রাজা টেনেসের হাতে তুলে দেয়া হবে আমাকে, তবুও আমি হাসছি কী করে!

ঘোমটা আর অন্যান্য পোশাকগুলো পরতে আমাকে সাহায্য করল ক্যালিক্রেটিস। কিন্তু তার মুখে ভাবের কোন প্রকাশ নেই। যেন রোজকার মতোই দেবী মূর্তির গায়ে পোশাক চড়াচ্ছে, কাজ শেষে এখনই মূর্তির গায়ে সুগন্ধি লাগিয়ে দেবে! ওর এই নিস্পৃহতা আমাকে খুবই আহত করল। হয়তো সত্যি সত্যি মানবিক গুণ ঝেড়ে ফেলে সত্যিকারের পুরোহিত হয়ে উঠেছে সে। ফলে এসব ছোটখাট ব্যাপার তাকে স্পর্শ করছে না। আবার হতে পারে তার সাবেক প্রেমিকা আমেনার্তাস তাকে দেখছে বলে নিস্পৃহতার ভান করছে। মনের ভাব বাইরে প্রকাশ করছে না। তবে কারণ যা-ই হোক, ওর নিস্পৃহ আচরণ আমাকে নিজের ওপরই ভীষণ রাগিয়ে দিল। এর মানে হচ্ছে ফিলিয়ায় সেদিনের ছোট্ট সেই চুমুটার আবেগ এখনও আমার ভেতর রয়ে গেছে। অনেক চিন্তা-ভাবনা আর প্রায়শ্চিত্তের পরও ওকে মন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারিনি আমি।

যা হোক, রাজা টেনেস হঠাৎ বলল, 'পুরোহিত, তুমি এখন থেকে আমার। এক ঘণ্টার মধ্যে সিডনের উদ্দেশে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হও।'

'আপনি ভাবছেন আমি আপনার দাসী, রাজা টেনেস?' আমার ঘোমটা আর পর্দা বাঁধতে বাঁধতে রাজাকে প্রশ্ন করলাম আমি। 'কিন্তু আমার তো অন্য কিছু মনে হচ্ছে। আমি মনে করি, আমি মুক্ত মেয়ে আয়েশা, আরবের রক্ত বইছে আমার গায়ে। কোন ফিনিশিয়ানের দাসী আমি নই।

BanglaBook.org

আর কেন ভুলে যাচ্ছেন, সামান্য কিছু সময়ের জন্য রাজা হয়েছেন আপনি। আমি মহান সেই দেবীর দাসী যিনি সমস্ত রাজাদেরও দেবী, প্রকৃতির রাণী। কেবল তা-ই না, টেনেস, আমি স্বয়ং দেবী আইসিসের পার্থিব রূপ। আপাতত মনে হচ্ছে বটে যে আপনার সাথে আমাকে যেতে হবে। কিন্তু আমার সাথে বিন্দুমাত্রও খারাপ আচরণ করার আগে খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন, আমাকে স্পর্শ করলেই সিডনের জন্য নতুন একজন রাজার দরকার পড়বে। আর নিজের জন্য আরেকজন প্রজা পেয়ে যাবে দেবতা সেট। জেনে রাখুন, বিশেষ শক্তির অধিকারী আমি। আমাকে স্পর্শ করলে সেই শক্তিবলে কেবল আপনারই নয়, বরং সমগ্র সিডনের ধ্বংস ডেকে আনব আমি।'

আমার কথা শুনে চোয়াল ঝুলে পড়ল টেনেসের। চিকন কণ্ঠে সে বলল, 'যা-ই হোক, তোমাকে আমার সাথেই যেতে হবে। জেনে রেখো, স্বর্গের রাণী দুইজন। তা ছাড়া সিডনে অ্যাস্টোরেথের রাজত্ব চলে, আইসিসের নয়।'

'ঠিক বলেছেন, রাজা। স্বর্গের রাণী দুজন। কিন্তু তাদের একজন আসল রাণী, অপরজন ভুয়া।' তারপর নেকটানেবিসকে জিজ্ঞেস করলাম, 'রাজার সাথে সিডনে আমাকে পাঠানোই কি আপনার ইচ্ছা? চিন্তা করে জবাব দেবেন, ফারাও। কারণ আপনার জবাবের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

ফারাও বলল, 'হ্যাঁ, পুরোহিত বা নবী। আপনাকে যেতেই হচ্ছে। একজন পুরোহিতের চেয়ে পুরো মিশরের ভাগ্য নিয়ে চিন্তা করা আমার জন্য অনেক বেশি জরুরি। নিঃসন্দেহে আপনার উপযুক্ত যত্ন নেবে রাজা টেনেস। আর যদি না-ও নেয়, এই মাত্রই আপনি বললেন, নিজের নিরাপত্তাবিধান নিজেই করতে পারেন। নিঃসন্দেহে, রাজাকেও সামলাতে পারবেন আপনি।'

BanglaBook.org

হেসে ফেললাম আমি। অন্যদের কানে সেই হাসির আওয়াজ শোনাল জলতরঙ্গের মতো মিষ্টি। বললাম, 'তা হলে তা-ই হোক। আমার কাছে এসব কোন ব্যাপার নয়। মহান নগর সিডন আমিও দেখতে চাই। তবে যাওয়ার আগে বলে যাব, ওই পাত্রের পানি রঙে পরিণত হবার আগে আমাকে কী দেখানো হয়েছে। যদিও আপনারা সন্দেহ করেন, রঙটা আমার কাছ থেকেই এসেছে। অথচ আমার কাছে রঙ আছে এমন প্রমাণ আপনারা কেউ দিতে পারেননি। আপনি নিজেও জাদু চর্চা করেন, ফারাও। কাজেই আপনি জানেন এই ধরনের দৃশ্য স্বপ্নের মতো খুব দ্রুত ভুলিয়ে দেয়া হয়। যা হোক, যতটুকু মনে আছে, একজন মহান রাজা সম্বন্ধে কিছু একটা দেখানো হয়েছে। আচ্ছা, ফারাও, আপনি এমন কোন রাজাকে চেনেন, যার কণ্ঠে আনুগত্যের বরমাল্যের বদলে পরানো হয়েছে ফাঁসির রশি? আর সেই রশির টানে তার রাজকীয় মুখগহ্বর থেকে জিভ বেরিয়ে এসেছে? অক্ষি কোটর থেকে বের হয়ে এসেছে চোখ জোড়া? চেনেন না? আপনি চাইলে তার ছবি এঁকে দিতে পারি আমি। তখন হয়তো সহজে তাকে চিনতে পারবেন।'

'ডাইনী, অভিশপ্ত ডাইনী! নিয়ে যান, টেনেস, জলদি নিয়ে যান। নিজের ঘরে সাপ পুষতে চাই না আমি,' বলেই ঘর ত্যাগ করল ফারাও।

আবার হাসলাম আমি। হাসতে হাসতেই বললাম, 'আমি তো যাবই। কিন্তু ফারাও তো দেখি আমার আগেই চলে গেল। লেডি আমেনার্তাস, আপনার বাবাকে দেখে রাখবেন। আমার মনে হয়েছে তিনি খুবই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আর মানুষ নিজেকে নিয়ে যা ভাবে, বেশিরভাগ সময় তা-ই তার নিয়তি হিসেবে নির্ধারিত হয়ে যায়।'

তারপর নুটের কাছে গেলাম। সংক্ষেপে দুয়েকটা কথা বললাম তাকে। জবাবে সে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই, তুমি

Banglabook.org

নিরাপদেই থাকবে, মেয়ে আমার।'

'জানি আমি নিরাপদ থাকব। তবে প্রস্তুত থাকবেন, আমি ডাকলে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে আপনাকে। কারণ মনে হচ্ছে শীঘ্রিই আপনার সাহায্য দরকার হবে আমার,' বললাম আমি।

মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানাল নুট। গার্ডরা চলে এসেছে। যেতে হবে এখন। যাওয়ার আগে একবার ক্যালিক্রেটিসের দিকে তাকালাম। এখনও সে মূর্তির মতো আবেগহীন। মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাচ্ছে আমেনার্তাস। ও-ও নিষ্পলক তাকিয়ে থাকছে আমেনার্তাসের দিকে।

সাত

আমাকে নিয়ে জাহাজে উঠেছে টেনেস। জাহাজের গলুইয়ে বসানো আছে কাঠ কুঁদে বানানো ফিনিশিয়ানদের দেব-দেবীর কয়েকটা মূর্তি। মিশরীয়রা 'বেস' নামে এক দেবতার পূজা করে। এই দেবতাদের মূর্তিগুলোও অনেকটা তেমনই। মূর্তিগুলোর সামনে আগুন জ্বালিয়ে রাখা আছে।

জাহাজের রাজকীয় কেবিনটা বরাদ্দ করা হয়েছে আমার জন্য। সাথে উপযুক্ত রাজকীয় সুযোগ সুবিধাদি।

পড়ন্ত বিকেলে মিশরের বন্দর ত্যাগ করবে আমাদের জাহাজ। ওদিকে দেবীর কণ্ঠকে বন্দি করে দাসী হিসেবে ফিনিশিয়ানদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে শুনে বন্দরে চলে এসেছে আইসিসের পূজারী ও পুরোহিতরা সবাই। কাঁদছে

আর চিৎকার করে গালমন্দ করছে ফিনিশিয়ানদের। চিৎকার করে তারা অভিশাপ দিতে লাগল যে, দেবীর কণ্ঠ যেখানে যাবে দেবীর রোষও সেখানেই যাবে। জাহাজের রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে হাত তুলে ওদের আশীর্বাদ করলাম, থামতে ইশারা করলাম। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সবাই। থেমে গেল অভিশাপ বর্ষণ।

সন্ধ্যার পরই নীল নদ পার হয়ে খোলা সাগরে চলে এলাম আমরা। নিস্তরঙ্গ পানি কেটে দ্রুত সিডনের দিকে এগিয়ে চলেছে জাহাজ। সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা সেরে নিলাম। তারপর ডেকে পাঠালাম রাজা টেনেসকে। হ্যাঁ, তার জাহাজে বন্দি এই আমিই ডেকে পাঠালাম তাকে। এই রাজা আর ফারাও দু'জনের ওপরই ভীষণ রেগে আছি আমি। প্রতিজ্ঞা করেছি ওদের ধ্বংস দেখে ছাড়ব। তবে এখনও জানি না কীভাবে তা করব।

টেনেসকে বললাম, 'রাজা, এখন আপনার দাসী আমি। কিন্তু মিশরে আমি কারও দাসী ছিলাম না। ওখানে ছিলাম দেবী আইসিসের প্রতিনিধি, তার অন্যতম প্রধান পুরোহিত ও দেবীর কণ্ঠ। আমার ভেতর তার জ্ঞান দিয়েছেন দেবী আইসিস। আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই কিন্তু মাল্লা খালাসিদের মধ্যে যেতে চাই না। তাই আপনাকেই আমার কেবিনে ডেকেছি। একে ধৃষ্টতা হিসেবে দেখবেন না আশা করি। এখন বলুন, আমার কাছে কী চান? আপনি কি আপনার বা আপনার দেশের ভাগ্য সম্বন্ধে জানতে চান? তা হলে এখনি তা বলতে পারি...'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে টেনেস বলল, 'না। ওসব অনেক শুনেছি, নতুন করে আর ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে চাই না। তিক্ত কথা শুনতে ভালো লাগে না।'

'মৈত্রী ভেঙে ফেলবেন বলে ফারাওকে হুমকি দিয়ে জোর করে আমাকে তুলে আনলেন, কিছু না কিছু তো আপনি

Banglabook.org

অবশ্যই চান, কী সেটা?'

'লেডি আয়েশা, আমি জেনেছি, ইয়েমেনের ওজালের বড় এক সর্দার ইয়ারাবের কন্যা আপনি। অতীতে মিশরের সাথে এক হয়ে আপনার বাবার বিরুদ্ধে আমিও লড়েছি। তা ছিল কেবল আপনাকে পাওয়ার জন্য। আপনি তো জ্ঞানী, আপনিই না হয় বলুন, কোন পুরুষ একবার আপনার সৌন্দর্য দেখে মোহিত হবার পর আর কী চাইতে পারে?' প্রশ্ন করল টেনেস।

'পুরুষ তো পুরুষই। ঈশ্বর তাদেরকে গড়েছেন তাঁর নিজের আকৃতিতে, কিন্তু পুরুষরা নিজেদের মানসিকতা বানিয়ে রেখেছে শ্বাপদের মতো। কাজেই তারা চাইবে আমাকে তাদের শিকার বানাতে। প্রথম নেকটানেবিসেরও একই খায়েশ ছিল। তখন জাহাজ আর সৈন্য দিয়ে তাকে সাহায্যও করেছেন আপনি।'

'ঠিক বলেছেন। আমি দেবতা নই অবশ্যই, কিন্তু একেবারে সাধারণ মানুষও নই। আমি সিডনের রাজা টেনেস। আপনার ভাষায় বললে আমিও আপনাকে আমার শিকার বানাতে চাই। এটাই সত্য। কারণ আপনার সৌন্দর্য একবার দেখার পর আর কোন নারীই আমার চোখে ধরছে না,' বলল টেনেস।

ঘোমটা সরিয়ে ফেললাম আমি। সরাসরি টেনেসের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনি তা হলে আমাকে আপনার রাণী বানাতে চান? কিন্তু তা হলে আপনার বর্তমান রাণী কী বলবে? আমি নিশ্চিত, আরেকজন রাণী আপনার অবশ্যই আছে।'

'আপনাকে রাণী বানাব!?'

'আমার মতো একজনকে রাণীর চেয়ে ছোট কিছু কি প্রস্তাব করা যায়, রাজা?'

'না, তা যায় না বটে। তা হলে ধরে নিই, আপনাকে

Banglabook.org

আমার রাণী বানাব। রাজা হিসেবে একজন রাণীকে হটিয়ে আরেকজনকে তার জায়গায় আনা কোন কঠিন কাজ না। বিশেষত আমি নিজেই যখন বাল আর অ্যাস্টোরেথের প্রধান পুরোহিত। তাই এই কাজ আমার জন্য আরও বেশি সহজ। আপনাকে আমার রাণীই বানাব। আপনি চাইলে প্রস্তাবটা আপনার কাছে লিখিত আকারেও পেশ করতে পারি।'

'তা-ই চাই আমি, রাজা টেনেস। তবে সেখানে কথার মারপ্যাঁচ থাকতে পারবে না। সরল ভাষায় প্রস্তাবটা লিখতে হবে। আমিই সেটা লিখে দেব। আপনি শুধু তাতে স্বাক্ষর করে সম্মতি দেবেন। তবে কথা সেটা না, কথা হচ্ছে প্রস্তাবটা আমি গ্রহণ করব কি না।'

'কেন? সিডনের রাণী হওয়া কি কম কথা?'

'দেবী আইসিসের পুরোহিত ও নবী, ইয়ারাবের মেয়ে আয়েশা আমি। যে কখনও কোন পুরুষের দিকে ফিরেও তাকায়নি। সেই আমার জন্য পার্থিব একটা রাজ্যের রাণী হওয়াটা ছোট ব্যাপারই বটে। এতই ছোট যে, ব্যাপারটা আদৌ আমার পছন্দ না-ও হতে পারে। তবে যদি...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন, যদি কী?'

'যদি এই রাজত্ব অনেক অনেক বড় হয়, সারা পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা চলে আসে আপনার হাতে, তখন আপনার বিয়ের প্রস্তাবটা আমি বিবেচনা করলেও করতে পারি।'

'হায়, বাল, অ্যাস্টোরেথ আর মলচ! কী বলছেন আপনি?'

'হ্যাঁ। যা বলেছি আপনি শুনেছেন। কেবল সিডন নয়, আপনি যখন মিশর, সাইপ্রাস, পারস্য ও সারা পুব দেশের রাজা হবেন তখনই আপনার রাণী হব আমি। অন্তত যদি না আমার ইচ্ছা পরিবর্তন হয়। তবে নিশ্চিত থাকুন, ওই দেশগুলো জয়ের আগে কোনমতেই আপনার রাণী হব না আমি।'

BanglaBook.org

খাবি খেয়ে উঠল রাজা টেনেস। খাবি খেতে খেতেই বলল, 'কোন সন্দেহ নেই, আপনার মাথা খারাপ। একা আমি কীভাবে এত সৈন্য বা সামরিক শক্তি জড়ো করব? এ স্রেফ পাগলামি, অসম্ভব।'

'আপনার জন্য অসম্ভব, রাজা টেনেস। কিন্তু আমার জন্য নয়। আমার মধ্যে পার্থিব সমস্ত জ্ঞান আছে আর আছে স্বর্গ প্রদত্ত শক্তি। তাই সহজেই এই শক্তি জড়ো করতে পারি আমি। তবে বুঝে নিন যে, যদি "আমি" চাই আর যদি আপনি কেবল "আমার" পরামর্শ শোনেন তা হলেই এই কাজ সম্ভব। তা হলেই আপনার মাথায় আমি চড়াতে পারব সারা পৃথিবীর শাসনকারীর মুকুট। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি আমি চাই? বা আপনি কি আমার পরামর্শ শুনবেন?'

'লেডি, মিশরীয়দের কথা মতো আসলেই যদি আপনার ভেতর দেবীর আত্মা বাস না করে, তা হলে শপথ করে আমি বলব, আপনি উন্মাদ,' বলল টেনেস।

'দৈব শক্তি আমার ভেতর আছে, রাজা। তবে আমি ভাবছি, সাধারণ একটা রাজত্বের রাণী হয়ে নিজেকে ছোট করব কি না, রাজা টেনেস। যা হোক, আমার দিকে তাকান, দেখুন ভালো করে। বলুন, সত্যিই কি আমাকে পেতে চান? আমাকে পেতে হলে আপনাকে হাজারো ঝামেলার মুখোমুখি হতে হবে, সইতে হবে পাহাড়সম যন্ত্রণা। তাতে কি আপনি রাজি আছেন? নাকি আমাকে চলে যেতে দেবেন? যদিও এই মুহূর্তে আপনার মনে হচ্ছে আমি আপনার বন্দি, কিন্তু মনে রাখবেন, আমার সাথে একটুও খারাপ আচরণ করার উপায় আপনার নেই। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার গায়ে আপনার বা আপনার লোকদের কারও একটা আঙুলের স্পর্শও যদি পড়ে তো ওই মুহূর্তেই আপনার মৃত্যু হবে। মনে রাখবেন আমার এমন সব সাহায্যকারী আছে যাদের আপনি চর্মচোখে দেখতে পান না। এবার আপনার জবাব দিন।'

Banglabook.org

লোভী চোখে লোকটা আমাকে দেখল। তারপর বলল, 'পৃথিবীর যে-কোন কিছুর চেয়ে আপনাকে বেশি চাই আমি। কিন্তু আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করব না। কারণ, বুঝতে পেরেছি, আপনি অনেক ক্ষমতাধর। আমি আপনাকে পেতে চাই অবশ্যই, তবে সেটা আপনার নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়েই। তাতে যদি বছরের পর বছর আমাকে অপেক্ষা করতে হয়, তা হলে তা-ই সই। এখন বলুন, আমাকে কী করতে হবে। আর শপথ করুন যে, আপনার দাবিগুলো পূরণ করলে আমাকে বিয়ে করবেন আপনি।'

'শপথ করছি, রাজা টেনেস, আপনি যখন সবকিছুর রাজা হবেন, আপনাকে বিয়ে করব আমি,' মনে মনে হাসতে হাসতে কথাটা বললাম আমি। কারণ আর কেউ জানুক বা না জানুক, আমি তো জানি, সবকিছুর রাজা হচ্ছে স্বয়ং মৃত্যু। তারপর বললাম, 'আপনি আমাকে সিডনে নেবেন একজন বিদেশী ও আশ্চর্য ক্ষমতাধর দেবী হিসেবে, আপনার বন্দি হিসেবে নয়। লোকদের জানাবেন আমি এসেছি আপনাকে সাহায্য করতে। এভাবে সিডনে আমাকে বরণ করবেন আপনি। আর আপনার পুরোহিতদের নির্দেশ দেবেন আমার প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করতে।'

BanglaBook.org

'তারপর?' প্রশ্ন করল টেনেস।

'তারপর আমি আপনাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্বন্ধে জানব। তারপর পরামর্শ দেব কীভাবে কী করবেন। এখন বলুন, ফারাও হিসেবে দ্বিতীয় নেকটানেবিসকে আপনি পছন্দ করেন?'

'না, লেডি। ওকে ঘৃণা করি আমি। কারণ সবসময়ই তার দাবি থাকে অনেক বেশি, কিন্তু বিনিময়ে কিছু চাইতে গেলেই কৃপণ হয়ে যায় সে। আমি এমনকি ওর বাবাকেও ঘৃণা করতাম। কিন্তু তারপরও ওকে সমঝে চলতে হয় আমার। কারণ একই সাথে আমাদের দেশের সীমানা প্রাচীর। তাই

সেটা পাহারাও দিতে হয় একসাথে। কারণ তা না করলে, ঠেলে ওই দেয়ালটা আমাদের ওপরই ফেলে দেবে পার্সানরা,' বলল টেনেস।

'বুঝেছি। কিন্তু তারপরও ভাবছিলাম, ফারাওকে সাহায্য না করে, ওচাসের সাহায্য নিয়ে বরং নেকটানেবিসের ঘাড়েই ওই দেয়ালটা ফেলা যায় কি না,' বললাম আমি।

চতুর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর বলল, 'আপনিও জানেন, ওই চিন্তা আমিও করেছি। কিন্তু তা করলে আমার জন্য অপেক্ষা করবে বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা। না, লেডি, এই কাজ করা যাবে না।'

'হয়তো। এখন আমাদের নতুন মৈত্রী লিখিতভাবে উপস্থাপিত হবে। আর আমিই যেহেতু লিখব, তাই প্যাপিরাস আর কালি-কলম পাঠান। চুক্তি লিখে ফেলি, তাতে সই-স্বাক্ষর করবেন আপনি। তার আগ পর্যন্ত বিদায়,' বললাম আমি।

লোকটাকে সহজেই বড়শিতে গেঁথে ফেলা গেছে। তবে আমাকে সাবধান থাকতে হবে। কারণ সে গভীর জলের মাছ। মুহূর্তের অসাবধানতায় আমাকেও গভীর সাগরে টেনে নিয়ে যাবে। তখন নিজে তো ডুববেই, সাথে আমাকেও ডোবাবে। ফারাওয়ের মতো একেও ভীষণ ঘৃণা করি আমি। আমাকে দাসী হিসেবে এর কাছে বিক্রি করেছে ফারাও। আর আমি আয়েশা, যে, জীবনে কখনও পুরুষদের প্রতি নজর দিইনি, চেয়েছে তাকে নিজের রক্ষিতা বানাতে। এই ঘৃণ্য চিন্তা করে আমাকে ভীষণ অপমান করেছে টেনেস। তার ওপর আগের ফারাওয়ের সাথে মিলে হত্যা করেছে আমার বাবা সহ আমার গোত্রের অনেক লোককে। এর প্রতিশোধ আমি নেবই। ফারাওকে তো ডোবাবই, টেনেসকেও প্রতিশোধের অতল সাগরে ডুবিয়ে মারব।

এক দাস প্যাপিরাস নিয়ে এল। তাতে সংক্ষেপে কাটা

BanglaBook.org

কাটা ভাষায় চুক্তিপত্র লিখলাম আমি। সম্ভবত এমন চুক্তিতে টেনেসের আগে আর কোন রাজাই স্বাক্ষর করেনি। হয়তো পরেও করবে না। লিখেছি:

‘সিডনের রাজা টেনেসের প্রতি আইসিসের অন্যতম প্রধান পুরোহিত ও নবী, জ্ঞানের কন্যা, দেবী আইসিসের দাস-দাসীরা যাকে চেনে দেবীর কণ্ঠস্বর ও দেবীর পার্থিব রূপ বলে, সে–ইয়ারাব দুহিতা আয়েশা।

যখন আপনি রাজা টেনেস, কেবল সিডনের নয় বরং মিশর, সাইপ্রাস, পারস্য ও পুরো পূর্বাঞ্চলের রাজা হবেন তখন আমি আয়েশা আপনাকে বিয়ে করে আপনার স্ত্রী ও রাণী হব বলে শপথ করছি। তবে ওই সকল রাজ্যের রাজত্ব অর্জনের আগে আপনি যদি এমনকি ভুলেও আমার রোবটাকে স্পর্শ করেন, তা হলে আমি আয়েশা শপথ করছি, আপনার জন্য লজ্জাজনক, ঘৃণ্য মৃত্যু ডেকে আনব আমি। যতবারই আপনার পুনর্জন্ম ঘটবে ততবারই যেন জীবনাবসানের পর নরকাগ্নির তীব্র উত্তাপ আপনাকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দগ্ধ করে তা নিশ্চিত করব আমি। তারপর অপেক্ষা করব শেষ বিচারের দিনে আপনার চূড়ান্ত বিচারের জন্য।

সম্মতি দিয়ে এই চুক্তিপত্রে সই স্বাক্ষর করলাম, আমি ইয়ারাব দুহিতা আয়েশা ও সিডনের রাজা টেনেস।’

চুক্তির একটা নকল তৈরি করে ওই দাসকে দিয়েই টেনেসের কাছে পাঠালাম সেটা। কিছুক্ষণ পর আমার সাক্ষাৎ চেয়ে তার ভৃত্য এল। অনুমতি দিতেই ঘরে ঢুকল টেনেস। বলল যে, এই চুক্তিতে পাগল ছাড়া আর কেউ সম্মতি দেবে না। সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, চুক্তিতে স্বাক্ষর করা না করা নিয়ে আমার কিছুই আসে যায় না। তবে আমার মৈত্রীর শর্ত এটাই।

ওয়াইন খেয়ে মাতাল হওয়ার কাছাকাছি অবস্থায় আছে টেনেস। টকটকে লাল হয়ে আছে চোখদুটো। হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'রাজা টেনেসের সাথে এই ভাষায় কথা বলছ, নিজেকে কী ভাবো তুমি? দেবীর রোব গায়ে চড়িয়ে থাকা সাধারণ এক পুরোহিত বই তো কিছু নও। এখনি তোমাকে নিজের ভোগের বস্তু বানাব না কেন বলো?'

এবার ওকে উপহাস করে আমি বললাম, 'কারণ, রাজা, আমার মনে হয়, কবরে পাথরের বিছানায় শোবার চাইতে সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন করা আপনার বেশি পছন্দ। তবে আপনার প্রশ্নটা দেবীর কাছে তুলে ধরব আমি। এমনকি এই জাহাজেও তিনি আমার থেকে দূরে নন। আগামীকাল সকালেই প্রশ্নের জবাব আপনার কাছে পৌঁছে দেব আমি। মানে, যদি আগামীকাল সকালের সূর্য দেখার ভাগ্য আপনার হয়, তা হলেই, রাজা টেনেস।'

রাজার নেশা কেটে গেছে। চোখে আতঙ্কিত কিন্তু শয়তানী দৃষ্টি। বেরিয়ে গেল সে। তবে সাথে চুক্তির নকলটা নিতে ভুল করল না। লোকটা চলে গেছে বটে, কিন্তু কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে আমার ভেতরটাও। কারণ, যতটা আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছি, ভেতরে ততটা আত্মবিশ্বাসী আমি নই!

স্বর্গের হুকুমে বা স্রেফ ঘটনাক্রমে প্রচণ্ড ঝড় উঠল সেই রাতে। আমাকে সাবধান করতে এল জাহাজের ক্যাপ্টেন। এসে দেখল সব ঠিকঠাক মতো বাঁধাছাঁদা আছে কি না। নাউক্রেটিসের অধিবাসী লোকটা আধা গ্রিক। নাম ফিলো। আমার অ্যাটেনডেন্ট বয়স্ক ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, লোকটি ধার্মিক ও অভিজ্ঞ জাহাজি। একই সাথে কুশলী যোদ্ধা ও অত্যন্ত দক্ষ ধনুর্বিদ। আর, সে যার কাজ করে তার প্রতি সবসময়ই অনুগত থাকে।

ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সে যদি এতই নিপুণ ও কুশলী যোদ্ধা হয় তা হলে তো তার গ্রিকদের অ্যাডমিরাল বা

জেনারেল হওয়ার কথা। এখানে কেন সে?'

'নিজের দোষে, স্বর্গীয় লেডি। বোকা লোকটা সবসময়ই নিজের ভালোর চেয়ে অন্যের ভালো বোঝে বেশি। এটা খুবই খারাপ একটা দুর্বলতা। তার ওপর সে নারীদের খুব ভালোবাসত। সেটা এমনকি আরও বেশি খারাপ ব্যাপার। আমারও একই দশা। নীলের পাড়ে নোম নগরের কাউন্ট থাকার কথা আমার, কিন্তু করছি এই জাহাজে ভৃত্যগিরি। সবই ভাগ্যের দোষ, লেডি,' বলল ভৃত্য লোকটা।

'খারাপ ব্যাপারই বটে। জ্ঞানী লোকদের আগে নিজের ভালো বোঝা উচিত। আর পবিত্রতা আছে একজন নারীকে ভালোবাসার মধ্যেই। ক্যাপ্টেনের সাথে পরিচিত হতে চাই আমি,' আমি বললাম।

এক সময় এল ফিলো। হয়তো ঝড়ের প্রচণ্ডতা বেড়ে যাওয়ায় আমাকে সাবধান করতে অথবা আমার পাঠানো খবর পেয়ে এসেছে সে। যা-ই হোক, এসে আমাকে বাউ করে বিশেষ একটা ইশারা করল সে। বুঝলাম, সে আইসিসের পূজারী। এবং উচ্চশ্রেণীর পূজারীদের একজন। তবে খুব বেশি উচ্চ নয়। কারণ আমার একটা ইশারার জবাব সে দিতে পারেনি। তবে জাহাজে একই মতাবলম্বী আরেকজনকে পেয়ে খুশি হলাম। ও আমাকে দেখা শুরু করল অনেকটা বড় বোনের মতো বা মায়ের মতো। তবে সাথে সাথেই এটা হয়নি। ওকে পরীক্ষা করেছি। এবং খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছি যে, দেবী বা তার প্রতিনিধির বিশ্বাস ভঙ্গ করলে কী ঘটতে পারে।

যা হোক, ক্যাপ্টেন আমাকে জানাল যে, জাহাজে পঞ্চাশজনের মতো সিডোনিয়ান ও ফিনিশিয়ান গার্ড রয়েছে। এরা টেনেসের ব্যক্তিগত এলিট দেহরক্ষী। সিডনের বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে এরা। অবশ্য ওদের দু'চারজন কারও পূজাই করে না। তবে আমাকে জাহাজে ওঠানোয় রেগে আছে

সবাই। কারণ, ওদের ধারণা আমাকে জাহাজে ওঠানোয় রাগান্বিত হয়ে উঠবে ওদের দেব-দেবীরা।

আমি ফিলোকে বললাম, 'সিডোনিয়ানদের দেবতা বাল, অ্যাস্টোরেথ বা অন্য যে কারও রোষ থেকে আশ্রয় দেয়ার ক্ষমতা আমাদের দেবীর আছে। তারপর জানতে চাইলাম ওর কথার অন্য কোন অর্থ আছে কি না।'

জবাবে ফিলো বলল, 'ঘটনা হচ্ছে, ঝড়ো বাতাসের মতিগতি সুবিধার ঠেকছে না। প্রতি মুহূর্তে গতি বাড়ছে। এমনটা চলতে থাকলে বাতাস আমাদেরকে টেনে নিয়ে ফেলবে সাগরের একটা ডুবো পাথরের ওপর। জাহাজ চূর্ণ হয়ে যাবে। আর এই ব্যাপারটাই আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে। কারণ ওই গার্ডরা সমুদ্রের দেবতা ক্যাবিরির পূজা করে। সাগরের এমন অবস্থা হলে দেবতার সন্তুষ্টির জন্য বলি দেয় ওরা। চাইতে পারে আপনাকেই বলিতে চড়ানো হোক।'

শীতল কণ্ঠে বললাম, 'তাই নাকি? ওদের জানিয়ে দিয়ো, বলি দানকারীরা নিজেরাও কখনও কখনও বলির শিকার হয়ে যায়। তবে তুমি ভয় পেয়ো না, ভাই। কোন ঝামেলা হলে আমাকে ডেকো,' বলে আমার সিসট্রামটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। ওটায় চুমু খেয়ে দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে নিজের কাজে চলে গেল ফিলো।

ফিলো বের হওয়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই রুদ্র-তাণ্ডব রূপে ধেয়ে এল প্রবল উত্তুরে হাওয়ার দমক। শুরু হওয়ার পর থেকে প্রতি মিনিটেই বাড়তে থাকল এর প্রচণ্ডতা। শেষে তীব্র ঝড়ের রূপ নিল সেটা। উন্মত্ত ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেঙে গেল দাঁড়। ফলে দাঁড় বেয়ে জাহাজের দিক ঠিক রাখাও আর সম্ভব হচ্ছে না। ঢেউয়ের মাথায় বাদামের খোসার মতো ভাসতে থাকল জাহাজ। মাস্তুল থেকে ন্যাকড়ার মতো ঝুলে রইল ছিন্নভিন্ন পালগুলো। এই তীব্র ঝড় নাবিকদের কাছে পরিচিত হাপি নামে। নিয়ন্ত্রণহীন জাহাজটাকে সিরিয়ার

উপকূলের দিকে নিয়ে চলল ঝড়টা। তীর আর খুব একটা দূরে নেই। দেখা যাচ্ছে কারমেল উপকূলের লৌহ সমৃদ্ধ বিশালাকৃতির পাথরগুলো। ভীম বেগে ওগুলোর ওপর আছড়ে পড়ে রীতিমতো বিস্ফোরিত হচ্ছে বিরাট সব ঢেউ।

মাঝ রাত। হঠাৎ কামানের গোলা ফাটার মতো আওয়াজ করে মাঝখান থেকে ভেঙে পড়ল জাহাজের মাস্তুল। যাদের ওপর ওটা আছড়ে পড়ল জায়গায়ই মারা গেল তারা। কেউ টুঁ শব্দ করার সময় পেল না। ভাঙা মাস্তুলটা জাহাজ থেকে গড়িয়ে পানিতে পড়ে গেছে, দড়িদড়ায় পেঁচিয়ে সাথে নিয়ে গেছে আরও কিছু তাজা প্রাণ।

চিৎকার করে উঠল একজন, 'অভিশাপ, আমাদের ওপর অভিশাপ নেমে এসেছে! এই সময় এমন বাতাস তো থাকার কথা নয়। প্রকৃতির এই আচরণ খুবই অস্বাভাবিক।'

ওই লোকটার কথার সমর্থনে আরেকজন বলল, 'মিশরের এক জাদুকরীকে সাথে নিয়ে চলেছি আমরা। সে আবার আমাদের দেবীকে ঘৃণা করে। সন্দেহ কী, জাহাজে তার উপস্থিতির কারণে আমাদের ওপর রেগে গেছেন আমাদের দেবতা। তাই এই ঝড়ের অভিশাপ পাঠিয়ে আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন তিনি।'

BanglaBook.org

সাথে সাথেই বহুকণ্ঠে সম্মিলিত দাবি উঠল, 'সাগরের দেবতার কাছে ওই জাদুকরীকে বলি দেয়া হোক। ওকে ছুঁড়ে সাগরে ফেলে দাও, যাতে আমরা অন্তত কালকের সূর্য দেখার জন্য বেঁচে থাকি।'

সাথে সাথে আমার কেবিনের দিকে ধেয়ে এল টেনেসের রক্ষীদলের একগাদা সৈন্য। কিন্তু আমার কেবিনের সামনে ধনুক আর খাটো তলোয়ার সম্বল করে রুখে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন ফিলো। ওর সাথে মাত্র ছয়জন লোক। মিশরীয় লোকগুলো ওর বিশ্বস্ত অনুসারী। উন্মত্ত সৈন্যদের থামতে বলল ফিলো। কিন্তু হুকুম শোনার মতো অবস্থায় ওরা নেই।

একজন রক্ষী মাথা নিচু করে এগুতে শুরু করল। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়াল ফিলো। ওদিকে সেই রক্ষী তখনও এগুচ্ছে। আর দেরি না করে তীর ছুঁড়ল ফিলো। এত কাছ থেকে চোখ বুজে ছুঁড়লেও জায়গামতো তীর লাগার কথা। লাগলও তা-ই। লোকটার বুক পিঠ ছেঁদা করে বেরিয়ে গেল তীরটা। মরে সাগরে গিয়ে পড়ল রক্ষী। অবস্থা বেগতিক দেখে জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল ওর সঙ্গী বাকি সৈন্যরা।

তখন হাজির হলো রাজা টেনেস। চিৎকার করে সৈন্যদের কিছু একটা বলল সে। জবাবে ওরাও চিৎকার করে কী যেন বলল। শুনেই ভেজা বেড়াল হয়ে গেল টেনেস। তারপর কী যেন বলল সে। কিন্তু কে কী বলল বাতাসের হুঙ্কারে তার কিছুই আমার কানে এল না।

পেছন ফিরে কেবিনে প্রবেশ করল ক্যাপ্টেন ফিলো। বলল, 'পবিত্র নারী, দেবী আইসিসের সাথে মিলিত হবার জন্য প্রস্তুত হোন। প্রাণের ভয়ে আপনাকে বলি দেবার অনুমতি দিয়েছে রাজা টেনেস। এখন আমি এসেছি আপনার সাথে থেকে লড়াই করে মরব বলে।'

তাকে সাহস দিয়ে বললাম, 'তোমার মন অনেক বড়। আমাকে সাবধান করতে এসেছ বলে দেবী আর আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' তারপর হাসি মুখে বললাম, 'তবে সাহস হারিয়ো না। ভয় পাওয়ার মতো কিছু এখনও ঘটেনি। আমার আত্মা বলছে, আজ রাতে তোমার বা আমার কারও কপালেই মৃত্যু নেই। চলো সামনে চলো, সিডনের সাপগুলোর সাথে কথা বলব।'

'কিন্তু কী বলবেন?'

'দেবীই শিখিয়ে দেবে, কী বলতে হবে,' বললাম আমি। কারণ, আসলেই জানতাম না কী বলব। শুধু বুঝতে পারছি, কোন বিশেষ শক্তি আমাকে ওদের দিকে এগিয়ে নিয়ে

Banglabook.org

যাচ্ছে।

সিডোনিয়ানদের কাছে গেলাম আমি। ফিলোর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছি। কারণ ঢেউ এত বেশি যে স্থির হয়ে দাঁড়ানোর উপায় নেই। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে ভাঙা মাস্তুল ধরে দাঁড়ালাম। আমাকে এগুতে দেখে পিছিয়ে গেল সৈন্যরা। তখন সিস্ট্রাম দুলিয়ে ওদেরকে এগুবার ইশারা করলাম আমি। ওদের সাথে টেনেসও আছে। ক্লোক দিয়ে মাথা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে সে। চিৎকার করে বললাম, 'শোনো সবাই, দেবী আইসিসের পুরোহিত ও নবীকে তোমাদের দেবতার কাছে বলি দিতে চাইছ তোমরা। আহাম্মকের দল, বুঝতে পারছ না, তোমাদের দেবীর চেয়ে অনেক বড় প্রকৃতির মাতা দেবী আইসিস।' তারপর দেবীর কাছে প্রার্থনা জানালাম, 'ও, স্বর্গের রাণী, কোন একটা ইঙ্গিত দেখাও, যাতে এদের বুঝাতে পারি, সমস্ত বিদেশী দেব-দেবীর চেয়ে বড় তুমি,' বলে চাঁদের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষায় রইলাম আমি। বাতাসের দমকে আমার ঘোমটা সরে গেছে।

হঠাৎই জাহাজের গলুইয়ের দিকে ধেয়ে এল পাহাড়ের মতো বিরাট, উঁচু, বড় এক ঢেউ। গলুইকে ডুবিয়ে দিল সেটা। ফাঁপা খোলের কল্যাণে পরমুহূর্তেই আবার নাক জাগাল জাহাজটা। কিন্তু ততক্ষণে দেবীর নিদর্শন চলে এসেছে। অর্থাৎ, জাহাজের খো পানি থেকে নাক জাগাতেই দেখা গেল গায়েব হয়ে গেছে ফিনিশীয়দের দেবমূর্তিগুলো। বলার অপেক্ষা রাখে না, নিভে গেছে মূর্তির সামনে জ্বলতে থাকা আগুনটাও।

চিৎকার করে কেঁদে উঠল সৈন্যরা, 'দেবমূর্তি চলে গেছে, নিভে গেছে পবিত্র আগুন!'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ওগুলো চলে গেছে। আর আমাকে স্পর্শ করার সাহস দেখালে তোমরাও ওগুলোর সঙ্গী হবে। জেনে রেখো, নিজের প্রাণের চিন্তা আমি করি না। কারণ,

Banglabook.org

সময়ের আগে আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয়া যাবে না। তবে তোমাদের জন্য আর সিডনের জন্য আমার ভয় হয়। কারণ আমাকে স্পর্শ করার সাহস করলেও শীঘ্রিই হয়তো সিডনের জন্য নতুন রাজা দরকার হতে পারে। তবুও, তোমাদের জন্য দেবী আইসিসের কাছে প্রার্থনা করব আমি, যাতে তিনি তোমাদের রক্ষা করেন।'

পাথুরে উপকূলের এক মাইলের ভেতর পৌঁছে গেছি আমরা। এখানে আছড়ে পড়লে জাহাজ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। এই যখন অবস্থা, ভয়ানক ঢেউয়ের মাতামাতি সত্ত্বেও যথাসম্ভব স্থির দাঁড়িয়ে দেবীর কাছে প্রার্থনা করলাম আমি। এবং প্রায় সাথে সাথেই চমৎকার কাণ্ড ঘটে গেল। জানি না, সেদিন আসলেই দেবী আমার প্রার্থনা শুনেছিলেন, নাকি আমরাই ঝড়ের তীব্রতার আওতার বাইরে চলে এসেছিলাম। ঢেউয়ের দমক আগের মতোই রইল। ফেনার মুকুট মাথায় নিয়ে একের পর এক আসতেই থাকল বড় বড় ঢেউ। কিন্তু আমার প্রার্থনার সাথে সাথেই পড়ে গেল বাতাসের তোড়।

ভীত ভেড়ার মতো হয়ে গেছে সৈন্যরা। ওদের বললাম, 'দেবী সন্তুষ্ট হয়েছেন। আমাকে, দেবীর নবীকে মারতে চাওয়া সত্ত্বেও নিজের রাগ সংবরণ করেছেন দেবী। ভিক্ষা দিয়েছেন তোমাদের প্রাণ। এখন ওই পাথরের ওপর আছড়ে পড়তে না চাইলে দাঁড় তুলে নাও সবাই।'

বিস্ময়ে খাবি খাচ্ছে ওরা। একজন মুখ খুলল, বলল, 'সাধারণ মানুষ না, আপনি নিজেই দেবী। ক্ষমা করুন, দয়া করে আপনার দাসদের ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন, দেবী,' বলে আর অপেক্ষা করল না কেউ। ছুটে গেল দাঁড় বাইতে। কারণ উপকূলের এত কাছে আমরা পৌঁছে গেছি যে, দেখতে পাচ্ছি পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে রীতিমতো বলকাচ্ছে ঢেউগুলো।

কেবিনের দিকে যেতে যেতে ফিলোকে বললাম, 'কী

BanglaBook.org

বলেছিলাম, ফিলো? দেখলে তো, আজ আমাদের মৃত্যু নেই।'

আমার কথার কোন জবাব দিল না। কেবল আমার রোবের একটা প্রান্ত তুলে নিয়ে নিজের কপালে ঘষল সে।

আট

একদম ঝকঝকে নীল আকাশের দেখা পেলাম পরদিন সকাল বেলা। অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে ঝড়ো বাতাস, হাপি। তবে যেহেতু মাস্তুল নেই, তাই পালও নেই। কেবল দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চলছে জাহাজ। আমাদের ডানে এক লীগেরও কম দূরত্বে দেখা যাচ্ছে টায়ার দ্বীপ। স্বর্ণের মতো জ্বলজ্বল করছে দ্বীপের বাসিন্দাদের বাড়িগুলোর ছাদ। মনে হচ্ছে যেন দ্বীপের মাথায় ঝলকাচ্ছে স্বর্ণের মুকুট। আশপাশের সবার সম্পদ শুষে নিয়ে নিজে কেবল ধনে-জনে স্ফীত হয়ে চলেছে টায়ার। কিন্তু এখনও চিন্তা করেনি এর ফল কী হতে পারে। তবে আমি জানি, এরও দিন ফুরিয়ে আসছে। সম্পদশীলা টায়ার নগরের প্রাসাদগুলো আগুনে ঝলসে নিঃশেষ হয়ে যাবে। রাস্তায় রাস্তায় রক্তের পুকুরে পড়ে থাকবে এর ধনী অভিজাতদের মৃতদেহ। ধ্বংস হয়ে যাবে টায়ার।

যা হোক, আমাদের জাহাজের দুরবস্থা দেখতে পেয়ে একটা নৌকায় করে এল একদল নাবিক। লাল শিরাবরণ তাদের মাথায়। এসেছে আমাদের সাহায্য লাগবে কি না দেখতে। ফিলো চিৎকার করে ওদেরকে জানাল যে ঝড়ে একটা মাস্তুল আর দুয়েকজন লোক হারানো ছাড়া আমাদের

Banglabook.org

আর কোন ক্ষতি হয়নি। সে আশা করে, সন্ধ্যার আগেই আমরা নিরাপদে সিডনে পৌঁছে যাব। কাজেই ফিরে গেল তারা। আর দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চলল আমাদের জাহাজ। দুপুর নাগাদ দূর থেকেই দেখতে পেলাম সিডনের সুউচ্চ এক টাওয়ারের ডগা। আরও তিন ঘণ্টা দাঁড় বেয়ে সন্ধ্যার আগে দিয়ে সিডনের বন্দরে গিয়ে নোঙর করলাম আমরা।

একটু পেছনে যাই।

টায়ার ছাড়িয়ে আসার পর আমার কেবিনে দেখা দিল টেনেস। ওকে দেখেই সপ্তমে চড়ে গেছে আমার রাগ। কারণ, আমাকে বলি দেয়ার অনুমতি দিয়ে দিয়েছিল এই সিডোনিয়ান কুত্তাটা। তবে নিজেকে সামলালাম। ঘোমটা ছাড়াই দেখা দিলাম, হাসি মুখে কথা শুরু করলাম ওর সাথে। বললাম, 'রাজা টেনেস দীর্ঘজীবী হোক। আমার প্রার্থনায় আপনাকে দয়া দেখিয়েছেন দেবী আইসিস। নয়তো আপনাকে জীবিত দেখার আশা আমি করিনি।'

জবাবে ভীত চোখে, মুখে তেলতেলে হাসি নিয়ে টেনেস বলল, 'আপনি সত্যিই মহান, লেডি। আমি তো মনে করি, দেবী আইসিসের মতোই মহান আপনি। আমার সঠিক জানা নেই, দেবী অ্যাস্টোরেথ সম্ভবত টেনিথ আর বালটিস নামেও পরিচিত। মানুষের বিশ্বাস আইসিসের মতো তিনিও স্বর্গের দেবী। তবে স্বীকার করছি, এই দেবীদের কাউকেই আমি চিনি না। তবে কাল রাতে আপনাকে দেখেছি, লেডি। আর দেখেছি, স্বর্গীয় ক্ষমতাবলে ঝড়ের তাণ্ডবকে কমিয়ে দেয়ার ক্ষমতা। আপনার কারণেই কারমেলের পাথরে আছড়ে পড়া থেকে জাহাজসুদ্ধ সবাই বেঁচে গেছি আমরা।'

'হ্যাঁ, টেনেস, তখন আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিল দেবী।' তারপর সরাসরি টেনেসের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তবে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, আপনাদের দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে আমাকে বলি দিতে চাইল আপনার সৈন্যরা।

BanglaBook.org

ওরা না হয় জানত না, কিন্তু আপনি তো জানতেন যে, এই অপরাধে ষড়যন্ত্রকারীদের সবাইকেই বলি হিসেবে গ্রহণ করা হতে পারত?'

সাথে সাথেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল টেনেসের চেহারা। তবে নিজেকে সামলে নিল সে। বলল, 'ষড়যন্ত্র? আপনার বিরুদ্ধে? লেডি, নাম বলুন ওদের, শুধু নাম বলুন। সব ক'টার গর্দান নেব আমি।'

'তা নেয়া হবে বটে। কারণ নবীকে যারা হত্যার হুমকি দেয় তাদের কাউকেই দেবী ভুলে যান না। কাউকে ছেড়েও দেবেন না। তবে কারও নাম আমি উচ্চারণ করব না। অবশ্য তার দরকারই বা কী, ওদের নাম স্বর্গে দেবীর কাছে লেখা হয়েই গেছে। নিয়তি ওদের হিসাব নেয়ার আগ পর্যন্ত ছেড়ে দিন। চলে ফিরে বেড়াক ওরা। ওদের রক্তে আপনার হাত নোংরা হোক তা চাই না। বাদ দিন ওসব। আমার কাছে কী দরকার এখন বলুন।'

'সে তো আপনি বুঝতেই পারছেন। আমি আপনার জন্য পাগল হয়ে আছি। আপনার প্রেমে উন্মাদ হবার পথে আমি। ঝড়ের সময় এমনকি নিশ্চিত ধ্বংসের মুখেও মাস্তুল ধরে দাঁড়িয়ে ওদের জন্য প্রার্থনা করছেন আপনি। দেখেই আমার হৃদয় গলে গেছে। আমার বুকে আগুন জ্বলছে, সেই আগুন কেবল আপনিই নেভাতে পারবেন, লেডি,' এমনভাবে কথাগুলো বলল যেন এখনই আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়বে।

তাকে বসতে ইশারা করে তারপর বললাম, 'মনে পড়ছে, ঝড়ের আগেও আপনি এই সুরেই কথা বলেছিলেন। তখন খানিকটা কৌতুক করেই লিখিতভাবে আমি শর্ত দিয়েছিলাম যে, সারা পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা আমার হাতে এনে দিলে তবেই আপনার রাণী হব আমি। সন্দেহ নেই, ওই শর্ত পত্রে সম্মতি না দেয়াটাই হবে জ্ঞানীর কাজ। আরও মনে

BanglaBook.org

পড়ছে, আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাকে আপনার সম্ভোগের বস্তু বানালে কে আপনাকে রুখবে। তার খানিকটা জবাব আপনি গত রাতে পেয়েছেন আশা করি। ওই অপকর্ম করা হলে তার জন্য কী কী শাস্তি আসবে তা দেবী আমাকে বলেছেন। তবে সেগুলো এতই ভয়ানক যে আপনাকে সেগুলো শোনাতে চাই না। কাজেই, বুঝতেই পারছেন, টেনেস, এই জাহাজে করেই আমাকে মিশরের পথে রওনা করিয়ে দেয়াটাই হবে আপনার জন্য সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ।'

আঁতকে উঠে টেনেস বলল, 'না না, আপনাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। জানি, কিছুদিনের মধ্যেই রাজার মুকুট হারাতে চলেছি আমি। পরোয়া করি না। কিন্তু এখন আপনাকে চোখের সামনে দেখতে না পেলে বা আপনাকে পাবার আশা না থাকলে নির্ঘাত আমি পাগল হয়ে যাব।'

হাসি মুখে আমি বললাম, 'আমার শর্তের কথা মনে আছে তো? ওতে লিখিত সম্মতি না দিলে ফিলোকে বলব নীল নদের দিকে রওনা হতে। এখন সিদ্ধান্ত আপনার।'

টেনেস তখন বলল, 'ওই কাগজ আমার সাথেই আছে এখন। যদি ওতে লেখা শর্ত মোতাবেক আপনি কাজ করবেন বলে কথা দেন, তা হলে এখনই আপনার সামনেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করব আমি।'

'জেনে রাখুন, আমি কখনোই ওয়াদার বরখেলাপ করি না। ফিনিশিয়া, মিশর, পারস্য আর সকল পুবদেশীয় রাজ্যগুলোর রাণীর আসনে যখন আমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন তখনই আপনাকে বিয়ে করে আপনার রাণী হব আমি। কিন্তু তার আগে আমাকে স্পর্শ করার সাহসও দেখাতে যাবেন না। এ-ই আমার কথা। কাল রাতে ভালো ঘুমাইনি। আমাকে এখন ঘুমাতে হবে। তা, চুক্তিতে কি এখনি স্বাক্ষর করবেন? করলে আমি একজন সাক্ষী রাখতে চাই। এবং আমাকে যেমন পবিত্র জ্ঞান করা হয় ওই সাক্ষীকেও একই রকম পবিত্র

BanglaBook.org

ভাবতে হবে, তাকেও একইরকম নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে হবে।'

'বেশ, সাক্ষীর নিরাপত্তাও দেয়া হবে,' বলল রাজা টেনেস।

তখন আমি একবার হাত তালি দিতেই সামনে এল আমার ভৃত্য। ওকে বললাম ফিলোকে ডেকে আনতে। ফিলো এলে পরে ওকে ঘটনা জানালাম, চুক্তিও পড়ে শোনালাম। অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর সিল মোহর আনিয়ে চুক্তিপত্রে নিজের সিল দিল রাজা টেনেস। তার সিলটা ল্যাপিস লাজুলি দিয়ে ব্যাবিলনিয়ান স্টাইলে বানানো একটা সিলিণ্ডার। তাতে দেব-দেবীদের কিছু প্রতীক খোদাই করা আছে। সিল দিয়ে আমার স্বাক্ষরের নিচে ফিনিশিয়ান ভাষায় নিজের নাম লিখল টেনেস। তবে ভাষাটা আমার জানা না থাকায় আমি সেটা পড়তে পারলাম না। এরপর চুক্তিপত্রে সাক্ষীর স্বাক্ষর দিল ক্যাপ্টেন ফিলো। আর সিল হিসেবে সে ব্যবহার করল গুবরে পোকা আকৃতির একটা স্ক্যারাব। আমাদের সে জানাল এক যুদ্ধে তার হাতে নিহত হওয়া একজনের আঙুল থেকে এটা খুলে নিয়েছিল সে। ওটাকেই এখানে তার সিল হিসেবে ব্যবহার করল। আমি একটু ঝুঁকে দেখলাম, সিলে কী আছে। দেখেই হেসে ফেললাম আমি। কারণ ওখানে ফুটে আছে, স্নানরত এক বাচ্চা ফনের দিকে তীর ছুঁড়েছে এক জলপরী। আর ঘটনাক্রমে সেই ফনের চেহারা আমাদের রাজা টেনেসের মতো (গ্রিক পুরাণে বর্ণিত ছাগলের মতো লোমাবৃত ও শিংওয়ালা গ্রাম্য দেবতা হচ্ছে ফন)।

ব্যাপারটা ফিলোর নজরেও পড়েছে। দেখলাম একবার ওই ছাপের দিকে আবার রাজার দিকে তাকাচ্ছে সে। তারপর নিচু কণ্ঠে প্রায় ফিসফিস করে মিশরীয় ভাষায় বলল, 'অভিশাপ, অভিশাপ পড়েছে।' তবে মিশরীয় ভাষায় বলা

BanglaBook.org

কথাগুলো রাজার বোধগম্য হলো না।

সিল ছাপ্পর দেয়া হয়ে গেলে পরে রোল করে চুক্তিপত্রটা নিজের কাছে রাখতে চাইল টেনেস। কিন্তু আমি বললাম, 'না, যখন চুক্তির শর্ত সব পুরো করবেন তখন এটা আপনার হবে। ততদিন এটা আমার কাছেই থাকবে।' তবে এর একটা কপি তার হাতে তুলে দিলাম। ফিলো চলে গেলে পরে টেনেস আমাকে জিজ্ঞেস করল, কীভাবে সে সারা পৃথিবীর শাসক হবে?

জবাবে বললাম, সিডনে নেমে প্রার্থনা সেরে সেই কথা বলব; তবে তাকে কথা দিতে হবে যে, আমি ছাড়া আর কারও পরামর্শ সে শুনতে পারবে না। শুনলে আমাকে হারাবে। তখন নিজের দেব-দেবীর নামে শপথ করে কথা দিল যে, তা-ই করবে সে। এমনকি আমার নিরাপত্তার স্বার্থে প্রাসাদে নিজের কাছাকাছি কোন কক্ষে আমার থাকার জায়গা করবে। যাতে, প্রতিদিন আমার সাথে দেখা করে আমার পরামর্শ নিতে পারে। মেনে নিলাম। তারপর চলে যেতে বললাম টেনেসকে। ঠিক একটা অনুগত দাসের মতো চলে গেল সে।

BanglaBook.org

আবার ফিলোকে ডাকলাম আমি। গোপনীয়তা রক্ষার শপথের কথা মনে করিয়ে দিলাম তাকে। মনে করিয়ে দিলাম যে, শপথ ভাঙার শাস্তি অপঘাতে মৃত্যু। তারপর জানালাম আমার এই খেলার উদ্দেশ্য। জানালাম, কাপুরুষের মতো আমাকে ভুয়া দেবতার কাছে বলি দিতে চেয়ে আমাকে তো বটেই, দেবীকেও অপমান করেছে টেনেস। তাই এর শাস্তি ওকে পেতেই হবে। আর আমাদের চুক্তির আমার কপিটি ফিলোর হাতে দিয়ে বললাম যত যলদি সম্ভব মিশরে ফিরতে হবে ওকে। ওখানে পৌঁছে দেবী আইসিসের প্রধান পুরোহিত নুট-এর হাতে তুলে দিতে হবে চুক্তির অনুলিপিটি। তাকে সবিস্তারে জানাতে হবে আমার পরিকল্পনার কথা। এবং

বলতে হবে যে, সে যেন মেম্ফিসে পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত জাহাজ নিয়ে প্রস্তুত থাকে। যেন আমি সংবাদ পাঠানো মাত্রই সিডনের পথে রওনা হতে পারে। তবে সংবাদটা কে নিয়ে যাবে তা এখনও জানি না। হতে পারে কোন দূত পাঠাব। আবার এমনও হতে পারে, দেবী আইসিসের দয়ায় তার গোপন শক্তিতে নুটের আত্মার সাথে সরাসরি কথা বলব আমি। মোদ্দা কথা, সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আমার সংবাদের অপেক্ষায় মেম্ফিসে থাকবে নুট। ফিলো কথা দিল যে এগুলো নুটকে জানাবে সে। তারপর ওর হাতে সিল করা একটা চিঠি দিলাম। বলে দিলাম এটাও নুটের হাতে পৌঁছে দিতে হবে।

বর্তমানে আসি আবার।

সিডনের বন্দরে ভিড়েছে আমাদের জাহাজ। মাস্তুল তো নেই, ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। তাই লম্বা একটা লাঠির ডগায় রাজার পতাকা তুলে বন্দরে ভিড়লাম আমরা। তাই দেখেই জেনারেল, পুরোহিত ও অন্যান্য গণ্যমান্যদের নিয়ে ছুটে এল কয়েকটা বার্জ। কেবিন থেকে দেখলাম, ওদের সাথে বিশেষ করে পুরোহিতদের সাথে জরুরি ভঙ্গিতে কথা বলছে রাজা টেনেস। তখন একজন দূত এল আমার কাছে। জানাল, বিশেষ জরুরি কাজে রাজাকে নেমে যেতে হয়েছে। আমাকে বরণ করার উপযুক্ত আয়োজন করতে খানিকটা সময় দরকার। তাই আমি যেন দয়া করে কিছুটা সময় জাহাজেই অবস্থান করি।

তা-ই রইলাম। ডেকে নিলাম ফিলোকে। ওর কাছ থেকে জানলাম সিডোনিয়ানদের সম্বন্ধে। ওদের রণ সক্ষমতা, সৈন্যবল আর ধন সম্পদ সম্বন্ধেও জানলাম।

দুই ঘণ্টা পরের কথা। আমাদের জাহাজের পাশে এসে ভিড়ল রাজকীয় সাজে সজ্জিত এক বার্জ। এতে এসেছে স্বয়ং রাজা টেনেস। সাথে আরও এসেছে বেশ কিছু নারী ও পুরুষ

BanglaBook.org

পুরোহিত। পুরুষ পুরোহিতদের মাথায় অদ্ভুতদর্শন লম্বা টুপি। রাজা এগিয়ে এসেছে আমাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে নিতে। জাহাজ থেকে বার্জে নামার সিঁড়িতেও কার্পেট বিছানো হয়েছে।

এত আয়োজন দেখে হাসতে হাসতে বললাম, 'কাল রাতে ওই বিদ্রোহী কাপুরুষ সৈন্যদের একজনও যদি আমার কাছে পৌঁছে যেত, আজ সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে এই জাহাজ থেকে নামতাম আমি। যাক, ওরা যা করেছে, না বুঝে করেছে। তাই ওদের মাফ করে দিয়েছি। তবে দেবী ওদের ক্ষমা করবে কি না তা বলতে পারব না,' আড়চোখে তাকিয়ে দেখি আমসি মেরে গেছে মহামান্য রাজার মুখ।

জাহাজ থেকে নামার সময় দুই কথায় ফিলোকে বিদায় দিলাম আমি। বললাম, 'সব মনে রেখো।'

জবাবে সে বলল, 'আমৃত্যু মনে রাখব, জ্ঞানের কন্যা।'

তখন সন্দেহযুক্ত কণ্ঠে টেনেস প্রশ্ন করল, 'কী বলল ও?'

'তেমন কিছু না, রাজা। বলেছে, দেবীর কাছে প্রার্থনা করার সময় আমি যেন বলি যে, আমাকে যারা মারতে চেয়েছিল সেই দলে ও ছিল না। তাই ওদের ভাগ্য যেন ক্যাপ্টেন ফিলোকে স্পর্শ না করে।'

আবার আমসি হয়ে গেল টেনেসের চেহারা। আবার মনে মনে হাসলাম আমি।

তীরে আমাদের জন্য দারুণ সুন্দর রথ অপেক্ষা করছে। আমার রথটা টানবে দুধ-সাদা দুটো ঘোড়া। ওটায় চড়লাম আমি। সবার সামনে চলেছে রাজার রথ। তারপরই আমারটা। আমাদের রথদুটোকে এসকর্ট করে নিয়ে যাচ্ছে আরও কয়েকটা ঘোড়া টানা রথ।

সিডনের চওড়া রাজ পথে পৌঁছে ঘোমটা ফেলে দিলাম আমি। দেখি, প্রতিটা বাড়ির ছাদে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে লোকজন। আমার উন্মুক্ত চেহারা দেখে ওদের ভেতর বিস্মিত গুঞ্জন উঠল, 'এ কোন সাধারণ রমণী নয়, স্বয়ং দেবী নেমে

Banglabook.org

এসেছে এখানে!’

জবাবে আরেকটা কণ্ঠকে উপহাস করে বলতে শুনলাম, ‘হ্যাহ্, দেবী! নিজের ধ্বংস দেখতে ওকে পাঠিয়েছে ভুয়া কোন দেবী।’

বিশাল একটা প্রাঙ্গণে এলাম আমরা। জায়গাটাকে ওরা পবিত্র বলে মনে করে। গোলাকার প্রাঙ্গণটাকে ঘিরে দাঁড় করানো আছে সিডোনিয়ানদের বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি। তাদের মধ্যে আছে বাল, অ্যাস্টোরেথ ও তাদের বিভিন্ন পারিষদবর্গের প্রতিমা। প্রাঙ্গণ আর মন্দিরের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে পিতলের তৈরি বিশাল এক মানবাকৃতির কিন্তু কদাকার দানবীয় মূর্তি। মূর্তিটার সামনে আগুন জ্বালানোর বড়সড় পিট। মূর্তিটার একটা হাত সামনে বাড়ানো। সেই হাতে ধরা আছে বিশাল একটা ট্রে। ট্রে-এর এক প্রান্ত মূর্তির পেটে খোলা একটা মুখের সাথে লাগানো। নিঃসন্দেহে এটা সিডোনিয়ানদের কোন দেবতার মূর্তি। নিশ্চিত হতে আমার রথের পাশে হাঁটতে থাকা একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কার মূর্তি ওটা?

জবাবে লোকটি বলল, ‘ড্যাগন। অবশ্য কেউ কেউ একে মলচ নামেও ডাকে। কোন পরিবারের প্রথম শিশু জন্মালে তাকে এখানে আগুনে ফেলে দেবতার কাছে বলি দেয়া হয়। ওই দেখুন, পুরোহিতরা কাঠ জড়ো করছে। শীঘ্রিই বড় কোন ঘর থেকে বলি চড়ানো হবে।’

ওই মুহূর্ত থেকে সিডোনিয়ানদের ঘৃণা করতে শুরু করলাম আমি।

রাজ প্রাসাদের দোর গোড়ায় এসে থামলাম আমরা। আমাকে স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়ে আছে রাজা টেনেস। সাথে আছে ঝলমলে পোশাক গায়ে পারিষদবর্গ আর সাদা রোব পরিহিত পুরোহিতদের দল। বলার অপেক্ষা রাখে না, পুরোহিতদের চোখে আমার প্রতি তীব্র সন্দেহ।

BanglaBook.org

যা হোক, টেনেস বলল, 'নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে প্রাসাদে প্রবেশ করুন, লেডি। এখানেই আপনি থাকবেন। সিডনের সেরা সবকিছু থাকবে আপনার সেবায়।'

'ধন্যবাদ, রাজা,' বলতে বলতে ঘোমটা ছেড়ে দিলাম। 'আপনার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে, যে, সবার সেরাটা দিয়ে সম্মানিত করবেন স্বর্গের দেবী আইসিসের প্রতিনিধিকে,' বললাম আমি। নিজের পরিচয় প্রকাশ করে একটা জুয়া খেললাম বলা যায়। বড় ধরনের জুয়া।

সাথে সাথেই শুনলাম রাজার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা চওড়া কালো ভ্রু-ওয়ালা এক পুরোহিত তাদের ভাষায় বিড়বিড় করে বলছে, 'স্বর্গের দেবী আমাদেরও আছে। কিন্তু সে আইসিস নয়।'

আমাকে নেয়া হলো জমকালো সাজে সজ্জিত বিরাট এক কক্ষে। এতো দেশ ঘুরেছি, কিন্তু এর মতো সুন্দর ও জাঁকজমকঅলা ঘর পুব বা পশ্চিমের আর কোন দেশেই দেখিনি। চারদিকে বিলাস-বৈভবের ছড়াছড়ি। প্রায় সবখানে ঝলমল করছে স্বর্ণ আর মূল্যবান রত্ন। মেঝেতে ঝকমক করছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বোনা সিল্কের কার্পেট। দেয়ালে ঝোলানো প্রতিকৃতিগুলো এতই দামি যে, কেবল রাজারাই এসব বানাতে বা সংগ্রহ করতে পারে। বিশাল আকৃতির রত্ন-পাথর কুঁদে বানানো হয়েছে ঝলমলে ল্যাম্প-শেডগুলো।

এক ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কার ঘর?'

জবাবে সে বলল, 'রাণী বেলটিসের ঘর এটা, পবিত্র নারী।'

'সে কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?'

'জেরুজালেমে, বাবার বাড়ি গেছে রাণী। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই ফিরবে। তবে তার জন্য ইতিমধ্যেই অন্য ঘর সাজানোর হুকুম দিয়েছে রাজা। সেই ঘরেই উঠবে রাণী,' বলল ভৃত্যটি।

BanglaBook.org

নির্বিকারভাবে বললাম, 'বেশ!' তবে মনে মনে ভাবছি, রাণী ফিরে যখন দেখবে তার ঘরে উঠেছে অচেনা এক নারী, যাকে তার সতীন করার হুমকি-ইতিমধ্যেই রাজা দিয়ে ফেলেছে, কী ভাববে তাকে নিয়ে!

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। চাঁদ উঠবে এখনই। প্রার্থনার জন্য খোলা জানালার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। নিচে তাকালাম। চোখে পড়ল, পবিত্র মঞ্চ নামের জায়গাটাকে ঘিরে আগুন জ্বালানো হয়েছে। উপস্থিত হয়েছে হাজারো সিডোনিয়ান। তাদের সিংহভাগই নারী। তাদের অনেকেই আমার ঘরের দিকে হাত তুলে কী কী যেন বলাবলি করছে। স্পষ্টতই প্রাসাদে আমার উপস্থিতির কথা তারা জানে। শেষে দেখলাম, হঠাৎ এক পুরোহিতের হাত ধরে টান দিয়ে তাকে একদিকে নিয়ে গিয়ে কী যেন প্রশ্ন করতে লাগল তারা।

খেয়াল করলাম, উপস্থিত মহিলাদের বেশিরভাগই অভিজাত ঘরের। তবে তাদের চোখে মুখে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত ভাব ফুটে আছে। এবং তাদের প্রায় সবার সাথে বা কোলে আছে একটা করে শিশু। বাচ্চাগুলোকে তারা পুরোহিতদের দেখাচ্ছে। তারাও সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়ছে। কখনও আবার কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে আদরও করছে। কিন্তু একটা বাচ্চাকে পুরোহিত আদর করার সাথে সাথেই ওই বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ছুটে পালাল তার মা। অভিশাপ দিল পুরোহিত আর অন্য মহিলারা। উঁচু কণ্ঠে তারা বলতে লাগল 'লজ্জা, লজ্জা।' এরপর রাক্ষুসে দেবতা মলচের প্রশস্তি করে তার সম্মানে গায়ে কাঁটা দেয়া সুরে একটা গান ধরল সবাই। এতক্ষণে মাথায় এল এখানে আসলে কী হতে চলেছে। সন্তান বলি দেয়ার আয়োজন হচ্ছে। মনে পড়ল, জেরুজালেমে এক দেবতার কথা শুনেছিলাম। নবজাতককে আগুনে পুড়িয়ে তার কাছে বলি দেয় ইহুদিরা। কিন্তু সে দেবতা নয়, ওখানে লোকে তাকে শয়তান বলে

Banglabook.org

মানে। আর এখানে, এই সিডনে সেই শয়তানকেই দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হচ্ছে! মায়েদের এই বলিদানের মঞ্চে আনার রেওয়াজ চালু করা হয়েছে, যাতে এই নিষ্ঠুর দৃশ্যটা ক্রমাগত দেখতে দেখতে ব্যাপারটাকে তারা স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে শেখে। উফ্, কী ভয়ানক! এমনও করতে পারে মানুষ!

এসব আকাশ পাতাল যখন ভাবছি তখনই যেন একটা ইঙ্গিত এল আমার কাছে। সূর্য ডুবে গেছে আগেই। কিন্তু লালিমা তখনও আছে। মেঘে যেন আগুন ধরে গেছে। টকটকে লাল হয়ে আছে মেঘগুলো। সেই লালচে আলোর প্রতিফলন সিডোনিয়ানদের 'পবিত্র মঞ্চ'-এর ওপরও এসে পড়েছে। আর পড়ল পুরো নগরের ওপর। মনে হচ্ছে যেন রক্ত মাখা কুয়াশা ঘিরে ধরেছে সিডনকে। যেন সবকিছু রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে। আর সেই অদ্ভুত আলোয় মশালের বৃত্তের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে রক্তের দেবতা মলচের মূর্তি।

বুঝতে পারলাম, সিডনের নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেছে। ধ্বংস হয়ে যাবে সিডন। নগরের পথে পথে পড়ে থাকবে এর বাসিন্দাদের লাশ। এটাই এদের নিয়তি। আর হ্যাঁ, দেবীর হাতের বজ্র হয়ে স্বর্গের ডিক্রি আমাকেই বাস্তবায়ন করতে হবে। একবার আফসোস হলো। কিন্তু, ওই যে বললাম, আমি দেবীর বজ্র। বজ্র কি জানে কোথায় আছড়ে পড়তে হবে তাকে? যে মাটি তাকে আকর্ষণ করে সেখানেই আছড়ে পড়ে সে।

অনেক বিষয়েই আমার নিজস্ব চিন্তাভাবনা আছে। তবে সে সব সময় মতোই বলব। এটাও জানাব যে, স্বর্গের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে চাইলে কী দুর্ভোগ নেমে আসে।

এত অনিয়ম, পাপাচার দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। দেবীর কাছে আশ্রয় আর তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করলাম। কেবল প্রার্থনার মধ্য দিয়েই শান্তি পাই আমি।

জানি আমার চারপাশে যারা আছে তাদের কেউই

BanglaBook.org

টেনেসের হুকুম অমান্য করবে না। টেনেস আমাকে পেতে চায়। সেজন্য যে-কোন কিছু করতে প্রস্তুত সে। আমাকে রক্ষার জন্য এখানে কোন তীর বল্লম নেই। ওর আর আমার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেবল একটা ভয়ের দেয়াল। সেটা এমনকি টেনেসও ভেঙে ফেলতে পারে। যদিও আমি নিশ্চিত, যে, এমন কিছু হলে সিডনের ওপর ভয়াবহ অভিশাপ নেমে আসবে। কিন্তু তাতে কী? ততক্ষণে আমার ক্ষতি যা হওয়ার তা তো হয়েই যাবে। আমি আর এখনকার মতো পবিত্র, বিশুদ্ধ আয়েশা রইব না। আমার ওপর ছায়া হয়ে রয়েছেন যে দেবী, যার অংশ আমার আত্মার ওপর বিরাজমান, তার কাছে আশ্রয় নিতে চির নিদ্রায় যেতে হবে আমাকে। এসব ভাবতে ভাবতে আর দশটা মরণশীল মানুষের মতো ভীত শঙ্কিত মন নিয়ে রাণী বেল্লুটিসের বিছানায় ঘুমাতে গেলাম আমি।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের দরজা জানালা সব হাঁ করে খোলা। জ্যোৎস্নালোকে সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘরে ঢুকে পড়া চাঁদনি দেখে বুঝলাম এখন মধ্য রাত। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল বিশালদেহী এক লোক। আলখেল্লা দিয়ে তার মুখ ঢাকা। তবে যতই মুখ ঢাকা থাকুক চিনতে এক মুহূর্তও লাগল না আমার। আগন্তুকটি হচ্ছে রাজা টেনেস। বিছানার পাশে এসে কামনাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি তখনও ভান করছি, ঘুমিয়ে আছি। ড্যাগারের হাতলে আরও দৃঢ় হলো আমার মুষ্ঠি।

তখনই কাঁধ থেকে ক্লোকটা ফেলে দিল টেনেস। এবার তার চেহারাও স্পষ্ট দেখেছি আমি। কিন্তু অন্যরকম হয়ে গেছে রাজার চেহারা। ভীষণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে তার মুখভঙ্গি। কারণ, ক্লোকটা সে স্বেচ্ছায় ফেলে দেয়নি বরং তার ওপর থেকে টেনে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বাতাসের এক ফোঁটা নমুনাও নেই কোথাও। ক্লোকটা তুলতে ঝুঁকল রাজা।

BanglaBook.org

তখনই কিছু একটা দেখল সে। জানি না সেটা কী। আমাকে রক্ষার জন্য কি কোন আত্মা পাঠিয়েছেন দেবী? নাকি এমন কিছু আবির্ভূত হয়েছে যা আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু টেনেস ঠিকই দেখছে?

আতঙ্কে বিকৃত হয়ে গেছে টেনেসের মুখ। আধো আলোতেও স্পষ্ট দেখলাম চেহারা থেকে রক্ত নেমে গেছে, মোমের মতো ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে। জানি না সে কী দেখেছে, কিন্তু ওর আতঙ্কিত মুখ থেকে বের হলো, 'কী ভয়ানক, কী ভয়াবহ! এই মহিলা আসলেই স্বর্গীয় শক্তিধারী কেউ। দেবতা আর আত্মারা পাহারা দিচ্ছে ওকে। কী ভয়ানক, এর আশপাশে মৃত্যু ঘুরে বেড়াচ্ছে, মৃত্যু।'

ঘুরে ক্লোকটা তুলে কামরা থেকে বের হয়ে গেল সে। বুঝে নিলাম, আমার আসলে ভয়ের কিছু নেই। ধন্যবাদ দিলাম আমার দেখভাল করা আত্মাটিকে। বিপদ কেটে গেছে। যে ভয় পেয়েছিলাম, সেটা আর আমাকে আঘাত করবে না। দেবীর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে চিরতরে কেটে গেছে এই বিপদ।

BanglaBook.org

নয়

পরদিন ভোর। সূর্যের প্রথম আলো এসে ঢুকেছে আমার ঘরে। রাতের আতঙ্ক কাটিয়ে শুরু হয়েছে নতুন একটা দিন। আমাকে গোসলের জায়গায় নিয়ে গেল ভৃত্যরা। গোসলের পর সিল্কের জমকালো একটা রোব দেয়া হলো পরার জন্য।

তারপর আরেকটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো সকালের নাস্তা করতে। নাস্তা করতে করতেই আমার সামনে নিয়ে আসা হলো রাজার পাঠানো উপহার। ওর মধ্যে আছে মুক্তো, রুবী, নীলকান্ত মণি ইত্যাদি বসানো স্বর্ণের অলঙ্কার। কিন্তু সেগুলো আমি ছুঁয়েও দেখলাম না। পাশেই রইল ওসব। মাছের ডিশটা শেষ করেছি কি করিনি, এক ভৃত্য এসে বলল, রাজা এসেছে। আমার সাথে দেখা করতে চায়। তাকে বললাম নিয়ে এসো।

এসে রাজা জিজ্ঞেস করল রাতে আমার ভালো ঘুম হয়েছে নাকি।

জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, রাজা। বিশ্রাম নিয়েছি। তবে একটা স্বপ্ন দেখেছি। বড় অদ্ভুত স্বপ্ন। দেখলাম, পাতালের অন্ধকার রাজত্ব থেকে উঠে এল শয়তানীর দেবতা সেট। একটা মানুষের রূপ ধরে ক্লোক পরে আমার ঘরে হাজির হলো সে। আমাকে ধরে জাহান্নামের দিকে টেনে নিতে শুরু করল সে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। শেষে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। দেবীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলাম। তখন দেখা দিলেন দেবী। বললেন, "বিশ্বাস হারাচ্ছ কেন, কন্যা আমার? সাগরে ঝড়ের কবল থেকে তোমাকে আর জাহাজিদের যদি আমি রক্ষা করতে পারি, তা হলে এখানে এবং সব্সময়ই কি তোমাকে রক্ষা করব না? ভয় পেয়ো না। কোন শয়তান বা খারাপ মানুষ তোমার গায়ে হাত দেবে না, আগুন তোমাকে স্পর্শ করবে না, কোন তীর, বল্লম, বর্শা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। আর কেউ যদি তোমার গায়ে হাত দিয়েই বসে, তো, তার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দৈব ক্ষমতা তুলে দিচ্ছি তোমার হাতে। তারা নিজেদের আত্মাকে খুঁজে নেবে নরকের অতল গহ্বরে।"

'এরপর ওই দুষ্ট আত্মার কানে কানে ফিসফিস করে কিছু একটা বলেছে দেবী আইসিস। তারপর তাকে কিছু একটা

BanglaBook.org

দেখিয়েছে। তবে কী দেখিয়েছে আমি জানি না। শুধু দেখেছি, ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছে সে। তখন আমার যেন মনে হলো বদমাশটার আত্মাকে একটা শকুনের বেশে দেখলাম। আর একটা তীর এসে বিঁধল তার বুকে। পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে নরকের অতল গহ্বরে পড়ল সে।

'খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি, রাজা। তবে আমার জন্য ওটা দুঃস্বপ্ন ছিল না, ছিল আশার বাণী। কারণ, বুঝতে পেরেছি, যেখানেই থাকি না কেন, ছায়া হয়ে আমাকে ঘিরে থাকবে দেবী আইসিসের দয়া।'

টেনেস বলল, 'বাজে স্বপ্ন। কিন্তু যেহেতু এর শেষটা ভালো হয়েছে, তাই আপাতত এটা বাদ দিন। তা ছাড়া স্বপ্ন তো স্বপ্নই।'

'হ্যাঁ, তা বটে, রাজা। স্বপ্ন তো স্বপ্নই। তবে কিনা জন্মসূত্রেই আমি স্বপ্নবক্তা। এবং ক্রমাগত প্রশিক্ষণ পেয়ে পেয়ে স্বপ্নের অর্থ খুব ভালো বুঝতে শিখেছি আমি। তাই বুঝতে পারছি এই স্বপ্নটা ছিল একটা সত্যের ছায়া। বুঝতে পারছি, গতকাল কোন একটা আত্মা আমাকে হুমকি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বর্গ থেকে আমাকে নিরাপত্তা দেয়ায় আর কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি,' বললাম আমি।

'নিঃসন্দেহে, নিঃসন্দেহে। তবে স্বপ্নের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। স্বর্গের ব্যাপার-স্যাপার আমার বোধের অনেক বাইরে। আমি মাটির মানুষ, মাটিতেই আমার রাজত্ব। লেডি, একটা ব্যাপার আপনাকে জানাতে এসেছি আমি। জানালা দিয়ে তাকালেই দেখবেন নিচে পবিত্র মঞ্চ। পার্সানদের সাথে যুদ্ধে বিজয়ের জন্য আজ ওখানে দেবতার কাছে বিশেষ প্রার্থনা করা হবে। আর তার খুশির জন্য নিবেদন করা হবে বিশেষ এক অর্ঘ্য,' বলল রাজা টেনেস।

'তাই নাকি? তা অর্ঘ্য হিসেবে কী নিবেদন করবেন? কোন ছাগল-ভেড়া বা পাখি কিছুই তো দেখছি না। ওগুলোই

Banglabook.org

তো জেরুজালেমের লোকেরা বলি দেয়। এমনকি মিশরীয়দের মতো কোন ফল-পাকুড় বা ফুলের মালাও তো চোখে পড়ছে না। তা হলে ভেট হিসেবে কী দেয়া হবে?'

'না, লেডি, ওসব নয়। দেবতার জন্য আরও মূল্যবান ভেট দিই আমরা। দেবতা মলচের কাছে আমাদের নিজেদের রক্ত বলি দিই আমরা।'

'বোঝাতে চাইছেন, আপনারা আপনাদের সন্তানদের বলি চড়ান?'

'হ্যাঁ, লেডি, আমাদের সন্তান বলি দিই আমরা। আজ অনেক অনেক বলি চড়ানো হবে। আজ আমার নিজের এক সন্তানও বলি দেয়া হবে। বেলটিসের ঘরের প্রথম সন্তান সে। খুব ভালো রাজা হতো ও। কিন্তু উপায় নেই, জনগণের কল্যাণের জন্য বলির বেদীতে উঠতে হবে তাকেও।'

'রাণী বেলটিস কী বলবে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'জানি না। ইসরায়েলের রাজ পরিবারের মেয়ে বেলটিস। ভ্রমণের উদ্দেশে জেরুজালেম গেছে। ও যতদিনে ফিরে আসবে ততদিনে আমার ছেলে দেবতার কাছে চলে যাবে। তখন ও যা-ই বলুক তাতে কিছু আসবে যাবে না।'

এবার সত্যিই আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। একই সাথে যুগপৎ ঘৃণা আর রাগে রীতিমতো অসুস্থ হয়ে গেলাম আমি। বললাম, 'রাজা টেনেস, ওই বেচারী মায়ের কথা একটু ভাবুন। একটু দয়া করুন, রেহাই দিন বাচ্চাটাকে।'

'কীভাবে তা করি, লেডি? আমার প্রজারা যে দুর্ভোগ বইছে, রাজা হিসেবে তার ভাগ যে আমাকেও নিতে হবে। আর আমার ছেলেকে যদি রেহাই দিই, তা হলে সিডনের সমস্ত মায়েরা যে আমাকে দুয়ো দেবে, অভিশাপ দেবে। সুযোগ পাওয়া মাত্রই স্রেফ ছিঁড়ে ফেলবে আমাকে। না, ওকে মরতেই হবে। এটাই পুরোহিতদের সিদ্ধান্ত।'

'পুরোহিতদের দোহাই দিয়ে নিজের মাথা বাঁচাতে

BanglaBook.org

চাইছেন, তাই না?' টেনেসকে খোঁচা দিয়ে আমি বললাম। তারপরই মাথায় একটা আইডিয়া এল। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরী ও অন্যান্য ভৃত্যদের ডেকে বললাম, 'সিডনের সন্তান, রক্ষী ও ভৃত্যরা, এদিকে এসো। আমি, দেবী আইসিসের পুরোহিত ও ভবিষ্যদ্বক্তা কী বলছি, শোনো।' ওরা এলে পরে বললাম, 'আমার বক্তব্য লিখিত আকারে সংরক্ষণ করবে। লিখবে, আমি, আইসিসের কন্যা, সিডনের রাজা টেনেসের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম যে, সিডনের রাণী বেলটিসের প্রথম সন্তানকে যেন বলির বেদী থেকে রক্ষা করা হয়। কিন্তু রাজা আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেননি। এখন কথাগুলো লিখিত আকারে সংরক্ষণ করো, যাও।'

সবাই অবাক হয়েছে। তবে পাথুরে ট্যাবলেটে কথাগুলো লিখে রাখতে ওদের ভুল হলো না। রাজাও কৌতূহলী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এক মুহূর্ত পর সে বলল, 'আমি জানি, আপনি আরবের মেয়ে। আর আপনার মা ছিল মিশরীয়। তাই আপনার ধর্মবিশ্বাসও মিশরীয়দের মতোই। আমাদের রীতি রেওয়াজ সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত কথাগুলো বলেছেন। তাই এবারের মতো ক্ষমা করে দিচ্ছি। তবে, মজার কথা কি জানেন, লেডি? যাদেরকে আপনি আজ সাক্ষী বানালেন, ওরাই ভাববে আপনি উন্মাদ হয়ে গেছেন।'

'জানি। সব শেষ হবার আগে ওরা আমাকে আরও অনেক কিছুই ভাববে। আপনিও ভাববেন। কিন্তু তার আগে ভাবুন লেডি বেলটিস কী ভাববে।'

'পরোয়া করি না। বাদ দিন। আপনার জন্য গহনা পাঠিয়েছিলাম, ওগুলো পরেননি যে?'

'দেবী আইসিসের কন্যার জন্য দেবালয় থেকে দেবীর দয়ায় প্রাপ্ত গহনা ছাড়া আর কোন গহনা পরার অনুমতি নেই। তবে আমি যখন মিশরে ফিরব এগুলো অবশ্যই দেবীর মন্দিরের শোভা বাড়াবে। তাই দেবীর তরফ থেকে আপনাকে

Banglabook.org

ধন্যবাদ জানাচ্ছি, রাজা টেনেস,' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, যখন ফিরবেন। কিন্তু যদি এখানকার রাণী হন তা হলে মিশরে কীভাবে ফিরবেন বলুন তো?' প্রশ্ন করল চতুর টেনেস।

'যখন আমি সিডনের রাণী হব তখন মিশরেরও রাণী হব। এটাই আমাদের চুক্তিতে বলা আছে। রাজার মতো মাঝে মাঝে রাণীকেও তার রাজত্বে যেতে হয়। তা ছাড়া, দেবী এত কিছু দিচ্ছেন আমাকে। তাই ধন্যবাদ জানাতে তাঁর মন্দিরে আমাকে তো যেতেই হবে। এবার বুঝেছেন?' বললাম আমি।

রেগে গেল টেনেস। রাগত স্বরেই সে বলল, 'আপনি খুবই অদ্ভুত এক নারী। এতটাই অদ্ভুত যে, এখন মনে হচ্ছে, আপনার সৌন্দর্যের দিকে নজর দেয়াই আমার উচিত হয়নি।'

'এখনই এই কথা মনে হচ্ছে?' হাসতে হাসতে বললাম। 'শুরুতে আমারও একবার মনে হয়েছিল। এখন আমাকে চাইছেন বটে, কিন্তু পরে কী না কী ভাববেন। যাক, এক কাজ করুন না হয়, চুক্তি ভেঙে দিন, সব চুকিয়ে ফেলুন। আমাকেও মিশরে ফেরত যেতে দিন, কী বলেন?'

'তা পারব না। পারব না, কারণ জাদু-মায়ায় বাঁধা পড়েছি আমি,' বলে উঠে পড়ল সে।

আমি হাসতেই থাকলাম।

টেনেস চলে গেলে পরে জানালার কাছে গেলাম আমি। দেখি, নিচে পবিত্র মঞ্চ ঘিরে প্রায় হাজার দশেক লোক উপস্থিত। পুরোহিতরা ড্যাগনের পায়ের ভেতরে কোথাও আগুন ধরিয়েছে। সেটাই এখন বহুগুণে উত্তপ্ত হয়ে জ্বলছে বিশাল মূর্তিটার ভেতরে। তাপের চোটে এরই মধ্যে ব্রোঞ্জের মূর্তিটার গা টকটকে লাল হয়ে গেছে। ওটার মাথার ওপরে কোথাও একটা চিমনী বানানো আছে। সেটা দিয়ে বগবগ

BanglaBook.org

করে বের হচ্ছে কালো ধোঁয়া। সোজা কথায় মূর্তিটাই পরিণত হয়েছে আস্ত এক ফার্নেসে। একসাথে একসুরে প্রার্থনা করছে সাদা রোব পরা পুরোহিতরা। পালন করছে ওদের ধর্মীয় আচারাদি। তবে ওগুলোর অর্থ আমার জানা নেই। নিজেদের হাতে গভীর ক্ষত তৈরি করছে ওরা। তারপর সেই ক্ষত থেকে বের হওয়া রক্ত নিচ্ছে সামুদ্রিক ঝিনুকের বিশাল খোলে। মূর্তির ভেতর জ্বলতে থাকা আগুনে নিক্ষেপ করছে সেই রক্ত। ওরাকলরা ভবিষ্যদ্বাণী করছে। এরই মাঝে হঠাৎ মঞ্চে উপস্থিত হলো একদল ফর্সা নারী। স্বর্ণের পাতলা পাতে তাদের বুক ঢাকা। কিন্তু এ ছাড়া ওদের গায়ে আর কোন পোশাকের বালাই নেই! ড্যাগনের মূর্তির সামনে এসে উন্মত্তের মতো নাচ শুরু করল ওরা।

কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর হঠাৎ নীরবতা নেমে এল। মঞ্চে এসেছে রাজা টেনেস। তবে কোথা থেকে সে উদয় হলো বলতে পারব না। সম্ভবত এই প্রাসাদ থেকেই। গায়ে জমকালো রোব। ধারণা করলাম, এটা হচ্ছে সিডনদের দেবতা বাল এর প্রধান পুরোহিতের সাজ। তার সাথে এক মহিলাও হাজির হয়েছে। আনুমানিক তিন বছর বয়সের একটা বাচ্চা ছেলের হাত ধরে রাজার পেছন পেছন এগিয়ে যাচ্ছে মহিলাটি। বাচ্চাটির গলায় ঝুলছে ফুলের মালা।

উপস্থিত জনতাকে বাউ করল রাজা। তারপর চিৎকার করে বলল, 'সিডনের জনতা, মহান দেবতা ড্যাগনের খুশি ও সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য প্রথম বলি হিসেবে তার হাতে তুলে দিচ্ছি আমার নিজের সন্তানকে। প্রার্থনা করি আসন্ন লড়াইয়ে আমাদেরকে বিজয়ীর বরমাল্য উপহার দেবেন তিনি।' তারপর মূর্তির দিকে ফিরে বলল, 'ও, ড্যাগন, আমার ছেলেকে নাও। ওর রক্তমাংসে তোমার ক্ষুধা মেটাও আর ওর আত্মাকে মিশে যেতে দাও তোমার মহান আত্মার সাথে।'

জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠল। হিংস্র উল্লাসে চিৎকার করে

উঠল তারা। এর মধ্যেই রাজা ঝুঁকে তার সন্তানের কপালে একবার চুমু দিল। রাজা টেনেসের এটাই ছিল একমাত্র মানবিক কাজ। বাচ্চাটি অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে বাবার রোব আঁকড়ে ধরল। কিন্তু থাবা দিয়ে বাচ্চাটাকে তুলে নিল মহিলাটি।

ওদিকে ড্যাগনের মূর্তির ট্রে ধরে রাখা হাতে মই ঠেকিয়ে তাতে দাঁড়িয়ে আছে এক পুরোহিত। দৌড়ে গিয়ে ক্রন্দনরত বাচ্চাটিকে সেই পুরোহিতের হাতে তুলে দিল মহিলাটি। মুহূর্তখানেক বাচ্চাটিকে তুলে ধরে রাখল পুরোহিত। যেন সবাই দেখে নিশ্চিত হতে পারে এই ছেলেটি নিঃসন্দেহে রাজার ছেলে।

ও, ঈশ্বর! সেই মুহূর্তে বাচ্চাটির মুখটি যেমন হয়ে উঠেছিল তা কোনদিন আমি ভুলতে পারব না, কোনদিন না। বাচ্চাটার আতঙ্কিত চিৎকারে যেন আকাশ বাতাসও কেঁদে উঠল। কিন্তু পুরোহিত নামের শয়তানটার মনে এতটুকু দয়া হলো না। ছেলেটাকে ড্যাগনের হাতে ধরা ট্রের ওপর নামাল পুরোহিত লোকটি। খেয়াল করলাম, আগুনের আঁচ থেকে বাঁচতে পুরোহিতের বুকে একটা ধাতব বর্ম বাঁধা আছে। তারপর বাচ্চাটাকে সে ছুঁড়ে ফেলল মূর্তির আগুনের ভেতর। তারপর বাচ্চাটার আর্তনাদ চাপা দিতে সাথে সাথে একটা মিউজিকাল ইন্সট্রুমেন্ট উচ্চ আওয়াজে বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে প্রার্থনা শুরু করল সে।

আমি উপরে আছি তাই মর্মান্তিক দৃশ্যটার আরও খানিক দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম প্রথমে আগুনে ডুবে গেল বাচ্চাটার শরীর, তারপর চেহারা তারপর ডুবল তীব্র যন্ত্রণায় স্বর্গপানে তুলে ধরা একটা হাত। হাতটা একবার পিটের প্রান্ত খামচে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই নিস্তেজ হয়ে ডুবে গেল আগুনের ভেতর। উফ! কী ভয়াবহ, কী ভয়াবহ! কী নারকীয় বীভৎসতা!

BanglaBook.org

নিঃসন্দেহে স্বর্গে স্থান পাবে ভীষণ অত্যাচারের শিকার এই বাচ্চাটি। কারণ স্বেচ্ছায় নিজেকে সে দেবতা নামের শয়তানের কাছে বলি দেয়নি। ওকে ওখানে ফেলে হত্যা করা হয়েছে।

রাজকীয় বলিদান শেষ কিন্তু সাধারণের বলিদান এখনও অনেক বাকি। কাজেই একের পর এক মহিলারা নিয়ে এল একেকটা বাচ্চা। কখনও পুরুষরাও বাচ্চা নিয়ে এল। শয়তানের মূর্তির ভেতর একের পর এক ছুঁড়ে ফেলা হলো নিষ্পাপ বাচ্চাগুলোকে। একই সাথে চলল মঞ্চ ঘিরে বসে থাকা পুরোহিতদের উচ্চ আওয়াজের প্রার্থনা সঙ্গীত। সেই সাথে চলল উপস্থিত উন্মাতাল জনতার রক্ত-লোলুপ বিকৃত উল্লাসধ্বনি। আর চলল নির্লজ্জ বেহায়া নগ্ন মেয়েদের নাচ নামের উন্মত্ততা। ওদিকে বেচারী মায়েরা শোকে মাতাল প্রায়। মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে একই সাথে কাঁদছে আবার হাসছে।

এই নারকীয়তা আর সহ্য করতে পারলাম না। বিছানায় চলে এলাম। এক নারী ভৃত্যকে দিয়ে জানালার পর্দা নামিয়ে বিদায় করে দিলাম তাকে। বাচ্চাদের খুব পছন্দ করি আমি। আশা-করি, সময় হলে একদিন হয়তো আমার বুকের ওপরও খেলে বেড়াবে আমার নিজের সন্তান। কিন্তু এই রক্ত-লোলুপ লোকগুলো আজ সেই নিষ্পাপ শিশুদের সাথেই এটা কী করল? এরা কি আদৌ মানুষ? সিডোনিয়ানদের প্রতি আমার সমস্ত করুণা শেষ। রক্ত-লোলুপ সিডোনিয়ানরা নামেই মানুষ। আসলে জানোয়ারেরও অধম ওরা। বেশ! রক্তই তো ওদের পছন্দ। ওদের রক্তেই ওদেরকে গোসল করাব আমি। ওরা প্রত্যেকে দোষী, খুনি। শোনো, সিডনের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, শোনো, মহান-লর্ড ও লেডিরা, রাজা থেকে দাস পর্যন্ত আজ উল্লাসকারী, সবাই শোনো। দেবতা নামের শয়তানের কাছে নিষ্পাপদের বলি দিয়েছ তোমরা। দেবী

BanglaBook.org

আইসিসের নামে শপথ করছি, তোমাদের দেবতাকে খুঁজতে নরকের অতল গহ্বরে পাঠাব তোমাদের সবাইকে।

পরদিন সকাল। আমার খাস কামরার বাইরের কক্ষে আমার সামনে বসে আছে টেনেস। গত রাতের ঘটনা আমি ভুলিনি। মন চাইছে টেনেসের গলাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলি। কিন্তু আমি জানি এখনও উপযুক্ত সময় আসেনি। আমাকে ধৈর্য ধরতে হবে। তাই টেনেসের সকৌতুক কথা শুনছি আর ওকে ফিরিয়ে দিচ্ছি দু'ধারি ছুরির মতো দ্ব্যর্থবোধক কথা। যার কোনটার অর্থই সে বুঝতে পারছে না। এরই মধ্যে সে আমাকে জানাল বলি দানের ফল নাকি ফলতে শুরু করেছে। পার্সানদের সাথে একটা লড়াইয়ে জয় পেয়েছে তারা। পারস্য রাজ ওচাসের একটা দলের প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্যকে কচুকাটা করেছে টেনেসের সেনারা। জবাবে আমি বললাম যে, এর চেয়েও ভালো কিছু হবে বলে আমি আশা করছি। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, সিডনের জনসংখ্যা কত। জবাবে রাজা জানাল ষাট হাজার মতো হবে।

আমি বললাম, 'শুনে রাখুন, রাজা; আমি, দেবীর আত্মার অংশ, ভবিষ্যদ্বাণী করছি, আপনারা নির্দ্বিধায় আপনাদের শিশু সন্তানদের বলি দিয়েছেন। বিনিময়ে অগ্নি পূজারী ষাট হাজার খারাপ লোকের বলি নেবে দেবতা। জানেন নিশ্চয়ই, পার্সানরা অগ্নি উপাসনা করে?'

'বাহ! দারুণ ভবিষ্যদ্বাণী, লেডি। তবে কেউ কেউ বলে আমরা সিডোনিয়ানরাও অগ্নি উপাসনা করি,' হাত কচলাতে কচলাতে টেনেস বলছে, 'মানে, গতরাতে যেমনটা দেখলেন, মলচের উপাসনায় আগুন লাগেই। কারণ আগুনের মধ্য দিয়েই বলির ভেট পাঠানো হয় দেবতার কাছে।'

এসবের মধ্যেই আমি খেয়াল করলাম, টেনেসের ভেতর আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে লালসার আগুন। প্রহরীদেরও সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এখন আমি আর টেনেস একদম একা। বুঝতে

BanglaBook.org

পারছি, টেনেসের শয়তানী থেকে বাঁচতে কিছু একটা বুদ্ধি বের করতে হবে। আমি কিছু করার বা বলার আগেই টেনেস শুরু করল, 'সুন্দরীতমা...'

কিন্তু এরপর টেনেসের মুখ থেকে আর একটা শব্দ বের হবার আগে রীতিমত বিস্ফোরিত হলো ঘরের দরজা। প্রবেশ করল অভিজাত এক নারী। মহিলাটি সুদর্শনা, গাঢ় গাত্রবর্ণের অধিকারিণী ও অস্থিরমতি। দেখেই বুঝলাম মহিলাটি ইহুদি। আমাকে একবার দেখল সে। তবে দরজার দিকে পেছন ফিরে বসা টেনেস তাকে খেয়াল করেনি। সম্ভবত ওর মাথায় এখনও খেলে চলেছে আমাকে নিয়ে আকাশকুসুম কল্পনা। পায়ের শব্দে পেছন ফিরে তাকিয়েই আঁতকে উঠল টেনেস। তিন কদম পেছন ফিরে ফিনিশিয়ান ভাষায় কিছু একটা অভিশাপ দিল। তারপর ভীত কণ্ঠে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে, বেলটিস? কী এমন হলো যে এমন তড়িঘড়ি করে ফিরতে হলো তোমায়?'

'মাই লর্ড, জেরুজালেমে আমাকে কিছু ভয়ানক কথা বলেছে জিহোভার এক নবী (ইহুদিদের দেবতার নাম জিহোভা)। তাই আমাকে ছুটে আসতে হলো। আমাদের ছেলে কোথায়, টেনেস? এখানে আসার পথে ওর ঘরেও ঢুকেছিলাম। কিন্তু ওখানেও নেই ও। কোথাও ওকে খুঁজে পেলাম না। ওর নার্সকে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু কেঁদেই চলেছে সে। আমার কোন কথার জবাব দিতে পারেনি। আমার ছেলে কোথায়, টেনেস?'

আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে টেনেস। বলল, 'আমাদের সন্তানকে তুলে নিয়ে গেছে দেবতারা।'

বুক চাপড়ে আহাজারি করতে করতে বেলটিস প্রশ্ন করল, 'কীভাবে নিয়ে গেল, স্বামী?'

একবার ব্রোঞ্জের মূর্তিটার দিকে তাকাল টেনেস। চাইল কথা বলতে, কিন্তু তার গলা জড়িয়ে গেল। তোতলাতে

BanglaBook.org

তোতলাতে আর খাবি খেতে খেতে অ্যা... উঁ... হুমম... হ্যাঁ... ইত্যাদি যা উচ্চারণ করল তার কোন অর্থ হয় না।

হিমশীতল কণ্ঠে লেডি বলল, 'উত্তর দাও।'

সেই মুহূর্তে কিছু একটা হলো আমার ভেতর। যেন কোন আত্মা এগিয়ে নিয়ে গেল আমাকে। ঘোমটা ফেলে এগিয়ে গেলাম আমি। বললাম, 'রাণী, কীভাবে আপনার সন্তান মারা গেছে তা আপনি চাইলে শোনাতে পারি আমি।'

আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল সে। মোহগ্রস্থের মতো মন্তব্যের সুরে প্রশ্ন করল, 'এ কি মানবী, না দেবী? না কোন আত্মা?'

জবাব দিল না কেউ। আমি বললাম, 'জানালাটা দিয়ে নিচে তাকান, রাণী। কী দেখতে পাচ্ছেন?'

'প্রাসাদের মাথা সমান উঁচু ড্যাগনের মূর্তি দেখছি। শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে। এর পেছনে মন্দির আর স্বর্গ ছোঁয়া আকাশ দেখছি,' বলল বেলটিস।

'গতরাতে ওই জানালা দিয়ে আমিও তাকিয়েছিলাম। দেখেছি, গনগনে আগুন পেটে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ড্যাগনের বিশালাকার মূর্তি। আরও দেখেছি, তিন বছর বয়সী কালো চোখের একটা সুন্দর শিশুকে রাজা ঘোষণা করছে নিজের সন্তান বলে। শিশুটিকে এক মহিলার হাতে তুলে দেয়া হয়। মহিলাটি তাকে তুলে দেয় এক পুরোহিতের হাতে। ওই যে মইটা দেখা যাচ্ছে, ওটা বেয়ে শিশুটিকে নিয়ে ওপরে উঠে যায় সেই পুরোহিত। তারপর বাচ্চাটিকে ওই ট্রে'র ওপর বসিয়ে দেয়। পরমুহূর্তেই জোর এক ধাক্কায় দেবতার মূর্তির ভেতরের আগুনে শিশুটিকে ফেলে দেয় ওই পুরোহিত। সম্ভবত স্বর্গে ওকে পুনর্জন্ম নেয়ার জন্য।'

শুনতে শুনতে শীতল হয়ে গেল বেলটিসের চেহারা। টেনেসের দিকে ফিরে প্রায় ফিসফিস করে বেলটিস বলল, 'সিডনের কুত্তা, এই মেয়ের কথা কি সত্যি?'

BanglaBook.org

বিড়বিড় করে টেনেস বলল, 'দেবতা ওকে দাবি করেছে। দেবতার দাবি অগ্রাহ্যের ক্ষমতা কার আছে? প্রজাদের মতো আমিও দেবতার দাবি মেনে নিতে বাধ্য। আর এই বলিদানের ফল হবে পার্সানদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়। তাই বলছি, দেবতা তোমার সন্তানকে নিয়েছে, সেজন্য আফসোস না করে আনন্দ করো।'

মাঠে মারা পড়ল টেনেসের কুযুক্তি। হিসহিসিয়ে টেনেসকে অভিশাপ দিতে থাকল বেলটিস। ইহুদিদের দেবতা জিহোভার নামে টেনেসকে অভিশাপের পর অভিশাপ দিয়ে গেল বেলটিস। রক্ত আর প্রতিশোধের অভিশাপ দিল সে। বলল, 'গেহেন্না' মানে ইহুদিদের ভাষায় নরকে যাবে টেনেস। আগুনের চিমটে দিয়ে অনন্তকাল ধরে টেনেসকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাবে নরকের শয়তানরা। টেনেসকে জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্যও অভিশপ্ত করল রাণী বেলটিস। অবাক কাণ্ড, এত কিছু বলল বেলটিস অথচ একবারও গলা উঁচু করল না। বেলটিস যেন কোন মানবী নয়, আত্মা। যেন টেনেসের নিয়তি হিসেবে নির্ধারিত হয়ে গেল তার কণ্ঠনির্গত শাপ-শাপান্তগুলো।

সহ্য করতে না পেরে হাঁটু মুড়ে বসে কান চেপে ধরল টেনেস। কিন্তু বেলটিস থামছে না দেখে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। বলল, 'ইহুদি জাদুকরী, তোর দেবতার চেয়েও অনেক বড় আমাদের দেবতা ড্যাগন। তোকেও এবার দেবতার কাছে বলি দেব!' বলতে বলতে খাপ থেকে তলোয়ার বের করল টেনেস।

কিন্তু ভয় পাওয়া দূরের কথা, উল্টো গায়ের রোবটা একটানে ছিঁড়ে ফেলল বেলটিস। বলল, 'দে, সিডনের কুত্তা, তলোয়ার বসিয়ে দে! পূর্ণ কর তোর পাপের চক্র। সন্তানকে যেখানে পাঠিয়েছিস, মা-কেও পাঠা সেখানে।'

রাগে হোক, ভয়ে হোক বা উন্মত্ততার কারণে হোক,

Banglabook.org

সত্যি সত্যিই তাকে মেরে ফেলবে বলে তলোয়ার তুলল টেনেস। ঠিক তখনই আমি নাক গলালাম। আমার মাথা থেকে ঘোমটার কাপড়টা খুলে জড়িয়ে দিলাম বেলটিসের মাথায়। টেনেসের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'দেবী আইসিসের পর্দায় অবগুণ্ঠিত হয়েছে সে। মনে আছে নিশ্চয়ই, কারমেলের পাথরে আছড়ে পড়তে যাচ্ছিল আপনার জাহাজ? তখন আইসিসের ক্ষমতার কিছু নমুনা আপনি দেখেছেন। জেনে রাখুন, দেবী যেমন বাঁচাতে পারেন তেমন মেরে ফেলতেও পারেন। এমনকি স্বপ্নে এসেও অনেক কিছু দেখিয়ে যান! সেই দেবীরই আশ্রয়ে এসেছে রাণী বেলটিস। এবার তাকে আঘাত করুন, পরখ করে দেখুন দেবী আইসিসের নবী সত্যি বলছে না মিথ্যা বলছে।'

একবার আমাকে দেখল, তারপর পর্দা জড়ানো বেলটিসকে দেখল, এরপর তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে চলে গেল টেনেস। দরজার খিল লাগিয়ে দিলাম আমি। তারপর ঘোমটা সরালাম রাণী বেলটিসের মাথা থেকে।

বেলটিস প্রশ্ন করল, 'কে আর কী আপনি? এত সাহসই বা কোথায় পেলেন যে টেনেসের প্রাসাদে দাঁড়িয়ে তাকেই বাধ্য করলেন তার ইচ্ছা পূরণ থেকে সরে আসতে? তবে সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতে পারছি না,' বলেই ছুটে গেল তলোয়ারটার দিকে।

ওর উদ্দেশ্য ধরে ফেললাম। তাই ওর আগেই পৌঁছে গেলাম তলোয়ারটার সামনে। এক ঝটকায় সরিয়ে ফেললাম সেটা। বললাম, 'শান্ত হোন, লেডি। আমার কথা শুনুন।'

শীতল কৌতূহলী চোখে আমাকে দেখতে লাগল। বললাম, 'রাণী, আমি দেবী আইসিসের পুরোহিত। সিডন ও টেনেসের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য স্বর্গের হুকুমে আর নিয়তির টানে এখানে এসেছি আমি।'

শুনে রাণী বলল, 'বেশ, তা হলে তোমাকে স্বাগত

BanglaBook.org

জানাচ্ছি আমি, আগন্তুক। বলতে থাকো।'

সংক্ষেপে আমার ঘটনা বললাম, চুক্তির কথাও জানালাম। শুনে সে বলল, 'তুমি তা হলে আমার জায়গায় বসতে চাও, দখল করতে চাও টেনেসকে?'

জবাব দিলাম, 'চুক্তির শর্তগুলো পড়ুন আবার। ওখানে বলা আছে, আমাকে রাণী করতে হলে টেনেসকে সারা পৃথিবী দখল করতে হবে। ওই গর্দভের দ্বারা কি তা সম্ভব? বুঝতে পারছেন না, ওকে স্রেফ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছি আমি? টেনেসকে মৃত দেখতে চাই আমি।'

আসল ঘটনা বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল সে।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'এই কাজে আমাকে সাহায্য করবেন?'

'করব। কিন্তু কী করতে হবে আমাকে?'

'সময়মতো সেটা বলে দেব আমি,' বলে ঝুঁকে ফিসফিস করে কিছু কথা বললাম বেলটিসকে।

'বেশ! আমার মৃত সন্তানের রক্ত আর জিহোভার নামে শপথ করছি, পরিণতি যা-ই হোক, আমৃত্যু তোমার সাথে থাকব আমি। তারপরও যদি টেনেস বেঁচে থাকে তা হলে ওকে বিয়ে কোরো বা যা ইচ্ছা কোরো,' বলল রাণী বেলটিস।

BanglaBook.org

দশ

জানতে পারলাম বেলটিস নিজের দেশে পরিচিত এলিশেবা নামে। বেলটিস আসলে নাম নয়, উপাধি। তাকে এই উপাধি

দিয়েছে সিডোনিয়ানরা।

আমরা দু'জনে একই সঙ্গে থাকতে শুরু করলাম। কারণ দেবীর ঘোমটা পরিয়ে ওকে আমার কাছে আশ্রয় দিয়েছি। বেলটিস নিজেও একা বাইরে যাবার সাহস পায় না। কারণ তা হলে ওকে মেরে ফেলা হতে পারে। তাই আমিও ওকে ছাড়ি না। আর ওর ছেলেকে আমি বাঁচানোর চেষ্টা করেছি জানার পর থেকে আমাকে খুব পছন্দ করে সে। এবং আমার ভালো একজন সঙ্গী সে।

বেলটিসের প্রতিশোধের ইচ্ছা এতই প্রবল যে, কোন কিছুরই পরোয়া সে করে না। এমনকি নিজের প্রাণেরও না। আগেই বলেছি বেলটিস ইহুদি। কাজেই ইহুদিদের মতোই ভীষণ প্রতিশোধপরায়ণ সে। তার সমস্ত ভালোবাসা সে উজাড় করে দিয়েছিল তার সন্তানকে। সেই সন্তানকে খুন করেছে টেনেস। তাই তার প্রতি বেলটিসের ঘৃণার সীমা নেই।

পরে জেনেছি, শুরু থেকেই সিডোনিয়ানদের ভীষণ ঘৃণা করত বেলটিস। স্রেফ রাজনৈতিক কারণে টেনেসের সাথে বেলটিসের বিয়ে হয়েছিল। কাজেই সিডোনিয়ানরা ওর চোখে বিষাক্ত সাপ বিচ্ছুর চেয়ে বেশি কিছু নয়। বলা বাহুল্য, সাপ বিচ্ছুকে সবাই মেরে ফেলতে চায়। তবে বেলটিস বুদ্ধিমতী। নিজের কর্তব্য ভুলে যায়নি সে। সেদিনের শাপ-শাপান্তের জন্য গিয়ে ক্ষমা চায় রাজার কাছে। বলে যে, রাগে শোকে তার মাথার ঠিক ছিল না। তবে এখন সে ঠিক হয়ে গেছে। এমনকি একদিন আমার সামনেই টেনেসকে বলেছে, রাজা যদি আমাকে বিয়ে করে আমাকে রাণী বানাতে চায় তা হলে দ্বিতীয় স্থানে সরতে তার মোটেও আপত্তি নেই। এমনকি রাজা চাইলে নিজের লোকদের কাছে ফিরে যেতেও রাজি আছে সে। কিন্তু রাজার তেমন ইচ্ছা নেই। কারণ তার ভয়, তাতে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে সোনার ডিম দেয়া হাঁস জেরুজালেম। এমনকি প্রবল প্রতিশোধপরায়ণ হওয়ায় শত্রু

শিবিরেও যোগ দিতে পারে তারা। কাজেই বেলটিসের কথা মেনে নিয়েছে টেনেস। আমার সাথে নির্বিবাদে থাকতে দিয়েছে ওকে।

এবার বলব কীভাবে যুদ্ধ এসে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে সিডোনিয়ানদের, সেই গল্প।

বেলটিসের বিশ্বস্ত ইহুদি অনুসারীদের দিয়ে ক্যাপ্টেন ফিলোকে ডাকিয়ে পাঠালাম। ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে আরও দু'জনের সাথে এল সে। ওই দুই লোকের সাথে রাণী কথা বলল। আর ফিলোকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ওর সাথে কথা বললাম আমি। ওকে বললাম, এখনই মেম্ফিসের দিকে রওনা হতে হবে। ওখানে গিয়ে নুটকে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে থাকবে। তারপর আমি এখান থেকে সংবাদ পাঠাব। যদিও এখনও জানি না কীভাবে সেটা পাঠাব। হতে পারে সেটা কোন দূতের মাধ্যমে বা হয়তো আধ্যাত্মিক কোন উপায়ে। খবর পাওয়া মাত্রই ওরা রওনা হবে। এবং এখানে আসার পথে সিডনের কাছাকাছি পৌঁছে প্রতি ভোর রাতে মাস্তুলের ডগায় সবুজ রঙের আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করবে। যাতে আমার বুঝতে ভুল না হয় যে, ওরাই এসে পৌঁছেছে। বাকিটা দেবীর হাতে রইল।

আমার কথামতোই কাজ করবে বলে শপথ করে বলল ফিলো। রাজা বা আর কেউ জানলই না যে, প্রাসাদে এসে আমার সাথে দেখা করে গেছে ফিলো।

ওদিকে জোরেশোরে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেছে টেনেস। সিডনের প্রতিরক্ষা দেয়ালের বাইরে তিন স্তরের পরিখা খনন করিয়েছে, উঁচু করিয়েছে নগরীর বাইরের প্রতিরক্ষা দেয়াল। ভাড়া করেছে দশ হাজার গ্রিক মার্সেনারি। ওদেরই সহায়তায় তাড়িয়েছে ওচাসের পাঁচ হাজার ভ্যানগার্ড (অগ্রবর্তী) সৈন্য। ওদিকে বিশাল সৈন্যদল আর বিরাট নৌ বহর নিয়ে রওনা হয়ে গেছে ওচাস। সেই দলে আছে তিনশ' ট্রাইরেম, পাঁচশ'

Banglabook.org

অন্যান্য পরিবহন নৌযান। এত বড় সেনা অভিযানের কথা ফিনিশিয়ান বা মিশরীয়রাও আগে কখনও শোনেনি।

দিন দুয়েক পরের কথা। আমার চেম্বারে এল টেনেস। রীতিমত বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে তাকে। টেনেসকে বললাম, সে হচ্ছে লড়াকু রাজা। যুদ্ধের খবরে তার উল্লসিত হবার কথা, কিন্তু এমন মলিন হয়ে আছে কেন সে?

জবাবে টেনেস জানাল, গত রাতে স্বপ্নে দেখেছে ওচাসের হাতে পরাজিত হয়েছে সে। সিডন নগরীর দেয়াল থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে তার মৃতদেহ। এতেই সে ভয় পেয়েছে, ভীষণ ভয়। তারপর বলল, 'লেডি, সারা পৃথিবী জয় করার উপায় আমাকে বলে দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন আপনি। এখন সেই সময় হয়েছে, উপায় বলুন। ভীষণ ভয় পাচ্ছি আমি। জানি না ওচাসের বিরুদ্ধে কীভাবে দাঁড়াব।'

হেসে উঠে আমি বললাম, 'যাক, এতদিনে তা হলে আমার পরামর্শ নিতে এসেছেন আপনি। রোডস আর সাইপ্রাসের রাজাদের অনেক দিন ধরে খেয়াল করেছেন আপনি। বলুন এবার, কী শিখলেন ওদের কাছ থেকে?'

'যা-ই শিখি না কেন, বিশাল বড় সেনাদল নিয়ে বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতো আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে পার্সানরা। এমন অবস্থায় ওসব কৌশল কী কাজে আসবে?' বলল হতাশ টেনেস।

'বুঝতে পারছি না। মনে হয় আপনার দুঃস্বপ্নই সত্যি হতে যাচ্ছে...' বলে থেমে গেলাম আমি।

'লেডি, আমি এখন কী করব বলে দিন।'

'পাগলের মতো ওচাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন আপনি,' বললাম আমি।

'কিন্তু ওচাসের বিরুদ্ধে আমাকে যে লড়তেই হবে,' বলল টেনেস।

'সব শত্রুকেই মিত্রে পরিণত করা যায়। আগেও বলেছি,

BanglaBook.org

ওচাসের শত্রু না হয়ে বন্ধু হোন। মিশরীয়রা আপনার কে হয়? নেকটানেবিসকে বাঁচাতে ওচাসের তলোয়ারের তলায় নিজের গলা পেতে দিচ্ছেন কেন?’

‘মিশরীয়দের নিয়ে না হয় চিন্তা করলাম না। কিন্তু সিডন? সিডনের কী হবে? একে হারানোর ঝুঁকি আমি নিতে পারব না।’

আবার হাসলাম আমি। বললাম, ‘মানুষের কাছে কোন্‌টা বেশি পছন্দের, নিজের প্রাণ নাকি অন্যের? চাইলে লড়তে লড়তে মরতে পারেন। অথবা ওচাসের সাথে সন্ধি করতে পারেন। লোকে বলে ওচাস নাকি যথেষ্ট ভদ্রলোক। যে তার জন্য কাজ করে তাকে যথার্থ মূল্য দেয় সে।’

ভীষণ রেগে গেল টেনেস। বলল, ‘বলতে চাইছেন নিজের লোকদের সাথে বেইমানি করে ওচাসের সাথে হাত মেলাব আমি?’

‘আমার কথা শুনে তেমনই মনে হতে পারে। তবে আপনার লক্ষ্য অনেক বড়। সারা পৃথিবী জয় করতে চান আপনি। সেই সাথে চান আমাকেও। আমার জ্ঞান বলছে, কেবল এভাবেই “আপাতত” নিজেকে বাঁচিয়ে “পরে” সারা দুনিয়া দখল করতে পারবেন আপনি। সেই সাথে পাবেন আমাকে। অথবা লড়াই করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ক’দিনের মাঝেই ধ্বংস হবে সব। আপনার হাড় কুরে কুরে খাবে পোকারা। পরামর্শ চেয়েছেন, পরামর্শ দিলাম। এখন সিদ্ধান্ত আপনার। তবে জেনে রাখুন, কী সিদ্ধান্ত নিলেন তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। আপনি মারা পড়লে বা বন্দি হলে আমি মিশরে ফিরে যাব।’

‘না, তা হচ্ছে না। যা-ই হারাতে হোক, আপনাকে আমি হারাতে পারব না। তা ছাড়া, পার্সানরা খুব বেশি শক্তিশালী। মিশরের ওপরও খুব বেশি নির্ভর করতে পারছি না। কারণ ওদের ওপর নিজের ভার চাপালে ওরাই আমাকে নিয়ে

BanglaBook.org

মাটিতে আছড়ে পড়বে। সিডোনিয়ান বদমাশদের কথা আর কী বলব, ওরাও আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর তুলছে, আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। সাহস করতে পারলে মেরেই ফেলত হয়তো। পুরোহিতদের খুশি করতে নিজের সন্তান বলি দিয়েছি বলে আড়ালে আবডালে আমাকে সন্তান হত্যাকারী বলে ডাকে ওরা।'

নির্বিকার কণ্ঠে বললাম, 'হয়তো। তবে জনতা তো জনতাই। হাওয়া যেদিকে যায় তারা সেদিকেই পাল তুলে নৌকা ভাসায়। তবে অন্যকে নিয়ে চিন্তা করার আগে নিজের ভালো-মন্দ নিয়ে চিন্তা যে করে সে-ই জ্ঞানী।'

'আপনার পরামর্শ নিয়ে আমার গ্রিক জেনারেল মেনটরের সাথে কথা বলব। লোকটা বেশ দূরদর্শী,' বলে চলে গেল টেনেস।

মনে মনে হাসতে হাসতে নিজেকেই আমি বললাম, 'বিষ কাজ করা শুরু করেছে।' তারপর বেলটিসকে ডাকলাম। টেনেস আর আমার কথাবার্তা সম্বন্ধে জানালাম। শুনে ও প্রশ্ন করল, 'টেনেসকে এই পথে ঠেলে দিচ্ছ কেন, আয়েশা?'

জবাবে বললাম, 'ওকে নরকে পাঠাতে। মনে নেই, আপনার চরেরা ওচাসের সম্বন্ধে কী জানিয়েছে? ওরা বলেছে ওচাস সবচেয়ে সুবিধাবাদী লোক। ওর মৈত্রী চাইলেই পাওয়া যায়। কিন্তু দরকার শেষে মিত্রকে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলতে এক মুহূর্ত সময়ও নেয় না সে। অর্থাৎ টেনেসের ধ্বংস অনিবার্য। স্বর্গ থেকে আমার কাছে এই কাজ করারই হুকুম এসেছে। সন্দেহ নেই, কোন না কোনভাবে স্বর্গের রাণীকে রাগিয়ে দিয়েছে টেনেস।'

'তা হলে তা-ই হোক। নরকে যাক টেনেস, সাথে যাক সমস্ত সিডোনিয়ানরা,' বলল বেলটিস।

ওচাসের কাছে গেল টেনেসের দূত। সে সংবাদ নিয়ে গেল যে, রাজা টেনেস ওচাসের কাছে সিডন সমর্পণ করতে

BanglaBook.org

রাজি। তবে এজন্য তার দাবি, যুদ্ধের পর মিশর আর পুরো ফিনিশিয়া তার অধীনে দিতে হবে, সাথে সাইপ্রাসও দিতে হবে। ওচাস এই সব শর্ত পূরণ করবে বলে কথা দিয়ে দূত পাঠাল। এবং নিজের অগ্রযাত্রা বজায় রাখল। তারপর সিডন থেকে একটু দূরে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে থামল তার বাহিনী। তখন ওচাসের সাথে দেখা করতে পর্যাপ্ত উপহার ও শতাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সাথে নিয়ে এগিয়ে গেল স্বয়ং রাজা টেনেস। কিন্তু ওখানে টেনেসের দলের সবাইকেই জবাই করে হত্যা করল ওচাসের লোকেরা। পালাতে পারল একা কেবল টেনেস। সিডনে ফিরে এল সে। সাথে গল্প নিয়ে এল যে, একটা অ্যাম্বুশের ভেতর পড়েছিল সে। নিজে কোন মতে পালাতে পারলেও বাকিদের ফেলে আসতে হয়েছে তাকে।

শুনে কেবল আমিই বুঝলাম যে, শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। ওদিকে নেকটানেবিসের সহায়তা চেয়ে দূত পাঠিয়েছে টেনেস। ওই জাহাজের এক নাবিক রাণী বেলটিসের একান্ত অনুগত চর। তার জুতোর ফাঁপা সোলের ভেতরে করে ফিলো আর নুটের জন্য লিখিত চিঠি নিয়ে গেল সে। একই সঙ্গে নুটের শেখানো পদ্ধতিতে তার আত্মার কাছে প্রতিরাতেই আমি খবর পাঠাতে থাকলাম। অবাক কাণ্ড, এক রাতে তার আত্মার কাছ থেকে সত্যিই ফিরতি জবাব পেলাম। নুট বলল যে, আমার কথা বুঝেছে। এখন যা যা প্রস্তুতি নেয়ার তা নিয়েই রওনা হবে সে।

সিডনের সর্দারদের নিয়ে রাজ প্রাসাদের দরবার কক্ষে পরামর্শ সভা বসিয়েছে টেনেস। উঁচু এক গোপন কক্ষ থেকে ওখানে আগত সর্দারদের দেখছি আমি আর বেলটিস। সর্দারদের মধ্যে সন্দেহের পোকা ঢুকে গেছে। কারণ অ্যাম্বুশ থেকে একা কেবল টেনেস ফিরতে পেরেছে এটা তারা কেউই বিশ্বাস করছে না। ফলে তিক্ত একটা সভা হলো সেটা। কিন্তু

Banglabook.org

টেনেস লোকটা সিডনের তো বটেই সাথে মিথ্যুকদেরও রাজা। দারুণ সাজিয়ে গুছিয়ে ওদেরকে তার পালানোর গল্পটা শোনাল টেনেস। ভাবটা যেন স্বয়ং দেবতারা ওকে বাঁচিয়ে এনেছে, যাতে সিডনের সাধারণ মানুষদের বাঁচাতে পারে সে। আসলে টেনেসের বিরোধিতা করবে এমন সবাইকে প্রথম ধাক্কায়ই চিরতরে সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছে টেনেস।

এদিকে যুদ্ধের গতিপথ আন্দাজ করে ফেলেছে সাধারণ সিডোনিয়ানদের অনেকে। ফলে প্রতিদিনই সাগর বা অন্যান্য পথে সিডন ছেড়ে পালাচ্ছে তারা। দিন দুয়েকের মাঝেই এক তৃতীয়াংশ লোক দেশ ছেড়ে পালাল। তাদের মধ্যে এমনকি কয়েক হাজার যোদ্ধাও আছে। ক্যাপ্টেনরা বুঝতে পারছে ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে নগরীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। সাথে সাথে সীমানা দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় প্রহরা বসানো হলো। ঘোষণা করা হলো: পলায়নরত যে কাউকে দেখা মাত্রই হত্যা করা হবে। ওদিকে টেনেসও বুঝতে পারছে যে ওর প্রাণ সংশয়ে পড়েছে। তাই সিডনের নাগরিকদের বলল, ওদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। তাতে মরতে হলেও আপত্তি নেই ওর।

Banglabook.org

সিডনের বন্দরে চলে এসেছে ওচাসের সেনা ও নৌবাহিনী। যুদ্ধ জাহাজগুলোর আলোয় বন্দর এলাকা প্রায় দিনের মতো আলোকিত হয়ে আছে সবসময়। সিডোনিয়ানরা তাদের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছে আর বুক চাপড়ে কাঁদছে। প্রতি ঘণ্টায় গুপ্তচরেরা এমন সব দুঃসংবাদ নিয়ে আসতে লাগল যে ভয়েই সিডোনিয়ানদের 'গলে' যাওয়ার অবস্থা। এটাও স্পষ্ট যে, ওদের জয়ের আর কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু কেউ আন্দাজ করতে পারেনি যে প্রজাদের সাথে বেইমানি করেছে স্বয়ং ওদের রাজা টেনেস।

আবার কাউন্সিলের সভা ডাকা হলো। তাতে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, যেহেতু এখন আর কোন বিকল্প পথ খোলা

নেই, তাই ওচাসের হাতে নগর সমর্পণ করা হবে। তবে সম্মানজনক শর্তের মাধ্যমে। প্রথমে তাতে প্রতিবাদের ভান করল টেনেস। তারপর ভাব দেখাল যেন অন্যদের চাপে পড়ে এতে সম্মত হয়েছে সে। ওচাসের কাছে দূত পাঠানো হলো। এদিকে দেবতা ড্যাগনের কাছে বলি দেয়া হলো অজস্র শিশু, যেন স্বর্গের সুদৃষ্টি পায় সিডোনিয়ানরা! অবস্থা এমন হলো যে, 'পবিত্র মঞ্চ'-এর এমন এক ইঞ্চি জায়গা বাদ থাকল না যেখানে বলি দানকৃত মানুষদের রক্ত নেই। রক্তের নহর বয়ে গেল চারদিকে।

এরই মধ্যে ওচাসের কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছে দূত। ওচাস খবর পাঠিয়েছে, সিডনের পাঁচশ' গণ্যমান্য লোক শহরের দেয়ালের বাইরে এসে ওচাসের হাতে শহর সমর্পণ করবে। তারা না এলে পুরো শহর ওলট পালট করে ফেলবে ওচাস। হত্যা করবে দেয়ালের ভেতরে থাকা প্রতিটা মানুষকে। এদের সাথে ওচাসের এক পার্সান দূতও এসেছে। টেনেসের জন্য চিঠি এনেছে সে। টেনেস এখন আমার পরামর্শ ছাড়া কিছুই করে না। তাই চিঠিটা নিয়ে সরাসরি আমার কাছে চলে এসেছে সে।

চিঠির মূল কথা: ওচাসের হাতে সিডন তুলে দিতে হবে। বিনিময়ে ওচাস তার সমস্ত দেব-দেবীর নামে শপথ করে বলেছে যে, এত বড় পুরস্কার দেবে যা টেনেস স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। সেই সাথে তার জেনারেল মেনটর দ্য রোডিয়ানকে উপহার দেবে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ। এমনকি তার সৈন্যবাহিনীর বড় একটা অংশের কমাণ্ডও তুলে দেবে তার হাতে। কিন্তু টেনেস যদি শহর সমর্পণ না করে তা হলে, অন্য সিডোনিয়ানদের সাথে আপাতত সন্ধি করবে ওচাস। তারপর ওদের কাছে ফাঁস করে দেবে টেনেসের ষড়যন্ত্র। নিশ্চিত করবে সিডোনিয়ানদের হাতেই যেন টেনেসের নির্মম মৃত্যু হয়। তারপর শহরে ঢুকে নারী, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে

BanglaBook.org

সবাইকেই হত্যা করবে। চিঠির দ্রুত জবাব চেয়েছে ওচাস।

আমার পরামর্শ চাইল টেনেস। প্রশ্ন করল যে, ওচাসকে কী জবাব দেবে।

বললাম, 'আমি কেবল পরামর্শ দিতে পারি। তবে সিদ্ধান্ত আপনার। আমার মনে হচ্ছে সিডনের নাগরিকদের বাঁচানোর জন্য আপনি যদি আত্মবলি দেন তাতেই আছে আপনার জন্য রাজাসুলভ সম্মান। কিন্তু কথা হচ্ছে, সম্মান জিনিসটা আসলে কী? আর পেলেই বা সম্মান আপনার কোন্ কাজে লাগবে যখন উন্মত্ত জনতা আপনাকে ওই পবিত্র মঞ্চে নিয়ে গিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলবে? তা ছাড়া সম্মান কি আপনাকে ওচাসের প্রতিশ্রুত পুরস্কার এনে দিতে পারবে? সন্দেহ কী, ওচাসের সাথে থাকলে খুব অল্প সময়েই মিশর, ফিনিশিয়া আর সমস্ত পূর্বাঞ্চলের দখল নিতে পারবেন আপনি। তা ছাড়া ওচাসও মরণশীল মানুষ। ওকেও মেরে ফেলা সম্ভব। কীভাবে তা করা যায় সেটাও বলে দিতে পারব। বলুন দেখি, ওর সিংহাসনে বসার জন্য আপনার চেয়ে উপযুক্ত আর কে আছে? সবশেষ কথা হচ্ছে, ধরে নিলাম, সিডনের নাগরিকদের জন্য লড়াই করে সম্মানের সাথেই আপনি মারা গেলেন। কিন্তু তাতে কি আমাকে পাবেন? আমার যা বলার ছিল বলেছি। এখন বিচার বিবেচনা করে আপনি সিদ্ধান্ত নিন,' বলে আমার ঘোমটা ফেলে দিলাম। ভেতরে ভেতরে হাসতে লাগলাম আমি।

দ্বিধাগ্রস্ত টেনেস আপন মনেই বলছে, 'পুরো ব্যাপারটাই ভীষণ জটিল হয়ে উঠেছে। সবকিছু নির্ভর করছে মেনটরের ওপর। আমার সাথে যোগ না দিলে সমস্যা। আবার আমার ষড়যন্ত্রের কথা জানলে জাহান্নাম পর্যন্ত ধাওয়া করবে আমাকে। পালিয়ে ওচাসের সাথে গিয়ে যোগ দিলেও কথা একই দাঁড়ায়। অর্থাৎ মেনটর যদি আমার সাথে যোগ দেয় তা হলেই কেবল সিডনের সদর দুয়ার ওচাসের জন্য খুলে দেয়া সম্ভব। কেবল তখনই এখান থেকে বেঁচে বের হয়ে গিয়ে

BanglaBook.org

পুরস্কার আদায় করতে পারব আমি,' বলল টেনেস।

'বাহ্, আপনার অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেছে। এই তো, দুনিয়া শাসনকারীর মতো কথা। আমার লর্ড হিসেবে এমন লোকই তো আমি চাই (!)। ওচাসের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ তো কেবল উন্নতির প্রথম ধাপ মাত্র। সবার ওপরে আপনাকে দেখতে চাই আমি, দেখতে চাই উন্নতির শিখরে, ওই তারাগুলোর কাছে। আপনিও জানেন, টেনেস, সিডোনিয়ানরা আপনাকে ঘৃণা করে। গতকাল আপনি ওদের কাছে যাবার সময় আমি দেখেছি, পেছন থেকে আপনার পিঠে ছুরি বসাতে চাইছিল একজন। তখন আরেকজন হাত ধরে থামিয়ে দেয় তাকে। তার ভাবটা ছিল, "এখনও সময় আসেনি"। আসল সত্য জানতে পারা মাত্রই আপনাকে ড্যাগনের পেটের ভেতর ছুঁড়ে ফেলবে ওরা। কাজেই, এখনই মেনটরকে ডাকুন। ওর মনোভাব জেনে নিন,' বললাম আমি।

মেনটরকে ডাকতে লোক গেল। এর মধ্যে আমার হাতে চুমু খেতে দিলাম টেনেসকে। যেন বড়শিতে আরও ভালোভাবে গেঁথে যায় সে।

একজন সহকারীকে সাথে নিয়ে হাজির হলো গ্রিক জেনারেল মেনটর। এই লোকটার লোভ খুব বেশি। স্বর্ণ, ওয়াইন আর নারীলিপ্সা তিনটিই তার তীব্র। কাজেই, যে-ই সবচেয়ে চড়া দাম দেবে তার কাছেই নিজেকে বিক্রি করতে রাজি সে। সুকৌশলে তার কাছে কথা পাড়ল টেনেস। তারপর ওচাসের পাঠানো সংক্ষিপ্ত চিঠিটা দেখাল।

সব শুনল মেনটর। তারপর প্রশ্ন করল, 'আইসিস কন্যা কী বলে? আমার যতদূর মনে পড়ে একে আইসিসের অন্যতম প্রধান ওরাকল বলা হচ্ছিল। ডাকা হচ্ছিল জ্ঞানের কন্যা নামে। বলা হচ্ছিল তার ভবিষ্যদ্বাণী কখনও ভুল হয় না। তার বক্তব্য কী?'

তখন আমি বললাম, 'আইসিসের কন্যা ভাবে যে,

BanglaBook.org

একদিন বিরাট এক জেনারেল হবে মেনটর। কিন্তু সিডোনিয়ানদের মাঝে সে ঝোপের জঙ্গলে একাকী বৃক্ষ। এখানে থাকলে পুড়ে খাক হওয়া সিডনের ফ্লিটের মতো বিরাট এক আগুনের জ্বালানী হওয়াই তার নিয়তি।'

হেসে ফেলল মেনটর। কারণ আগেই সে ওচাসের সাথে হাত মিলিয়েছে। এবার টেনেসের সাথেও হাত মেলাল। চল্লিশ হাজারের মতো সিডোনিয়ান, যারা ওদের ওপর ভরসা করেছিল তাদের নিয়তিও নির্ধারিত হয়ে গেল ওই সময়।

যা হোক এভাবেই নির্ধারিত হয়ে গেল টেনেস আর সিডোনিয়ানদের নিয়তি। টেনেসের ভাগ্যে যে নরক লেখা আছে তা তো আগেই বলেছি। আমি তো স্রেফ দৈব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করেছি। জেনারেল মেনটরের ব্যাপারে বলার কিছু নেই। টেনেসের কপালে ধ্বংস লেখা থাকলেও একই জিনিস মেনটরের কপালে নেই। অন্তত এখনই নেই। কিছুদিনের জন্য হলেও ওচাসের সেবা করার সুযোগ পেয়েছে সে। পরে ওর কী হয়েছে তার খোঁজ আমি আর রাখিনি।

যা হোক, ওচাসের দাবি মোতাবেক পাঠানো হলো পাঁচশ' গণ্যমান্য ব্যক্তিকে। ওই দলে সিডোনিয়ানদের অনেক পুরোহিতও গেল। আহ, ওই পুরোহিতদের যেতে দেখে কী ভালোই না লাগল আমার। ওদের নিয়ে তামাশা আর অপমানের চূড়ান্ত করল ওচাস। ওদের বলল সিডনের দিকে দৌড়াও। তারপর ওদের পেছনে লেলিয়ে দিল ওর ঘোড়সওয়ারদের। বর্শা আর তলোয়ারের আঘাতে ওদের পরপারের পথে রওনা করিয়ে দিল স্বয়ং ওচাস আর তার সৈন্যরা।

এই ঘটনা সিডোনিয়ানরাও দেখল। যুগপৎ রাগ ও আতঙ্কে পাগল হয়ে গেল সিডোনের বাসিন্দারা। হাজারে হাজারে লোক জড়ো হলো পবিত্র মঞ্চে। সবাই মিলে টেনেস

BanglaBook.org

আর মেনটরের খোঁজে রওনা হলো প্রাসাদের দিকে। কারণ ওরাও ততক্ষণে বুঝে গেছে, ওদের সাথে বেইমানি করেছে স্বয়ং রাজা আর সেনাপতি। অবশ্য পেছন থেকে নিজের অনুগত ইহুদিদের দিয়ে কয়েকটা সুতোয় টান দিয়েছে রাণী বেলটিস। জানিয়ে দিয়েছে রাজা আর সেনাপতির বেইমানির কথা।

কিন্তু এখানে এসে ঘটনায় একটু প্যাঁচ লেগে গেল। জনতা বলছে সিডনে আমার উপস্থিতির কারণেই নাখোশ হয়েছে দেবতা। তাই আমাকেও এখন বলি দিতে হবে। ভয়ই পেয়ে গেলাম। তারপর খানিক চিন্তাভাবনার পর মনে হলো যে, না, সাহস হারাব না। দৃঢ়চিত্তে সবকিছুর মোকাবেলা করাই উত্তম। টেনেসকে ডেকে পাঠালাম। ও এলে ওকে বললাম, 'স্বর্গের সিদ্ধান্ত জেনে রাখুন। আমি দেবী আইসিসের নবী, জ্ঞানের কন্যা, আপনার কারণে আটকে গেছি এখানে। তাই আপনার ভাগ্যও আমার সাথে একই সুতোয় গাঁথা। আমার মৃত্যুর এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনারও নিশ্চিত মৃত্যু হবে। কাজেই অগ্রিম বিদায় জানিয়ে রাখুন।'

জবাবে টেনেস বলল, 'জানি। খুব ভালোভাবেই জানি যে, আপনি না থাকলে পুরো পৃথিবীর রাজা হওয়া আমার একার দ্বারা সম্ভব না। আপনাকে আমার স্ত্রী করতে চাই। কিন্তু তারপরও...' এক মুহূর্ত থেমে বলল, '...কারও কারও মনে হচ্ছে আপনার জ্ঞান আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের পথে,' বলে সন্দেহযুক্ত, দ্বিধাগ্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমি বললাম, 'ভয় নেই। গভীর রাত পার না হলে যেমন সূর্য ওঠে না, তেমনই অপার দুর্ভাগ্য পাড়ি না দিলে বিজয়ের মিষ্টি স্বাদও পাওয়া যায় না। এই ঝামেলা পার হতে পারলে ইতিহাসের পাতায় চির অম্লান হয়ে রইবে আপনার নাম।' মনে মনে অবশ্য বললাম, পার্সানরা যদি তোর শরীরটা কুকুর দিয়ে না-ও খাওয়ায় তবুও ওদের হাতেই তোর মৃত্যু

BanglaBook.org

নিশ্চিত।

আগে থেকেই ভোর রাতে উঠে প্রার্থনার অভ্যাস আমার ছিল। সাথে যোগ হয়েছে রোজ ভোরে প্রাসাদের ছাদে উঠে হাঁটা। হাঁটি আর ভাবি সিডনের পতন তো নিশ্চিতই। কিন্তু ওচাস যখন সিডনের দেয়াল ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়বে আমার মাথাটা তখন বাঁচাব কী করে। তবে হ্যাঁ, দেবীর ওপর থেকে একবারের জন্যও ভরসা হারাইনি। কারণ আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, আমি হচ্ছি সেই শক্তির অংশ যে সমগ্র মানবকুল আর প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই আমার কীসের ভয়? আর এখানে আমি যা করেছি, তা-ও তো তাঁর হুকুমেই করেছি। কেন? সেই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর আমার জানা নেই। তদুপরি আমার অনেক কাজ এখনও বাকি। কাজেই আমাকে ছুঁড়ে ফেলা হবে না সেই ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত। তাই বিপদ যত বড়ই হোক, নির্বিঘ্নে তা আমি পার হয়ে যাব বলেই আমার বিশ্বাস। তবে কিনা, আমিও আর দশজন নারীর মতোই। কাজেই দেবীর কাছে আশ্রয় চেয়ে প্রার্থনা করতে শুরু করলাম আমি। সেই সাথে নুটের জাহাজের খোঁজে দৃষ্টি রাখলাম দিগন্তের পানে। তখনই দেখলাম, দিগন্তের ঠিক ওপরে ওচাসের জাহাজগুলো থেকে অনেক দূরে জ্বলছে সবুজ একটা আলো। জাহাজটা দাঁড়িয়েছে দিগন্তের ঠিক পেছনে। মাস্তুলের ডগাটা কেবল দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন পানিতেই বুঝি আগুন জ্বলে আছে। মিনিট পঁচিশের মতো জ্বলল আলোটা। পুরো সাহস ফিরে পেলাম আমি। বুঝলাম আধ্যাত্মিক উপায়ে হোক বা লিখিত বার্তাই হোক, একভাবে না একভাবে খবর পেয়ে গেছে নুট। তাই আমাকে উদ্ধার করতে আসছে ফিলো আর সে। নিশ্চিত হতে আরেকবার ছাদে উঠলাম। ওই তো, সাগরে বিশাল একটা ট্রাইরেমের মাস্তুল-চূড়ায় সবুজ আলো জ্বলছে। অপেক্ষা করছে আমার জন্য। কিন্তু কীভাবে যাব?

BanglaBook.org

নিজেদের দায়িত্ব পালন করল মেনটর আর টেনেস। খুলে দিল প্রাচীরের প্রথম ফটক। ঢুকে পড়ল পার্সান সৈন্যদল। আপন ভাইয়ের মতো তাদেরকে স্বাগত জানাল গ্রিক সৈন্যরা। কারণ আগেও তাদের সাথে ওচাসের অধীনে কাজ করেছে গ্রিকরা। স্রেফ দাঁড়িয়ে থেকে এই অঘটন ঘটতে দেখা ছাড়া সিডোনিয়ানদের আর কিছু করার রইল না। ভবিতব্য মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ওদের নেই। কিন্তু তাই বলে দায়ী মানুষটিকে ওরা ছাড়বে কেন? পবিত্র মঞ্চে জড়ো হলো সিডনের নাগরিকেরা। উদ্দেশ্য টেনেসকে ধরে তার 'পাওনা' পরিশোধ করা।

এদিকে প্রাসাদে বসে আছে টেনেস। ঘামছে আর পরিত্রাণের উপায় খুঁজছে। তখন আমি আর বেলটিস শুরু করলাম মায়াজাল বিছানোর কাজ। দু'জন মিলে রাজাকে সাহস দিলাম। বললাম, 'সাহস রাখুন, রাজা। সারা দুনিয়ার রাজা হওয়া মোটেও সহজ কাজ না। এই পথ খুব খাড়া আর পিচ্ছিল। কিন্তু ভাবুন, একবার দুনিয়ার রাজা হয়ে গেলেই তো সবকিছু আপনার মুঠোর ভেতর। সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে আপনার নাম। এখন অন্য প্রসঙ্গে বলুন। সবকিছু শেষের পথে। আমরা, আপনার রাণীরা, এখান থেকে পালাব কীভাবে?'

'সবকিছুর প্রস্তুতি নেয়া আছে। রাজকীয় জেটিতে প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে আমার বার্জ। এখান থেকে একটা লুকানো পথ দিয়ে বোট হাউস পর্যন্ত যাওয়া যায়। জেটিতে আমাদের অপেক্ষায় রাত দিন প্রস্তুত হয়ে বসে আছে একদল গ্রিক। ওরাই দাঁড় বাইবে। বিরাট অঙ্কের পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছি ওদের জন্য। ওরাই দাঁড় বেয়ে বিশেষ একটা জায়গায় আমাদের নিয়ে যাবে। সেখানেই ওচাসের সাথে আমাদের দেখা হবে। তবে আমার মনে হচ্ছে, ওচাসকে স্বাগত জানাতে মেনটরের সাথে আমারও ফটকে অপেক্ষা

Banglabook.org

করা উচিত, যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ওচাসের হাতে শহর তুলে দেয়া যায়। কিন্তু, জ্ঞানের কন্যা, আমার মনে হয় তার আগেই আপনার আর বেলটিসের শহরের বাইরে চলে যাওয়া উচিত। অবশ্য আপনার সাথে যাওয়া না যাওয়া বেলটিসের ইচ্ছা,' বলল টেনেস।

'ঠিক বলেছেন। একজন মহান রাজা রাতের আঁধারে চোরের মতো পালিয়ে যাবে সেটা ভালো দেখায় না। তার চেয়ে ওচাসই আসুক। তখনই না হয় তার সাথে দেখা করতে যাবেন আপনি। তারপরই আমাদের যাওয়া না যাওয়া নিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া যাবে,' বললাম আমি।

'ঠিক, লেডি। এই আংটিটা রাখুন,' বলে আঙুল থেকে একটা আংটি খুলে আমার হাতে দিল টেনেস। বলল, 'যে-ই এ আংটিটা দেখবে আপনার হুকুম পালন করবে। আমিও ওদেরকে একই হুকুম দিয়ে রাখব,' বলে আমাকে বিদায় দিয়ে বলল, 'আবার দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত বিদায়।' চলে গেল টেনেস।

এই ঘটনার পর এক ঘণ্টা পার হবারও আগে রাজার কাছে এল মেনটর। তার চোখে বিপর্যস্ত দৃষ্টি। বলল, 'জিউসের কসম, একটা অঘটন ঠেকানো সম্ভব হয়নি। আপনার প্রজারা সব এক হয়ে পরামর্শ করেছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে শহর ওচাসের হাতে তুলে দেবে না তারা। তার চেয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দেবে। তারপর স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দেবে সবাই। ওই দেখুন, ওরা আগুন জ্বালিয়েও ফেলেছে।'

জানালা দিয়ে দেখা গেল মশাল হাতে ছুটোছুটি করছে কিছু লোক। ক্রন্দনরত মহিলা আর শিশুদের ধাওয়া করে ঘরে আর মন্দিরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে সেগুলোর দরজা জানালা বন্ধ করে দিচ্ছে কিছু লোক। কিছুক্ষণের ভেতরই ঘরগুলোর ভেতর থেকে ধোঁয়ার দমক বের হতে শুরু করল। কিছু লোক

এভাবে মরতে ইচ্ছুক না। তারা ছুট দিল গ্রিকদের ক্যাম্প আর সদর ফটকের দিকে। আমার ধারণা, এভাবে বিশ হাজারের মতো লোক পালাতে চেয়েছে। যদিও পরে ওচাসের হাতে এদের অনেকেই ধরা পড়ে কল্লা হারিয়েছে, অনেককে আবার বন্দি করে দাস বানিয়েছে ওচাস।

চোখের সামনে প্রাণ দিল এতগুলো মানুষ। খুব, খুব খারাপ লাগছে। বার বার মনে হচ্ছে ওদের ওপর থেকে যদি এই অভিশাপ তুলে দিতে পারতাম! কিন্তু জানি তা সম্ভব না। কারণ, ওরা ওদের পাওনা পেয়েছে। আমি তো নিয়তি নির্ধারিত একটা মানুষ মাত্র, যে এই অভিশাপ আসার পথ সুগম করেছি। এবং আমি নিজেও নিয়তিরই সুতোয় বাঁধা পুতুল। তা ছাড়া টেনেসের হাত থেকে বাঁচতে এ ছাড়া আর কোন উপায়ও আমার ছিল না।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের আতঙ্ক লুকানোর চেষ্টা করছে বেইমান টেনেস। হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠল সে। পরমুহূর্তেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ওভাবেই বলল (পড়ুন নিজেকে শোনাল), 'দেবতারা সত্যিই ন্যায্য বিচার করেন। যারা তাদের রাজাকে মারতে চেয়েছিল তারা নিজেরাই আজ আগুনে পুড়ে মরছে। অবশ্যই দেবতারা ন্যায্য বিচারক। এখন পালানোর সময় হয়েছে। চলো, মেনটর, ওচাসের ক্যাম্পের দিকে রওনা হই। ওর প্রতিশ্রুত পুরস্কার বুঝে নেয়ার সময় হয়েছে।'

কিন্তু মেনটর সেখানে নেই। আগেই পালিয়েছে সে। ঘরে আছি আমি, রাণী বেলটিস আর রাজা টেনেস। ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ফিরল রাণী। তারপর রাজা কিছু বোঝার আগেই তার কোমর থেকে ছিনিয়ে নিল স্বর্ণের কারুকাজ করা তলোয়ারখানা। তীব্র ঘৃণা ফুটে আছে রাণীর চেহারায়। প্রতিশোধের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় জ্বলজ্বল করছে তার চোখ দুটো। নিচু কিন্তু তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'আসলেই দেবতারা ন্যায্য

BanglaBook.org

বিচার করে। গর্দভ রাজা, বুঝতে পারছ না ওচাস তোমাকে কী পুরস্কার দেবে? তোমার প্রতারক জেনারেল দয়াপরবশ হয়ে বলেছিল আমাকে আশ্রয় দেবে। কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি। তখনই চলে গেছে সে। তুমি তখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নরকের আগুন দেখছিলে।'

একবার খাবি খেয়ে টেনেস বলল, 'কী বলছ তুমি এসব? ওচাস আমার মিত্র। আমি ওর জন্য কাজ করেছি। অবশ্যই আমাকে তার প্রতিদান দেবে সে। চলো রওনা হই।'

'ওচাস তোমাকে কীভাবে স্বাগত জানাবে তা আমাকে বলেছে তোমার জেনারেল মেনটর। বলেছে যে, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে অত্যন্ত ধীরে ধীরে যন্ত্রণাদায়ক উপায়ে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত করবে ওচাস। বেইমান ও দাসদের মৃত্যুদণ্ড দেবার এটাই পার্সান রীতি। তারপর তোমার শরীর মমি বানিয়ে সেটা ঝুলিয়ে রাখবে ওর মাস্তুলের ডগায়। সেটা হবে নেকটানেবিসের প্রতি ওচাসের সতর্কবার্তা। অবশ্য তুমি নেকটানেবিসের সাথেও বেইমানি করেছ।'

আতঙ্কে টেনেসের মাথা খারাপ হবার দশা। চিৎকার করে সে বলল, 'মিথ্যা, মিথ্যা বলছ, রাণী। আইসিসের জ্ঞানী কন্যা, বলুন ওকে, বলুন ও মিথ্যা বলছে!'

কিন্তু আমি কিছুই বললাম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু বলে চলল রাণী বেলটিস, 'ভাগ্য তোমার বিপক্ষে চলে গেছে, টেনেস। অন্তিম মুহূর্ত হাজির। শত সহস্র লোক, যাদের তুমি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ তাদের মতো সাহসের সাথে মৃত্যুবরণ করো। আমার শেষ পরামর্শ শোনো, ওই জানালা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ো। তা হলে সবাই অন্তত বলবে তুমি ওচাসকে মেনে নাওনি। সত্যিকারের পুরুষের মতো চেষ্টা করেছ, তারপর ব্যর্থ হয়ে মিটিয়ে দিয়েছ নিজেকে।'

টেনেসের দাঁতে দাঁতে ঠোকা খাচ্ছে। চারদিকে একবার

BanglaBook.org

তাকিয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল সে। যেন সত্যিই লাফ দেবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই থেমে গেল। বিড়বিড় করে বলছে, 'না, এ কাজ করব না। অত সাহস আমার নেই। দেবতারা অবশ্যই আমার পক্ষে আছে। দেবতার কাছে সন্তান বলি দিয়েছি আমি, তারা অবশ্যই আমাকে বাঁচাবে,' বলে জানালার পাশেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। বসে প্রার্থনা শুরু করল ওর দেবতা মলচ বা ড্যাগনের কাছে।

টেনেসের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বেলটিস। বলল, 'লাফ দেয়ার সাহস না থাকলে তলোয়ার তুলে নাও। ওটা বুকে বসিয়ে দাও।'

'না না, তা-ও পারব না। নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ার থেকেও খারাপ তলোয়ারের শীতল ইস্পাতের ছোঁয়া। না, পারব না। দেবতারা অবশ্যই ন্যায্য। তারা আমাকে বাঁচাবেন, তারাই বাঁচাবেন।'

আর একটাও কথা না বলে তলোয়ার তুলল রাণী। সর্বশক্তিতে ঢুকিয়ে দিল টেনেসের চওড়া পিঠের মাঝে। বলতে লাগল, 'অবশ্যই আমার দেবতা ন্যায় বিচার করে। এই নে, শিশু হত্যাকারী, ন্যায় বিচারকের ন্যায্য রায়।'

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল টেনেস। উঠে দাঁড়িয়েছে তবু। চাইছে থাবা দিয়ে বেলটিসকে ধরতে। মুখে বলছে, 'আমাকে খুন করতে চাস, ইহুদি কুত্তী?'

বেলটিস বলল, 'না, শিশু হত্যাকারী বেইমান, তোর পাওনা থেকে সামান্য একটু ঢুকিয়ে দিলাম কেবল। গেহেন্নার গভীরে গিয়ে বাকি পাওনাও বুঝে পাবি (হিব্রু ভাষায় গেহেন্না মানে নরক/জাহান্নাম) মর্, কুত্তা। মৃত্যু নদীর অপর পারে আমার সন্তানের সাথে যখন দেখা হবে, ওকে জানাবি, তোকে নরকে পাঠিয়েছে ইসরায়েলের রাজ পরিবারের মেয়ে, তোর এক সময়ের রাণী, এলিশেবা। তুই মর্, সাথে আগুনে ভস্ম হোক তোর শহর। এই শহরের প্রতিটা অত্যাচারিত লোকের

Banglabook.org

অভিশাপ চিরকাল থাকবে তোর সাথে। যা, নরকের অতল তলে যা। গিয়ে তোর দেবতা মলচ, বাল আর অ্যাস্টোরেথের কাছে তোর কৃতকর্মের হিসাব দিস। তোর সাথীরাই ওখানে হবে তোর সাক্ষী। আর চোখ বন্ধ করার আগে শুনে রাখ, রাণী এলিশেবার হাত দিয়েই মৃত্যুর পেয়ালায় চুমুক দিয়েছিস তুই।'

যন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে টেনেস। এক সময় আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু তড়পে তড়পে খানিকটা এগিয়ে আমার রোবের প্রান্ত ধরে বলল, 'আইসিসের কন্যা, এ-ই কি আপনার বলা সেই মহান পুরস্কার? এই দুর্ভাগ্যই কি আমার জন্য আপনি বয়ে এনেছেন? আপনাকে ভালোবেসেছি, রাণী বানাতে চেয়েছি, একটু দয়া করুন, বাঁচান আমাকে।'

'রাজা টেনেস, সবচেয়ে বড় পুরস্কার চেয়েছিলেন আপনি। মৃত্যুর চেয়ে বিশুদ্ধ ও বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে? মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই পারস্য, মিশর ও পুরো পূর্বাঞ্চলের মুকুট উঠে আসবে আপনার মাথায়। সন্দেহ নেই, ওখানে আপনার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সব পাবেন, বেইমান রাজা টেনেস। তবে আয়েশাকে অপমান করার অপরাধে তাকে কখনওই পাবেন না। প্রতারক রাজা, আমি জ্ঞানের কন্যা আয়েশা এখানেই আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি।'

মৃত্যু হলো কুটিল রাজা টেনেসের।

Banglabook.org

এগারো

অন্ধকার হয়ে গেছে। টেনেসের মৃতদেহ নিয়ে বসে আছি আমি আর রাণী বেলটিস। এক সময় তাকে প্রশ্ন করলাম, 'এবার কী হবে, রাণী?'

'জানি না। সম্ভবত মৃত্যু আসবে। মৃত্যুই পৃথিবীর একমাত্র নিশ্চিত সত্য,' শান্ত কণ্ঠে বলল রাণী।

গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে তার রাগ পড়ে গেছে। 'কিন্তু, রাণী, আমার মৃত্যুর সময় এখনও আসেনি। অনেক কাজ বাকি আমার,' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, তাই তো। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এসো, আইসিস কন্যা, আমার সাথে এসো। যারা বেলটিসের সেবা করে, বেলটিস তাদের সাথে কখনও বেইমানি করে না। এসো।'

চলতে শুরু করে নিচে একবার নজর পড়ল আমার। দেখলাম, মন্দিরে আগুন দেয়া হয়েছে। সেই আগুনে আলোকিত হয়ে আছে মঞ্চটা। শয়তানী হাসি ফুটে আছে মলচের অশুভ মূর্তির মুখে। যেন এখানে ঘটে যাওয়া বেইমানি আর অজস্র মানুষের মৃত্যুতে পরমানন্দে হাসছে সে। ঠিক তখনই মন্দিরের গম্বুজের মাথা থেকে বিরাট বড় একটা টুকরা ধসে পড়ল ঠিক মলচের মাথার ওপর। স্রেফ ধ্বংস করে দিল মূর্তিটাকে। অনেক দিন পরে জানতে পেরেছিলাম, সিডোনিয়ানরা আবার শহরটাকে গড়ে তুলেছে।

BanglaBook.org

কিন্তু ওই মন্দিরে আর কখনও মানব বলি দেয়া হয়নি। আমি গর্বিত যে, ওই শহরে আমার হাত দিয়েই মানব সন্তান বলি দানের মতো অপকর্ম চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

আমার চেম্বারের ভেতর দিয়েই এগিয়ে চলল রাণী। এক মুহূর্তের জন্য থেমে টেনেসের দেয়া মূলবান রত্ন আর গহনাগুলো তুলে নিলাম। কারণ ওগুলো দেবীর নামে, দেবীর জন্যই আমি নিয়েছি। বলা বাহুল্য, কোন দেবীই তার জন্য নিবেদিত অর্ঘ্য চুরি গেলে খুশি হয় না। যা হোক গোপন একটা পথ ধরে আমরা এগিয়ে গেলাম। পথে লণ্ঠন ঝুলিয়ে আলোর ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। শেষ মাথায় গিয়ে দেখলাম দরজার সামনে পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। লোকটি ইহুদি। বেলটিসের ভৃত্য সে।

লোকটি বলল, 'অনেক দেরি করেছেন, রাণী। আমি পালানোর কথা ভাবছিলাম। ওই দেখুন আগুন কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে।'

ফিরে দেখি আমাদের চেম্বারে পৌঁছে গেছে আগুন।

লোকটিকে বেলটিস বলল, 'দেরি হয়েছে সত্যি, কিন্তু খুব বেশি নয়। রাজা আমাদের সাথে আসেনি। অন্য পথে গেছে সে। আমাদেরকে বলেছে এদিকে চলে আসতে। এই যে তার সিল মোহর,' বলে তুলে ধরল টেনেসের দেয়া সিলটা। লোকটি লণ্ঠন তুলে ধরে নিশ্চিত হলো। তারপর একবার বাউ করে বলল, 'আসুন আমার সাথে।'

বহু লম্বা ও ঘোরানো প্যাঁচানো এক পথ ধরে এগুতে থাকলাম আমরা। শেষে গিয়ে পৌঁছুলাম একটা দরজার সামনে। একটা চাবি বের করে ওটার তালা খুলল লোকটি। দরজার ওপাশে গিয়ে বুঝলাম দরজাটা ছিল রাজকীয় জেটিতে প্রবেশের গোপন একটা পথ। জেটিতে ভেসে আছে রাজকীয় বার্জ। এটায় করেই সিডনে নিয়ে এসেছিল আমাকে। বার্জটার দায়িত্বে আছে দু'জন গ্রিক সৈন্য। আমাদের থামাল তারা।

BanglaBook.org

বলল, 'এই জাহাজ কেবল রাজার জন্য। আর কারও এতে চড়ার অনুমতি নেই।'

রেগে গিয়ে বেলটিস বলল, 'আমি এখানকার রাণী।'

'হ্যাঁ, আপনি রাণী। শুনেছি আপনার সাথে রাজার ঝগড়া লেগেছে। কিন্তু রাণী হোন বা না হোন, রাজা বা রাজার কাছ থেকে আনা হুকুম দেখাতে না পারলে কেউ এই জাহাজে উঠতে পারবে না,' বলল সৈনিক লোকটি।

এবার আমি মুখ খুললাম। বললাম, 'এই দেখো রাজার সিল মোহর। এবার আমাদের পথ ছাড়ো।'

অপর সৈনিকটিকে সিল মোহরটা দেখিয়ে কী যেন বলল সে। তারপর গভীর সন্দেহ নিয়ে আমাদেরকে জাহাজে উঠতে দিল। বেশ বুঝতে পারছি, এই ভল্টের মতো গোপন জায়গায় জাহাজ নিয়ে বসে থাকায় ওপরে কী হচ্ছে সেই সম্বন্ধে ওদের কোন ধারণাই নেই। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, মোহরটা দেখাতে না পারলে ওদেরকে খুন না করে এগুতে পারতাম না আমরা।

যা হোক, জাহাজে উঠল না বেলটিস। বরং জাহাজের দায়িত্বে থাকা লোকটিকে বলল, 'এই মহিলাটি যেখানে যেতে চায় বিনা প্রশ্নে তাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ো। মনে রেখো ভুল করলে জীবন দিয়ে তার প্রতিকার করতে হবে। আর জেনো, সাধারণ কোন মানুষ সে নয়। সে দেবীর মানব রূপ, খোদ মৃত্যুও তাকে মেনে চলে।'

অবাক হলাম, রাণীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি আসবেন না, রাণী?'

'না। আমি ভিন্ন পথে যাব। বিদায়, জ্ঞানের কন্যা। বিদায়, বন্ধু। যখন আমাকে হত্যা করার জন্য তলোয়ার ওঠানো হয়েছিল আমাকে বাঁচিয়েছিলে তুমি। আশীর্বাদ করি, যে দেবীরই তুমি আরাধনা কর, এই পৃথিবীতে এবং তোমার মৃত্যুর সময়ও যেন তোমাকে আশ্রয় দেন তিনি। আর

BanglaBook.org

নাবিকরা, 'তোমাদের বলছি, আগামীকালের সূর্য যদি দেখতে চাও তো এর কথার অন্যথা কোরো না,' বলে বেলটিস নিজেই জাহাজের একটা পাশে ধাক্কা দিল। পরমুহূর্তেই অন্ধকারে ঝোপের ভেতর গায়েব হয়ে গেল সে। আমি তাকে ডাক দিতে গেলাম। কিন্তু জাহাজে থাকা বেলটিসের ইহুদি ভৃত্যটি ততক্ষণে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে, 'দাঁড় বাওয়া শুরু করো, রাণীর আদেশ পালন করো। তাড়াতাড়ি করো, পেছনে ধেয়ে আসছে মহাবিপদ আর নিশ্চিত ধ্বংস।'

প্রথমে একটু দ্বিধা করলেও পরে দাঁড় বাওয়া শুরু করল মাল্লারা। আমি তখনও ভাবছি বেলটিসের কথা। সে কি আমার সাথে কোন কৌশল খাটাল? ফাঁদে ফেলবে আমায়? অবশ্য এটাও মনে হলো যে, ফাঁদে ফেলুক বা না ফেলুক, পেছনে ফেরা সম্ভব না। শহরটা স্রেফ আগুনের গোলায় পরিণত হয়েছে। এখন একমাত্র গন্তব্য খোলা সাগর।

যা হোক, দক্ষিণে একটা বাঁক নিয়ে চ্যানেল থেকে খোলা সাগরে চলে এলাম আমরা। এতক্ষণ চারদিকে ছিল অন্ধকার। কিন্তু গোপন চ্যানেল থেকে বের হয়ে দেখি শহরের সবখানেই আগুন লেগে গেছে। আগুনের আভায় আলোকিত হয়ে আছে চারদিক। সেই সাথে আহত, নিহত ও তাদের স্বজনদের আহাজারিতে নরকগুলজার চলছে সেখানে। এসব দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল মাল্লারা। চাইল গোপন চ্যানেলটায় ফিরে যেতে। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। কারণ চ্যানেলের মুখের যে দরজাটা আমরা পার হয়ে এসেছি সেটা নিজে থেকেই আবার বন্ধ হয়ে গেছে। হয়তো ওটায় এমন কোন মেকানিজম আছে যেটা কেবল ভেতর থেকেই খোলে। উপরন্তু পাল্লাটা যেহেতু 'গোপন' তাই বাইরে থেকে সেটা ক্যামোফ্লেজ করা। ফলে খুঁজে বের করার উপায় নেই। কাজেই মাল্লারা ওটা খুঁজে বের করতে পারল না। এমনকি আমিও না।

BanglaBook.org

হেলমসম্যান তখন বলল, 'এবার বুঝতে পেরেছি, কেন আমাদের ছাড়াই চলে গেছে রাণী বেলটিস। এখন বাঁচার পথ একটাই। খোলা সমুদ্রে যেতে হবে।'

আমিও বললাম, 'হ্যাঁ, সেটাই একমাত্র পথ। এখানে আমাদের জন্য মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদেরকে খোলা সাগরে নিয়ে চলো। স্বর্গের রাণীর শপথ, খোলা সাগরে একবার পৌঁছুতে পারলে তোমাদের বাঁচানোর ব্যবস্থা করব আমি।'

হেলমসম্যান তখন বলল, 'তা-ই বা কীভাবে যাই? ওই দেখুন, যারাই বন্দরের মুখ অতিক্রমের চেষ্টা করছে ধরে ধরে তাদের কল্লা কাটছে পার্সান ডাকাত ওচাসের লোকেরা।'

কথা সত্যি। বন্দর পার হওয়ার জন্য কোন না কোন ধরনের নৌকায় চড়ে বন্দরে প্রবেশ মুখের দিকে এগিয়ে চলেছে সিডোনিয়ানরা। কেউ কেউ এমনকি কাঠের গুঁড়ি ধরেও সাঁতরে যাচ্ছে ওদিকে। কিন্তু ওখানে মৃত্যুদূত হয়ে বসে আছে ওচাসের সৈন্যরা। ভাসমান বা নৌকারোহী মানুষগুলোকে নিয়ে উপহাস করছে আর হাসতে হাসতে তাদের হত্যা করছে ওরা নির্বিচারে।

'জেটির ছায়া ঢাকা এলাকার দিকে যাও। ওখানে ধোঁয়ার আড়াল পাওয়া যাবে। পাথর থাকায় ওচাসের লোকেরা সহজে ওদিকে আসবে না। জলদি দাঁড় বাও,' হুকুম করলাম আমি।

জেটির গ্যাংপ্লাঙ্কের আড়ালে চলে এলাম আমরা। এখানে একটা লাইট হাউস আছে। এর মাথায় আগুন জ্বেলে রেখে নাবিকদের পথ চলতে সাহায্য করা হয়। ওদিকে আমাদের আশ্রয়ের মুখে চলে এসেছে একটা পার্সান ট্রাইরেম। ধীর গতিতে টহল দিয়ে চলে গেল ওটা। সাগর উন্মুক্ত। কাজেই সর্বশক্তিতে দাঁড় বাওয়া শুরু করল মাল্লারা। পেছন ফিরে তাকালাম একবার। উফ্, ওই দৃশ্যটা মনে পড়লে এমনকি এই দুই হাজার বছর পরেও দুঃস্বপ্ন দেখি আমি।

BanglaBook.org

পেছন ফিরে লাইট হাউসটার দিকে তাকালাম আবার। দেখতে পেলাম, জ্বলন্ত লাইট হাউসটার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে একটা নারীমূর্তি। আগুনের আভায় স্পষ্ট বুঝতে পারলাম সে হচ্ছে রাণী বেলটিস। আমার ধারণার স্বাক্ষী দিচ্ছে তার গায়ের রোব। বাতাসে পতপত করে উড়ছে সেটা। আমাদেরকেও দেখেছে সে। হাত তুলে খোলা সাগর দেখিয়ে দিল। তারপর এমনভাবে হাত নাড়ল যেন আশীর্বাদ করল আমাদের। তারপর পেছন ফিরে একবার তাকাল সিডন শহরের দিকে। নির্ঘাত অভিশাপ দিল এই নগর আর তার শয়তান পূজারী অধিবাসীদের। তারপর বুকে হাত বেঁধে মাথা তুলে তাকাল উর্ধ্বপানে। যেন ঈশ্বরের কাছে শেষ প্রার্থনা জানাল। সে ওই অবস্থায় থাকতেই তার মাথার ওপর ধসে পড়ল লাইট হাউসের জ্বলন্ত কড়িবর্গা। আগুনের দেবতা মলচ যেন বলি নিল তার। তবে বলাই বাহুল্য, মলচ নিজেও শেষ হয়ে গেছে। আগুনে পুড়ে নিজের কাছেই নিজেকে বলি দিয়েছে সে। রাণী বেলটিস মারা গেল। তবে সন্তান হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে তবেই মরেছে সে। এই মৃত্যুকে করুণ বলা যাবে না। বরং এক অর্থে মহিমান্বিতই বলা চলে। এভাবেই ইতি হলো দুর্ভাগা রাণী বেলটিসের।

ধসে পড়া লাইট হাউসের আগুনের আভায় আমাদের দেখে ফেলল ওচাসের সেই টহল ট্রাইরেমটি। শুরু করল ধাওয়া। জান-প্রাণ দিয়ে দাঁড় বাইছে আমাদের মাল্লারা। কিন্তু তারপরও ধাওয়াকারী ট্রাইরেমের তুলনায় আমাদের গতি অনেক কম। কারণ ওটায় দুই পাশে আছে তিন সারির মাল্লা। ফলে অনেক দ্রুত এগুচ্ছে ওরা। উপরন্তু সিডনের আগুনের আভায় কয়েক মাইল সাগর আলোকিত হয়ে আছে। জানি না ওরা আমাদের কাছে পৌঁছার আগে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালাতে পারব কি না।

ওদিকে ধাওয়াকারী ট্রাইরেম আমাদের অনেক কাছে চলে

BanglaBook.org

এসেছে। এতই কাছে যে, কামান দাগা শুরু করে দিয়েছে ওরা। তবে অন্ধকারের সুযোগ নেয়ার সম্ভাবনা আমাদের হাতেও চলে এসেছে। শহরের আগুন এখন আর আমাদের আলোকিত করছে না। হুকুম করলাম সমস্ত আলো নিভিয়ে ফেলতে। হুকুম তামিল করা হলো। তার পরপরই ধাওয়াকারী ট্রাইরেমের পথ থেকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আমাদের বার্জটাকে সরিয়ে নিল হেলমসম্যান। খানিক দূরে সরে দাঁড় তুলে ফেলা হলো। একদম নিশ্চুপ হয়ে ভেসে রইলাম আমরা।

ওদিকে ধাওয়াকারী ট্রাইরেমটা আমাদের প্রায় গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল বলা চলে। এতটাই কাছ দিয়ে ওটা গেল যে, জাহাজটির একটা দাঁড় আমাদের বার্জের গায়ে ধাক্কা দিতে গিয়েও দিল না। তারপর এক সময় হারিয়ে গেল অন্ধকারের ভেতর। এতক্ষণে একটু শ্বাস নিল আমাদের উৎকণ্ঠিত মাল্লারা। ধীরে ধীরে দাঁড় বেয়ে গভীর সাগরের দিকে এগুতে থাকল ওরা।

বার্জের ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করল, 'এবার কোন্ দিকে যাব, লেডি? আমার মতে উত্তর উপকূলের দিকে রওনা হওয়া ভালো। আশা করি, ওচাসের লোকেরা ওখানে থাকবে না।'

'না। আমরা এখানেই থাকব। আমি একটা জাহাজের জন্য অপেক্ষা করছি.' বললাম আমি।

'এখানে থাকলে জাহাজের দেখা অবশ্যই পাব। তবে সেটা ওচাসের ট্রাইরেম,' স্বগতোক্তি করল ক্যাপ্টেন। এরপর কোন্ দিকে যাওয়া উচিত অ নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু করল নিজেরা নিজেরা।

আমি ওদেরকে বললাম, 'আমার কথা মানা বা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। তবে এটা বলতে পারি আমার সাথে না থাকলে আগামীকাল সকালের সূর্য ওঠার আগেই সাগরে ভাসবে তোমাদের মৃতদেহ।'

BanglaBook.org

ক্যাপ্টেন লোকটা তখন বলল, 'প্রয়াত রাণী বলে গিয়েছেন এই লেডি সাধারণ কোন মানুষ নন। দেবীর ছায়া তিনি। তার কথা শুনতে আমাদের হুকুম দিয়ে গেছেন রাণী। রাণী মারা গেছেন বটে। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, আকাশ থেকে আমাদের দেখছেন তিনি। কাজেই এই লেডির কথা আমরা শুনব। রাণী আমাদের অবশ্যই দেখে রাখবেন।'

আপাতত বিপদের সম্ভাবনা নেই। তাই দেখে ঘুমিয়ে পড়ল জাহাজের মাল্লারা। ওরা এতটাই ক্লান্ত হয়ে গেছে যে, ফেলে আসা আত্মীয় স্বজনদের মৃত্যু নিয়েও চিন্তা করতে গেল না। এমনকি যে-কোন সময় ওরা নিজেরাও যে মারা যেতে পারে তা নিয়েও ভাবল না কেউ। স্রেফ ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। শঙ্কার দামামা বাজছে বুকে। কিন্তু তারপরও নিজেকে অভয় দিলাম। মনকে শোনালাম, সব আশা চলে গেলেও আমার দেবী আমাকে ছেড়ে যাবে না। কারণ আমার অনেক কাজ যে এখনও বাকি। চেষ্টা করলাম আমার শিক্ষক নুটের আত্মার সাথে কথা বলতে। উন্মুক্ত করে দিলাম নিজের আত্মাকে। ছড়িয়ে দিলাম নিজের চিন্তাধারা।

অবাক কাণ্ড, সাথে সাথেই যেন শুনতে পেলাম নুটের কণ্ঠ। আমাকে সে বলল, 'দুশ্চিন্তা কোরো না। তোমাকে নিজের ডানার নিচে আশ্রয় দিয়েছেন দেবী।'

বাতাসের গন্ধ আর আকাশে তারার অবস্থান দেখে বুঝলাম ভোর আসন্ন। ঠিক তখনই তিন মাইলেরও কম দূরে দেখা দিল একটা জাহাজ। এর মাস্তুলে জ্বলছে সবুজ রঙের আগুন। চিৎকার করে সবাইকে ডাকলাম, 'ওঠো সবাই। বাঁচতে চাইলে সূর্য ওঠার আগেই ওই জাহাজটার দিকে এগিয়ে চলো।'

অবাক হলেও দ্রুত দাঁড় বাওয়া শুরু করল মাঝি মাল্লারা। ভোরের প্রথম আলোয় দেখতে পেলাম জাহাজটার নাম হাপি। এর ডেকে দাঁড়িয়ে আছে ফিলো। একই সময় আমাকেও

BanglaBook.org

দেখতে পেয়েছে সে। আরেকটু কাছে যেতেই চিৎকার করে বলল তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠতে। বুঝলাম, বিপজ্জনক কিছু একটা দেখতে পাচ্ছে সে যা আমরা পাচ্ছি না।

শুনলাম বার্জের ক্যাপ্টেন তখন আপন মনেই বলছে, 'লেডি, আসলেই আপনি দেবী।'

জাহাজে পা দেয়া মাত্রই হাঁটু গেড়ে বসে আমাকে সম্মান জানাল ফিলো। এবং প্রায় তখনি শুনতে পেলাম বার্জের ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ চিরে বের হলো মৃদু একটা আর্তনাদ। কারণ রাতে দেখা সেই ট্রাইরেমটা ফিরে এসেছে। বললাম বটে ট্রাইরেম, কিন্তু এখন আলোয় দেখে বুঝতে পারছি ওটা ট্রাইরেম নয়, কুইনকুয়েরেম। এক কথায় সাগরে ভাসমান দুর্গ একটা। পাঁচ সারিতে দাঁড় বসানো অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অস্ত্রসজ্জিত বিশাল এক রণতরী। সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত।

যা হোক জাহাজটাকে দেখেই আমাদের দাঁড়িরা কাজে নেমে পড়ল। হাউণ্ডের মতো লাফ দিয়ে আগে বাড়ল আমাদের জাহাজ। ওদিকে নতুন একটা জাহাজ দেখে কুইনকুয়েরেমটা একটু যেন থমকে গেছে। কিন্তু যখন ওটার লোকেরা দেখল এর পাশেই ভিড়ে আছে টেনেসের রাজকীয় বার্জ, আর দ্বিধা করল না ওরা।

শুনলাম একটা কণ্ঠ চিৎকার করে উঠল, 'রাজা পালিয়েছে। রাজা আর রাণী বেলটিস আছে ওটায়। ধাওয়া করো...' এবার সিংহের মতো লাফিয়ে সামনে বাড়ল কুইনকুয়েরেমটা।

ওটা আগে বাড়তে শুরু করলেও আমরা আরও আগেই চলা শুরু করেছি। এবং তুলনামূলকভাবে আমাদের জাহাজ হালকা হওয়ায় আমাদের গতিও ওটার চেয়ে বেশি। এরই মধ্যে অনুকূল হাওয়া পেয়ে বড় পালটাও তুলে দেয়া হয়েছে। পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছে ওচাসের সাগর দানব।

আপাতত বিপদের সম্ভাবনা নেই। ফিলোকে বললাম

Banglabook.org

আমার সাথে আসা ইহুদি লোকটি সহ অন্যান্যদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে। আমার শরীর আর চলছে না। একটু খাবার চাই। কেবিনে খাবার প্রস্তুত দেখে সাথে সাথেই খেতে বসলাম। এবং আবিষ্কার করলাম সাধারণত যে ধরনের পোশাকে আমি অভ্যস্ত বাংকে তেমন একটা পোশাক রাখা। অবাক হলেও ওটা পরে নিলাম। দ্রুত নিজেকে যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে ঢলে পড়লাম ঘুমে। মড়ার মতো ঘুমালাম আমি। জানি না কেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। আমার যা অবস্থা ছিল তাতে বেহুঁশ হয়ে ঘুমাবার কথা। তবে কয়েক ঘণ্টার ঘুমে ক্লান্তিটা কেটে গেছে। খেয়াল করলাম কেবিনে আমি একা নই। ভারী পর্দা ফেলে রাখায় কেবিনের ভেতরটা খুবই মৃদু আলোয় আলোকিত। মৃদু আলোটা চোখে সয়ে আসতেই দেখলাম কেবিনের দূরবর্তী প্রান্তে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসে আছে একজন মানুষ। বুঝতে পারলাম স্বপ্ন দেখছি। কারণ লোকটির অবয়ব যার সাথে মেলে তার এখানে থাকার কথা নয়। সে আইসিসের হাই প্রিস্ট, আমার শিক্ষক নুট। তার তো এখন মিশরে থাকার কথা। নির্ঘাত স্বপ্ন দেখছি আমি।

প্রার্থনারত নুট বলছে, 'ও, পরমেশ্বর, মাতা আইসিস সহ সকল দেব-দেবীর পূজ্য, এই মেয়েটিকে নিরাপদে আমার কাছে ফিরিয়ে দেয়ায় আপনাকে ও সকল দেব-দেবীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি। তাকে নিরাপত্তা দেয়ায় আপনাদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করছি যে, আপনারা তাকে রক্ষা করেছেন বলেই কোন অপশক্তি তার ক্ষতি করতে পারেনি। আপনারা রক্ষা করেছেন বলেই আগুন ওকে পোড়াতে পারেনি, পানি ওকে ডোবাতে পারেনি, শত্রুর বর্শা বিদ্ধ হয়নি ওর বুকে। ও, ঈশ্বর, সৃষ্টির শুরুতেও আপনি ছিলেন, থাকবেন সব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরেও। ও, দেবী, ও, মাতা, ও, ঈশ্বরের মন্ত্রী, অনুগ্রহ করুন,

BanglaBook.org

আমার এই মেয়ের ওপর বিছিয়ে দিন আপনাদের দয়ার চাদর। যেন ও যেখান থেকে এসেছে নিরাপদে সেখানে ফিরে যেতে পারে। আর পথিমধ্যে যেন পালন করতে পারে ওর ওপর আপনাদের দ্বারা অর্পিত সকল দায়িত্ব।'

সুগম্ভীর কণ্ঠে সে প্রার্থনা করেই চলল। বুঝলাম স্বপ্ন নয়, বাস্তবেই নুটকে দেখছি আমি। একপর্যায়ে প্রার্থনায় বাধা দিলাম আমি। বললাম, 'বাবা, আমরা তো নিরাপদে সিডন থেকে বেরিয়ে এসেছি। তা হলে এত উৎকণ্ঠা কেন?'

পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল নুট। সদয় দৃষ্টিতে নজর করে আমায় দেখল, বুঝতে চাইল আমি সুস্থ আছি কি না। তারপর আমার হাতটা তুলে নিয়ে তার পিঠে চুমু খেল সে। বলল, 'ভয়ের অনেক কারণ আছে, কন্যা। আগে বলো আমায় কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পর কী কী ঘটল।'

সংক্ষেপে অনেক কিছু বাদ দিয়ে বললাম আমি।

আমি থামার পর নুট বলল, 'আমার আত্মা যা যা দেখিয়েছে বাস্তবেও তা-ই হয়েছে। স্বর্গ তার ভৃত্যকে নিরাশ করে না। তোমার দূত এসেছে। কিন্তু তার দরকার ছিল না। কারণ সে মিশরের মাটিতে পা ফেলারও অনেক আগেই তোমার আত্মার কথা শুনতে পেয়েছে আমার আত্মা। সেভাবেই প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। তবে তারপরও স্বীকার করছি, সিডনে যখন আগুন লাগল, তোমার অমঙ্গল আশঙ্কায় বারবার কেঁপে উঠেছি আমি। ধৈর্য হারিয়েই ফেলেছিলাম প্রায়। সূর্য ডোবার এক ঘণ্টা পর আমার একবার যেন মনে হলো আমার সামনে দিয়ে চলে গেল তোমার আত্মা। যেন বলে গেল সব শেষ।'

'সম্ভবত সেটা ছিল বেলটিসের আত্মা। যাক ওসব নিয়ে পরে কথা বলব। এখন বলুন, বাবা, আপনাব চোখে ভয়ের ছায়া দেখছি কেন? কী হয়েছে?'

'ওঠো, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও।'

BanglaBook.org

তাকালাম এবং শিউরে উঠলাম। আমাদের খুব কাছে পৌঁছে গেছে সেই কুইনকুয়েরেমটা। ওটার নাম হোলি ফায়ার। এত দ্রুত ওটার পাঁচ সারি দাঁড় পানিতে আছড়ে পড়ছে যে রীতিমতো ফোয়ারার মতো উছলাচ্ছে সাগরের পানি।

বাইরে থেকে কেউ একজন ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইল। অনুমতি দিল নুট।

ভারী পর্দা সরাতেই ভেতরে চলে এল একরাশ সূর্যালোক। সেই সাথে প্রবেশ করল গ্রিক সৈন্যের সাজে অস্ত্র-বর্মে সজ্জিত সুন্দরতম মানুষটি। হ্যাঁ, আর কেউ নয়, ক্যালিক্রেটিস। মন্দিরে দেবীর আরাধনায় দিন রাত মন্ত্র জপে যাওয়া নরম মানুষটি আর নয় সে। শিরাবরণের জায়গায় তার মাথায় এখন শোভা পাচ্ছে শিরস্ত্রাণ। আলখেল্লার বদলে গায়ে বর্ম আর তলোয়ারের হাতলে তার হাত।

স্বীকার করছি, ওকে দেখে আমার ভেতরটা কেমন যেন শিউরে উঠল। অনেকদিন পর্যন্ত আমার কাছে সে ছিল স্রেফ একজন সহ-পুরোহিত। কিন্তু আজ অন্যরকম লাগছে। যেদিন ওর ঠোঁটের স্পর্শ পেয়ে আমার অস্তিত্ব কেঁপে উঠেছিল ঠিক তখনকার মতো শিউরে উঠলাম আমি। হয়তো ক্যালিক্রেটিসের সৌন্দর্যে আসলেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছি আমি। বা হয়তো ওর চোখে ফুটে থাকা সৈনিকসুলভ দীপ্তি দেখে বিমোহিত হয়ে গেছে আমার নারী সত্তা। অথবা হয়তো কুটিল ও অত্যাচারী টেনেস আর ওর সাঙ্গপাঙ্গদের দেখতে দেখতে আমার ক্লান্ত চোখে ভালো লেগে গিয়েছিল ক্যালিক্রেটিসের বিনয়ী রূপ।

লোকের মন পড়তে পারায় বহু আগে থেকেই সিদ্ধহস্ত মানুষ নুট। কাজেই আমার মনের অবস্থা বুঝতে তার সময় লাগল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। অবশ্যই তা আমার উদ্দেশে।

Banglabook.org

ক্যালিক্রেটিসের ভেতরেও কিছু একটা হলো। দেখলাম গালে রঙ ধরেছে ওর। তবে চোখ নামিয়ে নিল সে। এবং হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল আমার সামনে। গোপন পদ্ধতিতে আমাকে সালাম দিল। বলল, 'ক্ষমা করবেন, স্বর্গের রাণীর পুরোহিত। জানবেন, হুকুম পেয়ে তবেই অস্ত্রধারণ করেছি আমি।'

'হ্যাঁ, তোমাকে ও দেবীর অন্যান্য পূজারীদের বাঁচাতে অস্ত্র তুলতে হুকুম করা হয়েছে ওকে,' সায় দিয়ে বলল নুট।

আমি বাউ করলাম, তবে মুখে কিছুই বললাম না।

বারো

আমাদের পেছন পেছন হাউণ্ডের মতো ছুটে আসছে ওচাসের দানব জাহাজ। এতটাই কাছে চলে এসেছে যে চাইলে বর্শা নিক্ষেপ করা চলে। আমার ভেতর টগবগ করে ফুটছে আরব রক্ত। ঠিক যেমনটা লেগেছিল আমার বাবার মৃত্যুর পর।

খেয়াল করলাম এত কাছে চলে আসার পরও আক্রমণে নামছে না ওরা। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল ক্যাপ্টেন ফিলো। বলল যে, প্রতিপক্ষ ভাবছে এই জাহাজেই আছে রাজা টেনেস আর রাণী বেলটিস। ওদেরকে জীবিত ধরতে চায় ওরা। তাই হামলা করছে না। তখনই শোনা গেল ওই জাহাজ থেকে চিৎকার করে আমাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বলছে।

ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালাম আমি। মনে হলো লোকটার মাথায় কোন বুদ্ধি এসেছে। আসলেই তাই। কিছু একটা

BanglaBook.org

হুকুম জারী করল সে। ফলে আমাদের জাহাজের গতি পড়ে গেল। কুইনকুয়েরেমের খানিক পেছনে পড়ে গেলাম আমরা। ঠিক তখনই আবার নতুন হুকুম দিল ক্যাপ্টেন। লাফিয়ে আগে বাড়ল আমাদের জাহাজ। বুঝতে পারলাম, ক্যাপ্টেনের ফন্দি হচ্ছে আমাদের জাহাজের বো দিয়ে শত্রু জাহাজের পেটে একটা রাম ধাক্কা মারা। মারলও তা-ই। আমাদের জাহাজের চোখা বো সোজা গেঁথে গেল ওই জাহাজটার গায়ে। হোল্ড ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ল বেশ খানিকটা। শুনতে পেলাম ওটার আহত দাঁড়িদের আর্তনাদ।

আমার মনে হলো আঘাতটা খারাপ হয়নি। তা বললামও আমি।

কিন্তু ক্যাপ্টেন মাথা নেড়ে হতাশ কণ্ঠে বলল, 'জায়গামতো লাগাতে পারিনি। এখন এর ফল ভুগতে হবে।'

শুনতে পেলাম কুইনকুয়েরেম থেকে ছুঁড়ে দেয়া গ্র্যাপনেলগুলো একে একে এসে আটকে যাচ্ছে আমাদের জাহাজের গায়ে। হোলি ফায়ারের ক্রুরা দুটো জাহাজকে শেষ পর্যন্ত একত্রে বেঁধে ফেলল।

আমাদের ক্যাপ্টেন বলল, 'ওরা এখনই এই জাহাজে উঠে আসবে। স্বর্গীয় মাতা আইসিসের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন, লেডি,' বলে দুইবার হুইসেল বাজাল সে। সাথে সাথে ডেকে উঠে এল অস্ত্রে-বর্মে সজ্জিত একশ' গ্রিক সৈন্য। এদের নেতৃত্বে আছে ক্যালিক্রেটিস। তারপর যে যা পেয়েছে হাতে নিয়ে উঠে এসেছে রাজকীয় বার্জের ক্রুরা। সবশেষে ডেকে উঠল জাহাজের নাবিকরা।

পার্সান নাবিকরা ওদের জাহাজ থেকে কাঠের তক্তা, মই ইত্যাদি ফেলে আমাদের জাহাজে চড়ার প্রয়াস পেল। আমাদের নাবিক-সৈনিকরাও কম যায় না। অনেক পার্সানকে মই আর তক্তা থেকে পানিতে ফেলে দিল। তারপরও জাহাজে উঠে এল অজস্র পার্সান। শুরু হলো মরণপণ লড়াই। সবার

BanglaBook.org

এক মাথা ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ক্যালিক্রেটিসের মাথা। কে বলবে যে ওই লোক শান্তিকামী দেবী আইসিসের একজন উচ্চস্থানীয় পুরোহিত! খোদ যুদ্ধের দেবতার মতো লড়ে চলেছে ও। প্রতিবার ওর তলোয়ার উঠছে আর কাটা পড়ছে শত্রুপক্ষের এক একজন লোক। আর ওর নিজের কণ্ঠ চিরে বের হচ্ছে গ্রিকদের প্রাচীন রণ হুঙ্কার।

একসময় বিশালদেহী এক পার্সানের মুখোমুখি হলো ক্যালিক্রেটিস। ওই লোকটা ওচাসের সৈন্যদের ক্যাপ্টেন। এ যেন সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই। বাকিরা থমকে দাঁড়িয়েছে ওদের লড়াই দেখার জন্য। একসময় আছড়ে পড়ল ক্যালিক্রেটিস। বুকের ভেতর আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন থমকে গেল। কিন্তু না, ও মরেনি। পড়ে গেছে কেবল। তবে ওর ব্রোঞ্জের তলোয়ারটা ভেঙে গেছে। পার্সান লোকটির হাতে যুদ্ধ কুঠার। ওটা তুলল সে। এক কোপে লড়াইয়ের ফয়সালা করতে চায়। কিন্তু ক্যালিক্রেটিস ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে লোকটার হাত ধরে ফেলল ও। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। তখন ঢেউয়ের ধাক্কায় নড়ে উঠল জাহাজ। কুস্তিরত দু'জনে আছড়ে পড়ল জাহাজের বুলওয়ার্কের ওপর। ধস্তাধস্তি করে একটা হাত মুক্ত করে ফেলেছে পার্সান লোকটি। মুক্ত হাতে কোত্থেকে যেন একটা ড্যাগার আমদানি করল সে। ওটা দিয়ে একের পর এক কোপ দিয়ে চলল ক্যালিক্রেটিসকে। মনে হচ্ছে দুর্বল হয়ে পড়ছে ক্যালিক্রেটিস। তখন ড্যাগার ছেড়ে এক হাতেই প্রচণ্ড শক্তি ব্যবহার করে ক্যালিক্রেটিসকে তুলে ধরল বুলওয়ার্কের ওপর। ওভাবেই ওকে ঝুলিয়ে রাখল মুহূর্তখানেক।

ওদিকে দুর্বল হলেও পুরোপুরি শক্তি হারায়নি ক্যালিক্রেটিস। এক হাতে লোকটির মুখের ওপর কিল ঘুষির বন্যা বইয়ে দিল সে। ফলে একসময় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল পার্সান ক্যাপ্টেন। নাকের ওপর চরম এক ঘুষিতে

BanglaBook.org

লোকটাকে সম্ভবত মুহূর্তের জন্য অচেতন করে ফেলল ও। হাত আলগা হয়ে গেল লোকটির। তখন ক্যালিক্রেটিস আছড়ে পড়ল ডেকের ওপর আর সে নিজে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ল বুলওয়ার্কের বাইরে। দুই জাহাজের মাঝে পড়ে গেল সে। সাথে সাথেই দুই জাহাজের ঘর্ষণে হাড় মাংস কিমা হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হলো তার। হৈ হৈ করে উঠল আইসিসের পূজারীরা।

খেয়াল করলাম বাতাস বইতে শুরু করেছে। সাথে সাথে একটা কুঠার তুলে নিল ক্যাপ্টেন ফিলো। যদিও সরাসরি কোন লড়াইয়ে নামল না সে। কয়েকজন নাবিককে ইশারায় কী যেন হুকুম করল সে। সন্তর্পণে এগিয়ে গেল ওরা। গিয়ে চড়ল মাস্তুলের ওপর। বড় পালটাকে বাঁধনমুক্ত করল ওরা। এদিকে ফিলো নিজে বুলওয়ার্ক ঘেঁষে শেয়ালের মতো সতর্কতার সাথে এগিয়ে গেল। পথে যে ক'টা গ্র্যাপনেল বাঁধা রশি দেখল কেটে ফেলল সেগুলো। ওর মতো আরও তিনজন নাবিক একই কাজ করল। বাতাস পেয়ে ফুলে উঠেছে আমাদের জাহাজের পাল। দুয়েকটা গ্র্যাপনেল তখনও বাঁধা। কিন্তু পালের টানে এগুতে শুরু করেই পটাপট সেগুলো ছিঁড়ে ফেলল আমাদের জাহাজ।

কী ঘটতে চলেছে তা টের পেয়ে গেছে আমাদের জাহাজে থাকা পার্সানরা। মই, তক্তার দিকে ছুট দিল ওরা। কিন্তু দুয়েকজনই ওই পর্যন্ত যেতে পারল। বাকিরা মারা পড়ল ক্যালিক্রেটিস আর ওর সাগরেদদের তলোয়ারের কোপে। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের ডেকের ওপর জীবিত আর কোন পার্সান রইল না।

আপাতত আমরা মুক্ত হয়ে ছুটতে শুরু করেছি বটে কিন্তু সত্যি বলতে পার্সানদের আমরা হারাতে পারিনি। যত লোক ওরা হারিয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ লোক এখনও ওদের আছে। আর বাতাসের সুবিধা কেবল আমরাই নই ওরাও পাচ্ছে।

BanglaBook.org

কাজেই পাল ওরাও তুলে দিল। ওই জাহাজের ক্যাপ্টেন চিৎকার করে বলল, 'মিশরীয় কুত্তার দল, তোদের সবক'টাকে ফাঁসিতে ঝোলাব আমি।'

খেপে গেছে ফিলো। তীর-ধনুক তুলে নিল সে। আগেই বলেছি, এই মানুষটি ডেডশট। পার্সান জাহাজটা আমাদের থেকে একশ' গজেরও বেশি দূরে। কিন্তু বিন্দুমাত্র দ্বিধার ছাপ ফুটল না ফিলোর চেহারায়। অনায়াস দক্ষতায় তীর ছুঁড়ল সে। এবং আমাদের রীতিমত অবাক করে দিয়ে হেলমের ফাঁক দিয়ে গিয়ে পার্সান ক্যাপ্টেনের বুকে বিঁধে গেল তীরটা। পড়ে গেল সে। অসাধারণ লক্ষ্যভেদ।

ওদিকে ক্যাপ্টেনকে হারিয়ে তাল হারিয়ে ফেলেছে পার্সানরা। এ ওকে হুকুম করছে, সে তাকে হুকুম করছে কিন্তু কেউই হুকুম পালন করছে না। ফলে ওচাসের কুইনকুয়েরেম হোলি ফায়ারের ওপর তৈরি হয়ে গেছে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি।

আমার পাশে এসে দাঁড়াল ফিলো। এক গাল হেসে বলল, 'দেবী আমাদের প্রতি সদয়। শিকারিই এখন শিকার হয়ে গেছে।' তারপর চিৎকার করে হুকুম জারী করল, 'দাঁড় বাও, এমনভাবে বাও যেমনটা জীবনে কখনও বাওনি।'

আমাদের দাঁড়িরা সবাই মুক্ত মানুষ, সবাই দেবীর ভৃত্য। ওদের কেউই দাস নয়। ফলে জান-প্রাণ দিয়ে দাঁড় বাওয়া শুরু করল ওরা। শক্তির সর্বোচ্চ সীমায় গিয়ে দাঁড় বাইছে তারা। ওদের হাতের টানে ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে দাঁড়গুলো। এমন পরিস্থিতিতে এর চেয়ে দৃষ্টিসুখকর আর কিছু হতে পারে না। চিতার মতো লাফ দিল আমাদের জাহাজ। ফিলো স্বয়ং নিল হেলমের দায়িত্ব। ওদিকে কুইনকুয়েরেমটা চাইছে কোন রকমে হলেও নিজেকে বাঁচাতে। কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার ওটাকে একটা রাম ধাক্কা দিল আমাদের জাহাজ। এবার

BanglaBook.org

কুইনকুয়েরেমের পেটে গেঁথে গেল জাহাজের ধারালো প্রাউ। ধাক্কা সামলাতে না পেরে আমরা প্রায় সবাই ডেকের ওপর আছড়ে পড়েছি।

ক্যাপ্টেন চিৎকার শুরু করেছে, 'পেছনে বাও, জাহাজ পেছনে সরাও। নয়তো আমাদের নিয়ে ডুববে ওই জাহাজ।'

জাহাজ সরলে পরে দেখা গেল কুইনকুয়েরেমের প্রায় তিন গজ গভীরে চলে গিয়েছিল আমাদের প্রাউ। আমরা পিছিয়ে আসতেই হুড়মুড় করে জাহাজটায় ঢুকতে থাকল রাশি রাশি পানি। আতঙ্কিত হাহাকার উঠল মাঝি মাল্লাদের মধ্যে। ডুবন্ত জাহাজটা থেকে লাফিয়ে সাগরে নেমে গেল দুয়েকজন ক্রু। বাকিরা বারবার আমাদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইতে লাগল। কিন্তু আমরা কিছু করার আগেই নাক নিচু করে ফেলল বিশাল জাহাজটা। অর্ধেকটা ডুবে গেছে পানিতে। খাড়া হয়ে শূন্যে উঠে গেছে জাহাজের পেছন দিক। পরের কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নাবিক ও সৈন্যসহ সলিল সমাধি ঘটল ওচাসের সাগর দানব কুইনকুয়েরেম হোলি ফায়ারের। সাগরে ভেসে থাকা নাবিকরা আশ্রয়ের জন্য সাঁতরে এল আমাদের জাহাজের দিকে। কিন্তু আমরা বাতাসে পাল তুলে এগিয়ে চললাম।

Banglabook.org

জানি না এখনকার যুদ্ধরীতি কী। কিন্তু সেই আমলে যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে দয়া দেখানো হতো না একবিন্দু।

হেলম ছেড়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল ফিলো। দেখতেই পাচ্ছি, একটু আগের ভয়ানক পরিস্থিতি ওর স্নায়ু কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে। ওয়াইন চাইল সে। ওয়াইন এলে পরে প্রথমে আমার পায়ের সামনে অর্ঘ্য নিবেদন করল সে। বলা বাহুল্য অর্ঘ্যটা আসলে দেবী আইসিসের প্রতি। আমাকে তার পার্থিব প্রতিনিধি বলায় আমার সামনেই সেটা দিয়েছে সে। তারপর কৃতজ্ঞচিত্তে বাকিটুকু ঢেলে দিল নিজের গলায়।

বললাম, 'খুব ভালো কাজ দেখিয়েছ, ফিলো। নিজের কাজ তুমি ভালোই জানো বোঝা যাচ্ছে।'

'না, লেডি, আরেকটু ভালো করতে পারলে আরও কিছু মূল্যবান প্রাণ রক্ষা পেত। ওরা আমাদের জাহাজে আসার আগেই ওদের জাহাজের পেটে এই ধাক্কাটা দিতে পারা উচিত ছিল আমার। তবে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। ওই জাহাজ এখন দেবতা সেট-এর কাছে। ওচাস ওর মূল্যবান একটা রণতরী হারিয়েছে।'

'তোমার কথা হয়তো ঠিক। কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারত,' বললাম আমি।

'হোলি ফায়ারের কমাণ্ডে আমি থাকলে আমাদের অবস্থা অবশ্যই অন্যরকম হতো। ওদের হাতে আমাদের চেয়ে তিনগুণ বেশি সৈন্য ছিল। ওরা যখন আমাদের জাহাজে নামল তখনই সব শেষ করতে পারা উচিত ছিল। তবে ওদের ব্যর্থতার জন্য আমি কৃতিত্ব দেব আমাদের সাথের গ্রিক লোকটিকে। ওর নাম সম্ভবত ক্যালিক্রেটিস। ভালো লোক সে। শুনেছি একসময় নাকি দেবী আইসিসের পুরোহিত ছিল। দুঃখ লাগছে যে তাকে হারাতে যাচ্ছি আমরা।'

'সে কী! কেন?'

'বুলওয়ার্কের পাশে ওরা যখন লড়াই করল অনেকগুলো ছুরির আঘাত সইতে হয়েছে ওকে। সবগুলো আঘাতই মারাত্মক। ওই যে, আমার কেবিনের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে।'

দৃশ্যটা এক লহমায় স্তব্ধ করে দিল আমার হৃৎপিণ্ড।

ক্যাপ্টেন ফিলোর ডাক পড়েছে নিচে। হোলি ফায়ারের সাথে সংঘর্ষের সময় আমাদের জাহাজ হাপির গায়েও ফুটো তৈরি হয়েছে। ওটা কীভাবে মেরামত করা হবে তা নিয়ে পরামর্শ করতে ক্যাপ্টেনকে ডেকেছে ছুতোর।

সবাই চলে গেলে পরে ক্যালিক্রেটিসের কাছে গেলাম আমি। এক লোক ওর ক্ষতের পরিচর্যা করছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম আঘাত কি আসলেই মারাত্মক?

BanglaBook.org

জবাবে সে বলল, 'সঠিক জানি না, লেডি। ক্ষত কতটা গভীর বলতে পারছি না। তবে অনেক রক্ত বের হয়েছে। তার জন্য দেবীর কাছে প্রার্থনা করার সময় হয়েছে।'

আরবের দক্ষতম চিকিৎসকের হাতে চিকিৎসা বিদ্যায় প্রশিক্ষণ নেয়া আছে আমার। কাজেই এই লোকটার সাথে হাত লাগালাম আমি। ক্ষত পরিষ্কার করে সেটার মুখ সেলাই করলাম। তারপর ব্যাণ্ডেজ করে দিলাম। এরপর দ্রুত আরোগ্য লাভে সহায়তা করে এমন একটা তালিসমান পরিয়ে দিলাম ক্যালিক্রেটিসের আঙুলে। দৃশ্যত সেটা একটা আংটি। এতে হায়ারোগ্লিফিক্সে লেখা আছে 'সূর্যের সন্তান'। যে আমাকে এটা দিয়েছিল, বলেছিল যে, মহান চিকিৎসক ও জাদুকর খেমুয়াসের আংটি এটা। সে আরও বলেছিল একবারই এটা পরব আমি। তারপর আমার হাত থেকে আংটিটা চলে যাবে। এরপর যখন এটা দেখব তখন কোন দুঃসংবাদের মুখোমুখি হব আমি। তারপর আরেকবার এর দেখা পাব। তখন দেখতে পাব হারিয়ে যাওয়া কোন পরিচিত মুখ। তারপর আর কখনও এর দেখা আমি পাব না।

সত্যিই এটার কথা পরে ভুলে গেছিলাম আমি। তারপর যখন দেখেছি সত্যিই তারপর দুঃসংবাদ পেয়েছি আমি। সেই গল্পও সময়মতো বলা হবে। এরপর আবার দেখেছি কোরের গুহায় হোলির হাতে (শী দ্রষ্টব্য)।

আমি যখন সেলাই করছিলাম সুই ফোঁড়ার যন্ত্রণায় জেগে ওঠে ক্যালিক্রেটিস। তবে সচেতন নয় ও। অচেতনভাবেই ও বলতে থাকে, 'এসেছ, আমেনার্তাস? কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। দেবতাদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ পুরোহিত নয়, আমার বাপ দাদাদের মতো সৈনিকের মৃত্যু, পুরুষ মানুষের মৃত্যু দিচ্ছেন তাঁরা।'

তাড়াতাড়ি সরে এলাম ওর সামনে থেকে। স্পষ্টতই আমাকে আমেনার্তাস বলে ভুল করেছে ক্যালিক্রেটিস।

Banglabook.org

একবার ভাবলাম বটে যে, ও যাকে নিয়ে ইচ্ছা ভাবুক, আমার তাতে কী। আমার তো পুরুষ মানুষের দরকার নেই। পার্থিব সমস্ত চাওয়া পাওয়া বিসর্জন দিয়ে তবেই আজকের আয়েশা হয়েছি আমি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একবার মনে হলো জাহাজে জাহাজে সংঘর্ষে আমাদের জাহাজটা ডুবলেই ভালো হতো। তাতে অন্তত মৃত্যুর পর দেবী আইসিসের কোলে আশ্রয় নিতে পারতাম।

কেবিনে গিয়ে দেখি অবারিত নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আনমনে বসে আছে নুট। আমি জানি, লড়াইয়ের সময়ও এভাবেই বসে ছিল সে। আমাকে কেবিনে ঢুকতে দেখে একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এলে কখন? কী হয়েছে বলো তো, তোমার চোখ এমন লাগছে কেন?'

'মানুষ মরতে দেখে এসেছি, বাবা। আর দৃষ্টির কথা বলছেন? সেটা হয়তো লড়াইয়ের উত্তেজনা,' বললাম আমি।

'কিন্তু আরও কিছু বলছে তোমার চোখ। তুমি খুবই সুন্দরী, আয়েশা। অনেক অনেক জ্ঞানও অর্জন করেছ। এখন তোমার অবস্থা ঠিক একটা ওয়াইন ভরা কাপের মতো। ওয়াইনটা খুব ভালো, কিন্তু কাপ? সেটার কী অবস্থা? যাক বাদ দাও ওসব। জেনে রাখো বাড়ি ফেরার আগে অনেক অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে তোমাকে।'

'অর্থাৎ, বাবা?'

'বোঝোনি? তোমার বাড়ি হচ্ছে তোমার দেবতা। সেই দেবতা নন যাঁদের হাজার নাম তুমি শুনতে পাও। বরং সেই দেবতা যাঁকে এমনকি দেবতারাও পূজা করেন। তিনিই হচ্ছেন ঈশ্বর। তাঁর কাছেই তোমাকে ফিরতে হবে। সন্দেহ নেই, ঘৃণা আর ভালোবাসা দুটোই তুমি পাবে। এমনকি যা তুমি ভালোবাসো তা কাছে টানবে আর শান্তির জন্য প্রয়োজন হলে যা ঘৃণা করো তা-ও সহ্য করবে। তবে জেনে রেখো, পার্থিব জীবনের সাধারণ ভালোবাসার চেয়েও মহত্তর আরেক

Banglabook.org

ভালোবাসা রয়েছে। প্রত্যেকটা মানুষকে সেই ভালোবাসা খুঁজে পেতেই হবে। সেটা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা। যারা ওই পথে চলতে পারে তারাই সফল হয়। তারাই পায় চিরন্তন শান্তির দেখা। কিন্তু একবার ওই পথ থেকে সরে গেলে হাজারো কান্না আর অসম্ভব যন্ত্রণা সয়ে নিজেকে শুদ্ধ করার আগে শান্তির দেখা কেউ পাবে না।'

এতটাই গম্ভীর স্বরে কথাগুলো নুট বলল যে রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম আমি। ভীষণ ভয় পেয়েছি। নরম সুরে প্রশ্ন করলাম, 'বাবা, কী হয়েছে? কী দেখেছেন আপনি?'

'সিডনে তোমার অপমান আর দেবতার প্রতি অনাচারের প্রতিশোধ নিয়েছ তুমি। তারপর উল্লাসও করেছ। কিন্তু প্রতিশোধের উল্লাস কি তোমাকে সাজে? না, বরং এর দুঃখজনক দিক স্মরণ করে দেবতাদের মতো দুঃখ প্রকাশ করবে তুমি। আজ যখন লড়াই বাধল, দেখলাম লড়াইয়ের উন্মাদনা তোমাকেও পেয়ে বসেছিল। ক্যাপ্টেন ফিলো আর গ্রিক ক্যালিক্রেটিস যখন জয় ছিনিয়ে আনল, উল্লসিত হলে তুমি। সেটাও তোমাকে মানায় না। আর আমার যেন মনে হলো ক্যাপ্টেন ফিলোর কেবিনে গিয়েছিলে তুমি এখন। কী করলে ওখানে?'

'আহত লোকটার শুশ্রূষা করেছি। আর একটা তালিসমান পরিয়ে দিয়েছি ওর হাতে। শুনেছি সেটার নাকি দ্রুত আরোগ্য দেয়ার ক্ষমতা আছে।'

'খুব ভালো কাজ করেছ। লোকটার সাহসিকতার পুরস্কার দিয়েছ। সে কি তোমাকে ধন্যবাদ দিয়েছে? আমার যেন মনে হলো কাউকে ধন্যবাদ জানাল সে।'

গম্ভীর কণ্ঠে বললাম, 'না, আমাকে নয়। আমাকে অন্য এক নারী ভেবে তাকে ধন্যবাদ দিয়েছে।'

একটু হেসে নুট বলল, 'তাই? থাক, নাম বলার দরকার নেই। মনে রেখো, এমন শারীরিক অবস্থায় লোকের মনের

BanglaBook.org

কথাটি বেরিয়ে আসে। এখন এই লোক যদি তার শপথ ভুলে যায় তা হলে তুমিও কি তোমার শপথ ভুলে যাবে? ও শপথ ভুলে গেলেও ওর জন্য অজুহাত আছে। সেটা হচ্ছে ও একজন সৈন্য। প্রেমের কারণে পা পিছলেছে তার। সেজন্যই সে এসেছিল পুরোহিত হয়ে শান্তি খুঁজতে। কিন্তু তাতে এ সত্যটি বদলে যায়নি যে, আপাদমস্তক একজন সৈনিক সে। কিন্তু শপথ ভাঙলে অমন কোন অজুহাত বা কৈফিয়ত তুমি দিতে পারবে না। কারণ তোমার কোন কৈফিয়তই নেই।' এরপর এক মুহূর্ত দ্বিধা করে নুট বলল, 'যদি এই লোকটিকে তার মতো করে থাকতে না দাও, তা হলে তোমার নিজের ওপর তো বটেই, ওর ওপরও অনেক অনেক ঝামেলা টেনে আনবে তুমি। আমি জানি, নিজের সৌন্দর্য নিয়ে গর্বিত তুমি। তাই তোমার বদলে অন্য কাউকে সে ভালোবাসুক তা তোমার পছন্দ নয়। কিন্তু, মেয়ে, প্রেমের বাগান থেকে ফুল তোলা তোমার জন্য নয়। মনে রেখো, রূপই তোমার জন্য অভিশাপ। কারণ এই রূপের অহঙ্কারেই অহোরাত্রি লোকের আনুগত্য দাবি করো তুমি। কিন্তু জেনো এরও শেষ আছে। শেষ বিচারের দিনের কথা মনে রেখে অমন কিছু দাবি করা থেকে বিরত হও। খুব বেশি অহঙ্কারী তুমি, আয়েশা। আকাশের তারার দিকে তাকাও। ওগুলোর মতো বিনয়ী হতে শেখো। মনে রেখো, বিনয় তোমাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।'

'কিন্তু, বাবা, সবকিছু ছাপিয়েও আমি যে একজন নারী। আর নারী জীবনের পরম আরাধ্য হচ্ছে ভালোবাসা আর সন্তানধারণ...'

'বেশ! ঈশ্বরকে ভালোবাসো। আর সন্তান হিসেবে গ্রহণ করো সমস্ত ভালো কাজকে। তোমার দায়িত্ব অন্যায়কারীকে শাস্তি দেয়া। তুমি সাধারণ নারী নও যে তাদের মতো সাধারণ জীবনধারা গ্রহণ করবে বা ছিনিয়ে আনবে অন্য কারও

ভালোবাসার পাত্রকে। সে পাপ করতে চায়, করুক। কিন্তু তাই বলে তুমি কেন পবিত্র থাকবে না? তুমিও যদি সাধারণের মতো পাপ করে বসো তা হলে তোমার মহত্ত্ব রইল কোথায়? আমার সামনে স্বর্গের নামে শপথ করো যে ওই লোকের সাথে তোমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। দুইবার তুমি পাপ করেছ। একবার অভয়াশ্রমের মন্দিরে ওকে চুমু খেয়ে, দ্বিতীয়বার ওর মুখ থেকে অন্য নারীর নাম শুনে হিংসা করে। তোমাকে ভালোবাসেন বলে দুইবারই ক্ষমা করেছেন দেবী। কিন্তু তৃতীয়বার তা না-ও হতে পারে। তখন কঠিন ফল ভুগতে হবে তোমায়। আমি বলে রাখছি...' কিছুক্ষণ চুপ করে রইল নুট। তারপর আরও গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, 'তেমন কিছু হলে শতাব্দীর পর শতাব্দী তোমাকে শোক করে কাটাতে হবে। তোমার হাতে রক্ত লাগবে। সেই রক্ত মুছতেও শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে তোমায়। তখন তোমার প্রতিটা শ্বাস পরিণত হবে দীর্ঘশ্বাসে। প্রতিটা হৃৎস্পন্দন হবে যন্ত্রণা আর শোকের নামান্তর। তাই বলছি, শপথ করো যে ওই লোকটাকে নিয়ে তোমার ভেতর আর কোন চিন্তা রাখবে না।'

শপথ করতে এগুলাম আমি। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবা, আপনিও তো এক সময় তরুণ ছিলেন। নারী-পুরুষের মধ্যে প্রাকৃতিক যে সম্বন্ধ তা কি কখনোই আপনাকে আলোড়িত করেনি? কখনোই কি ভালোবাসার মধুর স্বাদ পাননি আপনি? আমার মনে পড়ে, আপনি বলেছিলেন আপনিও ভুল করেছিলেন।'

দু'হাতে চোখ ঢেকে সে বলল, 'হ্যাঁ, মা। তরুণ বয়সে আমিও ভুল করেছি। একবার দু'বার নয়, বহুবার। এবং সেজন্য আমাকে অত্যন্ত কঠিন মূল্যও চুকাতে হয়েছে। সেই জন্যই আমি চাই না তুমিও আমার মতো ভুল করো। মনে রেখো পড়ে যাওয়া খুব সহজ। কিন্তু আবার উঠে দাঁড়ানো

BanglaBook.org

কঠিন, খুবই কঠিন। শপথ করবে না?'

'হ্যাঁ, শপথ করছি। দেবী আইসিস আর আপনার আত্মার নামে শপথ করছি, বাবা।'

'শপথ তো করলে, কিন্তু তা কি পালন করবে?' বলে আমার কপালে চুমু খেয়ে কেবিন থেকে বের হয়ে গেল সে।

ক্যালিক্রেটিস মারা যায়নি। হয়তো ওই চিকিৎসকের সেবা কাজে লেগেছে বা হয়তো ঐশ্বরিক শক্তি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তবে মিশরের মেম্ফিসে পৌঁছার আগ পর্যন্ত ওর সাথে আমার আর দেখা হয়নি। মেম্ফিসে পৌঁছে খাটিয়ায় করে জাহাজের ডেকে নিয়ে আসা হলো ওকে। সেখানে সেদিনের লড়াইয়ে তার বীরত্বের জন্য দেবীর নামে বাহবা দিলাম। একটু রঙ ধরল ওর চেহারায়। বলল, 'লেডি, ওই দিন লড়াইয়ের সময় আমি দেবীর কথা ভাবিনি। বরং লড়াই করেছি লড়াইয়ের উন্মাদনায়। সেদিন মরতে বসেছিলাম। কিন্তু আপনাকে আর দেবীর পূজারী সকলকে বাঁচাতে লড়েছি আমি। চাইনি ওই অগ্নি উপাসকদের হাতে নিগৃহীত হোন আপনারা। লড়াইয়ের সময় মনে হয়েছিল স্বর্গের খুব কাছে পৌঁছে গেছি। অবশ্য এখন মনে হচ্ছে স্বর্গ বহুদূর।'

ওর কথা শুনে একবার হাসলাম আমি। ও যদি মিথ্যাও বলে থাকে কথাগুলোয় ভদ্রতা ও সৌজন্য রয়েছে। বললাম, সে যেহেতু বয়সে যুবা তাই বেঁচে থাকার আনন্দ সে উপভোগ করতে চাইতেই পারে।

জবাবে ক্যালিক্রেটিস বলল, 'না, লেডি। আমি বরং আমার বাপ-দাদাদের মতো লড়াই করে মরে যেতে চাই। শিরে শিরস্ত্রাণ আর হাতে নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে। পুরোহিতের জীবন বর্ণহীন। পুরোহিতের শপথ নিয়ে জীবনের সব স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছি আমি।'

'তাই? পুরুষের জীবনে আনন্দ কীসে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

Banglabook.org

'আয়নায় নিজেকে একবার দেখুন, লেডি। নিজেই বুঝতে পারবেন।'

এমন স্বরে কথাটা সে বলল, আমার মনে একবার সন্দেহ জেগে উঠল যে, সেদিন ক্যাপ্টেনের কেবিনে কি আসলেই অন্য কারও নাম নিয়েছে সে, নাকি ভুল করে বলেছে।

তখন জানতাম না, একজন পুরুষ একই সময় দু'জনকে ভালোবাসতে পারে। একজনকে তার আত্মা দিয়ে আর অপরজনকে শারীরিকভাবে। কারণ ক্যালিক্রেটিসের আত্মা সেই শুরু থেকেই আমার। কিন্তু পৃথিবীতে অন্য কেউ তাকে চায়।

যা হোক, মেম্ফিসে পৌঁছার আগেই হুকুম এল, নোঙর করতে হবে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের দিকে এগিয়ে এল একটা বার্জ। সাজ সজ্জা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা রাজকীয় বার্জ। বার্জে করে পারিষদবর্গ নিয়ে এল স্বয়ং ফারাও নেকটানেবিস ও তার মেয়ে আমেনার্তাস। সিডনে কী হয়েছে তার খবর জানতে চায় ফারাও।

জাহাজে ওদেরকে স্বাগত জানাল নুট আর ফিলো। আমি ঘোমটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি। তাই শত চেষ্টা করেও আমার চেহারা দেখতে পেল না ফারাও। তবে দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'আপনি ফিরেছেন তা হলে?'

'সিডনের রাজার হাতে উপহার হিসেবে আমাকে তুলে দিয়েছিলেন আপনি। কিন্তু সিডনের রাজার নোংরা থাবা থেকে আমাকে উদ্ধার করে এনেছেন আমার দেবী।'

'হ্যাঁ, মনে আছে। সেদিন রক্ত হয়ে গিয়েছিল কাপের পানি। খবর যা শুনেছি তা সত্যি হলে আসলেই অনেক রক্ত বয়েছে,' বলল ফারাও।

'হ্যাঁ, ফারাও, অনেক রক্ত বয়েছে। জানবেন, কখনও কখনও দেবতারা রুষ্ট হয়ে যান। তখন অবাধ্য পূজারীদেরকে দেবতারা তুলে দেন তাদের শত্রুদের হাতে।'

আমার কথার মর্মার্থ স্পষ্ট বুঝেছে নেকটানেবিস। বিড়বিড় করে বলল, 'আমার ওপর রাগ করবেন না, নবী। আমার কী করার ছিল বলুন? আপনার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল সিডোনিয়ান কুত্তা টেনেস। ওকে কখনোই আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু টেনেসকে ফিরিয়ে দিলে ওচাসের সাথে একজোট হয়ে আমার বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরত ও। এই হুমকি ভোজের দিন দিয়েওছিল। তবে আমি জানতাম যেখানেই আপনি যান না কেন, দেবী কখনোই আপনাকে ছেড়ে যাবে না। দেখুন, হয়েছেও তা-ই।'

ফারাওয়ের কথা শুনে গায়ে জ্বালা ধরে গেল আমার। বললাম, 'হ্যাঁ, ফারাও, মাতা আইসিস আমাকে রক্ষা তো করেছেনই, আরও বেশি করেছেন। আপনি কি শুনেছেন সিডনে কীভাবে কী হয়েছে? টেনেস নিজের ছেলেকে বলিতে চড়িয়েছে, রাণী বেলটিসকে সরিয়ে আমাকে বসাতে চেয়েছে ওর রাণীর আসনে। তাতে রেগে গিয়ে এবং পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে রাজার পিঠে তলোয়ার ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করেছে বেলটিস। আমার চোখের সামনেই এসব ঘটেছে। সকল অধিবাসীসহ ধ্বংস হয়ে গেছে সিডন। ওটা এখন পার্সান শয়তান ওচাসের রাজত্ব। জেনে রাখুন, রাজা, খুব শীঘ্রিই সিডনের ভাগ্য বরণ করতে হবে মিশরবাসীদেরও। কারণ সাধারণ এক নর্তকীর মতো আইসিসের উচ্চস্থানীয় এক পুরোহিতকে আপনি তুলে দিয়েছেন টেনেস নামের শয়তানের হাতে। সময় আসছে যখন মিশরে আর কোন ফারাও থাকবে না। পার্সানরা মিশরের ওপর রাজত্ব করবে, ধ্বংস করে ফেলবে মিশরীয়দের সমস্ত দেবতার বেদী।'

আমার কথাগুলো শুনে কেঁপে উঠল ফারাও। তবে কথাগুলো কেবল সে-ই শোনেনি, আমেনার্তাসও শুনেছে। জাহাজে উঠেই সে অবশ্য চলে গিয়েছিল ক্যালিক্রেটিসের কাছে। ওর পাশে কিছুটা সময় কাটিয়ে ফিরে এসেছে

ফারাওয়ের কাছে। আমার কথা শুনে ভীষণ রাগত স্বরে আমাকে সে বলল, 'পুরোহিত, তোমার আরেক নাম মনে হয় ধ্বংস। সিডনে পা দিয়েছ সিডন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। এখন মিশরে এসে মিশরের ফারাওকে শোনাচ্ছ তার ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী। আর এটাই বা কেমন করে হলো যে, সবাই মরল অথচ তুমি একা সিডন থেকে বেঁচে বেরিয়ে এলে? আমার তো সন্দেহ হচ্ছে, ওচাসের সাথে আঁতাত করে ফিরেছ তুমি।'

'বেশ তো, সন্দেহ হলে এই জাহাজের ক্যাপ্টেন ফিলোকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। না থামুন, জিজ্ঞেস করুন আপনার প্রিয়পাত্র গ্রিক ক্যালিক্রেটিসকে। ও-ই বলুক কী করে ফিরেছি আমরা। কী করে আমাদের তিনগুণ সৈন্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের কাছে হেরেছে ওরা।'

'জানি। এটা হয়েছে ওই ক্যাপ্টেনের দক্ষতা আর ওই গ্রিক সৈনিক বা পুরোহিতের সাহস ও নেতৃত্ব গুণে। এতে তোমার প্রার্থনা বা আইসিসের কোন কৃতিত্ব তো আমি দেখছি না। আর, ফারাও, আপনাকে বলছি। শাসন ক্ষমতা যদি আমার হাতে থাকত তা হলে আমাদের ও মিশরের আরও বড় কোন ক্ষতি করার আগেই আইসিসের এই পুরোহিতকে আইসিসের কাছে পাঠিয়ে দিতাম আমি।'

আঁতকে উঠে নেকটানেবিস বলল, 'না, না, এভাবে বোলো না। এসব শুনে ফেলবে দেবী। কে জানে হয়তো তখন আমার ঘাড়ে আবার চাপিয়ে দেবে আরও বড় কোন শাস্তির বোঝা। ভবিষ্যৎ দেখার বিদ্যা আমিও জানি। তাই গতরাতে পাতালের আত্মার সাথে পরামর্শ করেছি। সে-ও বলেছে একটা জাহাজে করে এদিকে আসছে এই লেডি। ওর কথা সত্য হয়েছে। ও আরও বলে গেছে, আসন্ন দুর্যোগের বিরুদ্ধে সে-ই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ। ও, আইসিসের পার্থিব রূপ, ও, জ্ঞানের কন্যা, আসন্ন দুর্যোগের

ভয়ে ভীত-দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আমার মেয়ে। তাই নিজের অজান্তেই কঠিন কথা বলে ফেলেছে। কিন্তু জানবেন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনাদের বন্ধু ও রক্ষাকারী হয়ে থাকবে এই ফারাও।'

'আপনার শয়তান সত্য বলে থাকলে সব শেষ হওয়ার আগে আমি হয়তো সত্যিই ফারাও আর রাজকুমারীকে রক্ষার চেষ্টা করব,' বলে বাউ করে নিজের কেবিনে চলে গেলাম আমি।

তেরো

চলে গেছে ফারাও আর তার মেয়ে। ফিলোকে ডেকে আনালাম। দেবীর হয়ে আশীর্বাদ করলাম ওকে। ও-ও শপথ করল যে চিরকাল আমার প্রতি অনুগত থাকবে। আমি ডাকলে দুনিয়ার অন্য প্রান্তে থাকলেও চলে আসবে। এরপর আমাকে শিখিয়ে দিল কিছু গোপন কথা যার মাধ্যমে ওকে ডাকতে হবে। বিদায় নিল ফিলো। তবে শূন্য হাতে নয়। আমাকে দেয়া টেনেসের গহনার স্তূপ থেকে দেবীর হয়ে মূল্যবান কয়েকটা গহনা উপহার দিলাম ওকে। এরপর জাহাজ থেকে বিদায় নিলাম আমি।

সুগম্ভীর আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে বরণ করল মন্দিরের পুরোহিতরা। তার মধ্যে আছে পবিত্র আচার আর দেবীর কীর্তন। সবাইকেই এখানে দেখলাম কিন্তু ক্যালিক্রেটিসকে দেখলাম না। নুটকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ক্যালিক্রেটিস কোথায়?'

BanglaBook.org

একটু হেসে নুট বলল, ‘সেবা শুশ্রূষা করার জন্য প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওকে। সম্ভবত ওর ইচ্ছা কিছুদিন সৈনিক হয়েই থাকবে। কে জানে, এটাই হয়তো ওর নিয়তি। তবে ভয়ের কিছু নেই। কারণ একবার যার মাথার ওপর দেবী হাত রাখেন, সে যেখানেই যাক না কেন, জীবনে বা মৃত্যুতে শেষ পর্যন্ত দেবীর কাছেই তাকে ফিরতে হবে।’

‘হ্যাঁ, জীবনে বা মরণে...’ এটুকুই বললাম কেবল, আর কথা বাড়ালাম না।

আমাদের নিরাপদে ফেরা উপলক্ষে দেবীর বেদীতে ভেট দেয়া হলো। নানা আনুষ্ঠানিকতার পর মন্দিরের গোপনতম স্থানে গেলাম আমি আর নুট। ওখানে অ্যালাবাস্টারে তৈরি দেবীর একটা মূর্তি রয়েছে। সেখানে কেবল আমি আর নুট ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। এমনকি অনেক উচ্চস্থানীয় পুরোহিতও এর কথা জানে না। যা হোক, দেবীর মূর্তির গায়ে গহনাগুলো চড়িয়ে দিলাম আমি। বিভিন্ন ইঙ্গিতের মাধ্যমে দেবী আমাকে জানাল যে উপহার গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে দেবীর সামনে প্রার্থনায় মগ্ন হয়ে গেছে নুট। প্রার্থনারত নুট যখন ধ্যানের গভীরে চলে গেল তখন তার মুখ দিয়ে কথা বললেন দেবী আইসিস।

BanglaBook.org

দেবী বললেন, ‘আমি তোমার দেবী মাতা। তোমার সাথে অতীতে যা যা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা হবে তার সবই আমি জানি। বর্বররা আসবে, ধুলোয় মিশিয়ে দেবে মিশরের দেব-দেবীদের বেদী। তোমার মনে হবে একা হয়ে গেছ তুমি। তবে ভয় পেয়ো না। আমার হুকুম না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকবে। আমি যার মন্ত্রী তাঁর ও আমার নিজের তরফ থেকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এখানে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। এবং যারা তোমার সাথে থাকবে তাদেরও ক্ষতি হবে না। কাজেই আমার হুকুমের জন্য অপেক্ষায় থাকো। আর ততদিন পর্যন্ত যা যা তোমাকে শেখানো হয়েছে তা করতে থাকো। যে

সব লোকেরা তাদের দেব-দেবীর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের ওপর নামিয়ে আনো দেবীর প্রতিশোধ।'

ধ্যানের ঘোরে থাকা নুট এসবের কিছুই জানে না। ধ্যান ভাঙলে পরে তাকে এগুলো জানালাম আমি।

গভীর আগ্রহে কথাগুলো শুনল সে। আমাকে বলল দেবীর হুকুম মেনে চলতে। তারপর বলল, 'জানানো হয়েছে, আমাকেও তোমার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হবে। একা হয়ে যাবে তুমি। তবুও বলছি, দেবীর হুকুম তুমি প্রতিপালন করবে। আর মনে রেখো, যা-ই ঘটুক, ভেবো না আমি মারা গেছি। হয়তো আমার নিজের দেশে যেতে বাধ্য হব আমি। তখন আমার সংবাদ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তবে কী সংবাদ পাবে আমি নিজেও জানি না।'

বাউ করলাম আমি। আর নুটের কথাগুলো গেঁথে রাখলাম আমার বুকের গভীরে।

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। রণনীতি ও কৌশল সম্বন্ধে খুব বেশি জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও নিজেকে মিশর সেনাবাহিনীর প্রধান বলে ঘোষণা করেছে ফারাও নেকটানেবিস। অবশ্য এর পেছনে ইন্ধনদাতা হচ্ছে ওর 'পাতালের আত্মা'। প্রথম দিকে অবশ্য ওর পরামর্শ ফারাওয়ের কাজেই লাগল। ওর বুদ্ধিতে বারাথ্রার যুদ্ধে পার্সানদের ফাঁদে ফেলা গেল। চোরাবালিতে ডুবে মরল বহু পার্সান সৈন্য। বাকিরা মরল মিশরীয় সৈন্যদের বর্শা আর তলোয়ারে। পেলুসিয়ামে অবরোধ আরোপ করা হলো। ওখানে ভীষণ শক্তিশালী এক লোক ছিল। লোকে বলে তার শক্তি নাকি হারকিউলিসের মতো। হারকিউলিসের মতো সে-ও পরে থাকে সিংহের চামড়ার পোশাক। হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বিশাল এক মুগুর। লোকটার নাম নিকোস্ট্র্যাটাস অভ অ্যারাগোস। এদের ওপর নেকটানেবিসের পক্ষে আক্রমণে যায় গ্রিক ক্যাপ্টেন ক্ল্যাইনিয়োস অভ কজ। ভীষণ যুদ্ধ হয় ওখানে।

BanglaBook.org

কিন্তু নিকোস্ট্র্যাটাসদের কাছে পরাজিত হয় মিশরীয়রা। ফারাওয়ের ভোজ সভায় এই ক্যাপ্টেনকে লাশের স্তূপের ওপর পড়ে থাকতে দেখেছি আমি। ওই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন ক্ল্যাইনিয়োস-এর সাথে মারা যায় আরও পাঁচ হাজার মিশরীয় সৈন্য। সেটাও সেদিন আমি দেখেছিলাম, বলেছিলামও। আমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে।

এই ঘটনার পর ফারাওকে ছেড়ে যায় তার পাতালের শয়তান। সাথে নিয়ে যায় ফারাওয়ের সমস্ত সাহস। নিজের শহর, ফ্লিট আর সৈনিকদের গ্যারিসনকে ভাগ্যের হাতে ফেলে মেম্ফিসে পালিয়ে আসে ফারাও। একের পর এক শহর দখল করতে থাকল ওচাসের সেনাবাহিনী। যেখানে দরকার ঘুষ দিল, যেখানে দরকার সৈন্য নামাল। সোজা কথায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগুতে থাকল ওচাস।

এদিকে গুজব ছড়িয়েছে, ওচাস নাকি বলেছে, মেম্ফিস দখলের পর থিবিস দখল করবে সে। তারপর ধরবে ফারাও নেকটানেবিসকে। মেম্ফিসে পটাহ-এর মন্দিরের বেদীতে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে ফারাওকে। অথবা মন্দিরের পবিত্র ষাঁড় এপিসের সাথে লড়তে বাধ্য করবে ফারাওকে। মেম্ফিসের লোকজন ফারাওয়ের সৈনিকদের হাতে আগে থেকেই নিষ্পেষিত। এবার তাদের রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটল। ক্ষিপ্ত লোকজন চাইল ফারাওকে ধরে নিয়ে গিয়ে সন্ধি-প্রস্তাব হিসেবে তাকে তুলে দেবে ওচাসের হাতে। কিন্তু বললেই তো আর সেটা সম্ভব না। মিশরের কাপুরুষের দল তখন সাহায্য চাইতে ফিরে এল তাদের দেব-দেবীর মন্দিরে। যে দেবতাদের ওরা ছেড়ে গিয়েছিল বহুকাল আগেই, সাহায্যের জন্য তাদের কাছেই ফিরল তারা।

হঠাৎ করেই একদিন আইসিসের মন্দিরে এসে উপস্থিত হলো রাজকুমারী আমেনার্তাস। কারণ, ওচাস নাকি বলেছে, সব দেবতার মন্দির ধ্বংস করলেও আইসিসের মন্দিরের কিছু

BanglaBook.org

করবে না সে। কারণ প্রথমত দেবী সবকিছুরই মাতা। তার ওপর দেবতা ওসিরিস-এর স্ত্রী তিনি। আর ওসিরিস হচ্ছেন আগুনের পিতা। যেহেতু ওচাস নিজে অগ্নি উপাসক তাই এই দেবতা বা তাঁর সাথে সম্বন্ধিত অন্য কোন দেব-দেবীর মন্দিরে সে হাত দেবে না। এবং দেবী আইসিসের এক নারী পুরোহিত নাকি যুদ্ধে তার বিশাল উপকার করেছে, সেটাও একটা বড় কারণ।

শেষ কথাটা শুনে সত্যিই আশ্চর্য হলাম আমি। যা হোক মন্দিরে শিক্ষানবিস পুরোহিতের ছদ্মবেশ নিয়ে রইল আমেনার্তাস।

প্রাসাদ থেকে মন্দিরে ফিরে এসেছে ক্যালিক্রেটিস। ওর মুখ থেকেই জানতে পারলাম নিকোস্ট্র্যাটাসের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা। বলল যে, আসলেই ভীষণ ভয়ানক লোক ওই নিকোস্ট্র্যাটাস। তার মুগুর চালানো দেখে জীবনে প্রথমবারের মতো ভয় পেয়েছে বলে জানাল ক্যালিক্রেটিস। তবে তাকে আহত করতে পেরেছে ও। যদিও লড়াইয়ে কেউ হারা বা জেতার আগেই লড়াইরত অন্যান্য সৈন্যদের কারণে আলাদা হয়ে যেতে হয় ওদের। যা হোক, মন্দিরে এসে আবার পুরোহিতের আলখেল্লা চড়িয়েছে ক্যালিক্রেটিস। সৈনিক থেকে হয়ে উঠেছে পুরোহিত।

মন্দির প্রধানের আসনে বসলে প্রায়ই খেয়াল করেছি, দেবীর উপাসনা বা প্রার্থনা কীর্তনের সময় কাছাকাছি বসে ক্যালিক্রেটিস আর আমেনার্তাস। কখনও বা পাশাপাশি। প্রায়ই চোখাচোখি হয় ওদের। সুযোগ পেলেই একজন অপরজনকে দেয় তার অনাবৃত চেহারা দেখার সুযোগ। এমনকি কাছাকাছি থাকলে ওরা পরস্পরের হাতে মৃদু স্পর্শও করে। নীরবে এর সবই খেয়াল করছি আমি। এই মন্দিরে পার্থিব, জৈবিক চাহিদার স্থান নেই। দেবী যদি ওদের ওপর সত্যিই রুষ্ট হন, তা হলে না জানি কী শাস্তি দেন ওদের।

BanglaBook.org

একদিন হঠাৎ মন্দিরে হাজির স্বয়ং ফারাও নেকটানেবিস। আশ্রয় চাইতে এসেছে সে। এসেই আমার সাথে দেখা করতে চাইল। এক নজরেই বোঝা যায়, অসংখ্য নির্ঘুম রাত কাটিয়েছে সে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর তীব্র আতঙ্কে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে তার। আমাকে বলল, 'নবী, আমার সব শেষ। ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে পারস্যরাজ ওচাস। আমি পালিয়ে এসেছি। এসেছি দেবী আইসিসের মন্দিরে আশ্রয় নিতে। ও, দেবীর পার্থিব রূপ, ও, স্বর্গীয় কন্যা, সাহায্য করুন। আমার শয়তান আমাকে ফেলে চলে গেছে। যদি বা কখনও সে আসে, এসে আমাকে উপহাস করে সে। সাহায্য করে না।'

'ফারাওয়ের মুখে এ কী কথা! যে পুরোহিতকে সাধারণ এক নারীর মতো বাল-পূজারী এক রাজার হাতে তুলে দিলেন আজ তার কাছেই সাহায্য চাইতে এসেছেন? সৈন্য, দেশ, দেবতা সবাইকে ত্যাগ করে এসে এখন নিজের প্রাণ আর সম্পদের নিরাপত্তা চাইছেন, বাহ্!'

'আজ আমার সময় খারাপ বলে উপহাস করছেন, লেডি। কাল কিন্তু আপনার ভাগ্যেও খারাপ সময় চলে আসতে পারে। ভাগ্য যখন আমার প্রতি সদয় ছিল তখন এই আমিই পারস্য জয় করেছিলাম। ওখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম দেবতাদের মন্দির। কিন্তু এখন দুর্ভাগ্য পেয়ে বসেছে আমায়,' বলল নেকটানেবিস।

'কেন আপনার ওপর দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া নেমে এল তা কি জানেন, ফারাও? কারণটা হচ্ছে দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেও আদপে তাদের প্রতি আপনি বিশ্বস্ত ছিলেন না। গোপনে বলি চড়িয়েছেন শয়তান, বাল, অ্যাস্টোরেথ এদের উদ্দেশে আর উপাসনা করেছেন গ্রিকদের দেবী আফ্রোদিতির। না না, অস্বীকার করবেন না। এই সবই আমার খুব ভালোভাবে জানা আছে। আর এসমস্ত অন্যায়ের পর সবচেয়ে বড় পাপ করেছেন: আমাকে, দেবী আইসিস-

BanglaBook.org

এর নবীকে শয়তানের পূজারী টেনেসের হাতে তুলে দিয়ে। টেনেস আমাকে নিয়ে গিয়েছিল বটে। তাতে ওর কী হাল হয়েছে তা আপনি নিজেও জানেন। তা হলে যে আমাকে তার হাতে তুলে দিয়েছিল তার কী হবে বুঝতে পারছেন?'

মনে মনে ভাবলাম এবার নির্ঘাত আমাকে খুন করে ফেলবে ফারাও। করুক, পরোয়া করি না। মারলে মারুক। বিভিন্ন কারণে খুবই মন খারাপ আমার। কিন্তু কাপুরুষের মতো কেঁদেই চলল সাবেক ফারাও। আমার পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে লাগল। শেষে দয়া হলো আমার। তবু খোঁচা দিয়ে বললাম, 'শুনেছি আপনাকে পেলে প্রথমে আপনাকে নিয়ে তামাশা করবে ওচাস। তারপর অত্যাচার করে তিলে তিলে শেষ করবে। এ-ও শুনেছি যে, জীবিত ধরতে পারলে আপনার বিচার করবে ওচাস। অর্থাৎ অপমান করবে। ওর সভায় সর্বসমক্ষে স্যাণ্ডেল দিয়ে মাড়িয়ে দেবে আপনার মুখ। তারপর আগুনে ফেলে ওর উপাস্যের উদ্দেশে বলি দেবে আপনাকে। আর আগুনে যদি না-ও ফেলে তা হলে পটাহ্-এর পবিত্র ষাঁড় এপিসের সামনে ফেলবে আপনাকে। আর নয়তো পটাহ্-এর মন্দিরের বেদীতে বেঁধে রেখে ধীরে ধীরে যন্ত্রণা দিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করবে।'

এত কিছু বললাম কিন্তু ফিরতি কিছুই বলল না ফারাও। কেঁদেই চলল সে। তখন আমি আবার বললাম, 'মৃত্যু আপনার নিশ্চিত। তবে এমন একটা পথ দেখাতে পারি, যার ফলে মৃত্যু হলেও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে লোকে গাইবে আপনার বীরত্ব গাথা। সময় থাকতে থাকতেই দেবতাদের রাজা আমন রা-এর মন্দিরে যান। প্রজাদের ডাকুন। সর্বসমক্ষে নিজের পাপের স্বীকারোক্তি দিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চান আমন রা'র কাছে। তারপর মিশর ও তার জনগণের মুক্তির জন্য নিজেকে বলি দিন দেবতার পদতলে। এতে এমনকি পার্সানরাও বলবে, অভিশপ্ত হলেও

BanglaBook.org

মহৎ ফারাও আপনি। এবং এর ফলে মিশরের ওপর থেকে দেবতাদের রোষও উঠে যেতে পারে।'

মাথা তুলল ভারাক্রান্ত নেকটানেবিস। চোখে উজ্জ্বল দীপ্তি, দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে আশার আলো। বলল, 'হ্যাঁ, এভাবে মরতে পারলে খুবই ভালো হয়। এভাবে আত্মবলি দিলে হয়তো দেবতারাও আমাকে ক্ষমা করবেন। তখন হয়তো ওসিরিসের টেবিলে বসলে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না বিগত ফারাওরা। কিন্তু, নবী...' পরের কথাগুলো প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল সে, 'ওসব করার সাহস আমার নেই।'

'কেন নেই?'

'কারণ, বছর কয়েক আগে পাতালের এক কালো শক্তির সাথে চুক্তি করেছি আমি। আরও স্পষ্ট করে বললে, চুক্তি করেছি শয়তানের অনুগত এক আত্মার সাথে। আমি জানি না সে কোথায় থাকে বা কীভাবে আসে। তার যখন ইচ্ছা আসে, যখন ইচ্ছা চলে যায়। অঢেল সম্পদ আর অশেষ সাফল্য এনে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে। বিনিময়ে তার জন্য বলি চড়াতে বাধ্য হয়েছি আমি। বলি চড়িয়েছি... না, সেটা বলব না। তবে এটুকু বলি, টেনেসের মতো আমারও এক পুত্র সন্তান ছিল...'

এবার আমি কেঁপে উঠলাম। তবে ওকে ইশারা করলাম বলে যেতে।

ফারাও বলে চলেছে, 'ওই আত্মার সাথে আমার চুক্তি ছিল যে, দেবতাদের মন্দির আমি অবশ্যই বানাব কিন্তু তাদের আনুগত্য বা উপাসনা করতে পারব না। আমি তা-ই করেছি। দেবতাদের আরাধনা পরিত্যাগ করেছি, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি তাদের থেকে। পুরোহিতরা যখন আমাকে ফারাওয়ের সাজে সজ্জিত করে তখন থেকেই সমস্ত কথা, কাজ ও আচরণে ধর্মদ্রোহিতা করে এসেছি আমি। তবে একজন দেবীর সাথে

Banglabook.org

কখনও বেয়াদবি করিনি আমি। কারণ ওই কালো আত্মাই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে, অসীম ক্ষমতাধর সেই দেবী। তাকে কোনভাবেই রাগানো যাবে না।'

প্রশ্ন করলাম, 'সেই দেবীর নাম কি আইসিস?'

'হ্যাঁ, নবী। আইসিস। সেই কারণে আইসিসের মন্দিরে কখনও কোন অনর্থ করিনি আমি। বরং মনে তার প্রতি সত্যিকারের সম্মান রেখে তার প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করেছি, প্রার্থনা করেছি তার কাছে। যা হোক, বলিদানের পরপরই পেতে শুরু করি অঢেল সম্পদ আর বিশাল সৈন্যবাহিনী। গ্রিকদেরকে ভাড়া করে আনি আমার হয়ে যুদ্ধ করার জন্য। অনেক রাজার সাথে মৈত্রী করি। আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে পার্সানদের হারাতে পারব। কিন্তু এরপরই এক ভোজ সভায় আপনাদের ডাকি ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য। তখনই টেনেসের সামনে আপনি অবগুণ্ঠন সরালেন আর আপনার রূপ দেখে পাগল হয়ে গেল সে। বাধ্য হলাম আপনার অবস্থান ভুলে গিয়ে আপনাকে টেনেসের হাতে তুলে দিতে। এভাবে আইসিসকে রাগিয়ে ফেলেছি আমি।'

'আমি এবং নুট, আমরা দু'জনেই সতর্ক করেছিলাম আপনাকে।'

'হ্যাঁ, করেছিলেন। কিন্তু ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি। বা ভুলে গেছি আপনাদের সতর্কবার্তা। সেদিন থেকেই আমায় তাড়া করে ফিরছে দুর্ভাগ্য আর ধ্বংস।'

'ওসব আপনার জন্য দেবী আইসিসের পাঠানো পুরস্কার, নেকটানেবিস।'

'একের পর এক ভুল করে চলেছি আমি। প্রথমে টেনেসকে বিশ্বাস করলাম, বেইমানি করল সে। তারপর আমার শয়তান বলল সৈন্যদের কমাণ্ড গ্রহণ করতে। করলাম। প্রথম যুদ্ধে সাফল্য পেলেও তারপর থেকে পরাজয়ই আমার সঙ্গী। আমার উচিত ছিল সৈন্যদের সাথে

BanglaBook.org

থাকা, ওদের সাহস দেয়া। কিন্তু হঠাৎ সাহস হারিয়ে ফেললাম আমি নিজেই। সব ফেলে পালালাম। আমি ছিলাম ফারাও। আর এখন, স্রেফ নর্দমার কীট। আপনার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা নিতান্তই অসহায় এক সাহায্যপ্রার্থী আমি।'

ফারাওয়ের জন্য করুণা হলো। বললাম, 'শুনলাম। আমি যেই পথের কথা বলেছি সেটা এখনও আপনার জন্য খোলা। মানুষ যতই পাপ করুক, পাপের স্বীকারোক্তি দিয়ে করুণাময়ের কাছে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা তিনি অবশ্যই করেন। নয়তো মানুষের ভাগ্যে নরকের অতল গহ্বরে যাওয়া ছাড়া কোন গতি থাকত না। যা বলেছি তা-ই করুন। আমন রা-এর মন্দিরে যান। প্রকাশ্যে দেবতার কাছে পাপের স্বীকারোক্তি দিন, ক্ষমা চান তার কাছে। তারপর আপনার প্রজাদের ভালোর জন্য দেবতার সামনে আত্মবলি দিন। যদিও আত্মহত্যা মহাপাপ। কিন্তু কখনও কখনও এমন সময় আসে যখন অনেক বড় পাপ থেকে বাঁচতে অপেক্ষাকৃত ছোট পাপ করতে হয়।'

'আপনি সম্মানজনক মৃত্যুর কথা বলছেন, লেডি। কিন্তু মৃত্যুবরণ করার সাহসই তো আমার নেই। কারণ আমার শয়তানের সাথে আমার চুক্তি ছিল যে, পৃথিবীতে আমাকে সাফল্য এনে দেবে সে। কিন্তু মৃত্যুর পর আমার আত্মা সমর্পণ করতে হবে তার কাছে।'

'প্রাচীন, অনেক প্রাচীন একটা শর্ত। কিন্তু আপনার শয়তান তার কথা রাখেনি। বলুন দেখি, আপনার সাফল্য কোথায়?'

'না, দেবীর নবী, শপথ ভাঙেনি সে। সেই প্রথম থেকেই সে আমাকে সতর্ক করেছে যে, কোনভাবেই যেন মাতা আইসিসকে আমি রাগিয়ে না দিই। কারণ সে এমনকি নরকের সবচেয়ে শক্তিশালী শয়তানের চেয়েও অনেক বেশি

BanglaBook.org

শক্তিশালী। দেবীর মুখনিঃসৃত কথারই এত শক্তি যে, খোদ শয়তানের সমস্ত জাদুকে তা ভস্মীভূত করে ফেলতে পারে। পারে তাকে গরম লোহার দণ্ড বিদ্ধ করার মতো যন্ত্রণা দিতে। এমনটা হলে আমিও রেহাই পাব না। আমাকেও একই যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।'

যে মানুষ এতটাই কাপুরুষ যে, দয়াময় ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পাপের স্বীকারোক্তি দিতে পারে না, তার জন্য করুণা আসে কী করে? আমার করুণাবোধও চলে গেল। বললাম, 'বেশ, অন্য পরামর্শ দিচ্ছি তা হলে। পার্সানদের ধাওয়া খেয়েও যদি বাঁচতে চান তা হলে, খুব দ্রুত আপনাকে পালাতে হবে, নেকটানেবিস। মরুর হরিণের মতো ছুটতে হবে আপনাকে। নীলের উজানে এখনও ওচাসের থাবা পড়েনি। যেহেতু মরতে চান না, সেহেতু ওদিকেই পালান।'

'ঠিক বলেছেন, নবী। এখনও অনেক সম্পদ আছে আমার। ওসব দিয়ে বন্ধুত্ব কিনে নিতে পারি আমি। অথবা পারি ইথিওপিয়া বা পন্টের কোন একটা রাজ্যের রাজা হয়ে যেতে। ঠিক বলেছেন, পালানোই আমার জন্য সবচেয়ে ভালো। তাই না, লেডি?'

'জানি না। তবে এটা নিশ্চিত জানি যে, যে যত দ্রুতই দৌড়াক মৃত্যুদূতের সাথে দৌড়ে কেউ কখনও জিততে পারবে না।' বলতে বলতে আমার চোখে ভেসে উঠল ভোজ সভায় দেখা দৃশ্যগুলো। দেখলাম নেকটানেবিসের গলায় ফাঁসির রশি পরিয়ে ওকে নিয়ে মস্করা করছে ওচাস। তবে এসবের কিছুই বললাম না। শুধু বললাম, 'আপনার ইচ্ছে হলে দক্ষিণে চলে যান। চাইলে সাবেক রাজকুমারী আমেনার্তাসকেও সাথে নিতে পারেন।'

'না। যুদ্ধে হেরে যাওয়ার কারণে চাবুকের আঘাতের মতো তীব্র তিরস্কার করেছে ও। থাকুক এখানে পড়ে। কিন্তু, লেডি, ওর কথা কেন বললেন?'

BanglaBook.org

'বলেছি, কারণ দেবীকে রাগিয়ে দিচ্ছে ও। দেবীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও শপথকৃত একজন পুরোহিতকে পার্থিব চাহিদার প্রতি উৎসুক করে তুলছে। কিন্তু, একজন মরণশীলা নারীর কারণে কোন সেবায়েত দেবীর প্রতি তার শপথ ভুলে যাবে এটা দেবীর মোটেও পছন্দ নয়।'

'কোন্ পুরোহিতের কথা বলছেন, লেডি?'

'সাবেক গ্রিক ক্যাপ্টেন, বর্তমানে দেবীর পুরোহিত, ক্যালিক্রেটিস।'

'একে চিনি আমি। গ্রিকদের দেবতা অ্যাপোলোর মতো সুদর্শন সে। সাহসীও। মার্শেসের যুদ্ধে বিপক্ষের ভীম-পালোয়ান এক জেনারেলের সাথে লড়ে তাকে আহত করেছে ও। আগে আমার রাজকীয় গার্ডের সদস্য ছিল ও। তখন কিছু একটা অপকর্ম করেছিল। তবে সেটা কী এখন আমার আর মনে নেই। শুধু এটুকুই মনে আছে, ওকে প্রাণভিক্ষা দিয়েছি আমি। যাক ওসব। আমি বলতে চাইছি, এখনও আমার অনুগত লোকজন আছে। ওই পুরোহিত আপনার সমস্যা করলে বলুন। ওরা এসে আপনার পছন্দমতো ব্যবস্থা নেবে। চাইলে মেরেও ফেলতে পারেন। আপনাকে ওর প্রাণ দিয়ে দিচ্ছি আমি। হ্যাঁ, আপনার পদতলে ওর রক্ত বইবে। যেহেতু দেবীকে রাগিয়েছে সে তাই এখুনি এই ঘোষণা দিচ্ছি আমি,' বলে জল্লাদকে ডাকতে তালি বাজানোর জন্য হাত তুলল সে।

কিন্তু সে তালি বাজিয়ে ফেলার আগেই তাকে বাধা দিলাম আমি। বললাম, 'না, এই পুরোহিত-যোদ্ধা আইসিসের অনেক কাজে আসবে। এত ছোট কারণে ওকে মেরে ফেলতে চাই না আমি। তবে অনুরোধ করছি, সম্ভব হলে মেয়েকে আপনার সাথে নিয়ে যান।'

'ঠিক আছে, লেডি, নেব। অবশ্য ওকে সাথে নিলে খুব সামান্য বিশ্রামই জুটবে আমার ভাগ্যে,' বলে একবার বিনীতভাবে বাউ করে বিদায় নিল মিশরের শেষ ফারাও,

BanglaBook.org

নেকটানেবিস।

একবার মনে হলো, ক্যালিক্রেটিসকে মরতে দিলেই কি ভালো হতো? কারণ দেবীর প্রতি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে ও। মৃত্যুদণ্ড দিলেই কি ভালো হতো না? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো যে ওকে মেরে ফেলতে চাইছে আমার হিংসুক মানব সত্তা। সে ভাবে, আমার বদলে অন্য কোন নারী ওকে পেলে তা আমার সহ্য হবে না। কিন্তু আমি শুধুই মানবী নই। আমি জ্ঞানের কন্যা, দেবীর অংশ। আমার সেই সত্তা বলছে, আমার জন্য সাধারণ এক পুরুষ মানুষের কী এমন মূল্য? কী হবে ওকে দিয়ে? আমার দায়িত্ব কর্তব্য আরও অনেক উঁচুস্তরের। উপরন্তু ওর রক্তে আমার হাত রাঙানো উচিত হবে না। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম আর কখনও ক্যালিক্রেটিসকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব না। কিন্তু অলক্ষে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে বিধাতা।

পরবর্তী দিন। বাইরের মন্দিরের অন্ধকার কোণে বসে দেবীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, যেন আমার অশান্ত, দুঃখী মনটায় শান্তির প্রলেপ লাগিয়ে দেন তিনি। তখনই মন্দিরে প্রবেশ করল ক্যালিক্রেটিস। ওর মাথা কামানো। পুরোপুরি পুরোহিতের বেশ। যোদ্ধা ক্যালিক্রেটিস বিদায় নিয়েছে। তবে আমাকে দেখেনি ও। খেয়াল করলাম ওর চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। সোজা দেবীর মূর্তির দিকে এগিয়ে গেল। লম্বা সময় নিয়ে প্রার্থনা করল। প্রার্থনা শেষে যখন ফিরল স্পষ্ট দেখলাম ওর চোখে টলটল করছে অশ্রুবিন্দু। এবারও আমাকে দেখেনি ও। সোজা এগিয়ে গেল। দরজা পার হওয়ার ঠিক আগে মন্দিরের অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এল প্রিন্সেস আমেনার্তাস। তার গায়ে এখন আর শিক্ষানবিস পুরোহিতের সাদামাটা পোশাক নয় বরং প্রিন্সেসের ঝলমলে পোশাক পরে আছে সে। প্রথমে ভেবেছিলাম পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক দেখা করেছে ওরা। কিন্তু পরে দেখলাম যে, প্রিন্সেসকে দেখে পালাতে চাইল

ক্যালিক্রেটিস। কিন্তু ওর হাত ধরে ফেলল আমেনার্তাস। কিছু একটা বলল প্রিন্সেস। তখন সরে যেতে চাইল ক্যালিক্রেটিস। তখন ওকে আরও অন্ধকার কোণের দিকে নিয়ে গেল প্রিন্সেস আমেনার্তাস। কিছু সময় পর যখন দু'জনে বাইরে বেরিয়ে এল, দেখি, প্রিন্সেসের মাথা ক্যালিক্রেটিসের বুকের ওপর, একই সাথে তাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে প্রিন্সেস। খানিকক্ষণ এভাবে কাটিয়ে বিদায় নিল প্রিন্সেস।

আমেনার্তাস বিদায় নেয়ার পর বাইরের প্রাঙ্গণে গিয়ে পায়চারি করছে ক্যালিক্রেটিস। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। যেন কী করে ফেলেছে তা নিজেও বুঝতে পারছে না। তার সামনে গেলাম আমি। বললাম, 'তোমাকে উদ্বিগ্ন ও উদ্‌ভ্রান্ত লাগছে, পুরোহিত। দেবী কি তোমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছেন? নাকি এখনও লড়াই নিয়েই চিন্তা করছ? লড়াই নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। মিশরের পতন হয়েছে। গ্রিক সেনাপতি মেনটর বা অন্যান্যদের মতো ওচাসের কাছে নিজের তলোয়ার আর আনুগত্য বিক্রি করতে না চাইলে তোমার যুদ্ধের দিনও শেষ।'

'ঠিকই বলেছেন, নবী। মিশরের পতন হয়েছে। আমি ছিলাম ভাড়াটে যোদ্ধা। তাই মিশরের পতন নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তবে দুর্ভাগ্য আমাকেও পেয়ে বসেছে। সেটাই পীড়া দিচ্ছে আমায়।'

'চাইলে এ ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলতে পার অথবা না-ও বলতে পার। তোমার খুশি। তবে জেনো, দেবীর নবী দেবীকে ছাড়া আর কারও সাথে লোকের মনের কথা প্রকাশ করে না,' বলে মন্দিরে চলে এলাম আমি। দেখলাম, কিছুক্ষণ দ্বিধা করে আমাকে অনুসরণ করে মন্দিরে এসে ঢুকল ও।

বলল, 'লেডি, দেবীর আশ্রয়ের ছায়াতলে কথা বলব আমি। আমার স্বীকারোক্তি কোথাও প্রকাশ করা যাবে না। কারণ এগুলো নারী সম্বন্ধীয়। তাতে আপনারও একটু ভূমিকা

আছে।'

বললাম, 'দেবী ছাড়া কাউকে কিছু বলব না।'

'লেডি, আমার ধারণা আমার ভেতর দুটো সত্তা বাস করে। একটা আমার পার্থিব শরীরের কথা শোনে আর অপরটি স্বর্গের দিকে নিবদ্ধ।'

'শ্বাস নেয় এমন সমস্ত প্রাণীরই হয়তো তা-ই,' বললাম আমি।

'আমি এক উচ্চবংশের সন্তান, লেডি। সুদর্শন এবং নিপুণ কুশলী যোদ্ধা। দেবী আফ্রোদিতির কাছে মাথা নুইয়েছিলাম আমি। প্রেমের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছি, বিনিময়ে প্রেমও পেয়েছি। তারপর একসময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় ভাইয়ের সাথে ফারাওয়ের ভাড়াটে সেনার খাতায় নাম লেখাই আমি। বাকিটা তো জানেনই। ফিলিয়ার মন্দিরে শপথ নিলাম। এরপর দেবীমূর্তি দর্শনে রাতে একা আমাকে পাঠানো হলো অভয়াশ্রমের ভেতর। ওহ্, অন্ধকারে দেবীর রূপ দর্শন করলাম আমি। তাঁর সৌন্দর্য বর্ণনারও অতীত।'

এ পর্যায়ে আমার সন্দেহ হতে লাগল যে, আমিই যে দেবীরূপ ধরে ওখানে ছিলাম সেটা কি ও অনুমান করতে পেরেছে?

'দৈবদর্শন হলো। যেন মনে হলো আমার আত্মাকে দখল করে নিল কোন এক শক্তি। একই সাথে দিল বিশেষ এক স্মৃতি আর প্রতিশ্রুতি। সেই শক্তিই দেবীর প্রতিকৃতির সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য করল আমাকে। তারপর আমার ঠোঁটে চুমু এঁকে দিল সে। ওই মুহূর্তে আমার হৃদয় আর আত্মা স্বর্গীয় দেবীকে সমর্পণ করেছি আমি।'

'মাতা আইসিস সমস্ত রহস্যের দেবী। তিনি কখন কার ওপর খুশি হন আর কীভাবে কার অর্ঘ্য গ্রহণ করেন তা কেউ বলতে পারে না। তবে জেনে রেখো, ওই মুহূর্ত থেকে তুমি তাঁর পুরোহিত হিসেবে তাঁর প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে গেছ।

BanglaBook.org

এবং সেই প্রতিজ্ঞা তোমাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে,' বললাম আমি।

'বছর কেটে গেছে। দেবীর প্রতিজ্ঞার প্রতি আমি অটলই রইলাম। তারপর ভাগ্য আমাকে নিয়ে এল এখানে এই মেম্ফিসে। এখানেই আপনার দেখা পেলাম আমি। আপনার মধ্যেই খুঁজে পেলাম দেবীকে। দূর থেকেই আপনার পূজা করা শুরু করলাম। প্রকাশ্যে নয় অবশ্যই। তবে আমার আত্মা আপনাকেই দেবীর পার্থিব রূপ বলে মেনে নিয়েছে। সেই সাথে আমি এটাও ভুলতে পারি না যে, সেদিন দেবীর অভয়াশ্রমে দেবীর যে প্রতিকৃতি দেখেছিলাম তা ছিল হুবহু আপনারই প্রতিচ্ছবি। আমার যেন মনে হয়, আপনার ঠোঁটেরই স্পর্শ পেয়েছি আমি। সম্ভবত এসবের কোন কিছুর সাথেই আপনার কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু এটাই সত্যি যে, মনে মনে আপনারই পূজা করে চলেছি আমি।'

আমার হাঁটু জোড়া শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। মনে হতে লাগল আমি বুঝি পড়ে যাব। ভীষণ দুর্বল বোধ হলো। পিলারের গায়ে হেলান দিতে বাধ্য হলাম আমি। তবে বললাম না যে, সেখানে দেবীর প্রতিরূপ নয়, দেবীরূপ নিয়ে বেদীতে বসে ছিলাম আমিই। ক্যালিক্রেটিসকে বললাম, 'দেবীকে ভালোবেসেছ সে তো ভালো কথা। সেজন্য নির্ধারিত সময়ে নিঃসন্দেহে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবেন দেবী। কিন্তু আমি তো এমন কোন সমস্যা দেখছি না যার জন্য তুমি এভাবে উতলা হয়ে আছ। দেবীকে ভালোবাসা তো পাপ নয়। তা হলে?'

'কিন্তু, দেবীর নবী, যদি এমনটি হয় যে, স্বর্গীয় দেবীকে আত্মা দিয়ে ভালোবাসলাম একই সময় রক্তমাংসের অপর এক নারীকেও ভালোবাসব বলে কথা দিলাম, তখন কী হবে? এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে: আমার আত্মা আর দেবী দুইয়ের সাথেই প্রতারণা করছি আমি।'

Banglabook.org

এবার খুব গম্ভীরভাবে নিচু স্বরে বললাম, 'এমনটা হলে তো ক্ষমা প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুবই কমে যায়। কিন্তু তারপরও বলব, যারা ক্ষমা চায় আর পাপের পথ থেকে ফিরে আসে তারা ক্ষমার প্রত্যাশা করতেই পারে। তবে সেজন্য সময় থাকতে থাকতেই ফিরে আসতে হবে এবং কৃত পাপের জন্য অবশ্যই ক্ষমা চাইতে হবে।'

'বলা খুব সহজ, লেডি, কিন্তু করা ভীষণ কঠিন। বিশেষ করে সেই নারীকে ফিরিয়ে দেয়া যার জন্য যে-কোন পুরুষ তার সর্বস্ব বাজী ধরতে পারে। উপরন্তু, ওই রক্তমাংসের নারীটি চোখের সামনেই ঘুরছে। অথচ দেবীর অস্তিত্ব বুঝতে পারাই কঠিন। নারী-পুরুষের সম্বন্ধের এই প্রাকৃতিক নিয়মের বেড়াজাল ভাঙা কতটা কঠিন তা এমনকি দেবীর নবী হওয়া সত্ত্বেও আপনি নিজেও বুঝতে পারেন।'

'এ বড় প্রাচীন বিতর্ক। যুগ যুগান্তে এ নিয়ে হাজারো তর্ক হয়েছে। এই তর্কের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে দেবী আফ্রোদিতির মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে। কিন্তু আইসিসের মন্দিরে এই তর্কের স্থান নেই। মানুষকে রক্তমাংসের দেহ দেয়া হয়েছে যেন এর চাহিদাকে জয় করতে শেখে তারা। আর মানুষকে আত্মা দেয়া হয়েছে যেন আত্মার ডানায় ভর করে শুদ্ধতার পথে অগ্রসর হতে পারে। তবে যারা আত্মার পরিশুদ্ধতাকে বাদ দিয়ে দৈহিক-পার্থিব চাহিদার প্রতি আকৃষ্ট হয় তারাই পড়ে যায় পঙ্কিলতার অতল গহ্বরে। কিন্তু তারপরও মুক্তি সম্ভব। সেজন্য অনুশোচনা করতে হবে। তারপর প্রায়শ্চিত্ত এবং সবশেষে আসবে ক্ষমা।'

'প্রতিমুহূর্তে অনুশোচনা করে চলেছি আমি। একের পর এক যুদ্ধে লড়ে বারংবার নিজের মৃত্যু কামনা করে চলেছি। মৃত্যু কামনা করেছি যেন মৃত্যুর মধ্য দিয়েই দেবীর কাছে চলে যেতে পারি। কেবল তাঁর কাছে, আর কারও কাছে নয়। কিন্তু বলতে পারেন, নবী, রাজ রমণীর ভালোবাসার জালে

BanglaBook.org

আটকে থাকা "আমি" কীভাবে প্রায়শ্চিত্ত করব?'

'ফাঁদের নমুনা দেখলে বুদ্ধিমান পাখি সেটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। যা হোক, আগামীকাল সকালে কিছু পার্সান দূতের সাথে দেখা করতে উত্তরের কোন এক গন্তব্যে রওনা হবে জ্ঞানী নবী নুট। সে যাবে পার্সানদের সাথে কোনভাবে চুক্তিতে আসতে, যেন আইসিসের মন্দিরের কোন ক্ষতি তারা না করে। ওই যাত্রায় নুটের সঙ্গে যেতে পারো তুমি। তবে তোমার সমস্যা বা নুটের যাত্রার উদ্দেশ্য নিয়ে কোথাও কারও কাছে একটা কথাও বলতে পারবে না। যদি যাও আর তোমার মুখ বন্ধ রেখে কাজ সেরে ফিরতে পারো তা হলে সেই দেবীর দেখা পেলেও পেতে পারো।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সে বলল, 'শর্তটা খুব কঠিন। তবে আমি যাব। আমি আমার আত্মাকে তৃপ্ত করতে চাই, রক্তমাংসের শরীরকে নয়।'

ক্যালিক্রেটিস যখন কথা বলছিল খেয়াল করলাম লম্বা এক নারী পুরোহিত মন্দিরের ভেতর এক ছায়া থেকে সেই ছায়ায় সন্তর্পণে হেঁটে যাচ্ছে। ওকে গুরুত্ব দিলাম না আমি। ভেবে নিলাম মন্দিরের দেখাশোনার কাজে নিয়োজিত কোন নারী পুরোহিত সে। নিজের চিন্তায় ডুবে থাকায় তাকে ক্যালিক্রেটিসও খেয়াল করল না।

চোদ্দ

সেই রাতে আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এল নুট। সে

BanglaBook.org

বলল, 'হুকুম এসেছে। উত্তরের পথে রওনা হতে হবে আমায়। চেষ্টা করব যাতে পার্সানদের তাণ্ডব থেকে রেহাই পায় দেবীর মন্দিরগুলো, পুরোহিত ও পূজারীরা। এ যাত্রা থেকে ফিরতে পারব কি না জানি না। পারলেও সেটা কবে তা-ও অনুমান করতে পারছি না। চারদিকে ভীষণ গণ্ডগোল। এই অবস্থায় তোমাকে একা এখানে রেখে যেতে আমার খুবই খারাপ লাগছে। কিন্তু উপায় নেই। তোমাকে সাথে নেয়ার হুকুম পাইনি আমি। তবে তোমার স্বস্তির জন্য দুটো খবর দিই। এক, আগেও বলেছি তোমার কোন ক্ষতি হবে না। দুই, জীবিতাবস্থায় আবার আমাদের দেখা হবে। তবে তার অনেক দেরি আছে। কাজেই আমার খবর পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো।'

বাউ করলাম। জানালাম যে তার বার্তার অপেক্ষায় থাকব আমি। এরপর জানতে চাইলাম উত্তর-যাত্রায় তার সাথে কি কেউই যাবে না?

জবাবে নুট বলল, 'যাবে। কয়েকজন পুরোহিত যাবে সাথে। আর ক্যালিক্রেটিসও আমার সাথে যেতে চেয়েছে। ভেবেছি ওকেও নেব। কারণ আমার যাত্রাটা বিপজ্জনক হবে। সাথে একজন লড়াকু লোক থাকলে কাজে আসতে পারে। তবে আমার যাত্রার খবর সে কেমন করে পেল বলতে পারব না।'

'আমি বলেছি, বাবা। তবে দয়া করে এই বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন কোরো না।'

'বুঝেছি। জেনে হয়তো খুশি হবে, আগামীকাল ভোরের আগে নীল নদের উজানের দিকে রওনা হবে কাপুরুষ ফারাও। অজস্র ধন সম্পদ সাথে নিয়ে পালাচ্ছে ও। অথচ ওই সম্পদগুলো ব্যয় হওয়া উচিত ছিল সৈন্যদের পাওনা পরিশোধ ও মিশরের মিত্রদের খুশি রাখার কাজে।'

'মৃত্যু তাকে টানছে বলে ইথিওপিয়ায় যাচ্ছে ফারাও।

BanglaBook.org

মরার আগে ওই সম্পদ আর টাকা পয়সা গুনে আরাম বোধ করুক সে! তবে তাকে অবশ্যই তাড়াতাড়ি গুনতে হবে। কারণ ফারাওয়ের ভোজ সভায় তাকে নিয়ে খারাপ একটা দৃশ্য দেখেছি আমি। হয়তো ভুলই দেখেছি বা দেবতারা হয়তো মিথ্যে দৃশ্য দেখিয়েছে আমাকে,' বললাম আমি।

'তা হলে তো বলতে হয় আমাকেও মিথ্যা দৃশ্য দেখিয়েছেন দেবতারা,' বলে চলল নুট, 'আমি ভাবি, ওর হাতে মিশরের এত সন্তানদের রক্ত লেগে আছে যে, এই দায় কাঁধে নিয়ে শেষ বিচারের দিন দেবতাদের সামনে কোন্ মুখে দাঁড়াবে সে?'

'জানি না, বাবা। তবে এটা জানি, দেবতাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে মিশরের পতন ছিল অনিবার্য। আচ্ছা, তা হলে কি ধরে নেয়া যায় যে, দেবতারা তাদের নিজেদের পূজারীদের ওপরও ভয়ানক রেগে যেতে পারে, তাই না?'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল নুট। তারপর বলল, 'এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো স্ফিংস দিতে পারবে। বলা হয় স্বর্গ ও মর্ত্যের সমস্ত রহস্য পাহারা দেয় ওই স্ফিংস। অথবা পৃথিবীতে যখন তোমার দিন শেষ হবে তখন তোমার আত্মার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস কোরো। কিন্তু এখানে পৃথিবীতে বসে এই প্রশ্নের উত্তর পাবে না। কারণ এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে "সবকিছুই" জানতে হয়। কিন্তু তা দেবতা ছাড়া কেউ জানে না। যেমন ধরো, মানুষ পাপ করে। পাপের হয়তো তার খোরাকের জন্য মানুষকে দরকার। কিন্তু মানুষের তো পাপ করার দরকার নেই। তবুও তারা পাপ করে। প্রশ্ন হচ্ছে কেন করে? লোভে পড়ে? কিন্তু শুধুই কি লোভ? আর কিছু বা কেউ কি এর পেছনে কলকাঠি নাড়ে না? এর উত্তরও আমি জানি না। হয়তো পাপের মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসবে নিষ্কলুষ আত্মা–সেই জন্যই এতসব। তাতে অন্তত একজন পাপী দাবি করতে পারে যে, পাপের সমস্ত দায়ভার তার

BanglaBook.org

একার নয়। সে তো নিয়তির হাতের পুতুল মাত্র। নিয়তি নামের ধনুকে বসানো একটা তীর হচ্ছে পাপী। তীরন্দাজ তাকে যেদিকে ছুঁড়ে দেবে সেদিকে যেতেই সে বাধ্য।' এমন আরও কিছু কথাবার্তার পর এই বিষয়ের ইতি টানল নুট।

এখন মাঝে মাঝে আমি ভাবি, আমিও তো তেমনই একজন। নিয়তির ধনুকের ছিলায় বসানো তীর। নেকটানেবিসের চেয়ে আমি কোন্ দিক দিয়ে ভালো? স্বার্থসিদ্ধির জন্য রক্ত ঝরিয়েছে সে, আমিও ঝরিয়েছি। সে দেবতাদের সাথে বেইমানি করেছে, আমিও তা-ই করেছি। ধন সম্পদ নিয়ে পালিয়েছে সে। হয়তো সেগুলো হারিয়ে গেছে মরুর বালিতে। সম্পদ তো আমারও ছিল। জ্ঞানের সম্পদ, ক্ষমতার সম্পদ, সৌন্দর্যের সম্পদ, আমিও তো সেগুলো হারিয়েছি। কিন্তু সেজন্য কি শুধুই আমাকে দোষ দেয়া চলে? যে লোক চোখ খোলা রেখেও আমাকে দেখেনি তার কি কোন দোষই নেই? আর চোখ থাকা সত্ত্বেও তাকে দেখতে দেয়নি যে নারী, তার কি কোন দোষই নেই? না, এভাবে বলা ঠিক না। হয়তো তাদেরও কোন গল্প আছে। ঈশ্বরের সামনে যেদিন আমরা দাঁড়াব সেদিন ওরা যদি এমন কিছু বলে যার জবাব আমি দিতে পারব না, তখন কী হবে?

যা হোক, নুটকে আমি প্রশ্ন করলাম, 'আমেনার্তাসের কি হবে? এই রাজকীয় রমণীটিকে আমি সহ্য করতে পারছি না।'

'হ্যাঁ, এই মন্দির অনেক বড়। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছি তোমাদের দু'জনকে এক ছাদের নিচে জায়গা দেয়ার মতো যথেষ্ট বড় নয়। চিন্তা কোরো না। সে-ও আগামীকাল চলে যাচ্ছে।'

'উত্তরে?'

'না, ওর বাবার সাথে দক্ষিণে যাচ্ছে। অন্তত তা-ই বলেছে আমাকে। বলেছে, বাঁচলে বাপের সাথে একসাথে

Banglabook.org

রাজত্ব করবে। আর মরতে হলেও এক সাথেই মরবে।'

'বেশ,' মন্তব্য করলাম আমি।

এরপর মন্দিরের সম্পদ কোথায় কীভাবে সরিয়ে রাখা হবে তা নিয়ে আলাপ করলাম আমরা। কারণ ওচাস এদিকে এলে ওর থাবা থেকে কিছুই বাঁচানো যাবে না। যা হোক কথা শেষ করে আমাকে আশীর্বাদ করে উঠে দাঁড়াল নুট। দেবীর কাছে আমার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করে চলে গেল জাহাজ হাপি-তে। তখনও জানতাম না যে পরের কয়েক বছরেও তার সাথে আমার দেখা হবে না। অবশ্য নুট তা ভালো করেই জানত।

জলোচ্ছ্বাসের মতো মিশরের মাটিতে ঢুকে পড়ল পার্সান বর্বর ওচাসের বাহিনী। ধুলোয় মিশিয়ে দিল গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর। কতল করল হাজার হাজার পুরুষকে। পানি পিপাসায় ধুকে ধুকে মরার জন্য শিশু আর বয়োবৃদ্ধদের ঠেলে দিল মরুর বুকে। এটা পার্সানদের বর্বর একটা খেলা। ওদেরকে মরুর বুকে এভাবে তড়পে তড়পে মরতে দেখে খুব আনন্দ পেত ওরা। মিশরের সমস্ত দেব-দেবীর মন্দিরে আগুন দিল ওরা। পুরোহিতদের বাধ্য করল ওদের দেবতা অগ্নির উদ্দেশে বলি দিতে। যারা অস্বীকার করল তাদেরকেই ধরে বলি দিয়ে দিল ওরা। আর নারী পুরোহিতদের বন্দি করল। একই সাথে বন্দি করল শহরের তরুণী ও যুবতী মেয়েদের। বর্বর পার্সানদের লালসার শিকার হতে হলো ওদের বেশিরভাগকে। বাকিদের ভাগ্যে জুটল দাসের শেকলবন্দি জীবন।

আমার খুবই খারাপ লাগছে। যদিও জানি, দোষ মিশরীয়দেরই। নিজেদের দেব-দেবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার তিক্ত ফলই ওরা পাচ্ছে। কিন্তু তারপরও এই হৃদয় বিদারক ঘটনা যে কারও মনকেই গলিয়ে দিতে পারে। আমারও তা-ই হলো। যেসব দেবতা মিশরীয়দের ধ্বংস

করছে তাদের কাছে শান্তির জন্য প্রার্থনা করলাম আমি। একই সাথে প্রার্থনা করলাম এসব অন্যায় অত্যাচার, অনাচার, হত্যা, রাহাজানি, লুটতরাজ, নারী নির্যাতনের জন্য দায়ী ওচাসকে নিজ হাতে শাস্তি দেব। আমার এই প্রার্থনা বিফলে যায়নি।

পার্সান সেনাবাহিনী মেম্ফিসে আসার বেশ পরে এখানে প্রবেশ করল ওচাস। সাদা দেয়ালের শহর মেম্ফিস তখন রক্তে রঞ্জিত, লাশের নগরী। শহরে সে আগুন দিল না। খুব সম্ভব এই শহরে রাজত্ব করতে চায় সে, তাই। কেবল দেব-দেবীদের মন্দিরে আগুন লাগিয়েছে। মন্দিরের চূড়ার কলাম ঘেরা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে নিজ চোখে দেখলাম, পটাহ্-এর মন্দির থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করল পবিত্র পশু এপিস-কে। ওরা মনে করেছে এই গরুটাও বুঝি মিশরীয়দের কোন দেবতা। যদিও একে আসলে দেবতার বাহন বলে ধরা হয়, খোদ দেবতা নয়। হাসি পরিহাস করতে করতে পশুটাকে ওরা জবাই করে ফেলল। এবং ওদের ডিনারে পরিবেশন করা হলো এই পশুর মাংস। পুরোহিতদেরও ওরা বাধ্য করল ওই মাংস খেতে। আমি বলব ওই পুরোহিতরা আহাম্মক। নয়তো ওই খাবারে বিষ মিশিয়ে শোধ নেয়ার কোন না কোন সুযোগ ওরা অবশ্যই খুঁজতে পারত। খাওয়ার পর কোত্থেকে যেন বিরাট একটা গাধা ধরে নিয়ে এল ওচাসের মাতাল হয়ে যাওয়া সৈন্যদের একটা দল। তারপর মন্দিরে নিয়ে ওটাকেই ঢোকাল এপিসের জায়গায়। কেবল এখানেই নয় পুরো মিশর জুড়ে একই কাজ করল পার্সানরা। সেগুলোর বেশিরভাগই এতই লজ্জাজনক যে, কোথাও লিপিবদ্ধ করারও যোগ্য নয়।

মন্দিরে বসে ভাবছি আমাদের কী হবে। বলব না যে, আমি ভয় পাইনি। তবে আমার আত্মা আমাকে বলল ভয়টা প্রকাশ না করতে। তা ছাড়া নবী নুটও বলে গেছে আমার

BanglaBook.org

এবং আমার সাথে অবস্থানকারীদের কোন ক্ষতি হবে না। রাতে প্রার্থনার সময়ও একই কথা বলে আমাকে সাহস জুগিয়েছে একটি দৈব কণ্ঠ। আমাকে সাহস ধরে রাখতে বলেছে সে। আর সত্য বলতে আসলেই এমন অনেক শক্তি আমাদের পক্ষে লড়ে চলেছে যাদের এমনকি আমি নিজেও দেখতে পাই না। কাজেই আমার সহ-পুরোহিতদের সাহস জুগিয়ে চললাম আমি। এবং প্রতিদিন সকালেই যথারীতি চলল দেবীর পূজা-পাঠ।

আমাদের নির্ভীক পূজা-পাঠ দেখে আগ্রহী হয়ে উঠল পার্সানরা। খোঁজ নিতে এল ওরা। তবে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখেও আমরা নীরব রইলাম। ফলে ব্যাপারটা ওচাসের কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুল। আগ্রহী হয়ে উঠল সে-ও। একদিন নিজেই চলে এল মন্দির দেখতে। মন্দিরে ওকে স্বাগত জানালাম আমি। তখন আমি বসে আছি দেবীর পায়ের কাছে একটা আসনে। ওচাসের সাথে এসেছে ওর পরিষদের অনেকে। সেই সাথে আছে বেইমান গ্রিক জেনারেল মেনটর। আগেই বলেছি, ওচাসের কাছে তার তলোয়ার বিক্রি করে দিয়েছে সে। এদের সাথে এসেছে ওচাসের প্রধান পরামর্শদাতা। লোকটা কথা বলার সময় দুই হাত সমানে সামনে পেছনে দোলাতে থাকে। সেনাবাহিনীর একটা দলের নেতৃত্বও দেয় সে। নাম খোজা ব্যাগোয়াস। শুনেছি এই ব্যাগোয়াস মিশরের লোক। চোখে দেখে নিশ্চিত হলাম আসলেই তাই। তার শারীরিক গঠন দেখেই বুঝেছি মিশরের প্রাচীন কোন একটা বংশে তার জন্ম। এবং তখনই একটা চিন্তা খেলে গেল আমার মাথায়। সেটা হচ্ছে এই মিশরীয় লোকটি কি দেবী আইসিসের মন্দিরের ধ্বংস দেখতে চাইবে? পটাহ বা এপিসকে সে শ্রদ্ধা না-ও করতে পারে। কিন্তু মিশরে জন্মানো এমন কেউ নেই যে আইসিসকে ভয় করে না। অনেক প্রজন্ম আগে থেকেই মিশরীয়দের রক্তের

BanglaBook.org

মধ্যে গেঁথে আছে দেবী আইসিসের নাম। তবে আসলে ব্যাগোয়াসের মনে কী আছে সেটা ও-ই জানে। হয়তো দেবী আর তাঁর রাগের পরিণতির কথা বেমালুম ভুলে গেছে সে।

ওচাস। ঝুলে থাকা ঠোঁট, কুটিল চেহারা, উন্মাদ দৃষ্টি, অহঙ্কারের ছটা এবং একই সাথে অবয়বে কেমন একটা চাপা ভীতির প্রকাশ; যেন সে জানে, কোন একদিন তার এই খুনে সঙ্গীদের কারও হাতেই হয়তো-বা খুন হতে হবে তাকে। সংক্ষেপে এই হচ্ছে ওচাসের বাহ্যিক বিবরণ।

আপাদমস্তক ঢাকা অবস্থায় তার সামনে হাজির হয়েছি আমি। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানালাম ওচাসকে। তবে মনে মনে অভিশাপ দিলাম।

আমাকে দেখে গ্রিক ভাষায় উদ্ধত কণ্ঠে সে বলল, 'এটা কী?' গলা শুনেই মনে হলো মদ খেয়ে চুর হয়ে এসেছে। হাতের রাজদণ্ড আমার দিকে তুলে প্রশ্ন করল, 'এপিস-কে রান্না করার জন্য যে মমিগুলো তুলে এনেছিলাম এটা কি সেগুলোর একটা? না, ও তো নড়ছে। দেখে যেন মনে হয়, নারী অবয়ব। এই. ব্যাগোয়াস, ওর মুখ থেকে কাপড় সরাও। দেখি কেমন জাতের নারী সে।'

বিপদের মুখে বরাবরই আমার সাহস চলে আসে। এবারও তা-ই হলো। আমার সাহস ফিরে এল। সাথে সাথেই চিন্তা করলাম, কোন মতেই এই বর্বরদের হাতে অপমানিত হব না। ওই খোজা লোকটা আমাকে ছোঁয়া মাত্রই এক ধাক্কায় সরিয়ে দেব ওকে। তারপর আমার আরব খঞ্জরটা সোজা বসিয়ে দিব রাজাদের রাজা ওচাসের বুকে। বাকি হিসাব নিকাশ ওপারে গিয়ে দেবীর সাথে সে করবে। তারপর মারব খোজা ব্যাগোয়াসকে। এরপর সময় পেলে নিজের বুকে ছুরি বসাব।

তখন, জানি না কী হলো, থমকে গেল দু'জনেই। হয়তো আশু মৃত্যুর হুমকির ব্যাপারে ওদেরকে সতর্ক করে

BanglaBook.org

দিয়েছে আমার অভিভাবক আত্মা। দেখলাম হঠাৎ ওচাসের পায়ের সামনে পড়ে গেল খোজা ব্যাগোয়াস। মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে বলল, 'ও, রাজাদের রাজা, আপনার কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, আপনার এই দাসানুদাসকে এই কাজটি করতে বলবেন না। আমাদের সামনের ওই মহিলাটি দেবীদের দেবী, স্বর্গ মর্ত্যের দেবী মহান আইসিসের নবী। অপবিত্র, অননুমোদিত হাতে ওই নারীকে স্পর্শ করার অর্থ পৃথিবীতে নিজের মরণ ডেকে আনা আর মৃত্যুর পরের জীবনকে নরকে পরিণত করা।'

শুনে হা হা করে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উঠল ওচাস। মেনটরকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কী বলো, মেনটর? তুমি তো এদের দেব-দেবীদের সম্বন্ধে আমার চেয়ে ভালো জান। ওর চেহারা উন্মুক্ত না করার জন্য উপযুক্ত কোন কারণ দেখাতে পারবে?'

একটু অস্বস্তিভরে মেনটর বলা শুরু করল, 'প্রশ্নই যেহেতু করেছেন, তো বলছি। সিডনের রাজা টেনেসের কথা কি আপনার মনে আছে? ফারাও নেকটানেবিসের কাছ থেকে জোর করে এই মহিলাকে নিয়ে গিয়েছিল টেনেস। সে-ও চেয়েছিল মহিলাটিকে দেখতে, নিজের করে পেতে। টেনেস আজ কোথায়? আর ওকে দিয়েছিল যে নেকটানেবিস সে-ই বা আজ কোথায়? দু'জনেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই বলছি, আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম তো বলে দিতাম ওকে ওর মতো থাকতে দিন। সম্ভবত মহিলাটি কুৎসিত এক বুড়ি। আর আইসিস সম্বন্ধে খুব কমই জানি আমি। তবে এই দেবীর নামটা যে অনেক বড় তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুখে বলিদাগ পড়া সাধারণ এক বুড়ির চেহারা দেখতে গিয়ে নিজেদের ওপর ওই দেবীর রোষ টেনে আনার অর্থ হয় না। কী থেকে কী হয় কে জানে। আর দেব-দেবীদের অভিশাপ নেমে এলে কী ঘটে তা চাক্ষুষ দেখেছি আমি। এর মতো

BanglaBook.org

দুর্ভাগ্য আর নেই।'

হঠাৎ যেন হুঁশ ফিরল ওচাসের। বলল, 'মনে পড়েছে। টেনেসকে কু-পরামর্শ দিয়ে সিডনে আমার বিরাট উপকার করেছে এই মহিলা। অন্তত তা-ই গুজব। তাই কোন দেবীর কারণে নয়,' বলতে বলতে থুথু ফেলল আইসিসের প্রতিকৃতির গায়ে। শিউরে উঠল ব্যাগোয়াস। 'বা তোমরা আহাম্মকেরা যে সব আজগুবি কথা বললে সেই কারণেও না। বরং আমার উপকার করেছে বলে ওকে ঘোমটার আড়ালে থাকতে দিলাম। এবং হুকুম দিচ্ছি, এই সুন্দর মন্দিরে আগুন দেয়া হবে না, এর ক্ষতিও করা হবে না। এবং যারা এখানকার দেবীকে পূজা করে তারাও তাদের মতোই থাকবে। তাদেরও ক্ষতি করা হবে না। এই জায়গা আমার রাজদণ্ডের ছায়াতলে থাকবে,' এই বলে হাতের রাজদণ্ডটা বাড়িয়ে ধরল ওচাস।

খোজা ব্যাগোয়াস ফিসফিস করে বলল, রাজদণ্ডটা স্পর্শ করুন, লেডি। পর্দার আড়াল থেকে হাত বের করে স্পর্শ করলাম আমি। সাথে সাথেই মনে হলো হাত বের না করেও দণ্ডটা স্পর্শ করতে পারতাম আমি।

ওচাসের নজরও আমার হাতের ওপর পড়েছে। হেসে উঠে সে বলল, 'পবিত্র আগুনের কসম, এই মহিলা কোন বুড়ি নয়, সুন্দরী যুবতী। মুহূর্তখানেক আগে ওই হাত দেখলে ওর চেহারা থেকে পর্দা সরিয়েই ছাড়তাম।'

শীতল কণ্ঠে বললাম, 'রাজদণ্ড স্পর্শ করেছি আমি। রাজার হুকুম ডিক্রি হয়ে গেছে। এই ডিক্রি আর পরিবর্তন করা যাবে না।'

শুনে ওচাস বলল, 'শুধু সুন্দরী নয়, জ্ঞানীও বটে। আমাদের পার্সান আইন সম্বন্ধেও জানে সে। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, রমণী। ডিক্রি পরিবর্তন করা যাবে না। দেখো, মূর্খের দল, জ্ঞান কত বড় একটা ঢাল। চলে এসো,

BanglaBook.org

মেনটর। আমনের নারী পুরোহিতদের নিয়ে মজা করব। ওরা এই মহিলার মতো জ্ঞানী নয়। ওরা শুধুই সুন্দরী। তবে, ব্যাগোয়াস, তুমি এখানেই থাকবে। ওসব দেখলে তোমার "শক" লাগতে পারে,' বলে হা হা করে হেসে উঠল সে। তারপর বলল, 'এখানেই থাকো, দেবীর নামে ভেট হিসেবে চড়ানো গহনা-গাঁটি কোথায় আছে খুঁজে দেখো। ওগুলোর জন্য কোন হুকুম আমি জারী করিনি। আর, দেবীর পুরোহিত, পর্দায় নিজেকে অন্তরীণ রাখা চালিয়ে যান। তবে কে জানে, ওয়াইনের পাত্রে ডুবে হুঁশ হারিয়ে ফেললে কে কবে কোন্ শপথ ভুলে যায়। তখন হয়তো তার সামনে আপনার অবগুণ্ঠন সরাতেই হবে।'

সবাই চলে গেছে নিশ্চিত হলাম। দেবী মূর্তির গায়ে ফেলা ওচাসের থুথুর দিকে ইশারা করে ব্যাগোয়াসকে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি ভয় পাচ্ছ না?'

'পাচ্ছি, লেডি। একটু আগে আপনি যেমন ভয় পেয়েছিলেন, আমিও এখন তেমন ভয় পাচ্ছি,' বলল ব্যাগোয়াস।

'বোকা। আমি ভয় পেয়েছি কে বলল? আমাকে স্পর্শ করার সাথে সাথেই মারা পড়তে তুমি আর তোমার রাজা। প্রশ্ন কোরো না যে, কীভাবে মরতে। এতক্ষণে নরকের কোথাও সেদ্ধ করা হতো তোমাদের আত্মা। দেবীর অভিশাপের কথা কি তোমার জানা নেই? জানো না, কেউই তোমাকে দেবীর রোষ থেকে বাঁচাতে পারবে না? আমার একটা মাত্র প্রার্থনায় এখানে এখনি তোমাকে মেরে ফেলতে পারেন দেবীমাতা।'

সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে ব্যাগোয়াস। আমার পায়ে পড়ে গেল। ক্ষমা ভিক্ষা চাইল দেবী আর আমার কাছে। বলল যে ওর পূর্বপুরুষদের মতো ও-ও অন্তরে মিশরীয়। দেবীর পূজারী ও। এবং আমার সম্বন্ধেও জানে। জানে

BanglaBook.org

আমার দিকে হাত বাড়ালে তার কী পরিণতি হয়।

বললাম, 'ক্ষমা চাইছ, ব্যাগোয়াস? আশ্রয় চাইছ? কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওসব আনা এখন আমার পক্ষেও অসম্ভব। এপিসের মাংস তো তুমিও খেয়েছ। আমন-এর মন্দিরের নারী পুরোহিতদের টেনে যারা বের করে এনেছে তুমিও ছিলে তাদের মধ্যে। পটাহ্-এর মন্দিরে গাধা তুলে দিয়ে দেবতাকে অপমানকারীদের মধ্যেও ছিলে তুমি। পার্সানদের অগ্নিবেদীতে মিশরের পুরোহিতদের বলিদানকারীদের সাথেও ছিলে তুমি, ছিলে না?'

'আমার দুর্ভাগ্য লেডি, যে ওসবে সত্যিই আমি ছিলাম। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে না। থাকতে বাধ্য হয়েছি আমি। নয়তো মৃত্যু হতো আমার।'

'হয়তো। অপমানিত দেব-দেবীদের কাছে পারলে ক্ষমা চেয়ে নাও। দেবী আইসিসের পূজারী আমি। ওদের সাথে তেমন কোন সম্বন্ধ নেই আমার। কিন্তু,' ওচাসের অপকর্মটার দিকে ইশারা করে বললাম, 'দেবীর অপমানের কী বদলা দেবে?'

'ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওচাসকে বলব, এই মন্দিরের কোথাও কোন ধনরত্ন নেই। কারণ দেবীর পূজা হয় ফুল দিয়ে। আর ভেট হিসেবেও বেদীতে দেয়া হয় ফুল ও সুগন্ধি দ্রব্য। এই মন্দির আমি স্বয়ং প্রহরায় রাখব। কোন পার্সান আর কখনোই এই মন্দিরে পা ফেলতে পারবে না। আপনাকে কেউ অপমান করতে চাইলে শাস্তি হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে তার মৃত্যু নিশ্চিত করব আমি। ক্ষতিপূরণ হিসেবে এগুলো কি যথেষ্ট নয়?'

'শতভাগের একভাগও না। দেবীর প্রতিমার গায়ে থুথু ফেলল, তার প্রতিশোধ কোথায়? দেবীর প্রতিনিধিকে রক্ষা করবে বললে, কিন্তু খানিক আগেই তাকে বর্বরদের সামনে অপমান করতে যাচ্ছিল ওচাস। তার প্রতিশোধ কোথায়?

এই সামান্য জিনিসই যদি তোমার দেয়ার থাকে তা হলে তোমার জন্য রইল দেবী আর তার নবীর অভিশাপ। মৃত্যুর পর নরকে দেখবে নিজেকে।'

বারবার ক্ষমা চাইতে থাকল ব্যাগোয়াস, কিন্তু সেদিকে আমি ভ্রূক্ষেপ মাত্রও করলাম না। বলে চললাম, 'তাড়াহুড়ো নেই। জীবনটাকে উপভোগ করো। দামি আলখেল্লায় নিজেকে সাজাও, সুগন্ধি মাখো, গহনায় ঢেকে ফেলো নিজেকে। ওচাসের তাঁবেদারির পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ করো স্বর্ণ আর জমিদারী। ক্ষমতার দম্ভে দাম্ভিক হও। দশ বছর, বিশ বছর, না হয় পঞ্চাশ বছরই বাঁচবে। কিন্তু তারপর তোমাকে গ্রহণ করবে মৃত্যু। তখন নরক হবে তোমার ঠিকানা। সেখানেই দেখতে পাবে দেবীর রক্তচক্ষু। আর তোমার সকল অপকর্মের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে দেবীর এই পুরোহিত।'

'তা হলে কী করব আমি? আমার শরীর তো অপূর্ণ। কিন্তু আত্মাকে বাঁচাতে চাই আমি। যেসব পার্থিব সম্পদের কথা বললেন আমার কাছে সেগুলোর কোন মূল্যই নেই। আমার চাওয়া পাওয়ারও খুব বেশি কিছু নেই। স্ত্রী-সন্তান আমার জন্য নয়। কেবল আত্মাটাই আছে। সেটাকেই বাঁচাতে চাই আমি। আর আমাদের "রাজাদের রাজা" ভুলে গেছে যে তার আগেও এমন বহু "রাজাদের রাজা" ছিল। কিন্তু আজ তাদের কেউই বেঁচে নেই। বলুন, লেডি, কী করতে হবে আমায়?'

ও যখন এসব বলছে, গোপনে আমার ছুরিটা বের করলাম। গভীরভাবে কেটে ফেললাম আমার হাত। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। অল্প সময়ের মধ্যেই মেঝে ভেসে গেল রক্ত দিয়ে। এত রক্ত গড়াল যেন পশু জবাই করা হয়েছে এখানে।

রক্ত দেখে আঁতকে উঠল ব্যাগোয়াস। 'রক্ত! রক্ত এল

BanglaBook.org

কোথা থেকে? কার রক্ত এটা?'

আমি নির্বিকার। বললাম, 'হয়তো দেবীর রক্ত। বা হয়তো তার লজ্জিত কোন পুরোহিতের রক্ত এটা। কিন্তু তাতে তোমার কী, ব্যাগোয়াস?'

'রক্ত কোথা থেকে বের হলো? কেন বের হলো?'

'কে জানে। হয়তো স্বর্গের কাছে প্রতিশোধ চাইছে এই রক্ত। হয়তো এই রক্তটা চাইছে অত্যাচারীর রক্ত দিয়ে ধুয়ে দেয়া হোক এই রক্ত। কিন্তু এসব রহস্য নিয়ে কথা বলার আমি কে?' বললাম আমি।

তখন লোকটা হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থা থেকে রীতিমত কষ্ট করে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঝুঁকে এল আমার কানের কাছে। এমনকি ওর গলায় ঝোলানো মূল্যবান রত্নশোভিত নেকলেসের মৃদু টুং টাং শব্দও এল আমার কানে। সে বলল, 'এবার বুঝেছি। প্রতিশোধই নেব। তবে এখনই নয়। শপথ করে বলছি এটা ঘটবেই, তবে যখন সময় হবে তখন। ওচাসকে ঘৃণা করি আমি। সে আমাকে নিয়ে উপহাস করে। আমার জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে জয় ছিনিয়ে আনি আমি অথচ আমার সৈন্যদেরকে উপহাস করে বলে, এমন একজনের অধীনে তারা যুদ্ধ করে যে কিনা নারীও না পুরুষও না। আমি মিশরীয়। তাই মিশরের দেব-দেবীদের মন্দির কলুষিত করতে আমাকেই বাধ্য করে সে। এজন্য ওকে ঘৃণা করি আমি। ও যখন আমার ওপর পুরস্কারের বন্যা বইয়ে দেয় তখনও ওকে ঘৃণা করি আমি। শপথ করছি, লেডি, সময় মতোই পূরণ করা হবে রক্তের দাবি।'

'কার ওপর শপথ করছ, ব্যাগোয়াস?'

আমার পোশাক থেকে আঙুলে একটু রক্ত মাখিয়ে তা প্রথমে জিভে তারপর কপালে ঠেকাল সে। তারপর বলল, 'আইসিস বা তার পুরোহিতের রক্তের শপথ করে বলছি, ওচাস আর্টাজারজেস-এর ধ্বংস না দেখা পর্যন্ত আমি

BanglaBook.org

বিশ্রাম নেব না। তাতে যদি বছরও লাগে তা-ই সই। তবে এসব করব একটা নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে।'

'কী মূল্য?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'মুক্তি, নির্বাণ প্রাপ্তির বিনিময়ে। এবং তার নিশ্চয়তা আপনাকেই দিতে হবে, নবী।'

'দেব। কিন্তু তা ওচাসের মৃত্যুর এক মুহূর্ত আগেও নয়। ওচাসের মৃত্যু হলে তবেই স্বর্গীয় ক্ষমা পাবে তুমি।'

'বেশ কিন্তু সে পর্যন্ত আমাকে রক্ষা করার মতো কিছু একটা দিন, স্বর্গের রাণীর কন্যা।'

আমার গলার হার থেকে একটা রত্ন খুলে তাতে গোপন কিছু মন্ত্র পড়ে চিহ্ন দিয়ে দিলাম আমি। অতি উচ্চস্থানীয় পুরোহিত ব্যতীত আর কেউ এসব প্রতীকের অর্থ জানে না। আঁশীর্বাদ করে সেটা তুলে দিলাম ব্যাগোয়াসের হাতে।

'নাও, এটা সবসময় বুকের ওপর পরবে। যতক্ষণ তোমার অন্তর বিশুদ্ধ থাকবে ততক্ষণ সমস্ত বিপদ থেকে তোমাকে রক্ষা করবে এটা। কিন্তু লক্ষ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তখন উল্টো সমস্ত দেব-দেবীর অভিশাপ তোমার ওপর টেনে আনবে। চলে যাও। ওচাসের মৃত্যু সংবাদ ব্যতীত এখানে তোমার আর পা দেয়ার দরকার নেই।'

উঠে দাঁড়াল ব্যাগোয়াস। তালিসমানটা কপালে আর ঠোঁটে ছোঁয়াল সে। তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বাউ করল আমাকে। এরপর আর একটা কথাও না বলে রওনা হয়ে গেল সে।

লোকটা মন্দির থেকে বেরিয়ে যেতেই হা হা করে হেসে উঠলাম আমি। একটা জুয়া খেলেছিলাম। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি খেলাটা ঠিকভাবে শুরু হওয়ার আগেই জিতে গেছি আমি। এজন্য ধন্যবাদ দিলাম স্বর্গীয় দেবীকে।

BanglaBook.org

পনেরো

চরম দুর্দশার মধ্য দিয়ে কেটে গেছে কয়েকটা বছর। সাবাকো নামের একজনের হাতে মিশর শাসনের ভার দিয়ে পারস্যে ফিরে গেছে ওচাস। এই কয় বছরে এক মুহূর্তের জন্যও মন্দিরের দেয়ালের বাইরে যাইনি আমি। অনেক আগেই গত হয়েছে মন্দিরের জৌলুসের দিন। দারিদ্রের মধ্যেই যতটুকু সম্ভব সুন্দরভাবে দেবীর অর্চনা চালিয়ে গেছি।

এই অলস সময়টা পার করেছি মিশর ও অন্য সব দেশের প্রাচীন কথা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে। একেক সময় মনে হয়েছে অযথাই এসব করছি। এসব জ্ঞান কোথায় প্রয়োগ করব আমি? তবে প্রার্থনার জগতের বাইরে এটাই আমার একমাত্র মনের খোরাক। এতটুকু করতে না পারলে দমবন্ধ হয়ে যাবে আমার।

BanglaBook.org

এখন বুঝি, মন্দিরে ওই একাকীত্বের মধ্যে সময় কাটানোটা আসলে আমার জন্য ছিল একটা প্রশিক্ষণ। কারণ সামনেই এমন সময় আসছিল যখন শতাব্দীর পর শতাব্দী কোরের গুহায় একাকী জীবন কাটাতে হবে আমায়।

বাইরের দুনিয়ার সবকিছুই এক সময় ভুলে গেলাম আমি। হ্যাঁ, আমি আয়েশা, যে এক কালে সারা পৃথিবী শাসন করার স্বপ্ন দেখতাম, সেই আমিই ভুলে গেলাম যে মন্দিরের দেয়ালের বাইরেও একটা জগৎ আছে। নেকটানেবিস সেই যে মন্দির থেকে বের হয়ে গেছে তারপর

ওর কোন খবর আমি শুনিনি। হয়তো আমাকে যেমনটা দেখানো হয়েছিল সেভাবেই মারা পড়েছে সে। আমেনার্তাস সম্বন্ধেও কিছু শুনতে পাইনি। ক্যালিক্রেটিসের সম্বন্ধেও না। কে জানে, হয়তো মারা পড়েছে সে-ও।

আমার নারী সত্তাকে জাগিয়ে তুলতে পারা একমাত্র মানুষ ক্যালিক্রেটিস। শত সহস্র লোকে আমাকে চেয়েছে। কিন্তু আমি চেয়েছি এই একজনকে। অথচ তার কাছেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছি আমি সুন্দরী শ্রেষ্ঠা আয়েশা। আমার ধারণা আমাদের এই জীবনের অনেক পরে, কোথাও না কোথাও তার সাথে আমার মিলন হবেই। সেটাই আমাদের ভাগ্য। সেই কারণেই এভাবে আমাদের মধ্যে তীব্র আকর্ষণ কাজ করে। কিন্তু এখন তাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আমার ধারণা এর পেছনের কারণটা হচ্ছে অতীতের কোন না কোন জীবনে তার আত্মার বিরুদ্ধে কোন পাপ করেছিলাম আমি। তাই তার আত্মাকে আমার পর্যায়ে উন্নীত করাটাই আমার নিয়তি।

যা হোক, আমি ছাড়াও মিশরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে দেবীর আরও অনেক চোখ কান। তারা যা জানল তা আমিও জানতে পারলাম। এভাবেই জানতে পারলাম, পারস্যের প্রাসাদে বসে থেকে ক্লান্ত হয়ে গেছে ওচাস। এদিকে মিশর থেকে তার কাছে পাঠানো টাকা পয়সার স্রোতও মন্থর হয়ে গেছে। কাজেই বিনোদন ও নগদ নারায়ণের প্রবাহ হ্রাসের কারণ তদন্ত করতে মিশরে আসছে ওচাস।

এর কিছুদিনের মধ্যেই মিশরে এসে পৌঁছুল ওচাস। হর্ষধ্বনি, উল্লাস, ব্যানার, ফেস্টুন, ফুল-গালিচা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাকে বরণ করে নিল মেম্ফিসবাসীরা। এমনভাবে সে এল যেন অধীনস্থ দেবতাদের নিয়ে মেম্ফিসে প্রবেশ করল স্বয়ং দেবরাজ ওসিরিস।

BanglaBook.org

ওচাসকে অভ্যর্থনা জানাতে ধ্বংসস্তূপ হয়ে থাকা মেম্ফিসকে নববধূর সাজে সাজানো হয়েছে। তবে সেই ঢেউ আইসিসের মন্দিরে আসেনি। আসতে দিইনি আমি। পুরোহিতদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল যে, ওচাসকে সম্মাননা না দিলে ও যদি ওর শপথ রক্ষা না করে, তখন কী হবে? কে রক্ষা করবে আমাদের?

জবাবে আমি বলেছি, 'আমাদের রক্ষা করবেন দেবী আইসিস। আর তিনি যদি এগিয়ে না আসেন তা হলে আমিই আপনাদের রক্ষা করব।'

মেম্ফিসে ওচাস পা রাখার দ্বিতীয় দিনের কথা। কয়েকজন সভাসদ নিয়ে আমার সাথে দেখা করতে এল খোজা ব্যাগোয়াস। আমি বলে পাঠালাম একা ব্যাগোয়াসের সাথে কথা বলব আমি। আর কারও সাথে নয়। সেই আগের মন্দিরে আমার সাথে দেখা করতে এল ব্যাগোয়াস। দেবীর পায়ের কাছের আগের সেই আসনে বসেই ওকে স্বাগত জানালাম।

'ব্যাগোয়াসের জয় হোক! কেমন আছ? তালিসমানটা ঠিকঠাক মতো তোমাকে রক্ষা করছে তো, ব্যাগোয়াস?'

'হ্যাঁ, নবী, করছে। এটা আমাকে এত উঁচুতে নিয়ে গেছে যে এখন আমার মাথার ওপর এক রাজাদের রাজা ওচাস ছাড়া আর কেউ নেই। আমার কথায় এখন প্রাণ নেয়া হয়, প্রাণ দেয়া হয়। রাজার পরামর্শদাতা আর জেনারেলরা উপহার নিয়ে আমার কাছে আসে আমার সামান্য একটু সুনজর পেতে। আমার এখন এত স্বর্ণ আছে যে, শুধু স্বর্ণ দিয়েই প্রাসাদ তৈরি করতে পারব, তারপরও থেকে যাবে। আমার আর কিছুই চাওয়া পাওয়ার নেই।'

আমি বললাম, 'শুধু দুয়েকটা জিনিস ছাড়া। যেমন, ওসব স্বর্ণ ভোগ করার মতো কোন ওয়ারিশ তোমার নেই।'

কথাটা কানে যেতেই বিকৃত হয়ে গেল ওর চেহারা।

BanglaBook.org

বলল, 'লোকের ক্ষতে কীভাবে নুন মাখাতে হয় তা আপনি খুব ভালো করে জানেন, নবী।'

'হ্যাঁ, আমি নুন মাখাই। যাতে ক্ষতটা দ্রুত সেরে ওঠে।'

'আমার খারাপ লাগলেও আপনার কথা সত্য, নবী। বাপ দাদাদের মতো স্বাভাবিক হওয়ার জন্য খুশি মনে আমার সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিতে রাজি আছি আমি।' তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে বলল, 'থিবিস আর ফিলিয়ার মাঝামাঝি একটা এলাকায় ভদ্রস্থ একটা জমিদারির মালিক ছিল আমার পূর্বপুরুষরা। অনেক প্রজন্ম ধরে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সেখানে বাস করেছে তারা। ওই জায়গার পশ্চিম পাশে পাহাড়ের ওপর একটা মন্দির আছে। তার ভেতর আছে চোদ্দ শত বছর আগেকার আমার এক পূর্বপুরুষের সমাধি। সমাধির ওপর তার একটা মূর্তিও আছে। মহান ব্যক্তি ছিল সে। সেই সময়ে হিকসোস রাজাদের কাছ থেকে মিশর জিতে নিয়েছিল আহমেস। ওই হিকসোস রাজারাও ছিল ওচাসের মতো। উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল তারা। আহমেস-এর সৈন্যবাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিল আমার সেই পূর্বপুরুষ। মিশর জয়ে তার অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেই ওই জায়গাটুকু তাকে দিয়েছিল আহমেস।' এক মুহূর্ত থামল ব্যাগোয়াস। যেন দুঃখজনক কোন স্মৃতি মনে পড়েছে তার। তারপর আবার শুরু করল সে, 'বছরের নির্দিষ্ট একটা সময়ে আমার পূর্বপুরুষকে সম্মান দেখানোর জন্য ওই মূর্তিটায় ভেট দেয়াটা আমাদের বংশের ঐতিহ্য। ভেট দিতে পারি কেবল আমরা, মানে তার বংশধররা। মনে করা হয় ওই মূর্তিটায় বাস করে তার "কা"। আমিই আমাদের বংশের শেষ মানুষ যে এই কাজটা করতে পারে। কিছুদিন আগে ভেট চড়িয়ে এসেছি আমি। মূর্তির মাথায় পরিয়েছি ওসিরিসের মতো মুকুট, গলায় পরিয়েছি স্বর্ণের চেইন, ফুল দিয়েছি সম্মানার্থে আর ফল দিয়ে এসেছি তার খাবার হিসেবে।'

কথাগুলো শুনে হা হা করে হেসে উঠলাম আমি। 'মিশরে এ ধরনের গল্প এখন খুব বেশি চলছে। সবারই একটা সম্মানজনক অতীত ছিল। কিন্তু এখন কিছুই নেই। একসময় এই মিশর ছিল হিকসোসদের, তারপর তা মিশরীয়দের হাতে ফিরলেও এখন মিশর আবার পার্সানদের হয়ে গেছে। আর এদিকে পার্সানদের ভৃত্য ব্যাগোয়াস আফসোস করছে, তার বংশ নির্বংশ হয়ে গেছে, পূর্বপুরুষের মূর্তিতে অর্ঘ্য দেয়ার আর কেউ রইল না। অথচ এই ব্যাগোয়াসই দেব-দেবীদের পুরোহিতদের ওপর অত্যাচার করেছে। মন্দির থেকে বের করে এনে পার্সান সৈন্যদের লালসার শিকার হতে বাধ্য করেছে নারী পুরোহিতদের, মন্দিরের পবিত্র পশুগুলো হত্যা করছে আর মৃত মানুষদের হাড়গোড় কবর থেকে টেনে এনে চুলার জ্বালানী বানিয়েছে। সেই চুলায়ই রান্না হয়েছে মন্দিরের পবিত্র পশুগুলো। সেই ব্যাগোয়াসই কি না চায় দেবতাদের সাহায্য। হাস্যকর।'

ব্যাগোয়াসকে চাবুকের মতো আঘাত হানল আমার প্রতিটা কথা। বলল, 'দয়া করে থামুন, নবী। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার চোখে বালু ঘষছেন কেন?'

'ঘষছি যাতে আরও পরিষ্কার দেখতে পাও তুমি। তোমার ওই পূর্বপুরুষের সমাধি বন্ধ করে দাও। তবে তার আগে ওখানে আরেকটা কবর ফলক লাগাতে ভুলো না। ওই ফলকটায় লিখবে, তোমার ওই পূর্বপুরুষের উপাস্য দেবতাদের মন্দির জ্বালিয়ে, তাদের পুরোহিতদের ওপর অত্যাচার করে কীভাবে দেবতাদের অপমান করেছ তুমি ওচাসের ঘৃণ্য ভৃত্য, খোজা ব্যাগোয়াস।'

'থামুন, লেডি, দয়া করে থামুন। আমি নিজ ইচ্ছায় কিছুই করিনি, বাধ্য হয়ে করেছি। তবে সময় এসে গেছে।'

'কীসের সময়?'

BanglaBook.org

'দেবীর কাছে আমি যে শপথ করেছি তা পূরণ করার সময়।'

'বলো কী! "তুমি" পার্সানদের পবিত্র অগ্নি পূজারী, দেবীর কাছে কবে কী শপথ করেছিলে সেই কথা মনে রেখেছ? বেশ, বেশ! খুলে বলো শুনি।'

'বিশ্বাস করুন, লেডি, গেছে বছরগুলোতেও আমি সুযোগের সন্ধানে ছিলাম। কিন্তু পাইনি। আজ যখন আপনি বললেন যে আমার পর আমার পূর্বপুরুষের সমাধিতে অর্ঘ্য দেয়ার কেউ থাকবে না, তখনই একটা চিন্তা মাথায় এসেছে।'

'খুলে বলো।'

'লেডি, ওচাস মেম্ফিসে এসেছে, সবাই তাকে স্বাগত জানিয়েছে। জানায়নি কেবল আইসিসের পূজারীরা। মন্দিরের দেয়ালে কোথাও একটা স্বাগত ব্যানার টানানো হয়নি, কোন পুরোহিতও তার "রাজকীয়" পায়ের সামনে ফুল ছিটিয়ে তাকে সংবর্ধনা দেয়নি। তাই এই মন্দির আর বিশেষ করে আপনার ওপর ভীষণ রেগে আছে সে। এতটাই রেগে আছে যে, আপনার কাছে শপথ করা না থাকলে মন্দিরের প্রতিটা পাথর ভেঙে ফেলত সে। খুন করত প্রতিটা পুরোহিতকে।'

নির্বিকার কণ্ঠে বললাম, 'তাই বুঝি?'

ব্যাগোয়াস বলে চলেছে, 'দেবী আর আপনার কাছে কৃত ওয়াদার কথা প্রতিদিন তাকে মনে করিয়ে দিই আমি। কিন্তু আজ সকালেই এদিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে তার এক ভয়ঙ্কর চিন্তার কথা জানিয়েছে আমাকে।'

'কী বলল সে?'

'হাসতে হাসতেই সে আমাকে বলল, দেবীর বিরুদ্ধে কিছু করতে চায় না সে। তবে এমন কাজ করবে যাতে তার ইচ্ছাও পূরণ হবে আর দেবীর নামও আরও উজ্জ্বল হবে। তিনদিন পর পূর্ণিমা। পূর্ণিমার রাতে আইসিসের মন্দিরের

BanglaBook.org

ভেতরের প্রাঙ্গণে বিশাল এক ভোজের আয়োজন করা হবে। সেখানে বিশেষ এক মঞ্চের ওপর বসবে ওচাস আর ওর ঘরের মহিলারা। মঞ্চটার ভিত বানানো হবে সাবেক মিশরীয় রাজপুরুষদের কফিন দিয়ে। উদ্দেশ্য, সাবেক ফারাওরা থাকবে তার পায়ের নিচে। আর মঞ্চটাকে ধরে রাখবে মিশরের দেব-দেবীদের মূর্তি। এই মঞ্চের সামনে জ্বালানো হবে পার্সান অগ্নি উপাসকদের পবিত্র অগ্নিকুণ্ড। ভোজে ওসিরিসের পোশাক পরে আসবে ওচাস। ওর আসনের পেছনে থাকবে দেবীর মূর্তি। ভোজের শেষে আপাদমস্তক দেবীর পোশাকে আবৃত হয়ে মঞ্চে থাকা দেবী আইসিসের মূর্তির পেছন থেকে বেরিয়ে আসবেন আপনি। আসবেন দেবী রূপে।'

'তারপর?'

'তারপর মঞ্চে নিয়ে আসা হবে আপনাকে। দেবী আইসিসের স্বামী হিসেবে আপনার মুখাবরণ উন্মুক্ত করবে ওসিরিসরূপী ওচাস। পার্সানদের মধ্যে গুজব প্রচলিত আছে যে, আপনি নিরতিশয় কুৎসিত এক বুড়ি। কেশহীন মস্তক আর বলিদাগ পড়া মুখ ঢাকতে সবসময় অবগুণ্ঠনের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। তাই ওচাস আপনাকে সর্বসমক্ষে অপমান করতে এই হীন পরিকল্পনা করেছে।'

আমাকে অপমান করতে চাইছে ওচাস। কিন্তু তারচেয়ে বড় কথা খুব বড় ধরনের ধর্মদ্রোহিতার পরিকল্পনা করেছে সে। পুরোটা ব্যাপার অনুধাবন করে রক্ত শীতল হয়ে গেল আমার। মনে হতে লাগল হাড়গুলো সব যেন গলে গেছে, পড়ে যেতে চাইছে শরীরটা। তবে নিজেকে সামলালাম আমি। প্রশ্ন করলাম, 'এ-ই কী সব, ব্যাগোয়াস?'

'না, নবী। ওচাসের উজির এবং তার পরই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ায় ভোজে ওচাসের ওয়াইন পরিবেশনের দায়িত্ব আমার। মঞ্চে ওসিরিসকে মৃত্যুলোক

BanglaBook.org

থেকে ডেকে আনার জন্য প্রাচীন সঙ্গীত গাইবে আইসিসের নারী পুরোহিতদের দল আর ওসিরিসের পুরুষ পুরোহিতরা। আর ওচাস যখন স্বর্গ ও মর্ত্যের রাজা ওসিরিস রূপে জেগে ওঠার ভান করবে তখন পবিত্র ওয়াইনে ভরা রত্নখচিত পানপাত্র তার হাতে তুলে দিতে হবে আমায়। ওসিরিস ও আইসিসের বিবাহের সম্মতির প্রতীক হিসেবে ওই পাত্রে চুমুক দেবে ওসিরিসরূপী ওচাস। তারপর পাত্রের অবশিষ্টাংশ নিবেদন করবে বা ঢেলে দেবে আপনার পায়ে। তারপর ওচাসের ঘরের রাজকীয় মহিলারা আপনার অবগুণ্ঠন খুলে দেবে। প্রতীকায়িত করবে ওসিরিস ফিরে পেয়েছে তার হারানো স্ত্রীকে। আর পার্সান বর্বরের দল আপনার অপমানের নাটক দেখে প্রাণ খুলে হাসবে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'যদি কুৎসিত বুড়ির বদলে অতিশয় সুন্দরী রমণীর চেহারা প্রকাশ পায় তখন কী হবে, ব্যাগোয়াস?'

'কী আর হবে, আইসিসরূপী মানবীকে নিজের হারেমে যুক্ত করবে ওচাস। তাতে মিশরের দেবতারা অসন্তুষ্ট হলেও ওচাসের ধারণা এতে সন্তুষ্ট হবে মিশরবাসীরা। ওহ্, নবী, সবাই জানে আপনি খুবই জ্ঞানী। কিন্তু ওচাসের সামনে হাত বের করে বিরাট ভুল করেছেন আপনি। সেই কথা আজতকও ওচাস ভোলেনি। এবং প্রায়ই আপনার হাতের সৌন্দর্যের কথা বলে সে। তারচেয়ে বেশি বলে, যে করেই হোক ওই মোহনীয় হাতের অধিকারিণীকে আপাদমস্তক দেখতে চায় সে। হয়তো এই উদ্দেশ্যেই এত নাটক।'

'এই নাটকে আমি অংশ নিতে না চাইলে কী হবে, ব্যাগোয়াস?'

'এই মন্দিরের ক্ষতি না করার শপথ ফিরিয়ে নেবে ওচাস। অন্যান্য দেবতাদের মন্দিরের যে দশা হয়েছে এখানকার অবস্থাও তা-ই হবে। মন্দিরে আগুন দেয়া হবে,

BanglaBook.org

লুট হবে মন্দিরের সমস্ত সম্পদ। পার্সানদের অগ্নি দেবতার কাছে ভেট না দিলে হত্যা করা হবে পুরোহিতদের। আর নারী পুরোহিতদের ভাগ্যে রয়েছে সৈন্যদের তাঁবুতে যাওয়া বা দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে যাওয়া।'

'ব্যাগোয়াস, এই ষড়যন্ত্র থেকে বেরুবার একটা রাস্তা দেখাও নয়তো তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। আগামীকাল বা আগামী বছর নয়, এখুনি মরবে। আর মন্দিরে আগুন দিয়ে পুরোহিতদের নিয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব আমি।'

'জানতাম, নবী, এমন কিছুই আপনি বলবেন। সেজন্য উপায় একটা হাতে না নিয়ে মন্দিরে আসিনি আমি। লেডি, একটু আগেই তো বললাম যে, মঞ্চে ওচাসের হাতে ওয়াইনের কাপ তুলে দেব আমি। খেয়াল নেই? ওচাসের ডাক্তার আমার নিজের বেতনভুক্ত লোক এবং বিশ্বস্ত। সেই ওয়াইন নিজের হাতে প্রস্তুত করবে সে। গার্ড আর ক্যাপ্টেনরাও আমার ভৃত্য। এমনকি আমার হয়ে কাজ করবে বলে আমার কাছে শপথ করেছে অনেক বড় বড় লর্ড। আমাদের অপেক্ষার প্রহর শেষ হতে চলেছে। আরেকটা ব্যাপার, লেডি, জানবেন, ওচাসের ওপর শোধ নিতে চায় এমন মানুষ আপনি একাই নন। আরও অনেকেই একই ইচ্ছা পোষণ করে।'

'বেশ। কিন্তু, ব্যাগোয়াস, কী করে বুঝব তুমি কথা রাখবে? জানো নিশ্চয়ই, মিশরীয়রা তোমার নাম দিয়েছে, "রাজার মুখ, মিথ্যুক"।'

'দেবী আইসিসের নামে শপথ করে বলছি, আমার কথা আমি রাখব। এর অন্যথা হলে আমার প্রাণ রইল দেবীর হাতে।'

'আমি দেবীর মুখ ও ভবিষ্যৎ বক্তা, দেবী আইসিসের নামে শপথ করছি, তোমার কারণে অপমানিত হলে, তোমার প্রাণ নেব আমি। আমি যদি মরি তবুও আমার হয়ে শোধ

BanglaBook.org

নিতে হাজারো লোক রইবে। তারাও যদি ব্যর্থ হয় তো প্রতিশোধ নেবেন স্বয়ং দেবী।'

'জানি, নবী। আমি ব্যর্থ হব না। ওয়াইনের কাপে চুমুক দিয়ে ঘুমে ঢলে পড়বে রাজাদের রাজা। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে চির শান্তির ঘুম ঘুমাবে সে, "আইসিসের" বাহুডোরে নয়।'

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে রইলাম। তারপর ইশারা করলাম ওকে চলে যেতে। চলে গেল ব্যাগোয়াস।

ব্যাগোয়াস একটা পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু তাতে নিশ্চিত হয়ে বসে রইলাম না আমি। নিজস্ব পরিকল্পনা ছকলাম। ভয়ানক পরিকল্পনা। রাজকীয় রমণী, পারিষদবর্গ, পরামর্শদাতা, ইন্ধনদাতা, জেনারেল এমনকি দাস-ভৃত্যসহ ওচাসকে বলি দেয়ার পরিকল্পনা। হ্যাঁ, মিশরের সমস্ত রাগান্বিত দেবতাদের কাছে ওচাসকে বলি দেয়ার পরিকল্পনা করেছি আমি। তাতে যদি দরকার পড়ে আমার দাস ভৃত্য আর সমস্ত সহ-পুরোহিতদের নিয়ে আমিও একই পথের পথিক হব বলে মনস্থির করেছি।

সৌভাগ্যবশত যেখানে মঞ্চ হবে বলে ওচাস মনস্থির করেছে তার ঠিক নিচেই আছে তেলে ভরা বিশাল এক ভল্ট। এখন সময় খারাপ। কখন কী হয়ে যায় কে জানে। আমরা এমনকি অবরুদ্ধও হয়ে পড়তে পারি। তাই আগাম সতর্কতা হিসেবে এই আয়োজন রাখা হয়েছে। ভল্টটা তেল দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ। তেলের পাশাপাশি ওখানে আরও আছে প্রাচীন অনেক স্ক্রোল, আপদকালে পুরোহিতদের জন্য অগ্রিমভাবে বানানো অনেকগুলো কফিন ও প্রচুর খড়। এখন আমার দরকার ভল্টটা থেকে মঞ্চ পর্যন্ত একটা উন্মুক্ত পথ আর ভল্টের তেলে আগুন দেয়ার মতো সাহসী ও আত্মত্যাগের মন্ত্রে বলীয়ান একজন মানুষ। সত্যি বলতে অমন একজন মানুষও আছে আমার হাতে। শিরায় রাজকীয়

BanglaBook.org

রক্ত বইছে এমন একজন সাহসী নারী পুরোহিত আছে এখানে। সত্তর বছর ধরে পুরোহিত হিসেবে দেবীর সেবা করছে সে।

সেই রাতেই সমস্ত পুরোহিতদের ডাকলাম আমি। খুলে বললাম সব। জানালাম ওচাসের দুরভিসন্ধি আর আমার পরিকল্পনার কথা। আমার পরিকল্পনায় সম্মতি দিল তারা। তবে বয়স্ক একজন জিজ্ঞেস করল, 'নবী, দেবী কি ডিক্রি জারী করেছে যে, ওই বদমাশের দলের সাথে আমাদেরও মরতে হবে? জারী হলে মরতে আমরা প্রস্তুত।'

উত্তরে বললাম, 'না। এখান থেকে ওসিরিসের ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরে যাওয়ার গোপন পথটা উন্মুক্ত থাকবে। আগে ওসিরিসের পুনরুত্থানের উৎসবে ওই পথে তার মূর্তিটা এখানে নিয়ে আসা হতো। আগুন লাগার নমুনা দেখা মাত্রই ওই পথে পালাতে শুরু করবে তোমরা। যদি পারি আমিও পালাব। ওসিরিসের মন্দির সংলগ্ন খালে নৌকা নিয়ে তোমাদের অপেক্ষায় থাকবে আমাদের ধর্মে বিশ্বাসী ভাইয়েরা। চারদিকেই তখন গণ্ডগোল চলতে থাকবে। কাজেই ওখান থেকে বের হতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। অনায়াসেই তোমরা চলে যেতে পারবে নলখাগড়ার বনের ভেতরের মন্দিরে। ওই মন্দিরের নাম, নলখাগড়ার বনে আইসিসের মন্দির। প্রচলিত আছে, এখানেই ওসিরিসের হৃৎপিণ্ড লুকিয়ে রেখেছিল "টাইফুন"। এবং এখান থেকেই সেটা খুঁজে পেয়েছিল দেবী আইসিস। ওই মন্দিরে কেউই যেতে সাহস পায় না। এমনকি পার্সানরাও না। কারণ ওই মন্দিরটাকে পাহারা দিয়ে রাখে ভূত আর পাতাল থেকে উঠে আসা আগুনরূপী আত্মারা। ওই মন্দিরে চলে যাবে তোমরা। দেবীর হুকুম না আসা পর্যন্ত লুকিয়ে থাকবে ওখানে। আর দেবীর হুকুম অবশ্যই আসবে।'

বয়স্ক পুরোহিতটি বলল, 'মহৎ পরিকল্পনা করেছেন,

BanglaBook.org

নবী। নিঃসন্দেহে স্বর্গের দেয়ালে দেয়ালে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে আপনার এই কীর্তি নিয়ে রচিত সঙ্গীত লহরি। এই কাজের জন্য আমাদের মাথায় পুরস্কারের তাজ বসিয়ে দেবেন স্বয়ং দেবতারা। তবে, নবী, আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বে আসুন একবার দেবীর কাছে আমরা প্রার্থনা করি। জানতে চাই যে এটাই দেবীর ইচ্ছা কি না।'

কাজেই হাতে হাত রেখে সবাই একসঙ্গে আওড়াতে শুরু করলাম গোপন প্রার্থনা স্তবক। কান্নামাখা প্রার্থনায় দেবীর ইশারা চাইলাম আমরা। কিন্তু সবই নিষ্ফল। কোন ইঙ্গিত এল না।

বয়স্ক পুরোহিত আবেদন করল, 'নবী, যেভাবে আমরা প্রার্থনা করছি, দেখাই যাচ্ছে তা যথেষ্ট নয়। কিন্তু দেবীর কাছ থেকে ইঙ্গিত পাওয়ার বিশেষ ও গোপন মন্ত্র আছে। অতি জরুরি অবস্থা ছাড়া ওই মন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না, জানি। তবে এখন বিশেষ সময় এসেছে। সেই মন্ত্র কি আপনার জানা আছে?'

'আছে। আমাকে নবী বলে ঘোষণার সময় সাত শপথের মধ্য দিয়ে আমাকে ওই মন্ত্র শিখিয়েছে নুট। যদি অকারণে ওই মন্ত্র উচ্চারণ করি তা হলে সাতটা অভিশাপ পতিত হবে আমার ওপর। তারপর হরিণের মতো পা, সাপের মতো মাথা, সিংহের মতো শরীর বিশিষ্ট এক আত্মা আগুন হাতে কেয়ামত পর্যন্ত ধাওয়া করতে থাকবে আমার আত্মাকে। এখন হাঁটু গেড়ে বসো সবাই। মনোযোগ দাও। কোন কথা না শোনা অবধি তোমরা নিজেরা কেউ একটা কথাও বলবে না।'

সাহস জড়ো করে দেবীর পবিত্র প্রতিমার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। জানি না কী হবে। সিসট্রামটা তুলে নিয়ে ছোঁয়ালাম দেবী মূর্তির ঠোঁটে। তারপর সেটা নেড়ে সুর

BanglaBook.org

তুললাম একটা। এরপর দেবীর পায়ে হাত স্পর্শ করিয়ে চুমু খেলাম আমারই হাতে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দেবী মূর্তির কানে ফিসফিস করে বললাম মহা ক্ষমতাধর সেই মন্ত্র। অথচ এখনও সেই মন্ত্র উচ্চারণে ভয় পাই আমি। দেবীর ইঙ্গিতের অপেক্ষায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

হঠাৎই আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে গেল শীতল বাতাসের মৃদু একটা ঝাপ্টা। সাথে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর। আমার শিক্ষক, নবী, নুটের কণ্ঠস্বর। সে বলল, 'ভয় পেয়ো না। নবীর ইচ্ছাই দেবীর ইচ্ছা। পালন করো নবীর হুকুম।'

উপস্থিত পুরোহিতদের আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু শুনেছ তোমরা?'

জবাব এল, 'জী, শুনেছি।'

'কার কণ্ঠ শুনেছ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'পুরোহিতদের পুরোহিত, পবিত্র ও জ্ঞানী নবী নুটের কণ্ঠ শুনেছি আমরা।'

'তার কথা কি যথেষ্ট?'

'হ্যাঁ, যথেষ্ট,' উত্তরে বলল পুরোহিতের দল।

খুশিতে ভরে উঠেছে আমার মন। কারণ নুটের কণ্ঠ শুনেছি। তার মানে জীবিত আছে সে। এবং আমার পরিকল্পনাও অনুমোদন পেয়েছে।

BanglaBook.org

ষোলো

ভোজের রাত উপস্থিত। ব্যাগোয়াস যেমনটা জানিয়েছিল

ঠিক সেভাবেই সব প্রস্তুত করে রেখে গেছে ওচাসের লোকজন। মন্দির প্রাঙ্গণের পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে বিছানো হয়েছে কাউচ, তারপর চেয়ার, সবশেষে বেঞ্চ। পদমর্যাদা অনুসারে সেখানে বসবে লোকজন। নির্ধারিত জায়গায় তৈরি হয়েছে মঞ্চ। মঞ্চটাকে ধরে রাখা বীমের ভিত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন মন্দির থেকে সংগৃহীত দেব মূর্তি। কী নেই সেখানে; পটাহ্, আমন, ওসিরিস, মুট, খোনসু, হ্যাথর, মাট, থট, রা, হোরাস সবার মূর্তিই আছে। মঞ্চের পাটাতনের নিচে রাখা হয়েছে মিশরের সাবেক শাসকদের মৃতদেহ রাখা কফিন। কয়েকটা কফিনের মুখ খুলেও রাখা হয়েছে। কালের আঁচড়ে কালো হয়ে যাওয়া মমিগুলো দৃষ্টিসুখকর কিছু নয়। এসবের ওপর বোর্ড পেতে তার ওপর বিছানো হয়েছে টায়ার থেকে আনা নীলাভ বেগুনি রঙের কার্পেট। তার ওপর রাখা হয়েছে সোনায় মোড়া বিশাল এক সিংহাসন। এর সামনে পাতা হয়েছে কালো কাঠ আর আইভরি দিয়ে বানানো বিরাট এক টেবিল। এবং এর আশপাশেও পাতা হয়েছে একই ধরনের কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট আরও কিছু টেবিল ও সিংহাসন। ওগুলো ওচাসের পরিবারের রাজকীয় নারীদের ও দরবারের লোকজনের আসন।

এ-ই শেষ নয়। আইসিসের মন্দিরে মদ মাংস হারাম। এখানে এগুলোকে অপবিত্র বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু মন্দির প্রাঙ্গণে ওচাসের বাবুর্চিরা রান্নার জন্য মাংসের এত বড় স্তূপ তৈরি করল যে, এমনকি মিশরের ইতিহাসেও অমন কিছু কেউ দেখেনি। সেই সাথে বাটলাররা নিয়ে এল ওয়াইনের বোতলের পাহাড়।

সূর্য পশ্চিমে একটু এগিয়ে যেতেই আরও অনেক খোজা লোক ও বেশ ক'জন চেম্বারলিন নিয়ে মন্দিরে এল ব্যাগোয়াস। আমাদের ডেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বলল কী হতে

Banglabook.org

যাচ্ছে আর তাতে আমাদেরকে কী ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরাও উপহাসের সুরে বললাম যে, আমরা তো বটেই রাজাধিরাজ মহারাজ ওচাসের হুকুম মানবে খোদ দেবীও। চলে গেল ওরা। যাওয়ার সময় ফিসফিসিয়ে আমার কানে ব্যাগোয়াস বলে গেল, 'ভয় পাবেন না, নবী। সবকিছু আমার পরিকল্পনা মতোই এগুচ্ছে, শেষটাও তা-ই হবে।'

'আমি ভয় পাচ্ছি না। কারণ আমিও জানি শেষটা ভালোই হবে,' বললাম আমি।

রাত হয়ে গেছে। জ্বালানো হয়েছে অজস্র কুপিবাতি। প্রতিটা টেবিলের পাশেই জ্বালানো হয়েছে বড়সড় লণ্ঠন। আসতে শুরু করেছে ওচাসের মেহমানরা। মহামূল্য পোশাকে সজ্জিত হয়ে এসেছে পার্সিান লর্ডরা সবাই। ঝকমকে অস্ত্র-বর্মে সজ্জিত হয়ে এসেছে ক্যাপ্টেন আর জেনারেলরা। দেশের নানা প্রান্ত থেকে এসেছে নিমন্ত্রিত ব্যবসায়ীরা। আর সাধারণ জনতা তো আছেই। হাজারে হাজারে এসেছে তারা। পদমর্যাদা অনুযায়ী সবাইকে যার যার আসনে বসিয়ে দিল বাটলাররা। বাতাসে ভাসতে থাকল তাদের নিচু কণ্ঠের কথোপকথনের আওয়াজ।

আমরাও মঞ্চে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছি। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সাদা আলখেল্লায় নিজেদেরকে আবৃত করে নিয়েছে আইসিসের পুরোহিতেরা সবাই। আর আমি পরেছি দেবীর সাজ। গায়ে দিয়েছি অমূল্য রত্নখচিত পোশাক। মাথায় শকুনের পালকের শিরাবরণ, কণ্ঠে আইসিসের উপযুক্ত অমূল্য রত্নখচিত হার, এক হাতে সিসট্রাম আর অপর হাতে নিয়েছি জীবনের প্রতীক ক্রস। সেই সাথে মাথায় ও কানে ক্ষয় হওয়া চাঁদের মতো কাস্তে আকৃতির দুল। এরপর এই সবকিছুর ওপর চড়ালাম আপাদমস্তক ঢাকা আলখেল্লা।

নিচ থেকে ভেসে এল ওচাসের আগমনী বার্তা

Banglabook.org

ঘোষণাকারীর ট্রাম্পেটের সুর।

মমির মতো করে ব্যাণ্ডেজে নিজেকে আবৃত করেছে ওচাস। ওসিরিস সেজেছে সে। পায়ের কাছে ব্যাণ্ডেজ ঢিল রেখেছে যাতে হাঁটতে পারে। মাথায় পরেছে লম্বা পালক সমৃদ্ধ মুকুট আর তার হাতে নিয়েছে রাজদণ্ড। মঞ্চে ওঠার সিঁড়ির ধাপের কাছে একজায়গায় ছোট করে আগুন জ্বলছে। পার্সানদের পবিত্র আগুন এটা। ওই আগুনের বেদীর সামনে গর্বিত ভঙ্গিতে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর হাতের রাজদণ্ডটা দোলাল একবার। সাথেই সাথেই মাটিতে মুখ দিয়ে পড়ে গেল তার সাথের লোকজন। সন্দেহ নেই আগে থেকেই এমনটা করার তালিম দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে ওদের। এমনভাবে ওরা মাটিতে পড়ে রইল যেন প্রণাম করছে স্বয়ং দেবতাকে। ওচাস চলে যাওয়ার পরও ওভাবেই মৃতবৎ পড়ে রইল ওরা। ভাগ্যের কী করুণ পরিহাস। একটু পরই মারা পড়বে ওরা সবাই। আর এখন অভিনয় করছে মৃতলোকের ভূমিকায়।

মঞ্চে উপবিষ্ট হয়েছে রাজা। জানে না, তার পাশেই ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ওত পেতে আছে ব্যাগোয়াস। সুযোগ পাওয়া মাত্রই ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে ওচাসকে। অথচ কী নিশ্চিন্তে বসে আছে সে। ওচাসের পাপের পেয়ালা পূর্ণ হয়েছে। ওর ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু আমি ভাবি, মৃত্যু নদীর ওপারে লক্ষ লক্ষ অভিযোগকারীর আর্তির মুখে কেমন করে দেবতাদের সামনে দাঁড়াবে সে। আর তাকে ওসিরিসের সাজ নেয়ার বুদ্ধিই বা দিল কোন্ শয়তান? ওচাস কি জানে না, স্বয়ং মৃত্যুর দেবতা হচ্ছে ওসিরিস? সেটাও না হয় গেল, কিন্তু প্রকৃতির দেবীকে অপমান করিস কোন্ সাহসে? স্বর্গলোক, মর্ত্যলোক বা পাতাললোক, ত্রিলোকের কোন কিছুই কি প্রকৃতির বাইরে?

ওচাসের আশু দুর্দশার কথা ভেবে সত্যিই হাসি পেল

BanglaBook.org

আমার।

যা হোক ওসিরিস-ওচাসের হাতের ইশারায় উঠে পড়ল নিচে শুয়ে পড়া লোকগুলো। ভাবখানা যেন দেবতার ইশারায় উঠে দাঁড়াল ভূতের দল। সোজা খাওয়ার টেবিলে গিয়ে যার যার আসনে বসল সবাই। ভোজ শুরু। প্রচুর খেল সবাই। আকণ্ঠ মদ্যপান করল প্রত্যেকে। মদের নেশায় সোজা হয়ে বসে থাকতে পারছে না কেউ।

একসময় চলেই এল চূড়ান্ত মুহূর্ত। উঠে দাঁড়াল ওচাস। হাতের রাজদণ্ড নেড়ে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বলল, 'পুনরুত্থান হয়েছে দেবতা ওসিরিসের। আবার মিশরের বুকে ফিরে এসেছে সে। এবার উপস্থিত করা হোক দেবতাদের রাণী, দেবী আইসিসকে। বিবাহের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আইসিসকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করবে ওসিরিস।'

মাতাল লোকগুলোও চিৎকার করে একই কথা বলতে থাকল।

গার্ড চলে এল আমাদের ডাকতে। কাজেই বের হলাম আমরা। আমাদের সবার পরনে খুবই সাদাসিধে পোশাক। সাদা আলখেল্লা মাত্র। সুপ্রাচীন সম্মিলনী সঙ্গীত গাইতে গাইতে নেমে এলাম আমরা। আমাদের সুগম্ভীর উপস্থিতি দেখে এমনকি মাতালরাও উপহাস করতে ভুলে গেল। মঞ্চের নিম্ন ধাপে থামলাম আমরা। আমাকে গাইড করে উচ্চতম মঞ্চের ওপর তুলে নিয়ে গেল একজন গার্ড। ওচাসের সামনে দাঁড়ালাম আমি।

মুখ খুলল ওচাস। বলল, 'স্বাগতম, স্বর্গের রাণী। শোনো, সবাই। মর্ত্যলোকে পুনঃআবির্ভূত ওসিরিস খুঁজে পেয়েছে তার স্ত্রীকে। ঘোমটা সরাও, স্বর্গের রাণী, যেন তোমার অপরূপ রূপসুধা পান করতে পারে দেবরাজ ওসিরিস।'

ওচাসের পরিহাস শুনে হা হা করে হেসে উঠল জনতা।

BanglaBook.org

কোলাহল থামার পর ওচাসকে আমি বললাম, 'দেবরাজের সাজ নেয়া রাজা, কখনও কি শোনেননি, আইসিসের ঘোমটা সরাতে চাওয়া খুবই বিপজ্জনক? যারাই এই ঘোমটা সরিয়েছে তাদের কেউই আজ জীবিত নেই। আপনি হয়তো ভাবছেন সাধারণ এক নারী আমি। কিন্তু জানবেন, রাজা, আমি কেবলই ভবিষ্যৎ বক্তা বা নবী নই। আমার মধ্যে ধারণ করছি স্বয়ং দেবীর অস্তিত্ব। তাই প্রার্থনা করছি, আমাকে ঘোমটা সরাতে হুকুম করার আগে আরেকবার ভেবে দেখুন।'

জনতা স্তব্ধ। এক মুহূর্ত পর্যন্ত মনে হলো ওচাসও ভয় পেয়েছে। কিন্তু ওয়াইনের ঘোরে মাতাল হয়ে থাকা রাজার চিন্তা শক্তিকে স্তব্ধ করে রেখেছে অন্ধ অহমিকা। চিৎকার করে সে বলল, 'কী? সারা দুনিয়ার রাজা আমি, একটা হুকুম দেয়ার পর আবার তা বিবেচনা করব? সাহস কত তোমার? নগণ্য এক পুরোহিত তুমি। আমার সামনে দাঁড়িয়ে হুমকি দিচ্ছ আমায়? একবার তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ একই সঙ্গে আমি তোমার রাজা ও দেবতা। দেবতার হুকুম অবশ্য-পালনীয়। নিজ হাতে ঘোমটা সরাও নয়তো আমার ঘরের মহিলারা এসে তোমার কাপড় খুলবে।'

চোখ তুলে আশপাশে তাকালাম। জ্বলন্ত কয়লার আভায় উজ্জ্বল হয়ে আছে মঞ্চ ও ভোজ টেবিল ঘিরে বসে থাকা মানুষগুলোর চেহারা। মঞ্চের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে তারা। একবার তাকালাম উন্মুক্ত আকাশের দিকে। উদার হস্তে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোক বিলি করছে চাঁদ। মাথা নিচু করে ফেললাম।

মুহূর্তখানেক পর আবার মাথা তুলে বললাম, 'চন্দ্রাসনে বসে থাকা দেবী, পৃথিবীর বুকে যা কিছু ঘটে চলেছে তার কোনটিই তোমার দৃষ্টি এড়ায় না। ও, মহান আত্মা, যাকে সবাই ডাকে দেবী আইসিস নামে, অবশ্যই তুমি পাপীকে

ক্ষমা করতে পারো। পারো প্রতিশোধ নিতে। জীবন আর মৃত্যু তোমারই হাতে। তুমিই মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্যের অধিকর্ত্রী ও নির্ধারক। তোমার ন্যায্য চোখে রাজাও ভৃত্যের সমান। কারণ মরে গেলে ভৃত্য আর রাজা দুই-ই পরিণত হবে ধূলিকণায়। ও, দেবী, তোমার নগণ্য এই পূজারীর আর্তি শোনো। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে আমাকে আর তোমার অনুসারীদের রক্ষা করো। আর যদি ইচ্ছা না হয় তবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সরাসরি তুলে নাও তোমার কাছে। তোমার কাছে এর বেশি আর কিছু আমার চাইবার নেই। আমি তোমার আজ্ঞাবহ। আজ যা-ই আমি করতে বাধ্য হই তার জন্য আমাকে দোষী না ভেবে বরং আমার কর্মের ন্যায্য বিচার কোরো। ন্যায়, অন্যায়, ধ্বংস, রক্ষা সবই তোমার হাতে। ও, স্বর্গের দেবী, বিচার কোরো যে, তোমার ভৃত্য আমি আর তোমাকে নিয়ে উপহাসকারী মৃত্যুর পোশাক পরিহিত এই রাজা—আমাদের মধ্যে কে বিপথগামী।'

রাজার ডাক্তারকে ইশারা করল ব্যাগোয়াস। লোকটা একটা নকশাখচিত পাত্রে করে ওয়াইন নিয়ে এল। পাত্রটা হাতে তুলে নিল ব্যাগোয়াস। নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সেটা ঠোঁটে ছোঁয়াল সে। ভাব দেখাল যেন পরীক্ষা করে দেখছে ওতে কিছু মেশানো আছে কি না। তবে কেবলমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ খেয়ালই করল না যে এত সব আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে গিয়ে এক ফাঁকে ওয়াইনের পাত্রে কিছু একটা ছেড়ে দিল সে। এরপর আরও আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে তিনবার করে পাত্রটা মাথার ওপর তুলে ধরল আবার নামাল ব্যাগোয়াস। আনুষ্ঠানিকতার ছলে ওষুধটাকে ওয়াইনের সাথে মিশতে দিল ও। তবে সেটাও আমি ছাড়া আর কেউ বুঝল না। তারপর ওচাসের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পাত্রটা তুলে ধরল তার সামনে।

পানপাত্রটা হাতে নিতে নিতে প্রায় মাতাল ওচাস বলল,

'পুরোহিত, নিজে থেকে ঘোমটা সরাবে নাকি অন্য কাউকে ডাকব আমি?'

বললাম, 'কাউকে ডাকার দরকার নেই। তবে আগে দুটো কথা বলে নিচ্ছি। আপনি মহান এক সম্রাট, অনেক বড় বিজেতা। তবে ভুল আপনারও হয়। ঠিক তেমনই ভুল করেছেন, যখন বললেন, দেবী আইসিস আমার থেকে অনেক দূরে। আইসিস এখানে, কারণ আমিই আইসিস।'

ইশারা পাওয়া মাত্রই এগিয়ে এল দু'জন নারী পুরোহিত। খুলে দিল আমার সাদা আলখেল্লা। এক লহমায় সবার চোখ ধাঁধিয়ে প্রকাশ পেল দেবী আইসিসের পার্থিব রূপ। আইসিসের মতোই জ্বলন্ত চোখ আর হাতে আইসিসেরই রাজদণ্ড। এমনই এক দণ্ডের ইশারায় দুনিয়া শাসন করেন দেবী।

নিস্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই। চোয়াল ঝুলে গেছে সবার। আশ্চর্য দৃষ্টি সবার চোখে, নাকি বলব ভয়? বিস্মিত দৃষ্টি ফুটে উঠেছে ওচাসের চোখেও। বিড়বিড় করে বলছে, 'দেবী হোক বা নারী, বিয়ে করলে একেই করা উচিত।'

আমি তখন বললাম, 'বেশ। চুমুক দিন আপনার হাতের পেয়ালায়। নারী হই বা দেবী, গ্রহণ করুন আমায়।'

পেয়ালাটা মুখে ধরে বেশিরভাগটাই খেয়ে ফেলল ওচাস। ভুলে গেল যে আমাকেও কিছুটা দিতে হবে। এক পর্যায়ে হাত থেকে খসে পড়ল পেয়ালাটা। পেয়ালার ভেতরের অবশিষ্ট তরলটুকু গিয়ে পড়ল মঞ্চে জ্বালানো ওচাসের 'পবিত্র' আগুনের ওপর। নিভিয়ে দিল সেটা। ব্যাগোয়াসের দিকে তাকালাম। ওর চোখে যে দৃষ্টিটা দেখলাম, আর কখনও কারও চোখে অমন ভয়ানক দৃষ্টি দেখিনি আমি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর চোখ থেকে ঠিকরে বের হচ্ছে বিজয়ীর দীপ্তি। যেন এই মাত্র বিরাট এক রাজ্য জয় করেছে ও। একই সাথে চেহারায় ফুটে আছে ভয়ানক

Banglabook.org

শীতলতা।

এদিকে ওচাসের চোখের ঘোর কেটে গেছে। সচেতন হয়ে উঠেছে সে। তবে চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত, ঘোর লাগা। বলল, 'স্ত্রী রূপে গ্রহণ করার আগে তোমাকে ভালোভাবে দেখতে চাই, স্বর্গীয় রমণী। মিশর জিতে দারুণ একটা কাজ করেছি। কিন্তু তার চেয়েও ভালো হবে তোমাকে জিততে পারলে। এবার বুঝতে পেরেছি, আগেরবার কেন তোমার অবগুণ্ঠন সরাতে দাওনি।' দু'চোখ ভরে আমার রূপ গিলতে গিলতে কথাগুলো বলল ওচাস। তারপর আমার দিকে এগুতে শুরু করল সে।

তখনই মনে হলো ব্যাগোয়াসের ওষুধ কাজ করছে না বা এখুনি করবে না। হাতে অপেক্ষা করার মতো সময়ও নেই। কাজেই শয়তানটার হাত থেকে বাঁচতে হলে যা করার আমার নিজেকেই করতে হবে। তবে সমস্যা একটাই। আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করলে শত শত মানুষ মরবে। তাই আরেকটু অপেক্ষা করব ভাবলাম। বললাম, 'থামুন, আমাকে স্পর্শ করা মাত্রই দেবীর অভিশাপ পড়বে আপনার ওপর।'

'না না, দেবীর আশীর্বাদ হিসেবে তোমাকে পেয়েছি, সুন্দরীতমা,' ওচাসের মন্তব্য। বলে এগিয়ে এসে ধরে ফেলল আমার হাত। টেনে নিয়ে ফেলল ওর আলিঙ্গনের ভেতর। পিষে ফেলতে চাইল আমায়। আমার ঠোঁটে, মুখে, বুকে চুমু খেয়ে চলল সে।

অপমানজনক দৃশ্যটা দেখে উপহাসের তীব্র হাসিতে ফেটে পড়ল ভোজে আসা প্রায় মাতাল জনতা। তবে সামান্যতম নড়াচড়াও করলাম না, একদম নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। ওচাসের প্রতি বা ভোজে আসা লোকজনের প্রতিও আমার আর সামান্যতম সহানুভূতি রইল না। হাত থেকে সিসট্রামটা ফেলে দিলাম। এটাই চূড়ান্ত

BanglaBook.org

সঙ্কেত। সঙ্কেত চলে গেল অপেক্ষারত পুরোহিতের কাছে। ব্যস্ শুরু হয়ে গেল কাজ। প্রতিটা পিলারের গোড়ায় জড়ো করে রাখা খড়ের আঁটিতে আগুন দেয়া হলো। আগুন দেয়া হলো তেলের ডিপোয়।

এদিকে আমার এমন নির্বিকার নির্লিপ্তভাব দেখে দ্বিধাগ্রস্ত ওচাসের প্রশ্ন, 'কেমন নারী তুমি?'

'নারী নই, আমি আইসিস। অভিশাপ তাদের ওপর যারা আইসিসের গায়ে হাত দেয়ার দুঃসাহস করে।'

অবাক হয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। অবাক কণ্ঠেই বলল, 'তোমার দৃষ্টিতে এ কী দেখছি? মনে হচ্ছে যেন তোমার চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে মিশরের সমস্ত শয়তান!'

'না, ওচাস। আমার চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে নরকের সমস্ত শয়তান। মৃত্যুর দেবতার পোশাকে নিজেকে আবৃত করেছ, মরণশীল রাজা! অপমান করেছ প্রকৃতির দেবী আইসিসকে। তাই নরকের সমস্ত শয়তানকে তোমাদের ওপর লেলিয়ে দিতে হুকুম করছে আইসিস,' শীতল কণ্ঠে বললাম আমি।

'কী বলছ! মানে কী এর?' ওচাসের আতঙ্কিত প্রশ্ন।

'মানে জানতে চাও? নরকের আগুনে পুড়তে পুড়তেই সেটা জানতে পারবে। তোমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়ে গেছে। পৃথিবীকে বিদায় জানাও, রাজা।'

হঠাৎই ওচাসের চেহারায় পরিবর্তন এল। পরমুহূর্তেই শরবিদ্ধ পাখির মতো মঞ্চের ওপর আছড়ে পড়ল সে। চিত হয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, 'চাঁদে বসে আমাকে হুমকি দিচ্ছে আইসিস। ওহ্, আমার হৃৎপিণ্ড আঁকড়ে ধরেছে সে। ব্যাগোয়াস, ডাক্তার, আইসিসের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও! ছাড়ু, জাদুকরী, ছাড়ু আমাকে...' এসব বলতে বলতে মঞ্চের ওপর গড়াগড়ি খেতে থাকল

BanglaBook.org

সে। একবার উঠে বসতে চাইল। কিন্তু পারল না, শক্তি হারিয়ে ধসে পড়ল পাটাতনের ওপর। স্থির হয়ে গেল ওচাসের শরীর।

ওর দিকে ছুটে গেল ব্যাগোয়াস আর রাজকীয় চিকিৎসক। এক নজর দেখেই চিৎকার করে ব্যাগোয়াস বলতে শুরু করল, 'রাজাদের রাজার ওপর পড়েছে দেবী আইসিসের অভিশাপ।'

আর চিকিৎসক ব্যাটা বলল, 'মৃত্যু হয়েছে সারা দুনিয়া বিজেতার। মিশরীয়দের দেবী আইসিসের হাতে মৃত্যু হয়েছে তার।'

ওচাসের ঘরের রাজকীয় রমণীরা কেঁদে উঠল, 'মারা গেছে ওচাস আর্টাজারজেস, শেষ হয়ে গেছে রাজাদের রাজার পথ চলা!'

ওই মহিলাদের সহায়তায় ওচাসের দেহটা তুলে নিল ব্যাগোয়াস, গায়েব হয়ে গেল অন্ধকারের ভেতর। এই সময় কানে এল বাইরের প্রাঙ্গণে ব্যাপক হুড়োহুড়ির আওয়াজ। এর মধ্যেই শুনলাম একজন বলছে, 'ওই জাদুকরী তার বিষাক্ত চুমু দিয়ে হত্যা করেছে আমাদের রাজাকে। মারো ওকে, মেরে ফেলো...'

মঞ্চের ওপর আমি একা। দুই ধাপ নেমে এলাম। ফুসে ওঠা ঢেউয়ের মতো আগুয়ান জনতার দিকে তুললাম হাতের সিসট্রামটা। বললাম, 'থামো। নয়তো তোমাদের ওপরও আসবে আইসিসের অভিশাপ!'

থামল বটে ওরা। কিন্তু তা কয়েক মুহূর্তের জন্য। চিৎকার করে বলতে থাকল, 'ডাইনী, ডাইনী!' তারপর আবার এগুতে শুরু করল।

দোলালাম আমার হাতের সিসট্রামটা। প্রায় সাথে সাথেই মঞ্চের ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে এল তেল পোড়া কালো ধোঁয়া। এবং মুহূর্তের মধ্যেই বিস্ফোরণের সাথে মঞ্চের তলা

Banglabook.org

থেকে বেরিয়ে এল আগুনের লেলিহান শিখা।

এবার ওরা চিৎকার করে বলতে থাকল, 'শাপ, অভিশাপ পড়েছে আমাদের ওপর। নরকের আগুন পাঠিয়েছে দেবী আইসিস!'

'না, নরক থেকে নয়, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে দেবতাদের রোষাগ্নি,' বললাম আমি।

আমার আর উদ্‌ভ্রান্ত জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে গেছে অনতিক্রম্য অগ্নিপ্রাচীর। এই বাধা পার হওয়ার সাহস বা ক্ষমতা কোনটাই ওদের নেই। এই দেখে ওদের একজন আমার দিকে একটা তলোয়ার ছুঁড়ে মারল। তবে আমার মাথার অনেক ওপর দিয়ে গেল সেটা। ওদিকে ভীত জনতা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বেরুবার জন্য ফটকের দিকে ছুটতে শুরু করেছে। কিন্তু ওখানেও দাঁড়িয়ে আছে আগুনের দুরতিক্রম্য দেয়াল। অতিসাহসী একজন লাফিয়ে সেটা পার হলো বটে। তবে ওপাশে গিয়ে দেখল ফটক বন্ধ করে দিয়ে পালিয়েছে আতঙ্কিত গার্ডরা। তখন আরেক বুদ্ধি করল তারা। দেয়ালের পাশে একটার ওপর আরেকটা টেবিল তুলে দিয়ে দেয়াল টপকে পালাতে চাইল ওরা। এই প্রচেষ্টাটা সফল হতে পারত। কিন্তু তাতে বাধ সাধল ওরা নিজেরাই। প্রত্যেকেই চাইল পাশের জনকে টেবিল থেকে ফেলে দিয়ে নিজে আগে টেবিলের ওপর উঠতে। ফলে হুটোপুটির মধ্যে কেউই দেয়াল টপকাতে পারল না। বরং উঁচু থেকে আছড়ে পড়ে ও পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হতে থাকল ওদের।

হুড়োহুড়ির মধ্যে সবাই নিজের জান বাঁচাতে ব্যস্ত। এমন অবস্থায় কারও নজরে না পড়েই ওখান থেকে মন্দিরের ভেতরের অংশে চলে এলাম আমি। ভৃত্যরা আমার গা থেকে খুলে নিল দেবীর ভারী সাজ পোশাক। ওখান থেকে আমি সহ আইসিসের সকল পুরোহিত ও সেবায়েতরা বেঁচে ফিরেছি। তবে একজন আসেনি। তার কথা আগেই বলেছি।

BanglaBook.org

পেছনে রয়ে গেছে রাজ রক্তধারী বয়স্ক নারী পুরোহিত। খড়ের গাদা আর তেলের ডিপোয় আগুন দিয়ে ওতেই মারা পড়েছে সে। তবে নিঃসন্দেহে অগ্নিরথে চড়ে স্বর্গে চলে গেছে সে।

ওচাসের মঞ্চের পুরোটাই আগুনে ঢাকা পড়ে গেছে। আবছাভাবে কেবল চোখে পড়ছে মঞ্চটাকে ধরে রাখা দেবমূর্তিগুলোর অস্পষ্ট অবয়ব। আমার হাত দিয়ে নেমে আসা দেবতাদের রোষের সাক্ষী হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে. ওগুলো। আর শুনতে পাচ্ছি আগুনে পুড়ে মরতে থাকা লোকগুলোর জান্তব চিৎকার। ওদের এই যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ সহ্য করার মতো নয়। ওই মুহূর্তেই মঞ্চের নিচের মেঝে খসে পড়ল। সেই সাথে ফুটন্ত তেলের ডিপোর ভেতর পড়ে ডুবে গেল লোকগুলো। শেষ পর্যন্ত উপাস্যের কাছেই বলি হলো অগ্নি উপাসকরা।

এভাবেই ওদের ওপর দেবতাদের অভিশাপ ডেকে এনেছি আমি, ইয়ারাবের কন্যা আয়েশা। যাদের পথ অগ্নিচিহ্নিত, অগ্নিই গ্রাস করেছে তাদের।

BanglaBook.org

সতেরো

সহজেই আমরা পৌঁছে গেলাম ওসিরিসের মান্দিরে। ওচাসের লোকদের হাতে আগেই ধ্বংস হয়েছে এই মন্দির। এখান থেকেই নৌকায় উঠলাম সবাই। তবে কেউই আমাদের লক্ষ করেনি। যদি বা দুয়েকজন দেখেও থাকে ভেবে নিয়েছে

মেম্ফিস থেকে পলায়নরত লোক আমরা। তবে আমার মনে হয় আসলেই কেউ আমাদের দেখেনি। কারণ সবার নজরই আইসিসের জ্বলন্ত মন্দিরের দিকে। গুজব ছড়িয়েছে যে, সমস্ত পারিষদবর্গ, জেনারেল ও অনুসারীদের সহ সপরিবারে ওচাসকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে স্বয়ং দেবী আইসিস। সেই গুজব নিয়েই জল্পনা-কল্পনা করছে সবাই।

সেই দিন মেম্ফিসের মাটি ছেড়ে এসেছি, এরপর আর কখনও ওই মাটিতে আমার পা পড়েনি। এরপরে মেম্ফিসের কী হয়েছে সে বিষয়ে তেমন কিছু আর শুনিওনি। মাঝেমাঝে কিছু খবর নিয়ে আসত বটে ফিলো। সেটাও অনেক বছর পরপর। পরে ওর মুখেই শুনেছি, ওচাসের মৃতদেহ নাকি রাস্তার পাশে এক নর্দমায় পাওয়া গেছে। শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খেয়েছে ওর মরদেহ। বোঝাই যাচ্ছে ব্যাগোয়াস আর রাজার চিকিৎসক কেউই লাশটা জায়গামতো পৌঁছে দেয়নি। রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল। পরে শুনেছি মিশরে আসার আগে আরসেস নামে ওচাসের এক ছেলেকে পারস্যের সিংহাসনে বসিয়ে এসেছিল ওচাস। ওর সমস্ত ভাইদের ওপর বিষ প্রয়োগ করে তাদের মেরে ফেলেছে আরসেস। একজনকে অবশ্য বাঁচিয়ে রেখেছিল। তবে সে-ও বুঝে গিয়েছিল যে, মউত ঘনিয়ে আসছে। তাই তার জন্য প্রস্তুত করা পানীয় আগে ব্যাগোয়াসকেই পান করতে বাধ্য করে সে। এভাবেই অন্ত হয় ব্যাগোয়াসের।

যা হোক, গোপন চ্যানেল পাড়ি দিয়ে আমরা পৌঁছে গেছি আইসিসের গোপন মন্দিরে। ভীষণ ক্লান্ত থাকায় শুয়ে পড়লাম। জানতাম কেউ আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না। এলও না কেউ। আরও জানতাম, মিশরে আমার কাজ শেষ। জানি না এরপর কোথায় যাব, কী করব। পরোয়াও করি না। আসলে জীবনের প্রতিই আমার ঘেন্না ধরে গেছে। চাইছি এর অন্ত হোক। তাতে অন্তত অন্য কোথাও গিয়ে

BanglaBook.org

আরও ভালো কিছুর প্রত্যাশা করতে পারব।

পুরো দিন ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলাম। ঘুমালাম রাতেরও বেশ খানিকটা। ঘুমের মধ্যে একটা আজব স্বপ্ন দেখলাম আমি। সম্ভবত রাতেই সেটা দেখেছি।

দেখলাম, আদিগন্ত বিস্তৃত এক মরুর মাঝে একা দাঁড়িয়ে আছি আমি। বহুদূর থেকে মরুটাকে ঘিরে রেখেছে নীল নদ। দিনে সূর্য উঠতে দেখি আর রাতে দেখি চাঁদ উঠতে। এর বাইরে আর কিছুই নেই। আর একটা জিনিস আছে বটে। সেটা হচ্ছে মাটি আর পাথরে বানানো স্ফিংসের বিশাল এক মূর্তি। পাথুরে দৃষ্টিতে এক নজরে সে তাকিয়ে আছে পুব দিগন্তের পানে, যেখানে থেকে প্রতিদিন উঠে আসে রা-এর বাহন সূর্য। এ ছাড়া আর কিছুই দেখার নেই, করারও নেই। ভীষণ অসহায় হয়ে নিঃসীম দিগন্তের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি। এভাবেই চরম একাকীত্বের ভেতর কেটে গেল অনেক লম্বা একটা সময়

একসময় হঠাৎ মনে হলো কিছু একটা ঘটছে। ভালোভাবে খেয়াল করতেই দেখলাম, স্ফিংসের সামনে উদয় হতে শুরু করেছেন মিশরীয়দের সমস্ত দেব-দেবী। সবাই যাঁর যাঁর নিজস্ব আকৃতি প্রকৃতিতে বিরাজমান। কী নেই তাঁদের মধ্যে! মানুষের শরীর কিন্তু দানবের মাথাওয়ালা দেবতা, মানুষের মাথা কিন্তু দানবের শরীর বিশিষ্ট দেবতা, কুকুরাকৃতি, বাজ পাখির মতো, কুমীর, প্যাঁচা, ষাঁড়, ভেড়া, বামুন, কী নেই দেবতাদের মিছিলে! প্রত্যেকেই এসে স্ফিংসকে বাউ করে দাঁড়িয়ে গেলেন তার সামনে।

স্ফিংসের পাথুরে মূর্তিটা তখন কথা বলে উঠল। প্রশ্ন করল, 'অনেক অনেক সময় ধরে তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি আমি। এখন আমার কাছে কী চাও?'

দেবতাদের দল থেকে এগিয়ে এলেন একজন। কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত এঁর শরীর মানুষের কিন্তু মাথা সারস পাখির

BanglaBook.org

মতো। মাথায় পালকের ওপর পরে আছেন একটা মুকুট। তাতে দেখা যাচ্ছে কাস্তে আকৃতির একটা বাঁকা চাঁদ। এঁর হাতে ধরা আছে একটা বইয়ের মতো কিছু। মিশরীয়রা এঁকে ডাকে থট নামে। এগিয়ে এসে তিনি বললেন যে, মানুষের সমস্ত কৃতকর্মের হিসাব রক্ষক তিনি। তারপর বললেন, 'হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের আশ্রয় দিয়েছ তুমি, মিশর-মাতা। কিন্তু আমাদের দিন শেষ। আজ আমরা এসেছি তোমাকে বিদায় জানাতে। তোমার মাটি থেকে জন্ম হয়েছিল আমাদের। আজ তোমার মাটিতেই আমরা বিলীন হয়ে যাব।'

'তা-ই? বেশ। দিন শেষ হলে তো চলে যেতেই হবে। কিন্তু তার আগে বলো তোমাদেরকে এমন দানবীয় রূপ দিল কে? কে-ই বা তোমাদেরকে দেবতা বানাল?'

উত্তরে সারস-মাথা থট বললেন, 'পুরোহিতরা আমাদের এমন আকৃতি দিয়েছে। তারাই আমাদেরকে বসিয়েছে তাদের দেবতার আসনে। কিন্তু এখন আর ওই পুরোহিতরা নেই। হত্যা করা হয়েছে তাদের। পুরোহিতদের সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে গেছি আমরাও। তাই, ও, মিশর-মাতা, তোমার মাটি থেকে আমাদের উত্থান হয়েছিল, আজ আবার তোমার কাছেই ফিরে যেতে এসেছি আমরা।'

'বেশ তা হলে. মাটির তৈরি দেবতা, মাটিতেই ফিরে যাও। কিন্তু যাবার আগে বলে যাও, কোথায় আমার আত্মা, মিশরের আত্মা? সৃষ্টির শুরুতেই তাকে স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম আমি, যেন মিশর সহ সমস্ত পৃথিবী শাসন করতে পারে সে। এখন সে কোথায়?'

'আমাদের জানা নেই। যে পুরোহিতরা আমাদের বানিয়েছে তাদের জিজ্ঞেস করো। তারা হয়তো বলতে পারবে। বিদায়, মিশর; বিদায়, স্ফিংস; বিদায়,' বলে পৃথিবীর বুকে নিজেদের উপস্থিতির ইতি টানলেন দেবতারা।

BanglaBook.org

স্ফিংসও বিদায় জানাল তাঁদের। এরপরই ঘূর্ণি হাওয়ায় ছলকে ওঠা বালুর মতো মিলিয়ে গেল দেবতাদের কায়া।

এরপর অনেক লম্বা একটা সময় চলে গেল, কিছুই হলো না। তারপর হঠাৎ স্ফিংসমূর্তির সামনে শূন্য থেকে আবির্ভূত হলো একটি নারী অবয়ব। সে বলল, 'আমিই সেই আত্মা, স্ফিংস, যাকে তুমি খুঁজছিলে। কিন্তু, তুমি আমাকে সৃষ্টি করোনি বরং ঈশ্বরের হুকুমে তোমাকেই সৃষ্টি করেছি আমি। তোমার বুকে অর্থাৎ মিশরের মাটিতে লোকে আমাকে চেনে দেবী আইসিস নামে। কিন্তু অন্যত্র লোকে আমাকে চেনে "প্রকৃতি" নামে। ঈশ্বরের যে অংশটুকু দৃশ্যমান, যা অনায়াসে সবাই অনুভব করতে পারে, তা-ই হচ্ছে প্রকৃতি। মানুষ যাদের দেবরূপে কল্পনা করেছিল. পুরোহিতেরা নিজেদের সুবিধার্থে যাদের ওপর দেবত্ব আরোপ করেছিল তাদের সবাই নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি আছো, মিশর, ছিলে শুরু থেকে। আর আছি আমি। আমি থাকব শেষ দিন পর্যন্ত। যতদিন না পৃথিবীর ভেসে থাকার দিন ফুরোবে, যতদিন না ঈশ্বরের হুকুমে সবকিছু ধ্বংস হয়ে ফিরে যাবে সৃষ্টির আদি রূপে ততদিন ও তার পরেও থাকব আমি।'

নীরবে দেবীর কথাগুলো শুনল স্ফিংস। তারপর নিজের বিরাট পাথুরে শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বাউ করল তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্রমানবীর অবয়বধারী প্রকৃতিমাতা দেবী আইসিসকে। তিনবার বাউ করল সে। তারপর স্ফিংস নিজেও মিলিয়ে গেল শূন্যতার মাঝে।

আমার দিকে ফিরে তাকালেন দেবী। হতভম্ব হয়ে আবিষ্কার করলাম আমার চেহারাই তাঁর চেহারা! যেন আয়না দেখছি আমি। কিন্তু তাঁর দু'চোখে কেবলই বিষাদ। 'মা, মা,' আকুল হয়ে ডাকলাম আমি। কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না তিনি। হাতে ইশারা করে উপর দিক দেখালেন কেবল। তারপর হঠাৎই নেই হয়ে গেলেন।

Banglabook.org

আবার একা হয়ে গেলাম আমি। অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম পূর্বাহ্ণে সূর্য উঠতে অপরাহ্ণে দিগন্তের নিচে হারিয়ে যেতে। দিনের সূর্য আর রাতের চাঁদ এ-ই আমার সঙ্গী। কিন্তু একজন জীবিত মানুষের জন্য এদের সাহচর্য কি যথেষ্ট? না, কোন মতেই নয়। তাই নিজের অসহায়ত্বে কেঁদেই চললাম আমি, কেঁদেই চললাম।

বহুদিন ধরে এই স্বপ্নটার অর্থ বোঝার চেষ্টা করেছি আমি। কিন্তু আজও পারিনি। হয়তো পারত আমার আত্মা। কিন্তু পাপের আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে আমার আত্মাও। এমনকি মৃত্যু নামের নদীটাকেও আমার থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছি আমি নিজেই। মৃত্যুর শীতল স্পর্শেই হয়তো সমস্ত পাপের বোঝা ঝেড়ে ফেলে আবার আলোকিত হবে আমার আত্মা। হয়তো সেদিনই বুঝতে পারব এই স্বপ্নটার অর্থ।

আবার কিছুটা অর্থ যে সামনে আসেনি তা-ও নয়। যেমন হোলি আমাকে বলেছে, মিশরে কেউই আর প্রাচীন সেই ধর্মগুলোর চর্চা করে না। ওই সব ধর্ম ও দেবতারা মারা গেছে। তাঁদের স্থান এখন কেবলই উপকথায়। ওই সব দেবতাদের পর নতুন ও উজ্জ্বল আলোর দীপ্তি নিয়ে মিশরে উত্থিত হয়েছে নতুন এক ধর্ম। সেই প্রভাবে ধুলোর মতো উড়ে গেছেন ওসব দেবতারা। তবে স্ফিংসের মূর্তিটা এখনও আছে। হয়তো গভীর রাতে এখনও দেবীর সাথে কথা বলে সে। এই দেবীরই কোন মরণ নেই, ধ্বংস নেই। কারণ প্রকৃতি কখনোই ধ্বংস হয় না। তার রূপ পরিবর্তন হয় কেবল।

যা হোক, স্বপ্নটা দেখে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তখনও ভোর হয়নি। জ্যোৎস্নালোকে দেখা যাচ্ছে মৃদু বাতাসে দুলছে মন্দির ঘিরে থাকা নলখাগড়ার ঝোপ। মনে হচ্ছে যেন দুলে দুলে ফিসফিসিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যাচ্ছে

Banglabook.org

ওগুলো। করবেই তো। জীবিত সকল বস্তুকেই প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনা না করলে ধ্বংস অনিবার্য। কারণ প্রার্থনাই হচ্ছে তাদের সঞ্জীবনী সুধা। ওদের প্রার্থনার সাথে মিশে আমার প্রার্থনাও রওনা হলো স্বর্গপানে।

সত্যি বলতে আমি দিশেহারা বোধ করছি। এই মন্দিরে বেশিদিন থাকা সম্ভব না। কারণ আমার খোঁজে পার্সানরা এখানেও আসবে। আর নয়তো নিজের অবস্থান ধরে রাখার স্বার্থে আসবে ব্যাগোয়াস। উভয়েই আসবে আমাকে হত্যা করতে। যদিও মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না, জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে আমার। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ভালো কিছুর দেখা পেতে চাই আমি। কিন্তু তারপরও কথা রয়ে যায়। আমার সাথের পুরোহিতদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছি আমি। আমি ওদের কাছে সত্যিই দেবীতুল্য। আমি মরলে ওরাও মারা যাবে। কাজেই ওদের বাঁচানোর স্বার্থে হলেও আপাতত আমি মরতে পারছি না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ওদের বাঁচাব কী করে? আমার হাতে কোন জাহাজ নেই। আর থাকলেই বা কী হতো? আমাদের চেনা-জানা পুরো দুনিয়াই পার্সানদের দখলে। আফসোস হচ্ছে যে, এখন যদি নুট থাকত এখানে! এসব ভাবতে ভাবতে অজান্তেই একসময় বললাম, 'ও, হাজারো নলখাগড়ার দঙ্গল, তোমাদের হাজার কণ্ঠে চারদিকে প্রার্থনা পাঠাও যে, পবিত্র নুটকে দরকার আয়েশার। দরকার তার পরামর্শ,' অসহায় একটা বাচ্চার মতো আনমনে এই প্রার্থনা জানালাম আমি।

কখনও কখনও খুব দ্রুত অসহায়ের আর্তির জবাব দেয় স্বর্গ। আমার বেলায়ও তাই হলো। খুব দ্রুতই একটা জবাব পেয়ে গেলাম আমি।

ভোর হয়ে এসেছে। এক পুরোহিত উদয় হলো আমার কামরার দরজায়। বলল, 'জেগে উঠুন, নবী। একজন লোক এসেছে। বলছে আপনার সাথে কথা বলতে চায় সে। একটা

Banglabook.org

নৌকায় করে এসেছে সে। ওর পরিচয় জানতে গোপন সঙ্কেতের মাধ্যমে প্রশ্ন করেছি আমরা। সেগুলোর সঠিক জবাব দিয়েছে সে। উপরন্তু এমন কিছু সঙ্কেত সে দেখিয়েছে যার অর্থ আমরা নিজেরাও জানি না। তার এখানে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে লোকটা বলে, তার এখানে আসার উদ্দেশ্য বলবে কেবল মাত্র রত্নখচিত সিসট্রামধারী নারী যাকে সবাই জানে জ্ঞানের কন্যা বলে, তাকে।'

লোকটাকে প্রতারক ভেবে তার বলা ও দেখানো সমস্ত সঙ্কেত জানতে চাইলাম আমি। জবাবে পুরোহিতটি যা বলল তাতে সত্যিই মনে হয়েছে আশার আলো দেখছি।

পুরোহিতকে বললাম যে আগন্তুকের কাছে নিয়ে চলো আমাকে। তবে আমার উপস্থিতিতে ওই লোকটাকে ঘিরে থাকবে তিনজন তলোয়ারধারী পুরোহিত।

মন্দিরের পশ্চিম প্রাঙ্গণের একটা কক্ষে লোকটাকে দেখতে গেলাম আমি। হুডে ঢাকা লোকটার চেহারা বুঝতে পারলাম না। তবে সূর্যের প্রথম আলোয় আমাকে দেখতে পেল সে। সাথে সাথেই হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল সে। আমাকে বাউ করল একটা নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে। তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলাম, লোকটি আর কেউ না, ফিলো। অস্ত্রধারী পুরোহিতদের সরে যেতে হুকুম করলাম আমি। তারা চলে গেল, একই সাথে গেল আমাকে নিয়ে আসা পুরোহিতটিও।

তারপর বললাম, 'ওঠো, ফিলো। এতদিন ধরে নিরুদ্দেশ, আমি তো ভেবেছিলাম মারাই গেছ তুমি। আর কখনও তোমাকে দেখতে পাব না। কিন্তু এই তো তুমি! বলো এখন, এখানে আসার উদ্দেশ্য কী?'

যখন ফিলো মুখ খুলল ওর কণ্ঠে ঝরে পড়ল খুশির নহর। বলল, 'ও, নবী, ও, স্বর্গীয় নারী, আপনার ভৃত্য আর দেবীর দাস আমি, প্রণাম জানাচ্ছি আপনাকে। লেডি, মিশরে এতকিছু ঘটে যাওয়ার পর আমিও ভাবিনি যে সত্যিই

BanglaBook.org

আপনার দেখা পাব। আপনার হাত দিন, তাতে চুমু দিয়ে নিশ্চিত হই, সত্যিই আমার দেবীর পার্থিব রূপের সাথেই কথা বলছি, তার ভূতের সাথে নয়।'

ভাবগাম্ভীর্যের সাথে আমার হাতের পিঠে আলতো স্পর্শে চুমু খেল ফিলো।

'এবার তোমার কাহিনি বলো, ফিলো। কিন্তু তার আগে বলো, কোন্ মন্ত্রবলে এখানে আমার উপস্থিতির কথা জানতে পারলে তুমি?'

'বহু দূর দক্ষিণের এক দেশ থেকে আমি এসেছি, দেবী। নীল নদের মুখে পৌঁছুবার আগে প্রতিকূল বাতাসের সাথে তিন মাস ধরে রীতিমতো যুদ্ধ করতে করতে এগুতে হয়েছে আমাকে।'

'তা, কে তোমাকে পাঠিয়েছে, ফিলো?'

'আপনার আর আমার দু'জনেরই পরিচিত এক পবিত্র মানুষ পাঠিয়েছে আমায়।'

'সম্ভবত তার নাম নুট, তাই না? কিন্তু তা-ই যদি হয়, মর্ত্যের সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছ তুমি? নাকি পাতাল জগতে ওসিরিসের রাজত্বের সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছ?' প্রশ্নটা করলাম কারণ সত্যিই আমার সন্দেহ হচ্ছে সে আত্মা কি না!

'না, লেডি, মর্ত্যের সাগর পাড়ি দিয়েই এসেছি। প্রমাণ হিসেবে এটা দেখুন। আপনার জন্যই এটা পাঠানো হয়েছে,' বলে কাপড়ের ভাঁজ থেকে গুটানো একটা প্যাপিরাসের স্ক্রোল বের করল ফিলো। তারপর ওটাকে স্বর্গীয় বস্তু জ্ঞানে সম্মান জানিয়ে তুলে দিল আমার হাতে।

এতে লেখা আছে:

'গোপনীয় বিষয়ের অভিভাবক, উচ্চ পুরোহিত ও নুটের পুত্র নুট-এর তরফ হতে আইসিস কন্যা, জ্ঞানের কন্যা, ভবিষ্যৎ বক্তা আয়েশার জন্য।

মারা যাইনি আমি, বেঁচে আছি এখনও। নীলের তীরে যা কিছু ঘটে গেছে তার সমস্ত খবর আমাকে জানিয়েছে আমার আত্মা। জানতে পেরেছি যে, আমার উপদেশ ও হুকুম মেনে চলেছ তুমি। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা তোমার ওপর দিয়ে গেছে, তবুও ধৈর্য ধারণ করেছ। এ-ও আমি জানি যে, যখন এই লেখাটা তোমার হাতে পৌঁছুবে বিশাল এক বিপদের মুখে থাকবে তুমি। পেছনে ফেলে আসবে তোমার আর দেবীর শত্রুদের পোড়া ছাই। তোমার হাতে এই বার্তা পৌঁছামাত্র আমাদের প্রিয় ভ্রাতা ফিলোর সাথে রওনা হবে তুমি। চলে আসবে আমার কাছে। তোমার সিস্ট্রামই পথ দেখাবে। সামনে সমস্ত বিপদ আপদেও তোমার রক্ষাকবচ হবে ওই সিস্ট্রামটা। আর কিছু লিখব না।

হুকুমটা পাওয়ামাত্র তামিল করবে। আর দেবীর যে ক'জন জীবিত পুরোহিত ও সেবায়েত তোমার সাথে আছে তাদের নিয়েই রওনা হয়ে যাবে।

দেবী আইসিসের পুরোহিত ও নবী নুট।'

পড়া শেষ হলে স্ক্রোলটা লুকিয়ে ফেললাম। ধন্যবাদ জানিয়ে ফিলোকে প্রশ্ন করলাম, 'বলো দেখি, ফিলো, নুট তো আমাদের থেকে অনেক দূরে আছে। ওর কাছে কীভাবে গিয়েছিলে তুমি? উড়ে?'

'না, লেডি, জাহাজে করে। জাহাজটা আপনি চেনেন, ওটায় চড়েছেনও। হাপি। ওটায় করেই গেছি। কাছেই নলখাগড়ার বনের ভেতর লুকিয়ে রেখে এসেছি জাহাজটা। লোকজন সব প্রস্তুত হয়ে আপনাদের জন্য জাহাজে অপেক্ষা করছে।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমাদের ঠিকানা পেলে কোথায়?' কৌতূহল হওয়ায় প্রশ্ন করলাম আমি।

'এখানকার জলসীমার একটা চার্টে এই জায়গাটা

BanglaBook.org

চিহ্নিত করে দিয়েছে নুট। এবং এই মন্দিরেই যে ওসিরিসের হৃদয় খুঁজে পেয়েছিলেন মাতা আইসিস সেই গল্পও আমাকে জানিয়েছে। আর প্রশ্ন করবেন না, দেবী। সময় কম। চলুন রওনা হই।'

মাস্তুল নামিয়ে নলখাগড়ার বনে অগভীর পানিতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ট্রাইরেম হাপি। ফিলো মিশরে এসেছে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে। মিশরের বন্দরে বন্দরে থেমে পণ্ট ও অন্যান্য জায়গা থেকে আনা নানা জিনিসের ব্যবসা করেছে ও। এভাবেই কারও সন্দেহ না জাগিয়ে চলে এসেছে এখানে। আর নলখাগড়ার বনে পথ চিনতে ওর ভুল হয়নি কারণ আগেও একবার এই মন্দিরে এসেছে ও। এভাবেই চলে এসেছে এ পর্যন্ত।

যা হোক, ওই রাতেই চন্দ্রালোকে মন্দির হতে সমস্ত সম্পদ সরানোর কাজ সারল ফিলো। ওই দুর্যোগের সময় মহামূল্য রত্ন, স্বর্ণ ও নানা মূল্যবান ধাতু জড়ো করে রাখা হয়েছিল এই গোপন মন্দিরে। সেগুলোও জাহাজে তোলা হলো। আর তোলা হলো স্বর্ণে মোড়ানো, অ্যালাবাস্টার পাথর কুঁদে বানানো দেবীমূর্তি। এসবের সাথে আমার নিজের অনেক জিনিস-পত্র ও রত্নরাজিও জাহাজে তোলা হলো। ফিলোর ব্যবসায়িক জিনিসপত্রের আড়ালে ঢেকে রাখা হলো ওসব।

BanglaBook.org

আমাদের মালামাল জাহাজে তোলার সময় খেয়াল করলাম নীল নদের ভাটির দিকে এগিয়ে চলেছে পার্সান টহল নৌকা। কাউকে খুঁজছে ওরা। বলা বাহুল্য আমাকেই খুঁজছে। তবে ওদের ঢিলেঢালা ভাব আমার নজর এড়াল না। কারণ সবার ধারণা আইসিসের মন্দিরে আগুনে পুড়ে মারা গেছি আমি। বেশ লম্বা সময় পর পার্সানদের জাহাজটাকে মেম্ফিসে ফিরে যেতে দেখলাম আমি।

পরদিন রাত নামার পর সমস্ত পুরোহিতদের জড়ো

করলাম। সংখ্যায় তারা তেত্রিশ জন। তাদের বললাম, 'দেবীর পুরোহিত ও ভৃত্যগণ, মিশরে দেবতাদের দিন শেষ। দেবতাদের পূজারীদের এখন হয় জল্লাদের তলোয়ারের নিচে গলা পেতে দিতে হবে নয়তো শাসকের অত্যাচারের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে মরতে হবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভাই, দেবী আইসিসের পূজারী ফিলোকে। জ্ঞানী নবী নুটের কাছ থেকে বার্তা নিয়ে এসেছে সে। বার্তা মতে বহু দূরের কোন এক দেশ হতে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে নুট। এই স্ক্রোলে তা লিখিত আছে। ইচ্ছা হলে পড়তে পারো সবাই। তোমাদেরও ডেকেছে সে। তবে আমি তোমাদেরকে চিন্তার সুযোগ দিচ্ছি। কারণ আমার সাথে গেলে কোথায় গিয়ে পড়বে আমার জানা নেই। তোমাদেরকে কোন কিছুরই নিশ্চয়তা দিতে পারব না আমি। কারণ আমি নিজেই জানি না কোথায় যাচ্ছি। কে জানে হয়তো মৃত্যুর মুখেই যাচ্ছি! কেউ চাইলে এখানে থেকে যেতে পারো। তবে মন্দিরের দেয়ালের ভেতর তোমাদের আশ্রয় মিলবে না। চাষাবাদ বা দরবারের কেরানিগিরি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। অথবা আমার সাথে আসতে পার। সেক্ষেত্রে কোন কিছুরই নিশ্চয়তা নেই। ভাগ্যে যা আছে তা-ই হবে।'

ওরা নিজেরা কিছুক্ষণ আলোচনা করল। তারপর বলল যে তারা আমার সাথেই আসবে। একে একে আমার সিসট্রামে চুমু খেয়ে বিশ্বস্ততার শপথ করল তারা। মন্দির ছাড়ার আগে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বিদায়ী প্রার্থনা করলাম আমরা। এই মাটিতে আবার দেবীর প্রার্থনা হবে কি না তা ভবিতব্য ছাড়া আর কেউ জানে না। তাই বিদায়ী প্রার্থনায় গাওয়া হলো মৃতকে বিদায় জানানোর সুগম্ভীর স্তোত্র।

জাহাজে গিয়ে চড়লাম সবাই। জাহাজের মাঝি মাল্লা

BanglaBook.org

সবাই বিদেশী লোক। সবার চেহারাই পোড় খাওয়া ও রীতিমত ভয়ঙ্করদর্শন। এমন কাউকে আগে আমি দেখিনি। প্রায় সবারই নাক কান ফোঁড়ানো এবং তাতে ঝুলছে বিকটদর্শন স্বর্ণালঙ্কার। যা হোক, মাস্তুল টানানো হলো, তাতে ঝুলিয়ে দেয়া হলো পাল। উজান থেকে আসা শক্তিশালী বাতাস পেয়ে তরতর করে এগিয়ে চললাম আমরা। নীল এখন পানিতে টইটম্বুর। আশপাশের খালগুলোতেও তাই যথেষ্ট পানি আছে। একটা সময় নদী ছেড়ে অমনই একটা সরু খালে ঢুকে পড়লাম আমরা। ফারাওদের আমলে এই খাল খনন করানো হয়েছিল। সাগরের সাথে নদীকে যুক্ত করেছে খালটা। তবে পার্সানদের আমলে এর আর কদর নেই। অযত্নে খালের তলায় পলি জমে গেছে। ফলে খালের সরু ও অগভীর একটা জায়গায় পলি জমে তৈরি হওয়া ডুবোচরে আটকে গেল আমাদের জাহাজ। যথেষ্ট ঝামেলার পর ওই জায়গা পার হলাম আমরা। একটা সময় চলে এলাম খোলা সাগরে। আহ্, মুক্তি। লোহিত সাগরে ভাসছে আমাদের তরী। পেছনে ফেলে এসেছি মেম্ফিস আর মিশর।

সাগরে ভাসার আগে সামান্য কিছু সাপ্লাই কেনার জন্য একটা শহরে থামলাম আমরা। শুনতে পেলাম সেখানেও পৌঁছে গেছে ওচাসের মৃত্যুর খবর। এবং তার মৃত্যু নিয়ে হাজারটা গুজব ছড়িয়েছে। গুজব প্রিয় উপকূলবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় গুজবটা হচ্ছে, ওচাসের ভোজে এসে হাজির হয় স্বয়ং অপদেবতা সেট। পবিত্র ষাঁড় এপিসকে হত্যা করে খেয়ে ফেলেছিল ওচাস, সেটাকেই জীবিতাবস্থায় অনুষ্ঠানে হাজির করে সেট। এবং সেই ডানাওয়ালা এপিসের পিঠে চড়িয়েই ওচাসকে সে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছে নরকের আগুনে। গুজব বটে একটা! শুনে মনে মনে হাসলাম আমি। তবে সত্যি বলতে গুজবের মধ্যে এক দানা সত্যও

Banglabook.org

আছে। সেটা হচ্ছে আসলেই আগুনে পুড়ে মরছে ওচাস।

লিখতে লিখতে ক্লান্ত লাগছে। তাই যাত্রা নিয়ে তেমন কিছু লিখব না। শুধু বলি, জাহাজটা আগে থেকেই আমার পরিচিত। আমার কেবিনও সেই আগেরটাই। সবই পরিচিত, তাই বারবার ফিরে আসছে আগের স্মৃতি। ওচাসের দানবীয় জাহাজ হোলি ফায়ারের ধাওয়া করা, ক্যালিক্রেটিসের লড়াই, হোলি ফায়ারের বিশালদেহী যোদ্ধাকে তার হারিয়ে দেয়া, হোলি ফায়ারকে হারিয়ে দেয়া, ক্যালিক্রেটিসের আহত হওয়া, ক্যাপ্টেনের কেবিনে গিয়ে ওর শুশ্রূষা করা, তারপর ক্যালিক্রেটিসের সুস্থতার জন্য একটা তালিসমান পরিয়ে দেয়া, আমাকে অন্য এক নারী ভেবে তাকে ওর ধন্যবাদ দেয়া এসবের কিছুই ভুলিনি। সুবহে সাদিকের সময়কার হালকা আলোর মতো হালকা একটু বেদনা নিয়ে সময় সময় এসব স্মৃতি ফিরে আসে আমার মনে। বিশেষ করে স্বপ্নে ওসব দেখি বেশি। সময়ের সাথে স্মৃতিগুলোও এক সময় হয়তো ফিকে হয়ে যাবে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে এই জাহাজে চড়ার পর প্রাণ ফিরে পেয়েছে ওই স্মৃতিগুলো।

এখন কোথায় যাচ্ছি জানি না। পরোয়াও খুব একটা করি না। সামনে মৃত্যু ওত পেতে আছে? বেশ তো, থাকুক! কী আসে যায়। মানুষের লোভ, লালসা, কুটিলতা, পঙ্কিলতা, নীচতা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গেছি আমি। প্রায়ই ফিলোর সাথে কথা বলি। কখনও আমাদের দু'জনের স্মৃতি, কখনও ওর অতীত আবার কখনও হয়তো বা আমার। সঙ্গী হিসেবে ফিলো বেশ। জ্ঞানের গভীরতা আছে, দুনিয়া দেখেছে অনেকটাই, সেই সাথে আছে নানা অভিজ্ঞতা আর ঈশ্বর ও পরকালে পূর্ণ বিশ্বাস।

মিশর ছেড়ে নুটের সাথে সে রওনা হওয়ার পরে কী হয়েছিল সেই বিষয়ে একবার প্রশ্ন করেছিলাম আমি। কিন্তু তখন সে এমন একটা ইঙ্গিত করে যে, ওই বিষয়ে

BanglaBook.org

গোপনীয়তা বজায় রাখতে বিশেষভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সে। ইঙ্গিতটা আমার পরিচিত। ওই প্রতিজ্ঞাকে সম্মান করতে আমিও বাধ্য।

আঠারো

উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকিত রাত। ধীর কিন্তু একই গতির বাতাসে এক গতিতে এগিয়ে চলেছে আমাদের জাহাজ। এখন আমাদের ডানে লিবীয় উপকূল আর বামে কিছুটা দূরে পাথুরে রীফ। এর মধ্যে দিয়েই যাচ্ছি আমরা।

উজ্জ্বল চাঁদনী থাকায় প্রায় দিনের আলোর মতো আলোকিত হয়ে আছে সব। স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে তটরেখা। কেবিনের পাশে খোলা ডেকে বসে আছি আমি। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ফিলো। কিছু একটা খুঁজছে সে।

'কিছু খুঁজছ, ফিলো? ডুবো পাথরে আঘাত লাগার ভয় পাচ্ছ?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'খুঁজছি বটে, কিন্তু তা ডুবো পাথর নয়। বিশেষ একটা পাথর। আমার হিসাব মতে এখনি সেটা চোখে পড়ার কথা। আহ্, ওই তো,' বলেই লাফিয়ে নিচের ডেকে নেমে গেল। চিৎকার করে কিছু একটা হুকুম জারী করল। হুলস্থূল পড়ে গেল ডেকের ওপর। মূল মাস্তুল থেকে পাল নামিয়ে নেয়া হলো। মাল্লারা শুরু করল সর্বশক্তিতে বৈঠা বাওয়া। জাহাজে নাক ঘুরে গেল মূল ভূমির দিকে।

ফিরে এসেছে ফিলো। বলল, 'ওই দেখুন, লেডি,' বলে

BanglaBook.org

সামনে একদিকে ইশারা করে আঙুল তুলল সে। ভালো করে তাকাতেই চোখে পড়ল বিশাল বড় এক পাথর। এমনই আকৃতি সেটার দেখে মনে হয় বুঝি পাথর কুঁদে বানানো হয়েছে কোন ইথিওপিয়ানের মাথা। আকার মিশরের স্ফিংসের মাথার চেয়েও অনেক বড়। অবশ্য প্রাকৃতিকভাবেও এমন আকৃতি তৈরি হওয়া অসম্ভব নয়।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কী এটা?'

'এটা হচ্ছে মূল ভূমিতে প্রবেশ পথের বিশেষ চিহ্ন, অভিভাবক পাথর। লোকে বলে, মিশরের প্রথম পিরামিড তৈরির হাজার বছর আগে এই দেশে প্রথম যে রাজা ছিল তার মাথার আকৃতি পেয়েছে এই বিশাল পাথরটা। লোকে বলে ওই রাজার হাড়গোড়ও নাকি এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এই জায়গায় ঘুরে বেড়ায় তার আত্মা। ফলে রাতে তো নয়ই, দিনেও কেউ ভুলেও এই পাথুরে অভিভাবকের ধারে কাছে ঘেঁষে না।'

এসব বলে চলে গেল ফিলো। এখানকার পানি নাকি খুব বিপজ্জনক, অগভীর। তাই নিজ হাতে সব সামলাতে হবে বলে চলে গেল ও। আমি পাথুরে মাথাটাকে দেখছি। হঠাৎ মনে হলো ওটার ওপর কিছু একটা আছে। ভালো করে তাকাতেই চোখে পড়ল চকচকে রূপালি বর্ম পরিহিত একজন লোক। বিরাট এক বর্শায় ভর দিয়ে পাথরটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে। তারপরই খানিক সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল সে। যেন দেখতে চাইছে কে যায়! পরমুহূর্তেই হাতের বর্শাটা শূন্যে তুলে ধরল। তিনবার হাতের বর্শাটা শূন্যে তুলে স্যালুট করল, তারপর তিনবার মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করল আমাদের।

ফিলোকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম অমন কিছু সে দেখেছে কি না।

জবাবে খানিক দ্বিধা করে ফিলো বলল, 'না, লেডি,

BanglaBook.org

দেখিনি। চন্দ্রালোকিত রাতে ওই পাথরের দিকে না তাকানোটাই নাবিকদের মধ্যে প্রচলিত সংস্কার। কারণ অমন কাউকে ওই মাথার ওপর যে দেখে তার দিকে হাতের বর্শা ছুঁড়ে মারে ওই লোক। বাস্তবে বর্শাটা হয়তো আসে না কিন্তু কঠিন একটা অভিশাপ এসে পড়ে ওই নাবিকের ওপর। এর ফলে এক বছরের মধ্যেই কোন না কোনভাবে ওই নাবিকের মৃত্যু হয়। তবে আপনাকে কোন বর্শা ছুঁড়ে মারেনি সে। উল্টো বাউ করেছে। তাই আশা করা যায় আমাদের ওপর কোন অভিশাপও পড়েনি।'

হাসলাম। অতীতের কোন রাজার অভিশাপের ভয়ে আমি মোটেও ভীত নই। তবে পরের দিনগুলোয় অনুভব করেছিলাম, ওই সাবেক রাজা আসলেই আমাকে বাউ করেছিল। কারণ সে সম্ভবত বুঝতে পেরেছিল যে পরবর্তী অনেক অনেক বছর ধরে তার রাজত্ব শাসন করব আমি। আরেকটা ব্যাপার হলেও হতে পারে যে, ওই রাজা আসলে কখনও মারাই যায়নি! কোন না কোনভাবে বেঁচে থাকার রহস্য আবিষ্কার করে ফেলেছিল সে। তারপর থেকে ওই রহস্যকে কাজে লাগিয়ে বেঁচে রয়েছে এবং গিয়ে বসত গড়েছে মাথা সদৃশ ওই পাথরের ওপর।

যা হোক ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল পরের দিন সকালে। দেখলাম উপকূল ছেড়ে মনুষ্য নির্মিত সরু একটা খালে ঢুকে গেছি আমরা। সেটা জাহাজ চলার মতো গভীর বটে কিন্তু পাল খাটিয়ে বা বৈঠা বেয়ে এগুনোর উপায় নেই। জাহাজ এগিয়ে নেয়ার একমাত্র পথ লগি বাওয়া বা গুণ টানা অথবা দুটোই একসাথে করা। আমাদেরও তা-ই করতে হলো। পরবর্তী তিনটা দিন পাহাড়প্রমাণ জাহাজটাকে শম্বুক গতিতে সরু ওই খাল দিয়ে টেনে নেয়া হলো। বলা বাহুল্য, কাজটা ভীষণ পরিশ্রমসাধ্য।

এই দেশটা বিশাল বিশাল সব জলাভূমিতে পূর্ণ এবং

BanglaBook.org

একেবারেই জনবিরল। জলাগুলোতে ঘুরে বেড়ায় নানান জাতের হিংস্র পশু। সিংহেরও অভাব নেই। আর আছে সাপ। বিশাল বড় বড় সাপ। এত বড় সাপ আর কোথাও আমি দেখিনি। সেই সাথে আছে জলাভূমির জ্বর।

চতুর্থদিন সকাল। খালটা থেকে আমরা গিয়ে পড়লাম ছোট একটা লেকে। এখানেই নৌপথের পরিসমাপ্তি। লেকে খুবই স্বল্প ব্যবহৃত জেটি আছে একটা। তাতে দেখা যাচ্ছে আরও স্বল্প ব্যবহৃত কয়েকটা নৌকা। ফিলো বলল, এখান থেকে পায়ে হেঁটে এগুতে হবে। সত্যিই খারাপ লাগছে। অনেকটা সময় জাহাজটার ডেকে বসে কাটিয়েছি। ওখানে বসলে আমার অস্থিরতা একটু হলেও কমত।

আমরা মাটিতে পা ফেলার প্রায় সাথে সাথেই হাজির হলো একদল বুনোদর্শন লোক। আকার অবয়ব অনেকটাই আমাদের জাহাজের ক্রুদের মতো। তবে ওরা অসভ্য জংলী নয়। লিনেনের পোশাক পরে আছে সকলেই। আলখেল্লা ধরনের পোশাকগুলোর সাথে পুরোহিতদের পোশাকের অনেক মিল। আর অবাক কাণ্ড, অতি প্রাচীন আরবিতে কথা বলছে ওদের সর্দার। সৌভাগ্যক্রমে প্রাচীন ভাষা নিয়ে বেশ চর্চা করায় আরবির এই প্রাচীন রূপটাও আমার পরিচিত। এই লোকগুলোর সাথে মাল বইবার বেয়ারা, তীর ধনুক ও বল্লমধারী সৈন্যও আছে। বেয়ারারা পালকিও এনেছে দেখলাম। আর দেখলাম বিশালদেহী কিছু লোককে। ফিলো বলল, আমার জন্য বিশেষ দেহরক্ষী হিসেবে এসেছে ওরা। এতক্ষণ অন্ধভাবে ফিলোর কথা মেনেছি কারণ একটা স্ক্রোল দেখিয়েছে সে আর বিশেষ একটা শপথের কথা বলেছে। কিন্তু এখন এই বিরান দেশে একদল জংলীর সাথে কোথাও যাওয়ার আগে অবশ্যই আমার জানতে হবে কোথায় যাচ্ছি। সেই কথাই বললাম ফিলোকে। ব্যাখ্যা দাবি করলাম।

জবাবে ফিলো বলল, ‘লেডি, আমি যা করেছি, মহান

BanglaBook.org

একজনের কাছ থেকে প্রাপ্ত হুকুম অনুসারেই করেছি। সেই মহান ব্যক্তিটি হচ্ছে জ্ঞানী নুট। নতুন একটা দেশে চলেছেন আপনি। ওখানে গেলেই খুঁজে পাবেন আপনার আর আমার শিক্ষক নুটকে।'

'জীবিত নুট নাকি তার আত্মাকে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'জীবিত নুটকে, পবিত্র লেডি। অবশ্য যদি এখনও জীবিত থাকে। ভয় পাবেন না, আমিও আপনার সাথে যাব। অতীতে আমাকে বিশ্বস্ত পেয়েছেন। এবারও পাবেন। আমার কারণে যদি আপনার ক্ষতি হয়, তো আমার প্রাণ রইল আপনার হাতে। তবে বাকি সব ব্যাপার জানতে হলে দয়া করে নুটকেই প্রশ্ন করবেন।'

'ঠিক আছে, পথ দেখাও।'

জাহাজ প্রহরার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে পালকিতে চাপলাম আমরা। দিনের পর দিন চওড়া এক মেঠো পথ ধরে চলতে থাকলাম আমরা। ভাঙা রাস্তার কারণে মাঝে মাঝেই আমাদের ধীর গতি আরও ধীর হয়ে যাচ্ছে। দিনে পাড়ি দিচ্ছি জলা ও সমতল প্রান্তর। রাতে ঘুমাচ্ছি হয় গুহার ভেতর নয়তো সাথে আনা তাঁবুতে। বাঁকা নাকের জংলী-দর্শন একদল গম্ভীর লোকের ঘেরের ভেতর এগিয়ে চলেছি আমরা। আমার পর্যবেক্ষণ বলে, ওরা দিনের আলোর চেয়ে রাতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে। মনে হয় যেন পাতাল থেকে উঠে এসেছে এরা। এসেছে আমাদেরকে ওই জগতে নিয়ে যেতে। এই ভয়ানকদর্শন লোকগুলোর ক্রমাগত উপস্থিতি দেখতে দেখতে এক সময় আতঙ্কিত হয়ে উঠল আমার সহ-পুরোহিতরা। এক রাতে এসে জড় হলো আমার চারপাশে। আবেদন জানাল ওদের পরিচিত এলাকায় ফিরে যেতে। দেবীর ওপর ভরসা রাখতে বললাম ওদের। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম যে, মিশরে দেবী ওদের যতটা কাছে ছিলেন এখানে তার চেয়ে এক বিন্দুও দূরে নেই। সুতরাং দেবীর ওপর

ভরসা করতেই হবে। আর দেবীর ওপর ভরসা ছাড়া মাঠই কী আর দুর্গই বা কী। যে-কোনখানেই যে কেউ আতঙ্কে পাগল হয়ে যাবে।

পথ চলতে চলতে জানতে পারলাম এই অর্ধ অসভ্য জাতির নাম অ্যামাহ্যাগার। ওরা বাস করে গবাদিপশুর পালে ঘেরা গ্রামের ভেতর নয়তো পাহাড়ি গুহায়। অ্যামাহ্যাগারদের বসতি ছাড়িয়ে চলতে চলতে আরও এগিয়ে গেলাম। উপস্থিত হলাম বিশাল এক পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশে। দৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে চলে গেছে পাহাড়শ্রেণীর ব্যাপ্তি। ওই পাহাড়ের গায়ের একটা গুহা দিয়ে এর ভেতর ঢুকে পড়লাম আমরা। এবং অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম ওই পাহাড়ের ঘেরের ভেতর বিশাল এক বেসিন আকৃতির খোলা প্রান্তরের অবস্থান। এর ঠিক মাঝখানে গড়ে উঠেছে এক নগর। অতি প্রাচীন সেই শহর। মেম্ফিস তো বটেই, এমনকি থিবিসেরও আগে এর গোড়াপত্তন হয়েছে। অবশ্য এর অর্ধেকটাই ধ্বংস হয়ে গেছে, বাকিটাও ধ্বংসের পথে।

বড়সড় একটা পরিখা পার হলাম আমরা। পরিখাটায় এক কালে হয়তো অনেক পানি ছিল। কিন্তু এখন ওটা খটখটে শুকনো। পরিখার পর থেকেই শুরু হয়েছে শহর এলাকা। বিশাল চওড়া একটা রাস্তা ধরে এগুতে থাকলাম আমরা। এত চওড়া রাস্তা আগে আর কোথাও দেখিনি। রাস্তাটার দু'পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বিরাট সব বাড়ি। ভঙ্গুর দশার বাড়িগুলোর কয়েকটার ভেতর এখনও লোক বসতি আছে। এগুতে এগুতে আমরা পৌঁছে গেলাম এক মন্দির প্রাঙ্গণে। থিবিস বা মেম্ফিসের সবচেয়ে বড় মন্দিরটার চেয়েও অনেক বড় এটার ব্যাপ্তি। যেমন উঁচু এর ছাদ, তেমন চওড়া আর লম্বা এর কলামগুলো। সেই সাথে আছে সুবিস্তৃত বহিঃপ্রাঙ্গণ। মূল মন্দিরে প্রবেশ করতেই আমার চোখ পড়ল বড় একটা আসনের দিকে। দেখেই মনে হয়

BanglaBook.org

মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের আসন সেটা। পথশ্রমে ক্লান্ত পর্যুদস্ত হয়ে সোজা গিয়ে সেই আসনটায় বসে পড়লাম আমি। মনে হয় কিছু সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলাম একটা। দেখলাম দলে দলে লোক এসে রাণী জ্ঞানে প্রণতি জানাল আমায়। কিন্তু ওদের দেখানো সম্মান অনেকটাই যেন দেবীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের মতো, রাণীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মতো নয়! আমাকে সম্মান জানাল, শ্রদ্ধা জানাল, আমার সম্মানে গানও গাইল ওরা। এমনকি বহুকাল আগে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে যাওয়া আত্মারাও এল। তারাও সম্মান জানাল আমাকে। বলল, 'স্বাগতম, নির্বাচিত রাণী। আবার দাঁড় করাও এই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর, অনুসন্ধান করো, জানো কী হয়েছিল এখানে! তোমার হাতে আছে অপার শক্তি আর সামনে আছে অপার সম্ভাবনার খোলা দুয়ার। তবে সাবধান। জৈবিক চাহিদাকে তোমার আত্মার ওপর নিয়ন্ত্রণ নিতে দিয়ো না। জেনো, শরীরের চাহিদা যদি আত্মার শক্তিকে ছাড়িয়ে যায় ধ্বংসের আর কিছুই বাকি থাকবে না। সব বিলীন হয়ে যাবে।'

ঘুম ভেঙে গেল। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফিলো। বললাম, 'এবার ঝেড়ে কাশো, ফিলো, নয়তো বুঝবে আমার রাগ কী জিনিস। কেন আমাকে এখানে টেনে এনেছ? আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের ভেতর আমাকে থাকতে হবে। কিন্তু কেন?'

'পবিত্র নুট বলেছেন, তাই। সম্ভবত তেমনটাই ওই স্ক্রোলে লেখা ছিল,' বলল ফিলো।

'বুঝলাম, কিন্তু নুট কোথায়? তাকে তো দেখছি না। সে কি মারা গেছে?'

'না, লেডি, সম্ভবত এখনও মারা যায়নি। এখান থেকে সামান্য দূরে এক গুহায় বাস করে সে। সংসারত্যাগী

BanglaBook.org

সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। গুহামুখে পৌঁছে দেয়া খাবার সংগ্রহের কাজ ছাড়া আর কোন কারণে নিজের গুহা থেকে বের হয় না সে। আপনি চাইলে আগামীকাল সকালে আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাব।'

'অদ্ভুত গল্প তবে অবাক হচ্ছি না। কারণ নুটের সন্ন্যাসী হওয়ার সুপ্ত ইচ্ছার কথা জানতাম আমি। বলো তো, তোমরা এখানে এলে কীভাবে?'

'আপনার কি মনে আছে, লেডি, দেবীর মন্দিরের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পার্সানদের সাথে সন্ধি করার জন্য আমার জাহাজ নিয়েই বের হয়েছিল নুট?'

'মনে আছে, ফিলো। বলে যাও।'

'ওই যাত্রায় মরতে মরতে বেঁচে যাই আমরা। আলোচনার কথা বলে আমাদেরকে আসলে ফাঁদে ফেলা হয়েছিল। ক্যালিক্রেটিসের শক্তি আর আমার নৌবিদ্যার সুবাদে কোন মতে জান হাতে নিয়ে পালিয়ে আসি সেদিন। পার্সানদের ইচ্ছা ছিল নুটকে বন্দি করবে। তারপর তার ওপর অত্যাচার চালিয়ে জানবে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে দেবী আইসিসের মন্দিরের অমূল্য সম্পদ। ওখান থেকে আমরা পালালাম বটে, কিন্তু মিশরে ফেরা সম্ভব ছিল না। তখন নুটের পরামর্শে দক্ষিণ সাগরের দিকে আমরা পাড়ি জমাই। এই পথ আমার মোটেও চেনা ছিল না। তবে পথ সম্পর্কে নুটের খুব ভালো ধারণা ছিল। অথবা হয়তো দেবীই তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন কোথায় কীভাবে যেতে হবে। একসময় আমরা এসে পৌঁছাই ওই বিশাল পাথুরে মাথার সামনে। তারপর খাল পাড়ি দিয়ে হেঁটে এসে পৌঁছেছি এখানে।'

ফিলো এতকিছু বলল কিন্তু ক্যালিক্রেটিসের কথা কিছুই বলল না। ওর খবর শোনার জন্য পুড়ে যাচ্ছে আমার ভেতরটা। কণ্ঠ নির্বিকার রেখেই প্রশ্ন করলাম,

BanglaBook.org

'ক্যালিক্রেটিসের কী হলো?'

'ক্যালিক্রেটিসের গল্পটা, লেডি, শুধু ক্যালিক্রেটিসের নয়। তার সাথে জড়িয়ে আছে রাজকুমারী আমেনার্তাসের নাম।'

'আমেনার্তাস? বলো কী! ফারাওয়ের সাথে না নীলের উজানের দিকে চলে গিয়েছিল সে?'

'না, লেডি। ফারাওয়ের সাথে নয়, উজানেও নয়। আমাদের জাহাজে লুকিয়ে ছিল সে। কার সাথে সে লুকিয়ে ছিল বলতে পারব না। তবে জাহাজ চলতে শুরু করার দুইদিন পর্যন্ত তাকে আমরা দেখিইনি। যখন দেখেছি ততক্ষণে মিশরের উপকূল ছেড়ে অনেক এগিয়ে গেছি আমরা। পেছনে ফেরার আর উপায় নেই।'

শীতল রাগ আঁকড়ে ধরছে আমায়। শীতল কণ্ঠেই বললাম, 'ওই মেয়েকে জাহাজে দেখে নুট কী করল?'

'কিছু না, লেডি। তবে নুট ওকে সন্দেহ করত। তাই সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখত ওকে,' বলল ফিলো।

'ক্যালিক্রেটিস কী করল? ওই মেয়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়নি সে?'

'না, লেডি। অবশ্য সেটা সম্ভবও ছিল না। কারণ তীর থেকে অনেক দূরে, গভীর সাগরে ছিলাম আমরা। ওর থেকে মুক্তি চাইলে জাহাজ থেকে পানিতে ফেলে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। বলা বাহুল্য, সেটাও অসম্ভব।'

'বুঝলাম। রাজকুমারী এখন কোথায়? ক্যালিক্রেটিসই বা কোথায়?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'কাউকেই তো এখানে দেখছি না।'

'সঠিক বলতে পারব না, লেডি। সম্ভবত মারা গেছে ওরা। হয়তো এখন ওসিরিসের কাছে আছে তারা। ঘটনা হচ্ছে, এদিকে আসার পথে কয়েক সপ্তাহ চলার পর হঠাৎ প্রবল এক ঝড়ের মুখে পড়ি আমরা। ঝড়ো বাতাস

BanglaBook.org

আমাদেরকে ঠেলে নিয়ে যায় একটা দ্বীপের কাছে। পরে জেনেছি দ্বীপটা খুবই উর্বরা। আর ওখানকার অধিবাসীরাও বন্ধুসুলভ। ওখান থেকে রওনা হবার বেশ কিছু সময় পর আমরা আবিষ্কার করি যে প্রিন্সেস ও ক্যালিক্রেটিস দু'জনেই গায়েব। ওই মুহূর্তে প্রচণ্ড শক্তিশালী বাতাস বইছিল। ওই বাতাস ঠেলে আবার দ্বীপে ফিরে গিয়ে তাদের ব্যাপারে তদন্ত করা সম্ভব ছিল না। জাহাজে নাবিকদের কাছে ঘটনা সম্বন্ধে জানতে চাইলাম। তখন ওরা বলল যে, ওরা দু'জনে মাছ ধরছিল, ওদের বড়শিতে সম্ভবত হাঙর আটকা পড়ে। তখন ওটার টানে একজন পানিতে পড়ে যায়। তাকে বাঁচাতে অপরজনও পানিতে নামে, তারপর থেকেই দু'জন গায়েব। নিঃসন্দেহে ওদেরকে হাঙরে নিয়ে গেছে।'

'গল্পটা তুমি বিশ্বাস করলে, ফিলো?' প্রশ্ন করলাম।

'না, লেডি। শোনা মাত্রই বুঝেছি, এই গল্পটা বলার জন্য ওদেরকে ঘুষ দেয়া হয়েছে। আমার ধারণা, ওরা দু'জনে স্থানীয়দের কারও নৌকায় চড়ে দ্বীপে চলে গেছে। হয়তো গায়ের ওপর সেঁটে থাকা নুটের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সহ্য করতে পারছিল না ওরা। অথবা হয়তো ফল তুলতে দ্বীপে চলে গেছিল দু'জনে, তারপর "অনিচ্ছাকৃতভাবে" পেছনে পড়ে গেছে। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, লম্বা সময় ধরে সাগরে থাকলে অমন কিছু করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে লোকের মনে। তবে সেটাও প্রকৃত কারণ হতে পারে না। কারণ দ্বীপবাসীরা আমাদের জন্য প্রচুর ফল-পাঁকুড় দিয়ে গিয়েছিল।'

'সম্ভবত ওরা নিজেদের হাতে ফল পেড়ে খেতে চেয়েছিল,' বিদ্রূপের সুরে বললাম আমি।

'হয়তো তা-ই। আবার তা না-ও হতে পারে। কারণ জাহাজ থেকে প্রিন্সেসের সাথে তার রত্নাদি ও পোশাক-আশাকও গায়েব হয়েছে। হাঙরে টেনে নিলে নিশ্চয়ই

BanglaBook.org

অমনটা হবার কথা নয়?'

প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি নিশ্চিত, ফিলো, যে ওর রত্নরাজীর একটিও তোমার কাছে নেই? আমেনার্তাস তোমার জাহাজে এল আবার চলেও গেল অথচ তুমি কিছুই জানলে না। ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক নয়?'

এবার ফিলো যে দৃষ্টিটা ছুঁড়ে দিল তাকে বলে 'নিষ্পাপ' দৃষ্টি। তারপর বলল, 'আরোহীর কাছ থেকে ভাড়া নেয়া যে-কোন ক্যাপ্টেনের জন্য বৈধ। স্বীকার করছি আমিও নিয়েছি। কিন্তু, লেডি, আপনি তো জ্ঞানের কন্যা। তা হলে, সামান্য এক গ্রিক সৈনিক বা পুরোহিত আর এক রাজকুমারী কোথাকার কোন্ দ্বীপে নেমে গেল তা নিয়ে এত রেগে যাচ্ছেন কেন? কে জানে ওই দ্বীপে হয়তো ওদের কারও বন্ধু-বান্ধব থাকতে পারে।'

'দেবীর সম্মান রক্ষার দায়িত্ব কি আমার নয়, ফিলো? আর ওই পুরোহিত কি দেবীর অনুগত থাকার প্রতিজ্ঞা করেনি?'

'তা হলে বলব, ওই পুরোহিত (ক্যালিক্রেটিস) অবশ্যই তার শপথের কথা মনে রেখেছে। প্রিন্সেসকে সে মা অথবা বোনের দৃষ্টিতেই দেখবে। আর দেবীর কথা বললে বলল, অবশ্যই নিজের সম্মান বজায় রাখতে জানেন তিনি। তা হলে ওদের নিয়ে চিন্তা করে দেবীর নবী কেন পেরেশান হচ্ছেন? যদিও আমার ধারণা, ওরা দু'জনেই এখন মৃত। দেবীর কাছে নিজেদের কৃতকর্মের হিসাব ইতোমধ্যেই ওরা দিয়ে ফেলেছে।'

এভাবে একের পর এক সাফাই আর মিথ্যার ফুলঝুড়ি ছড়াতে লাগল ফিলো। যতক্ষণ সম্ভব হলো সহ্য করলাম। শেষে যখন অসহ্য লাগল, চলে যেতে বললাম ফিলোকে। চলে গেল ও। সম্ভবত হাসতে হাসতেই গেল।

এবার সব বুঝতে পারছি। আমার থেকে

BanglaBook.org

ক্যালিক্রেটিসকে দূরে সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনা করে নুট। ফিলোকে সেটা জানানো হয়। কারণ এই পরিকল্পনায় 'রোল-প্লে' করতে হবে তাকেও। ফিলোর কাছ থেকেই ঘটনা জানতে পারে আমেনার্তাস। সাথে সাথেই ওকে ঘুষ দিয়ে রাজি করায় যে, উপকূল থেকে বেশ দূরে না পৌঁছা অবধি ওকে জাহাজে লুকিয়ে রাখবে ফিলো। ফলে যখন জাহাজে ওর উপস্থিতি প্রকাশ পায় ততক্ষণে আর পেছনে ফেরার উপায় নেই। এসবের সাথে ক্যালিক্রেটিস জড়িত আছে কি না জানি না। অবশ্য তাতে কিছু আসে যায়ও না। এদিকে নিজের পরিকল্পনা ফাঁসের ঘটনা বুঝতে পেরে ভীষণ রেগে যায় নুট। এতটাই যে, দ্বীপে পালিয়ে গিয়ে জানে বাঁচে দু'জনে। বেঁচে থাকলে হয়তো ওখান থেকে মিশরে বা অন্য কোথাও চলে যাবে ওরা। তবে কোন জাহাজ না পাওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকতে হবে দু'জনকে।

মনে মনে নিজেকেই বললাম, যা হয়েছে এক হিসেবে ভালোই হয়েছে। আশা করি ওরা দু'জনেই এখন মৃত। যে পাপ ওরা করেছে, সত্যি বলতে তা মোছার ক্ষমতা এক মৃত্যু ছাড়া আর কিছুর নেই। ক্যালিক্রেটিসের প্রতি আমার যে তীব্র আবেগ ছিল সেটাকে বুকের গভীরে দাফন করে দেব। কিন্তু তারপরও আমার বুকটা যেন জ্বলে যাচ্ছে। চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। হাত দিয়ে ঢেকে ফেললাম চোখ দুটো। দেবীর শপথের সম্মান না রাখায় নাকি নিজের জন্যই কেঁদেছি জানি না। একা হয়ে গেছি আমি। আমাকে এই দূর পরবাসে আসার হুকুম করেছে নুট। কিন্তু এখন সে কোথায়? ফিলো বলছে বটে যে বেঁচে আছে নুট। কিন্তু তাকে দেখছি না কেন? অন্তরের অন্তস্তল থেকে প্রার্থনা করলাম, 'বাবা, আমার সামনে এসো!'

ঠিক তখনই শুনতে পেলাম সেই পরিচিত গম্ভীর কণ্ঠ। নুটের কণ্ঠ, 'মেয়ে আমার, আমি এখানে।'

BanglaBook.org

চোখ থেকে নামালাম আমার অশ্রুসিক্ত হাত। ওই তো, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নুট। তবে তার দাড়িগুলো অনেক লম্বা আর সব পাকা। কাঁধ ছুঁয়ে আছে লম্বা বাবরি চুল। সেগুলোও পাকা। গায়ে খুবই সাধারণ এক আলখেল্লা। প্রথমে ভাবলাম, এ নিশ্চয়ই তার আত্মা। পরে বাতাসে তার পোশাক নড়তে দেখে বুঝলাম, না, রক্তমাংসের নুট। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমার বাবা, আমার নবী, আমার প্রিয় গুরু নুট। ছুটে গেলাম তার কাছে। তার হাতটা তুলে নিয়ে চুমু খেলাম সেটার পিঠে।

ওদিকে সে-ও বিড়বিড় করে বলল, 'আহ, বহুদিন পরে দেখছি তোমাকে। এসো, মেয়ে আমার,' বলে পিতৃস্নেহে আমার কপালে এঁকে দিল ছোট্ট একটা চুমু।

'তোমার ডাক পেয়েই ছুটে এসেছি, বাবা। বিশ্বাস রেখেছি তোমার ওপর। আর সবসময়ই অনুভব করেছি আমার সাথেই আছেন দেবী। এখন বলো, এই দেশটা ঠিক কোথায়? তুমি এখানে এলে কী করে? আর আমাকেই বা এখানে কেন ডেকেছ?'

আমার পাশে এসে বসল নুট। বলল, 'সুপ্রাচীন এই নগরের নাম কোর। এক সময় বিশ্বের রাণী ছিল এই নগর। এর অনেক পরে জন্ম হয়েছে ব্যাবিলন, থিবিস, টায়ার, এথেনস্ ইত্যাদির। মিশরের আদি বাসিন্দারা মূলত এখান থেকেই গিয়েছিল ওইসব দেশে। তখনকার আমলেও এই নগরীর অধিবাসীরা দেবী আইসিসকেই পূজা করত। তবে ভিন্ন নামে তাকে চিনত সবাই। তাকে ডাকত সত্যের দেবী বলে। কিন্তু এক সময় শয়তান ঢুকে যায় পূজারীদের ভেতর। সত্যের দেবী, প্রকৃতির দেবী আইসিসকে বাদ দিয়ে তারা ঝুঁকে পড়ে আরেকজনের দিকে। মূলত সে ছিল এক শয়তান। তার নাম রেজু। সিডোনিয়ানরা যেমন শয়তান মলচের উপাসনা করত এই রেজু ঠিক তার মতো। ওর

Banglabook.org

পূজারীরা ওকে খুশি করার জন্য মানব বলি দিতে লাগল। এক সময় পবিত্র আচার ভেবে ওই বলিদানকৃত মানব মাংস মুখে দেয় ওরা। পরবর্তীতে ওদের স্বভাব বদলে যায়। তখন পেট ভরতেই খাওয়া শুরু করে মানুষের মাংস। পুরোপুরি মানুষখেকো হয়ে ওঠে ওরা। এতে স্বর্গের কোপ পড়ে ওদের ওপর। পাঠানো হয় মহামারী। কাতারে কাতারে মানুষ মারা যায়। শেষে অল্প কিছু লোক ছাড়া মারা পড়ে বাকি সব। সিডনের মতো একইভাবে স্বর্গের কোপে পতন হয় কোর নগরীর।'

অধৈর্য হয়ে উঠলাম আমি। বললাম, 'বাবা, মিশর থেকে বের হয়েছিলে অনেক বছর আগে। আইসিসের মন্দির রক্ষার্থে পার্সানদের ঘুষ দেয়ার জন্য বেরিয়েছিলে তুমি। দেখাই যাচ্ছে ওই মিশন ব্যর্থ হয়েছে। কীভাবে কী হলো?'

'হ্যাঁ, ওই মিশন ব্যর্থ হয়েছে। অগ্নিপূজারী মিথ্যুকের দল চেয়েছিল আমাকে বন্দি করতে। উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচার করে আমার মুখ খোলা। ওদের মূল লক্ষ্য ছিল দেবীর লুকানো রত্নভাণ্ডারের হদিস জানা। কিন্তু বণিকের ছদ্মবেশে আমাকে অপহরণ করতে আসা দলটাকে চিনে ফেলি আমি। তারপর ফিলোর নৌবিদ্যা আর পুরোহিত ক্যালিক্রেটিসের উৎসাহ ও সাহসে পালাতে পারি ওখান থেকে। কিন্তু খোলা জলে এসে দেখি নীল নদের উজানে যাওয়ার পথ ওরা আগেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে বাধ্য হলাম দক্ষিণমুখী কোর্স ধরতে। এরপর অনেক ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ রাত আর দিন পার করে এখানে এসে পৌঁছেছি। তোমার মনে আছে, আয়েশা, বলেছিলাম, লম্বা সময়ের জন্য দূরে সরে যাচ্ছি আমি, তবে আমার বিশ্বাস জীবিতাবস্থায় আবার আমাদের দেখা হবে?'

'মনে আছে, বাবা। আমিও তোমার কাছে শপথ করেছিলাম যে, তুমি ডাকলেই চলে আসব,' বললাম আমি।

BanglaBook.org

'আমি এখানে পৌঁছালেও পুরোহিত ক্যালিক্রেটিস এই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। পথে হারিয়ে গেছে সে,' বলল নুট।

'আরেকজনের সাথে, তাই না, বাবা? ফিলোর কাছ থেকে গল্পটা শুনেছি আমি।'

'হ্যাঁ, আরেকজন। তার কারণে দেবীর কাছে করা শপথ ভাঙতে বাধ্য হয়েছে সে। তবে নিশ্চিত থাকতে পারো যে, ওই মেয়ের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। ফিলো হয়তো জানত। দেবী আমাকে এই ঘটনা আগে থেকে কিছুই জানতে দেয়নি। হয়তো এর পেছনেও দেবীর নিজস্ব কারণ আছে,' বলল নুট।

'ওরা কি বেঁচে আছে, বাবা, নাকি মারা গেছে?'

'জানি না। তবে মরে গেলেই ওদের জন্য ভালো। নয়তো যা ওরা করেছে তাতে ওদের কারও না কারও ওপর অবশ্যই নেমে আসবে অভিশাপের খড়্গ। প্রার্থনা করি ওরা ক্ষমা পাক, শান্তিতে থাকুক। ওরা পরস্পরকে খুব ভালোবাসে। যারা একবার হলেও কাউকে ভালোবেসেছে অবশ্যই ওই দু'জনের ওপর তাদের করুণা হবে,' বলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাতে কী যেন খুঁজতে থাকল নুট।

উনিশ

দু'জনেই আমরা মাটির দিকে তাকিয়ে নীরবে বসে আছি।

BanglaBook.org

এমন সময় নীরবতা ভাঙল নুট। প্রশ্ন করল, 'নেকটানেবিস পালানোর পর মিশরে কী কী ঘটল? ওচাস কি এখনও জীবিত?'

'না, বাবা। ওচাস মারা গেছে। আমার হাতেই মরেছে সে,' তারপর ওচাসের মৃত্যুর ঘটনা আদ্যোপান্ত খুলে বললাম।

'দারুণ! এত বড় ও জটিল পরিকল্পনা তোমাকেই মানায়। কিন্তু পরিকল্পনাটা ভয়ানক ছিল!' ফিসফিস করে বলল নুট।

এবার আমি বললাম, 'তা হলে সেই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায় তোমার কাঁধেও খানিক আসবে, বাবা। দেবীর মন্দিরে বসে মরিয়া হয়ে দিক নির্দেশনা খুঁজছিলাম আমরা। তখন তোমার কণ্ঠ শুনতে পাই আমরা সবাই। কণ্ঠটা আমাদের বলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে। আমার সাথের পুরোহিতরা সাক্ষ্য দেবে যে তারাও তোমার কণ্ঠ শুনেছে।'

'হয়তো। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। আমার মনে হলো যেন ভীষণ বিপদে পড়ে ব্যাকুল হয়ে স্বর্গের সাহায্য আহ্বান করছ তুমি। তখন আমার কাছে নির্দেশনা আসে। সেই মোতাবেকই আমি আমার আত্মার মাধ্যমে তোমাকে বলি যে, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করো, ভয় পেয়ো না। আমি শুধু জানতাম মন্দিরে আগুন দেয়া জাতীয় কিছু একটা ঘটতে চলেছে। তবে পুরো ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা ছিল না।'

'হ্যাঁ, বিষ খেয়ে আর আগুনে পুড়ে মরেছে ওচাস। মরে গিয়ে নেকটানেবিস আর টেনেসের সাথে নরকের শোভা বর্ধন করছে সে। আর একই সময়ে ওচাসের কয়েকশ' চ্যালা-চামুণ্ডা মরে গিয়ে পৃথিবীকে দূষিত হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে। যাক ওসব। ওসব নিয়ে পরে আমরা বিস্তারিত

BanglaBook.org

আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে বলো, বাবা, পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তে আমাকে ডেকে আনলে কেন? মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে?'

'না, আয়েশা, তার চেয়েও অনেক বড় কারণে। আর মৃত্যুর কথা বলছ? সে তো আজ হোক, কাল হোক আসবেই। মৃত্যুর দুয়ার পার হয়ে একদিন না একদিন তোমার সাথে আমার দেখা হতোই। কিন্তু না, সেই জন্য তোমাকে ডাকিনি। ডেকেছি স্বর্গের হুকুমে। মিশরে দেবীর আরাধনা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই এখানে, এই কোরে, দেবীর আদি পূজাস্থলে আবার নতুন করে জাগ্রত করতে হবে তাঁর নাম। এটাই স্বর্গের ইচ্ছা যে, এখানকার অধিবাসীদের আবার একত্রিত করবে তুমি। দেবীর পূজা শুরু করবে ওদের মধ্যে। তারপরই এদেরকে পথ দেখাবেন দেবী। আবার এদেরকে সমুন্নত করবেন, দেবেন বিজয় ও মহান এক জাতির খ্যাতি।'

'খুবই কঠিন কাজ, বাবা। তবে তোমার সাহায্য পেলে আশা করি স্বর্গের এই ইচ্ছাও বাস্তবায়ন করতে পারব।'

'না, আয়েশা, আমার সাহায্যের আশায় থেকো না। ফিলো বলেনি, যে এখন আর দুনিয়াবী কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি? আমি এখন আশ্রয় নিয়েছি দুর্গম এক পার্বত্য এলাকার ততোধিক দুর্গম এক গুহায়। ওখানে বসে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকি আমি,' বলল নুট।

আমি খানিক আশ্চর্য হয়ে গেছি। বললাম, 'না, বাবা, তোমার সম্বন্ধে ফিলো তেমন কিছুই বলেনি। বা, যা শিখিয়ে দিয়েছ তার বেশি কিছু সে বলেনি।'

'আমাকে ওখানেই আবার ফিরতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে মৃত্যু নামক "পরিবর্তনের" জন্য। মৃত্যু না আসা পর্যন্ত ওটাই আমার বাড়ি। আমার যা কিছু করার ছিল করেছি। এখন তোমার পালা। আমি সাহায্য করতে পারব

BanglaBook.org

না। তবে ফিলো রইল। যতটা সম্ভব তোমাকে সাহায্য করবে ও।'

'বাবা, এখানে আমাকে একা ফেলে ওই গুহায় তুমি বসে থাকবে কেন?' ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

'কারণ ওখানে বসে একটা মহা রহস্যের দুয়ার পাহারা দিতে হয় আমাকে। ওই রহস্য বহু আগেই আমার কাছে উন্মুক্ত করা হয়েছিল। জানতে চেয়ো না–কীভাবে। সমস্ত রহস্যের রাজা সেই গোপন দুয়ার। মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে হাজার বছর ধরে পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার রহস্য পাহারা দিই আমি।'

সন্দেহ হলো, একা থাকতে থাকতে বাবা কি পাগল হয়ে গেল? পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করলাম, 'এত গোপন রহস্যই যদি হবে তো সেটা আমাকে কেন বলছ, বাবা?'

'বলতেই হবে। কারণ আমার খুব ভালো করেই জানা আছে, আমি নিজে থেকে না বললেও ঘটনা তুমি ঠিকই আবিষ্কার করে ফেলবে। কিন্তু পুরো ব্যাপার না বুঝে আলো দেখে অন্ধ পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বে তুমি। পৃথিবীতে বিচরণকারী কারোই পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে অমরত্বের স্বাদ নেয়া উচিত না। ঠিক এই কারণেই দু'-দু'বার তোমাকে কোরে ডাকার হুকুম আসার পরও আমি ডাকার সাহস পাইনি,' বলল নুট।

স্বর্গীয় অনুভূতি পাওয়ার এমন সুযোগ কি আসলেই পৃথিবীতে থাকা সম্ভব? সত্যিই যদি তা থাকে তা হলে আমার কি উচিত না অমরত্বের স্বাদ নেয়া? অবশ্যই উচিত। চিন্তাটা আমাকে রীতিমত উত্তেজিত করে তুলল। তবে সমস্যা একটাই। অমন কিছু বাস্তবে থাকা সম্ভব বলে বিশ্বাস করি না আমি। বললাম, 'মনে হয় একা থাকতে থাকতে স্বপ্নে এসব দেখেছ, বাবা। তবে, বাস্তবে যদি অমন কিছু থেকেই থাকে তো তার স্বাদ আমি নেবই।'

BanglaBook.org

জবাবে নুট বলল, 'না, নেবে না। কারণ, পৃথিবীর সমস্ত কিছু ও সবার জন্য মৃত্যু অনিবার্য। কেউ একে এড়িয়ে যেতে চাইলে তাকে নিশ্চিতভাবে নরকবাস করতে হবে।'

'কিন্তু আমার অন্যরকম মনে হচ্ছে, বাবা। মনে হচ্ছে ওই পেয়ালায় চুমুক দিয়ে অমর হওয়া যাবে। তারপর হওয়া যাবে সারা দুনিয়ার শাসনকর্তা,' বলতে বলতে আমার চোখ জোড়া জ্বলে উঠল, উত্তেজনায় নিঃশ্বাস হয়ে উঠল দ্রুততর।

'না, আয়েশা, তা হবে না। কারণ অমরত্বের অহঙ্কার কারও মধ্যে চলে এলে ধাক্কা দিয়ে তাকে নিচে ফেলে দেবে স্বর্গীয় রোষ। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ওই রহস্যের দুয়ার উন্মোচনের লালসায় উন্মত্ত হয়ে গেছে তোমার আত্মা। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো। ওই রহস্য সম্বন্ধে তোমাকে জানানোর জন্য স্বর্গ থেকে হুকুম এসেছে তাই বলেছি। কিন্তু এই নিষিদ্ধ বস্তুর স্বাদ নেয়া থেকে বিরত থেকে নিজের ঈমানের দৃঢ়তার পরিচয় দাও তা-ই চান দেবী।'

'নাকি উল্টোটা, বাবা? স্বর্গ চায় এর স্বাদ নিই আমি?'

'না, তা হতে পারে না। ভাবো, অমরত্বের জন্য পৃথিবী কি আসলেই যথেষ্ট? উপরন্তু, যে জিনিসটা আমি পাহারা দিচ্ছি সেটা অমৃত নয় বরং পৃথিবীর "আত্মা" সেটা। এই লুকানো উৎস থেকে নিজের চলার শক্তি সংগ্রহ করে খোদ এই পৃথিবী। যেদিন পৃথিবী থাকবে না সেদিন এটাও থাকবে না। তবে কবে পৃথিবী ধ্বংস হবে তা জানি না। সেই কথা লেখা আছে অনাগত সময়ের গহীন কোন এক পরতে। কাজেই এই কাজ করা মানে অমরত্ব পাওয়া নয় বরং মৃত্যুকে খানিক দূরে সরিয়ে দেয়া মাত্র। কিন্তু তার ফল কী হবে ভেবেছ? চরম একাকীত্ব পেয়ে বসবে। চোখের সামনেই দেখবে চলে যাচ্ছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। অতৃপ্ত এক জীবন্মৃত হয়ে পড়ে রইবে তুমি। তারপরও রেহাই নেই, তোমাকে কুরে কুরে খাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রেমাকাঙ্ক্ষা, ঘৃণা,

BanglaBook.org

নৈরাশ্য আর ভয়।

'আমি বুড়ো হয়ে গেছি। সময় ঘনিয়ে এসেছে আমার। এখন তুমি যদি ওই নিষিদ্ধ বস্তুর স্বাদ নিতেই চাও তো তোমাকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা আমার আর নেই। কিন্তু তোমার শিক্ষক, স্নেহশীল পিতৃসম রক্ষক, পথপ্রদর্শক ও দেবতাদের কৃপায় জ্ঞানী একজন মানুষ হিসেবে অনুরোধ করছি, এই মোহ ত্যাগ করো। আমাদের বিশ্বাসের দিকে ফিরে তাকাও। কী বলে আমাদের ধর্ম? বলে যে, মানুষের আত্মা এমনিতেই অমর। আর স্বর্গে ইতোমধ্যেই তোমার নিজের জন্য একটা জায়গা পাকাপোক্ত করে ফেলেছ। তা হলে এই রক্তমাংসের শরীর নিয়ে দু'দিনের জন্য এসে পৃথিবীর মায়ায় জড়িয়ে লাভটা কী? তারপরও যদি এই কাজ করো তো আমি অগ্রিম বলে দিচ্ছি, শবাধারে রাখা এক সুসজ্জিত মমির মতো হয়ে যাবে তুমি। বাইরে থেকে প্রাণচঞ্চল দেখালেও ভেতরে তুমি হবে মৃতসম শীতল। কথা দাও, আয়েশা, কথা দাও যে, আমার বলা এই কথাগুলো মনে গেঁথে রাখবে তুমি। ভুলেও ওই বিষের পেয়ালায় চুমুক দেবে না।'

'তোমার কথা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে, বাবা। যদিও কোন শপথ করছি না তবে তোমার ইচ্ছা প্রতিপালন করব আমি। কিন্তু, বাবা, গোপন রহস্যটা জানতে চাই আমি। আর তুমি যদি না বলো তো আমি নিজেই বের করে নেব,' বললাম আমি।

'এই প্রাচীন শহরের অদূরে পাহাড় শ্রেণীর গহীনে অতি গোপনে জ্বলে চলেছে এক অগ্নিশিখা। তবে সেটা কোন সাধারণ আগুন নয়। এটা পৃথিবীর প্রাণ। কেউ যদি সেই আগুনে শ্বাস নেয় তা হলে ওই আগুনের মতোই আয়ুপ্রাপ্ত হবে সে। যতদিন এই আগুন প্রজ্বালিত রইবে ততদিন মৃত্যু তার কাছে আসবে না।'

BanglaBook.org

'ওই আগুনে শ্বাস নিতে গিয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনাও কি আছে?'

'মেয়ে আমার, আমরা সত্যের দেবীর সর্বোচ্চ সেবক। তাই মিথ্যার আশ্রয় নেয়া আমাদের সাজে না। উপরন্তু তা হবে দেবীর প্রতি আমাদের কৃত শপথ ভাঙার সমতুল্য। তাই অবশ্যই তোমাকে সত্যি কথাটা আমি বলব। এবং এর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, ওই আগুন সম্বন্ধে আমি নিজে কিছুই বলছি না। আমার মুখ দিয়ে ঘোষিত হচ্ছে স্বর্গের ইচ্ছা। তাই এর সকল গোপনীয়তা তোমার সামনে উন্মোচন করব আমি। আর তোমার প্রশ্নের জবাবে বলছি, কেউ যদি সাহস করে এর মধ্যে দাঁড়াতে পারে তো সে মরবে না। বরং প্রাণোচ্ছলতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করবে সে। এমন শক্তি, সৌন্দর্য ও জ্ঞানের অধিকারী হবে যেমনটা তার আগে আর কোন মানুষ কখনও হয়নি। কিন্তু এসবের সাথে তার কাছে আসবে তীব্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অফুরন্ত বেদনা আর সীমাহীন মানসিক কষ্টের এত বড় বোঝা যে, অমন কষ্টও মানুষ কখনও অনুভব করেনি।

মিনিট খানেক আগে প্রাণের আগুনের রহস্য জানতাম কেবল আমি আর হয়তো একজন। এখন তুমিও এই রহস্যের জ্ঞানের অংশীদার। আমি জানি না স্বর্গ তোমাকে দিয়ে কী করাতে চায়। তবে প্রার্থনা করি, স্বর্গ যেন তোমাকে এই জ্ঞান বইবার শক্তি সামর্থ্য দেয় এবং সর্বোপরি নিজের আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষের মতো স্বাভাবিক মৃত্যুর দিকে পথ চলতে দেয়।'

'ওই আগুনটা আমাকে দেখাবে, বাবা?'

'যদি তুমি চাও। অবশ্য স্বর্গেরও ইচ্ছা তা-ই। কিন্তু, মেয়ে, যা নিষিদ্ধ আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তুলবে তা দেখার দরকার কী?' বলতে বলতে কী হলো, হঠাৎ হেলে পড়ল নুট। আমি ধরে না ফেললে মেঝের ওপর আছড়ে পড়ত

BanglaBook.org

সে।

যাক, এরপর আরও তিনদিন শহরে রইল নুট। কিন্তু পবিত্র আগুন সম্বন্ধে আর কিছুই বলল না। আমিও জিজ্ঞেস করলাম না। তবে মিশরের অবস্থা, আমি কীভাবে কী করেছি, কীভাবে পালিয়ে এসেছি তার বিস্তারিত বললাম।

সব শুনে নুট বলল, 'এখানে কোরের গুহায় সন্ন্যাসী হয়ে থেকেছি আমি। তুমি সন্ন্যাসিনী হয়ে থেকেছ মিশরে আইসিসের মন্দিরে। আমরা দু'জনেই যার যার সাধ্যমতো দেবীর সর্বোচ্চ সেবার চেষ্টা করেছি। তাই আশা করি আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে আমাদেরকে উপযুক্ত পুরস্কার দেবেন তিনি। তবে, আয়েশা, আমার সময় শেষ। দায়িত্বও শেষ। কিন্তু তোমার আসল দায়িত্ব শুরু হলো মাত্র। তারুণ্য তোমাকে ছেড়ে গেছে বটে কিন্তু কমজোর নও তুমি। তাই গুরু দায়িত্বগুলো এখন তোমাকেই পালন করতে হবে।'

এবার আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বাবা। স্বর্গ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করতে করতে মাঝ বয়সে চলে এসেছি। কিন্তু বিনিময়ে কী পেয়েছি? আজকে বলা হচ্ছে, স্বর্গের ইচ্ছা এই বিরান দেশে একদল অর্ধ অসভ্যদের নিয়ে আবার সব নতুন করে শুরু করতে হবে। ওদেরকে বশ করতে হবে। এদেশ থেকে হারিয়ে যাওয়া এক ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে ওদেরকে। ওদেরকে দিয়েই সেনাবাহিনী গড়তে হবে, যুদ্ধ করতে হবে, ওদের থেকে খাজনা তুলতে হবে, প্রয়োজনমতো সেগুলো ব্যবহারের ব্যবস্থাও করতে হবে, দিনের পর দিন পরিশ্রম করতে হবে এবং পরের দিনের পরিশ্রমের স্বার্থে ও অনাগত ঝড়ঝাপ্টা সামলানোর জন্য বিশ্রাম নিতে হবে। তা হলে আমি কী? আমি হচ্ছি, দেবীর হাই প্রিস্ট, ভবিষ্যৎ বক্তা, সেনাবাহিনীর জেনারেল, আইন প্রণেতা, বিচারক, স্থপতি, কৃষক, একদল অর্ধ অসভ্যের রাণী। অথচ আমাকে

সহায়তা করার জন্য কেউ নেই। স্বামী-সন্তান তো দূর; বন্ধু, আত্মীয়, পরামর্শদাতা, এমনকি আমি মারা গেলে দু'ফোঁটা চোখের পানি ফেলার মতোও কেউ নেই। এতদিন ধরে দেবীর সেবা করার এই প্রতিফলই কি তিনি আমাকে দিচ্ছেন?' ভীষণ তিক্ত কণ্ঠে কথাগুলো বললাম।

জবাবে মিষ্টি করে হেসে নুট বলল, 'তোমাকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করছেন দেবী। তুমি সৃষ্টিশীল মানুষ। আর এখানে সবকিছুই একদম আদিরূপে আছে। এদের ওপর অনায়াসে তুমি প্রয়োগ করতে পারবে তোমার বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা। আমি জানি, ক্ষমতা ভালোবাস তুমি। এখানে তোমার কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউই নেই। কেউই তোমাকে মুখের ওপর না করতে পারবে না। তোমার রাজত্বে হামলা করার মতো কোন রাজা বা রাজত্বও নেই। তোমার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তোমাকে তুলে নেয়া বা অমন কিছু করার মতো সাহস করবে অমন কেউও নেই। সবসময়ই জেনেছি প্রকৃতির সাহচর্য পছন্দ কর তুমি। বলা চলে এই জায়গাটা বসেই আছে নিষ্কলুষ প্রকৃতির গর্ভে। তদুপরি, একাকী আত্মার প্রতিই স্বর্গের আশীর্বাদ বর্ষিত হয় বেশি। কাজেই এখানে যেহেতু তোমার সমস্ত উচ্চাভিলাষ বাস্তবতার মুখ দেখার সুযোগ পাচ্ছে তোমার তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। এখানকার কঠিন কাজগুলো সফলভাবে সম্পন্ন করার পর প্রসন্ন চিত্তে কবরে সমাহিত হবে তুমি। অবশ্যই তোমার কৃতকর্মের শুভফল পাবে পরপারে। সময় হয়ে গেছে, খুব শীঘ্রিই আমার মতোই তোমাকেও সন্ন্যাসব্রত নিতে হবে। তখন ধৈর্যের সাথে সমাপ্তির অপেক্ষায় থাকবে তুমি। হয়তো ওপারে গিয়ে সরাসরি প্রতিফল পাবে, হয়তো অন্য কোথাও নতুন দায়িত্ব পালনে পাঠানো হবে। তবে মনে রেখো, আয়েশা, আমাদের জীবন একটা সিঁড়ির মতো। এখানে প্রতি মুহূর্তে রিপুর বিরুদ্ধে লড়াই করে সর্বোচ্চ

BanglaBook.org

চূড়ায় ওঠার জন্য সংগ্রাম করতে হয়।'

'চূড়ায় পৌঁছার পর কী হয়, বাবা?'

'জানি না। তবে এটা জানি যে, একবার যদি পা পিছলায় তা হলে আবার শুরু থেকে শুরু করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। তখন আবার সেই মই বাইতে হয়। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে এইবারে মইয়ের প্রতিটি ধাপ থাকে কাঁটায় মোড়া।'

'মনে হচ্ছে, ওই গুহায় বসে থাকাটা তোমার জন্য কোন আনন্দের বিষয় নয়, বাবা।'

'সন্ন্যাস জীবন দুঃখ প্রকাশ ও অনুশোচনার জীবন, মা। এখানে আনন্দ বিনোদনের কোন অবকাশ নেই। জীবনদর্শন ও সমস্ত ধর্মই এই একই কথা বলে। এখন দুঃখ করো, পরবর্তী জীবনে অপার সুখ পাবে তুমি। কিন্তু এখন আনন্দে গা ভাসালে পরের জীবনে সীমাহীন দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই পাবে না।'

'দুঃখজনক শিক্ষা, বাবা,' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, মা, তা-ই। মৃত লোকের কথা যদি মানুষ শুনতে পেত, তো শুনত এই কথাই বলছে ওচাস, টেনেস বা নেকটানেবিস।'

বয়স আর পরকালের চিন্তার ভারে ক্লান্ত নুট আর কথা বলতে পারল না। বিশ্রাম নিতে গেল সে। এদিকে আমার মনে ঘুরে বেড়াতে থাকল চির যৌবনের সেই অগ্নিকুণ্ডের কথা।

পরের দিন। নুটের সাথে তার গুহায় চলেছি আমি। সত্যি বলতে আমি নিজেও নুটের সান্নিধ্য ত্যাগ করতে চাই না। অপরদিকে আপন মেয়ের মতো স্নেহ করায় আমাকেও ছাড়তে চায় না নুট। ফলে দু'জনেই চলেছি তার সন্ন্যাস জীবনের 'বাসস্থল' পাহাড়ি গুহা অভিমুখে।

কোর নগরের আশপাশের প্রান্তরকে ঘিরে রাখা সুউচ্চ

BanglaBook.org

পর্বত প্রাচীরের পাদদেশ পর্যন্ত পালকিতে চড়ে গেলাম আমরা। এরপর পদযাত্রা। পাহাড়ি দেয়ালের বেশ খানিকটা ওপরে উঠে পাথুরে একটা ভাঁজের পেছনে ঢুকতে হলো আমাদের। নিচ থেকে এই জায়গাটা দেখাই যায় না। এর খানিক পরেই আছে একটা গুহামুখ। দেখলাম, এখানে প্রচুর খাবার-দাবার রাখা আছে। কোরের লোকজন নুটকে নবী হিসেবেই জানে। তাই অত্যন্ত সম্মান করে তাকে। জানে কোন কারণেই নিজ গুহা ছেড়ে বের হয় না পবিত্র এই ব্যক্তিটি। তাই তার জন্য পর্যাপ্ত খাবার দাবার এখানে রেখে যায় ওরা।

গুহামুখে বেশ কিছু মশাল রয়েছে। অন্ধকার গুহায় আলো দেয়ার জন্য এই ব্যবস্থা। লম্বা গভীর ও ক্রমান্বয়ে নিচু হতে থাকা গুহা পেরিয়ে এসে দেখি সামনে মুখ ব্যাদান করে আছে ভয়ঙ্কর এক অন্ধকার গিরিখাদ। গুহার পর এখানটায় এক চিলতে খোলা আকাশ পেলেও চারপাশটা আকাশছোঁয়া পাহাড়ী দেয়ালে ঘেরা। ফলে এমনিতেই এখানে আলো কম। এর সাথে খাদের ভেতরের কালিগোলা অন্ধকার। মনে হচ্ছে খাদটা বুঝি অতলস্পর্শী। যেন এখান থেকেই শুরু হয়েছে নরকের মুখ।

BanglaBook.org

সন্দেহযুক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, 'বাবা, তোমার গুহাটা কোথায়? কোন্ পথে সেখানে যাও? এখানে তো কোন কিছুই চোখে পড়ছে না!'

এক গাল হেসে নুট বলল, 'পথ ওই অন্ধকারের ভেতর। দেয়ালের গা ঘেঁষে বেরিয়ে থাকা পাথুরে তাকে পা ফেলে ফেলে এগুতে হবে। আমার সাক্ষাৎ প্রার্থীকে এখান দিয়েই আমার কাছে যেতে হয়। অবশ্য আমার জন্য এটা-কোন ব্যাপার নয়। কারণ আমি জানি, পৃথিবীর অন্য যে-কোন জায়গার মতো এখানেও আমি সুরক্ষিত। উপরন্তু ওই পথও আমার পরিচিত। কিন্তু তুমি যদি ওই বিপজ্জনক পথে

নামতে না চাও তবে এখনই ফেরার সময়। পরে আর ফেরা যাবে না।'

নিচে তাকালাম। নড়বড়ে পাথরগুলোর দিকে তাকালাম একবার। কোনমতে চোখে পড়ছে সরু পাথুরে তাক। ওখান দিয়েই নামতে হবে। তবে সাহস হারালাম না। ভাবলাম, 'কোন মানব বা দানবকে ভয় পাই না আমি। যে পথে "প্রায় ভঙ্গুর" বুড়ো নুট যেতে পারে সেই পথে চলতে ভয় পাব আমি? মোটেও না। মৃত্যু এলে তা-ই সই। কিন্তু আমি যাবই।'

কাজেই নুটকে বললাম, 'চলো, বাবা, পথ দেখাও। তোমার পিছনেই আছি আমি আর আমার পিছে থাকবে ফিলো।'

আমার দিকে একবার প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল ফিলো। নাবিক হওয়ার সূত্রে প্রায়ই ওকে মাস্তুলের ডগায় উঠে অনেক কিছু দেখতে হয়। কাজেই সরু তাকের ওপর দিয়ে চলতে ওর ভয় পাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

আমরা চলা শুরু করলাম। প্রতিমুহূর্তে কমে আসছে দিনের আলো। তার ওপর পাথরের যে সরু তাকে পা ফেলে আমরা এগুচ্ছি ক্রমেই আরও সরু হয়ে আসছে সেটিও। পাহাড়ি খাদ হওয়ায় তার ভেতর ভয়ানক গতিতে বাতাস বইছে। তার গর্জনও রীতিমতো ভয়ঙ্কর!

পাহাড়ের গায়ে ভর দিয়ে ধীর কদমে এগুচ্ছি আমরা। পরিস্থিতি যতই জটিল হয় আমার সাহস ততই বাড়তে থাকে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হলো না। মন থেকে দূর হয়ে গেছে সমস্ত দ্বিধা ও ভয়। অথবা হয়তো নিচের গুহায় জ্বলতে থাকা সেই আগুনের উষ্ণতা ইতিমধ্যেই আমার মধ্যে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। সঠিক জানি না। ভয়ের তো প্রশ্নই আসে না। উল্টো আমার পেছনে হোঁচট খেতে খেতে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে আসতে থাকা ফিলোকে নিয়ে উপহাসের

BanglaBook.org

হাসি হাসতে পারতাম আমি। বেচারা ভয়ের চোটে নাকেমুখে প্রার্থনা করে চলেছে। একবার প্রার্থনা করছে দেবী আইসিসের কাছে আবার প্রার্থনা করছে ছোটবেলায় পূজা করা নানা গ্রিক দেব-দেবীর কাছে।

বিপজ্জনক পথটার শেষে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম আমি। হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়েছে প্রকম্পিত ফিলো। চিৎকার করে নুটকে সে বলল, 'এবার কী? তাড়াতাড়ি পথ দেখান নয়তো আমরা সবাই এখান থেকে পড়ে যাব!'

জবাবে নুট বলল, 'দেয়াল ধরে থাকো, ধৈর্য রাখো।'

ওভাবেই রইলাম আমরা। এবড়োখেবড়ো দেয়াল ধরে যতটা সম্ভব ভারসাম্য বজায় রেখেছি। ঠিক তখনই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। জানি না কীভাবে, উজ্জ্বল কমলা একটা আলোকরশ্মি প্রবেশ করল খাদের ভেতর। সন্দেহ নেই পাহাড়ি দেয়ালের কোন ফাটল দিয়ে আলোটা এসেছে। আলোর একটা তলোয়ারের মতো খাদের ভেতর প্রবেশ করল ডুবন্ত সূর্যের আলো। আমাদের সামনে উন্মোচিত হলো খাদের ভেতরের বেশ খানিকটা। শিউরে উঠে দেখলাম আমরা দাঁড়িয়ে আছি তাকের একেবারে প্রান্তে একটা পাথুরে চূড়ার ওপর। এরপর বেশ চওড়া অতল খাদ, খাদের পর প্রায় একই রকম আরেকটা চূড়া। দুই চূড়ার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে কাঠের ছোট ছোট পাটাতনকে রশি দিয়ে বেঁধে বানানো অত্যন্ত নড়বড়ে ও দোদুল্যমান একটা সেতু। সেতুর অপর প্রান্তের চার গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় পাথর। সেটার সাথেই সেতুর অপর প্রান্তটা বাঁধা। এখানেও বইছে প্রচণ্ড বাতাস। বাতাসের চাপে থরথর করে কাঁপছে পাথরটা। সেই সাথে দুলছে ব্রিজ। আতঙ্কজনক দৃশ্য।

চিৎকার করে নুট আমাদের বলল, 'আলো চলে যাওয়ার আগে তাড়াতাড়ি ওপারে চলো,' বলে সেতু পার

Banglabook.org

হয়ে অপর পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল সে। আলোর বর্শা তখন তার গায়ে। ডুবন্ত সূর্যের অদ্ভুত রক্তিম আলোয় মনে হচ্ছে একটা ভূত যেন দাঁড়িয়ে আছে ওপাশে। যা হোক তাকে অনুসরণ করলাম আমি। আমার পরে এল ফিলো। পাথরটা ছাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার পর চোখে পড়ল পাথর কেটে রুক্ষ হাতে বানানো একটা সিঁড়ি। ওটা বেয়ে কিছুদূর নামতেই হঠাৎ আমাদের সামনেটা আলোকিত হয়ে উঠল। মশাল জ্বলছে। চোখে পড়ল গোছানো একটা বাসস্থল। এবং অবশ্যই সেটা একটা গুহার ভেতর। আর মশালটা ধরে আছে এক বামুন!

প্রথম দর্শনেই আমার মনে হলো বামুনটা কোন সাধারণ মানুষ নয়। ও নির্ঘাত কোন আত্মা। নবী নুটের দেখভালের জন্য ওকে নিয়োগ দিয়েছে খোদ স্বর্গীয় শক্তি। একটা জিনিস আমি আর ফিলো দু'জনেই খেয়াল করেছি যে, বামুন লোকটা যতই আমাদের আশপাশে ঘোরাঘুরি করুক, ওর মুখ কখনোই দেখা যায়নি। যখন আলোর নিচে এসেছে দেখা গেছে ওর চেহারার ওপর ঝুলছে একটা পাতলা পর্দা। পর্দাটা ভেদ করে ভেতরে দৃষ্টি চলে না। তবে মানুষ হোক বা আত্মা, বলতেই হবে খুবই ভালো ভৃত্য সে। কারণ গুহার ভেতর আলাদা আলাদা আরও কতগুলো গুহা আছে। বা বলা চলে কামরা। সেগুলোর সবই পরিপাটি করে গুছানো। বিছানা পাতা, খাবার দেয়া, এমনকি আগুনও জ্বলছে জায়গামতো।

বাইরের গুহাটায় চোখে পড়ল পরিচিত একটা দৃশ্য। একটা তাকের ওপর রাখা আছে দেবী আইসিসের ছোট একটা মূর্তি। এই মূর্তিটা আমার খুবই চেনা জানা। খুব ভালোভাবেই মনে আছে যে, যখনই মন্দির ছেড়ে নুট কোথাও যেত সবসময়ই তার সাথে থাকত এই মূর্তিটা। ওজালে একে দেখেছি নুটের তাঁবুতে, দেখেছি ফিলিয়াতে, মেম্ফিসে এমনকি জাহাজ হাপির কেবিনেও একে দেখেছি। এখানেও

Banglabook.org

সেটা আছে। শুনেছি বিপদের সময় নুটকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দেয় এই মূর্তি। এমনকি নুটের সাথে কথাও বলে সে! অবশ্য এই দেবী মূর্তির মুখ থেকে আমি নিজ কানে কখনোই কোন শব্দ বের হতে শুনিনি।

নুট আমাদের বলল, 'তোমরা ক্লান্ত। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।'

তাই করলাম। চোখ বন্ধ করার আগে মনে হলো নুট যেন আর সাধারণ মানুষের কাতারে নেই। ইতোমধ্যেই দেবী মূর্তিটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনায় মগ্ন হয়ে গেছে সে।

ঘুম ভেঙেছে আমার। মনে হয় লম্বা সময় ধরে ঘুমিয়েছি। চোখ খুলে দেখি গুহার বাইরের দিকের কামরায় খাবার পরিবেশন করছে বামুনটি। কিন্তু তখনও সেই একই জায়গায় একইভাবে ঠায় বসে আছে নুট। প্রার্থনায় ডুবে আছে। হয়তো এই অবস্থা থেকে সে ওঠেইনি। সাধারণের জন্য এই কাজ কঠিন হলেও নুটের জন্য তা মোটেও কঠিন নয়। কারণ এমনিতেই আর দশজনের চেয়ে আলাদা সে। তদুপরি এখন সন্ন্যাসব্রত নিয়েছে। তাকে এভাবে প্রার্থনায় বসে থাকতে দেখে কেমন শিউরে উঠল আমার গা।

একই কথা বলল ফিলো। ভীত কণ্ঠে বলল যে, আমার পাশ ছেড়ে একবারের জন্যও যায়নি সে। কারণ তার মনে হচ্ছে জীবিত আর মৃত জগতের প্রান্তে বসে আছি আমরা।

নুটের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। আমাকে দেখে প্রার্থনা থেকে উঠে বসল সে। জিজ্ঞেস করল, রাতে আমার ঘুম ভালো হয়েছে কি না।

বললাম, 'ভালো বা খারাপ কোনটিই নয়। তবে ঘুমিয়েছি। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছি অনেক। ভীষণ অদ্ভুত সব স্বপ্ন। অতীত ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি আমি। মনে হলো যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটা গুহায় বসবাস

Banglabook.org

করছি আমি।'

'দেবতারা তোমাকে রক্ষা করুক,' যেভাবে নুট এই কথাটা বলল মনে হলো যেন কিছু একটা নাড়া দিয়েছে তাকে। ফলে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে সে।

'দেবতারা কি তোমাকে রক্ষা করেছে, বাবা? এই জায়গায় থাকছ কীভাবে? আশপাশে ঘোর অন্ধকার, মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল ধরে কেঁদে চলেছে পাহাড়ি হাওয়া! কথা বলার কেউ নেই, লোক সান্নিধ্য নেই। সঙ্গী বলতে এক বামুন সে-ও একেবারেই নির্বাক, ভূতের মতো। তার চেহারাও দেখা যায় না। এখানে আসার বুদ্ধি তোমাকে দিল কে বলো তো? পথই বা কে দেখাল? সব আমি জানতে চাই, বাবা। আমার মনে হচ্ছে আমার কাছে এখনও সবকিছু খুলে বলোনি তুমি। আমি সব জানতে চাই, বুঝতে চাই।'

'বেশ, বলছি। আরবে আমাদের প্রথম দেখা হওয়ার কথা মনে আছে তোমার? তখনই আমার বয়স ছিল অনেক। তারও অনেক আগে থেকে মিশরের মাটিতে আমি ছিলাম দেবী আইসিসের প্রধান পুরোহিত ও নবী। একই সময় আমি ছিলাম মিশরের রাজসভার প্রধান জাদুকর। অথচ আমি মিশরীয় নই। এমনকি ষাটটা গ্রীষ্ম দেখার আগে মিশরের নীল নদের পানি আমার চোখেই পড়েনি। বুঝতেই পারছ, মেয়ে, সাধারণ মানুষের আয়ু অনেক আগেই পেরিয়ে গেছি আমি।'

'কোথায় জন্মেছিলে তুমি, বাবা?'

'এই কোরের মাটিতে। এই দেশের মাটিতে রাজত্ব করা পুরোহিতদের শেষ বংশধর আমি। দেবতাদের অভিশাপে সব শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত পুরোহিত শাসিত এই দেশের শাসক ছিল আমার পূর্বপুরুষরা। আমাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী এই আগুনের অভিভাবক ছিল আমার দাদা, তারপর আমার বাবা। পরবর্তীতে তার কাছ থেকে এই দায়িত্ব বুঝে পেয়েছি

BanglaBook.org

আমি। এভাবেই এই আগুন সম্বন্ধে জেনেছি আমি। এখন আমার কাজ আমৃত্যু এই আগুনকে পাহারা দেয়া আর এই গুহায় বসেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায় থাকা। আমার দাদা জীবিত থাকাবস্থায় দেবী আমাকে মিশরে ডেকে নেন। এখন বুঝতে পারি কেন আমাকে ওখানে ডেকেছিলেন তিনি। ওখান থেকে দেবী আমাকে পাঠান আরবে। ওখানেই তোমাকে তুলে দেন আমার হাতে। এরপর তৃতীয়বারের মতো কোরে ফিরে আসি আমি। ততদিনে মারা গেছে আমার দাদা। পবিত্র আগুনের দেখাশোনা করতে করতে মারা গেছে আমার বাবাও। আমার সাথে কোর-এ এসেছে ফিলো। কোরের লোকদের দেখাশোনার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিই ওকে। তারপর আমার পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য অনুসারে আমিও চলে আসি অরক্ষিত এই পবিত্র আগুনকে পাহারা দেয়ার জন্য। এবং এখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে।'

'হ্যাঁ, আমার মাথায় এক পাহাড় বোঝা রেখে আমাকে বেমালুম ভুলে চলে এসেছ এই গুহায়,' অভিযোগ করলাম আমি।

'না, আয়েশা, কখনোই তোমাকে ভুলে যাইনি। তা ছাড়া আমি নিশ্চিত ছিলাম যে নির্ধারিত সময়ে আবার আমাদের দেখা হবেই। হয়েছেও তা-ই। সবসময়ই তোমার জন্য প্রার্থনা করেছি। এমনকি আমার স্বপ্নেও বারবার তোমার বিভিন্ন বিপদ সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করা হয়েছে। তেমনই এক স্বপ্নে দেখেছি দিক নির্দেশনা চেয়ে প্রার্থনা করছ তুমি। তখন স্বর্গীয় হুকুম মোতাবেক নির্দেশনা পাঠিয়েছি আমি। এবং তার অনেক আগেই ফিলোকে পাঠিয়ে দিয়েছি তোমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য। কারণ এটাই ছিল স্বর্গের হুকুম। গতরাতে তুমি যখন ঘুমিয়ে ছিলে তখনই জেনেছি, আমার সময় শেষ। আর হয়তো আমাদের কথা হবে না। আমার নিজের সন্তান নেই। কিন্তু তোমাকে আমার

BanglaBook.org

আত্মার সন্তান মনে করি। ভালোবাসি নিজ সন্তানের মতো। তাই আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর থেকে এই পবিত্র আগুনের রক্ষক হিসেবে নিয়োজিত করে যাচ্ছি তোমাকে। যখন তোমারও শেষ সময় চলে আসবে এখানে এসে অনুশোচনা আর প্রার্থনায় নিজেকে শুদ্ধ করবে। একই সাথে পাহারা দেবে এই পবিত্র আগুন। তারপর এতদিনের ত্যাগ তিতিক্ষার মিষ্টতম ফল পেতে মৃত্যুর দুয়ার পাড়ি দিয়ে রওনা হবে দেবীর কাছে।'

চারদিকের নিষ্প্রাণ পাথুরে দেয়ালের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিস্পৃহ কণ্ঠে বললাম, 'এটাই আমার দায়িত্ব?'

'হ্যাঁ, আয়েশা। এই পবিত্র ও মহান দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনকারীর চূড়ান্ত গন্তব্য হচ্ছে স্বর্গ। তবে মনে রেখো, আগুনের অভিভাবক কখনোই এই আগুনের স্বাদ নেয় না। তার দায়িত্ব একে দেখে রাখা, এর বেশি কিছু নয়। আর কোনভাবে এর অস্তিত্ব প্রকাশের হুমকি আসে তো চিরকালের জন্য একে মানবদৃষ্টির অন্তরালে পাঠিয়ে দেয়াই অভিভাবকের কাজ। কীভাবে তা করতে হবে শিখিয়ে দিচ্ছি,' বলে গোপন কিছু জিনিস আমাকে দেখিয়ে দিল পবিত্র আত্মা নুট।

দেখে, শুনে, বুঝে নিয়ে দায়িত্ব পালনে সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝোঁকালাম আমি। তারপর বললাম, 'বাবা, অভিভাবক নিজেই যদি আগুনে ঢুকে পড়ে তা হলে কী হবে?'

আঁতকে উঠল নুট। বলল, 'সঠিক জানি না। সম্ভবত এই আগুনই তখন ওই অভিভাবকের অভিভাবক হয়ে উঠবে। সে হবে বড় ভয়ানক ব্যাপার। এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে ভুয়া রক্ষকের বিনাশের কারণ হয়েছে খোদ এই আগুন। এর বেশি কিছু আমি জানি না। এমন দুয়েকজন আছে বটে, যারা ওই আগুনের তাপে শ্বাস নিয়েছে। কিন্তু আগুনের ভেতর নেমে পড়ার দুঃসাহস করেনি কেউ।'

BanglaBook.org

'কিন্তু, বাবা, দুই রাত আগেই না বললে, যে এই আগুনে নামবে চিরযৌবন, অতুলনীয় সৌন্দর্য আর অনন্ত জীবন পাবে সে? কেউই যদি এতে না নামে তা হলে ওসব তুমি জানলে কেমন করে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'আমি বলিনি যে, কেউই কখনও এতে নামেনি। হয়তো কেউ নেমেছে। হয়তো তাদেরই আজ পৃথিবী চেনে দেবতা বা শয়তান নামে। হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, হয়তো কাকতালীয়ভাবেই এতে নেমে গিয়েছিল তারা। এখানে আসার পথে ইথিওপিয়ানের মাথা সদৃশ পাথরের ওপর যাকে দেখেছ হয়তো সে-ও মরেনি, হয়তো এই আগুনে নিঃশ্বাস নিয়েছে সে, কে জানে! তবে সৌন্দর্য আর যৌবনের কথা সত্য। যা জানতাম বলেছি। এখন এসবে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা তোমার ব্যাপার। তবে একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছি, এই মরণশীল দেহ নিয়ে ভুলেও ওই আগুনের রহস্যের সমাধান করার চিন্তা কোরো না।'

'বেশ। কিন্তু যে আগুনটাকে আমি আমৃত্যু পাহারা দেব তাকে অন্তত চোখের দেখা দেখতে চাই আমি,' বললাম আমি।

'অবশ্যই দেখবে। দেখানোর জন্যই তোমাকে এখানে এনেছি। হয়তো ওটা দেখলে ওতে নামার ইচ্ছা তুমি ত্যাগ করবে। এখন খেয়ে নাও। তারপর ওটা দেখার জন্য প্রস্তুত হবে।'

Banglabook.org

বিশ

পবিত্র আগুন দেখার জন্য রওনা হয়েছি আমরা। আমরা মানে আমি, ফিলো আর নুট। সবার হাতেই একটা করে জ্বলন্ত লণ্ঠন। বন্ধুর পথে চলতে হবে বলে হাতে একটা লাঠি নিয়েছে নুট। আমাদের সবার গায়েই কালো পোশাক। কালো পোশাকের পটভূমিতে নুটের তুষার শুভ্র দাড়ি দেখে মনে হচ্ছে যেন মর্ত্যের মানুষ নয় সে। যেন এক দল 'মৃত'-কে পথ দেখিয়ে পাতালের দেশে যাওয়ার নৌকায় নিয়ে যাচ্ছে চ্যারন (গ্রিক পুরাণের একটি চরিত্র চ্যারন বা ক্যারন। পুরাণ মতে, একটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে মৃতদেরকে পাতালে হেইডিসের রাজত্বে যাওয়ার আগের নদীটি পার করে দেয় সে।)।

পাথুরে ধাপ বেয়ে অনেকটা নিচে নেমে এসেছি আমরা। পৌঁছে গেছি বিশাল বড় এক গুহায়। এতই বড় সেই গুহা যে, এর ছাদ বা দেয়াল কোনটা পর্যন্তই আমাদের মশালের আলো পৌঁছাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন অসীমের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে মশালের সামান্য আলো। সামনে কয়েক কদম ছাড়া ডানে বামে সামনে পিছে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। দূরের দেয়াল থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে আমাদেরই পদশব্দ। তৈরি হচ্ছে ভীতি জাগানিয়া আওয়াজ। দুটো অমন বিশাল গুহাপথ পার হলাম আমরা। তারপর এসে পৌঁছুলাম একটা প্যাসেজে।

BanglaBook.org

এখানে দাঁড়িয়ে পড়ল নুট। ফিলোকে বলল, 'এখানেই থাকো, অপেক্ষা করো। সামনে যা-ই আছে তা মানব দৃষ্টির জন্য উপযুক্ত নয়। আমরা যাওয়ার পর তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করবে। তারপরও যদি আমরা কেউ না আসি তা হলে ওপরে পাহাড়ের বাইরে ফিরে যাবে। সবাইকে জানাবে, নবী নুট আর পবিত্র নারী আয়েশাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন দেবী।'

যথেষ্ট অনিচ্ছা নিয়ে মুখ গোমড়া করে একটু দূরের একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল ফিলো। এই যাত্রাটা ওর ভালো লাগতে শুরু করেছিল। উপরন্তু আমাকে খুবই ভালোবাসে ও। আমার নিরাপত্তা চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। তাই ফিসফিস করে ওকে বললাম, 'দুশ্চিন্তা কোরো না। আয়েশার সময় এখনও আসেনি। জীবন বৃক্ষ থেকে আয়েশা নামের পাতাটি এখনি ঝরে পড়ছে না।'

ফিলো বলল, 'আমিও সেই প্রার্থনাই করি। আমার মনে হচ্ছে পাতালে হেইডিসের জগতে প্রবেশ করেছি আমরা। আর ওই বুড়ো মানুষটা আপনাকে কোথায় নিয়ে যাবে সে বিষয়ে কোন ধারণাই আমার নেই। তাই বলছি খুব সাবধানে থাকবেন,' বলে ইশারায় দেখিয়ে দিল লণ্ঠন হাতে প্যাসেজে ঢুকে পড়ছে নুট।

পেছন পেছন লণ্ঠন উঁচু করে ধরে আমিও প্যাসেজে প্রবেশ করলাম। সামনে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলছে নুট। লণ্ঠনটা তুলে ধরলেও আসলে তার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ প্যাসেজে হালকা গোলাপী একটা আভা ছড়িয়ে আছে। ফলে এখানে আবছায়া থাকলেও অন্ধকার নেই। এখান থেকে এগিয়ে আমরা ঢুকে পড়লাম সেই আলোর উৎসটার পার্শ্ববর্তী একটি গুহায়। এখানে আলো অনেক বেশি। সেই সাথে আছে বজ্রসম গর্জনরত বাতাস। তবে সেই আলো বা গর্জন কোথা থেকে আসছে ঠিক ঠাহর করা

BanglaBook.org

যাচ্ছে না। এটা পার হয়ে ঢুকে পড়লাম আরেকটা গুহায়। সাদা বালু দিয়ে ঢেকে আছে গুহার মেঝে। বৈসাদৃশ্য একটাই, সাদা বালুর ওপর পড়ে আছে একটা কঙ্কাল। তবে সময়টা তখন এমন ছিল যে ওই বিষয়ে তৎক্ষণাৎ নুটকে কিছু জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি। পরেও আর বিষয়টা আমার মনে আসেনি। যখন এসেছে তখন আর আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মতো কেউ বেঁচে নেই। হতে পারে অনন্ত জীবনের সন্ধানে কেউ এখানে এসেছিল। কিন্তু জীবনদায়ী আগুনের প্রচণ্ডতা দেখে এখান থেকে আর ফিরতে পারেনি সে। অথবা হয়তো অনন্ত জীবন চাওয়ার অপরাধে তাকে বলি দিয়ে দিয়েছে কোন মানুষ বা দেবতা। সঠিক জানি না। তবে এটা অবশ্যই স্বীকার করব যে, এখানে প্রকটভাবে অনুভব করছি মৃত্যুর সশরীর উপস্থিতি।

ঝড়ো সন্ধ্যায় দিগন্তে তৈরি হওয়া অতি উজ্জ্বল কমলা আভার মতো আলোয় ভরে আছে গুহাটা। সেই সাথে আছে বজ্রপাতের মতো প্রচণ্ড আওয়াজ। কঙ্করময় পথে চলমান হাজার হাজার চ্যারিয়টের চাকার আওয়াজে তৈরি হওয়া বজ্রধ্বনির মতো আওয়াজে ভরে আছে গুহাটা। খেয়াল করলাম গুহায় আলো বাড়ছে। সেই সাথে দ্রুত বাড়ছে বজ্রহুঙ্কার। অপার্থিব সেই ভয়ঙ্কর আওয়াজটা কানে তালা লাগিয়ে দেয়ার আগেই আমার হাত ধরে চিৎকার করে নুট বলল, 'হাঁটু গেড়ে বসো। আগুন আসা মানে দেবতার উপস্থিতি!'

বসে পড়লাম আমি। তবে বসতে গিয়ে ওই কঙ্কালটার গায়ে হাত লেগে গেল। সাথে সাথেই স্রেফ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল কঙ্কালটা। যেন ওটা কখনও এখানে ছিলই না। পড়ে রইল কেবল ওটার মাথা থেকে খসে পড়া দুটো বেণী। বেণী দেখে ধারণা করলাম কঙ্কালটা হয়তো ছিল কোন নারীর দেহাবশেষ। ঠিক তার পরমুহূর্তেই চোখের সামনে দেখতে

Banglabook.org

পেলাম অদ্ভুত দৃশ্যটা। হাজার রকম আলোর ঝলক নিয়ে উদয় হলো আগুনের বিশাল এক ঘূর্ণি। লক্ষ লক্ষ রাগান্বিত ষাঁড়ের হুঙ্কারের মতো গর্জনের সাথে উপস্থিত হলো সেটা। বিশালাকার এক মানবের রূপ নিল হুঙ্কাররত অগ্নিস্তম্ভ। তার চোখটাও স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমি। পান্নার মতো জ্বলজ্বলে দুই চোখে ফুটে আছে বাঘের মতো হিংস্রদৃষ্টি। সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে। পরমুহূর্তে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল তার টকটকে লাল দুই হাত। যেন আমাকে তুলে নেবে। কী ভয়ানক ব্যাপার! কিন্তু এই ভয়ানক আগুনটার বর্ণনার অতীত একটা সৌন্দর্যও আছে। এমন কিছু থাকতে পারে তা আমার কল্পনাতেও কখনও আসেনি।

আমাকে ডাক দিল আগুনের দেবতা। যেন সাধারণ কোন প্রজাকে ডাক দিল মহান এক রাজা। এই ডাক উপেক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি দাঁড়িয়েই পড়লাম প্রায়। তখনি খপ্ করে আমার হাত ধরে ফেলল নুট। বলল, 'আগুনের কাছে যেয়ো না।'

আমি তখনও স্তম্ভিত, মোহিত। মাথা নিচু করে স্থাণুর মতো বসে আছি। কত সময় পার হয়েছে বলতে পারব না। এক ঘণ্টাও হতে পারে আবার এক মিনিটও হতে পারে। যতক্ষণে আমি মাথা তুলেছি ততক্ষণে গায়েব হয়ে গেছে অগ্নিরূপী বিশাল দেবমূর্তি। আগের মতোই মৃদু গোলাপী আলোয় আলোকিত হয়ে আছে গুহার ভেতরটা।

নুটের সাথে গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। বা বলা ভালো আমাকে টেনে বের করে আনল নুট। বাইরে এসে দেখলাম আগের জায়গাতেই বসে আছে ফিলো। টেনশনে অস্থির হয়ে আছে ও। ওপরে নুটের গুহায় একসাথে উঠে এলাম আমরা। নীরবে বিশ্রাম নিলাম কিছুক্ষণ। তারপর নুট হঠাৎ আমাকে বলল, 'স্বর্গের হুকুম হয়েছে বলেই নিচের

BanglaBook.org

ঘটনাটা দেখতে পেয়েছ। কিন্তু ওই আগুনকে স্পর্শ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠতে দেখেছি তোমার ভেতর। ভুলে গিয়েছিলে ওটাকে স্পর্শ না করার ব্যাপারে আমার ও দেবীর কাছে শপথ করেছ তুমি। এখন স্পষ্টভাবে তোমাকে হুকুম করছি, যখন তোমার সময় আসবে পবিত্র এই আগুনকে পাহারা দিতে চলে আসবে ওপরের গুহায়। কিন্তু ভুলেও আর কখনও ওই আগুনের কাছে যাবে না বা চোখে দেখার চেষ্টা করবে না। অন্য সব বিষয়ে তুমি দৃঢ়চিত্ত হলেও এই ব্যাপারটায় নিজের ওপর তোমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আর যদি কখনও ওই আগুনকে স্পর্শ করো, তো দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, যেন আয়ুর সুতো কেটে দিয়ে তোমাকে নিজের কাছে নিয়ে নেন তিনি।'

সম্মতিসূচক বাউ করলাম আমি। নুট আর কোন প্রশ্ন করল না। আমিও আর কথা বাড়ালাম না। এরপর গুহায় ঢুকে সামান্য কিছু খেয়ে নিলাম। তারপরই সেই নড়বড়ে সেতুটা পর্যন্ত লণ্ঠন হাতে আমাদের এগিয়ে দিল নুট। এখানে দাঁড়িয়ে আমাকে আশীর্বাদ করল সে। সে ভেবে নিয়েছে পৃথিবীতে আমাদের এই শেষ দেখা। পানি চলে এসেছে নুটের চোখে। যদিও মুখে সে বিদায় বলেনি। তবে আমি বিদায় জানালাম তাকে।

আমরা কাঠের সেতুটা পার হওয়ার এক মুহূর্ত আগে ডুবন্ত সূর্যের আলো ঢুকে পড়ল গুহার ভেতর। আগের দিনের মতোই আলোটা সরাসরি গিয়ে পড়েছে নড়বড়ে পাথরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নুটের ওপর। আমরা এপারে চলে এসেছি। তখনও নুট ওখানে দাঁড়িয়ে। শেষবারের মতো তাকালাম তার দিকে। করজোড়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে দাঁড়িয়েই প্রার্থনায় ডুবে গেছে নুট। ঠিক তখনি কুপি নেভানোর মতো ডুবন্ত সূর্যের আলোটা চলে গেল। ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেল পুরো পাহাড়ি গুহা।

BanglaBook.org

বিপজ্জনক পথটা পাড়ি দিয়ে নিরাপদেই সমতলে ফিরলাম আমরা। দেরি না করে তখনি আমাদেরকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল পালকি বাহকরা। ছুটে চলেছে বেয়ারা, এক ছন্দে দোল দোল দুলে চলেছে পালকি। সেই সাথে ওদের ভাষায় অদ্ভুত স্বরে কী এক গান গেয়ে চলেছে। এ যেন ঘুমপাড়ানী গান। গানের সুরে দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসার কথা। কিন্তু আমার চোখে ঘুমের লেশমাত্রও নেই। আমার সমস্ত মন দখল করে রেখেছে সেই আগুনের চিন্তা। কী দেখলাম এটা! সত্যি দেখলাম? নাকি স্বপ্ন? সত্যিই কি এটা প্রাণের আগুন? ধরার গর্ভে লুকিয়ে থাকা এই আগুন কি সত্যিই অনন্ত যৌবন দিতে পারে? কিন্তু তা-ই যদি হয় তা হলে এর সম্বন্ধে এভাবে আমাকে সাবধান করল কেন নুট? তার কথায় তো বরং মনে হয়েছে জীবন নয় মৃত্যুদায়ী আগুন এটা! এবং এই ধারণারই সাক্ষ্য দিচ্ছে আমার স্পর্শে ধুলো হয়ে যাওয়া সেই কঙ্কালটি। এসব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। তবে এটা জানি, একদিন না একদিন আমার কপালে ওই দেবতার চুমু পাব আমি।

কোরে ফিরতে ফিরতে ভোর হয়ে গেল। পালকি থেকে নেমেই ফিলোকে গোপন একটা সঙ্কেত দিলাম আমি। সঙ্কেতটার অর্থ দেবীর নামে তাকে হুকুম করা হলো যেন সে যা দেখেছে বা শুনেছে সেই ব্যাপারে কখনোই কারও কাছে মুখ না খোলে। অবশ্য খুব বেশিকিছু ও দেখেনি

শুরু করলাম একটা জাতিকে নতুন করে গড়ার কাজ। ফিলোকে পাঠালাম ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এই এলাকার প্রচার-প্রসারের কাজ করতে।

নিজের কাজ শেষ করে এক রাতে ফিরে এল ফিলো। আমার কাছে এল তার কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে জানাতে। সব শোনার পর তাকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করলাম।

খানিক দ্বিধা করে ফিলো বলল, 'আইসিস কন্যা, জেনে

Banglabook.org

খুশি হবেন যে একা ফিরিনি আমি।’

‘তা তো জানিই। অনেকেই ছিল তোমার সাথে। তারা ফিরেছে,’ মন্তব্য করলাম আমি।

‘না, আসলে তা নয়। বলতে চেয়েছি, আমার সাথে এমন একজন এসেছে যে আমার সাথে যায়নি।’

‘উপকূলের কেউ এসেছে হয়তো,’ আমি তখনও নির্বিকার।

‘না, লেডি, জাহাজডুবির শিকার হওয়া মিশরীয় কিছু লোককে পেয়েছি। অসহায় অবস্থা দেখে সাথে করে নিয়ে এসেছি তাদের।’

‘মিশরীয়! কতজন লোক, ফিলো?’

‘নয়জন, লেডি। অবশ্য তাদের মধ্যে ভৃত্যই বেশি।’

‘বাহ্, খুব ভালো। এই বর্বরের দেশে মন খুলে দুটো কথা বলারও লোক নেই। মিশরের লোক পেয়ে ভালোই হলো। ওদের সাথে আলাপ করা যাবে। তবে এখন রাত হয়ে গেছে। ওরাও নিশ্চয়ই ক্লান্ত। আজ ওদের বিশ্রামের জন্য নিয়ে যাও। কাল দেখা করব। তুমিও নিশ্চয়ই ক্লান্ত। যাও বিশ্রাম করো।’

চলে গেল ফিলো। তবে খুব ইতস্তত করছিল ও। কে জানে কেন! আমিও শুতে গেলাম। কিন্তু কেন যেন ভয় করতে লাগল আমার। ভীষণ ভয়। মনে হতে লাগল কালো ছায়ায় আমাকে যেন ঢেকে ফেলছে শয়তান! মনে হচ্ছে এমন কিছু বা কাউকে আমার দেখতে হবে যাকে দেখার আশা আমি করি না। মনে হচ্ছে যেন নিরুপায় এক গ্ল্যাডিয়েটর আমি। বিপক্ষের ছুঁড়ে দেয়া জালের ফাঁসে আটকা পড়েছি। বৃথাই লড়ছি, অসহায় হয়ে তাকিয়ে আছি প্রতিপক্ষের হাতে ধরা ত্রিশূলের তীক্ষ্ণ ফলাগুলোর দিকে।

বলা বাহুল্য প্রতিপক্ষটা হচ্ছে নিয়তি আর তার হাতের ত্রিশূলটা হচ্ছে অনাগত অন্ধকার ভবিষ্যৎ, যার দিকে

BanglaBook.org

তাকিয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠবে যে কেউই।

এমন সময় আবার মনে হলো, কামরায় খোলা ছোরা হাতে নড়ছে কেউ। নিজের ওপর যেন স্পষ্ট অনুভব করছি মৃত্যুর শীতল দৃষ্টি। যেন শিকারের দিকে তাকিয়ে আছে শিকারি। এটা আসলে অস্বাভাবিকও নয়। এই বর্বর মানুষখেকোদের গলার কাঁটা হয়ে এসেছি আমি। নিজেদের ওপর থেকে আমার শাসনের জোয়াল সরাতে চাইতেই পারে ওরা।

এরপরই মনে হলো ওই ছোরাটা নেকটানেবিসের প্রেতাত্মার হাতে নেই তো? হয়তো ও জেনেই গেছে যে আক্ষরিক অর্থে না হলেও মোটের ওপর ওর পিঠে তলোয়ারটা আমিই ঢুকিয়েছি। আবার মনে হলো পার্সান রাজা ওচাস আর্টাজারজেস-এর কথা। ব্যাগোয়াসের বিষ যখন ওর ভেতরটা পোড়াচ্ছিল একই সময় ওর সারথিরা সব পুড়ে মরেছে আমার জ্বালানো আগুনে। এসব চিন্তা যেন অন্ধকার এক মেঘের মতো ঘিরে ধরছে আমাকে। সেই মেঘের বজ্র নির্ঘোষে যেন শুনতে পাচ্ছি ঘোর অমানিশার অশনিসঙ্কেত। আমার জীবনের আকাশে অশুভ গ্রহণের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। সব মিলিয়ে আতঙ্কে অস্থির হয়ে গেলাম আমি।

এসবের পর মাথায় এল ফিলো যে উদ্ধারকৃত মিশরীয়দের কথা বলল সেখানে কোন আততায়ী নেই তো? হয়তো আমাকে মেরে ফেলতেই এসেছে সে।

একের পর এক এত কিছু মাথায় এল অথচ একটিবারের জন্য এই চিন্তা এল না যে ক্যালিক্রেটিস বা সাবেক ফারাও কন্যা আমেনার্তাসের সাথে আবার দেখা হতে পারে আমার। এই ঘটনাটা আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল মরণশীল মানুষের চিন্তাশক্তির দৈন্যতা। শেষ পর্যন্ত একসময় ঘুমাতে পারলাম আমি। তবে

গভীর ঘুম নয়।

পরদিন সকাল। উদার হস্তে তাপ বিলাতে শুরু করেছে আফ্রিকার সূর্য। আজকের দিনটা উৎসব আর আনুষ্ঠানিকতার দিন। তাই দেবীর প্রধান পুরোহিত হিসেবে রাণীর সাজে সজ্জিত হয়েছি আমি। গায়ে চড়িয়েছি দেবীর প্রধান পুরোহিতের জন্য নির্ধারিত গহনা-রত্নরাজী। তারপর গিয়ে বসেছি আমার জন্য নির্ধারিত আসনে। আমার আসনটা মন্দিরের ভেতর কলামে ঘেরা সুন্দর একটা প্রাঙ্গণে। আমার আসনের পেছনে আনিয়ে নিয়েছি পৃথিবীর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা 'সত্য দেবী'-র একটি মূর্তি। মূর্তিটি এক কথায় অনন্য। অসাধারণ দক্ষ কেউ এটা বানিয়েছে। যা হোক আমি আসনে গিয়ে বসা মাত্রই শুরু হলো পুজো ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা। এক সময় তা শেষও হয়ে গেল। জড়ো হওয়া সকলকে দেবীর তরফে আশীর্বাদও করা হলো।

আমিও উঠব এমন সময় এল ফিলো। এমনভাবে সে মিশরীয়দের আনার অনুমতি চাইল যেন খুব অস্বস্তিকর কিছু করতে হচ্ছে তাকে। ভীষণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজটা করছে সে।

বললাম, 'নিয়ে এসো ওদের।' ভাবছি, কারা হতে পারে ওরা? অপকর্ম করে আইনের হাত এড়িয়ে পালিয়ে আসা কোন দুর্বৃত্ত? ঝড়ের কবলে পড়ে দক্ষিণে সরে আসতে বাধ্য হওয়া কোন নাবিক? নাকি অন্য কেউ?

ভাঙা ছাদ-কলামের আলো আঁধারির ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে ওরা। দূর থেকে ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। আরেকটু আলোকিত জায়গায় যখন ওরা এল, সামনের দু'জনকে মনে হলো অভিজাত কেউ। সঙ্গীদের থেকে আলাদা তো অবশ্যই। সাথে সাথেই আবার ছায়া ঘেরা অংশে ঢুকে পড়ল ওরা। আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সত্য দেবীর প্রতিমার পাশে এসে দাঁড়াল ওরা। মুখ তুলে চাইল।

BanglaBook.org

আমিও তাকালাম। সাথে সাথে এতটাই বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম যে, আমার হৃৎস্পন্দনও যেন থমকে গেল। স্বপ্ন দেখছি? নাকি কোন দুরাত্মা খেলা করছে আমাকে নিয়ে? এ-ও কি সম্ভব? আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ক্যালিক্রেটিস। তার সাথে দাঁড়িয়ে আছে মিশরের সাবেক ফারাওয়ের কন্যা রাজকুমারী আমেনার্তাস।

মুখের সামনে একটা হাত তুলে রেখেছি যাতে সহজে আমাকে ওরা চিনতে না পারে। ওভাবে হাত তুলে রেখেই বললাম, 'কোথা থেকে এসেছেন আপনারা? কী নাম আপনাদের? ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর কোরের রাণীর আতিথেয়তা কেন চাইছেন?'

দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল ক্যালিক্রেটিসকে। কিছু বলছে না। বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। তবে মুখ খুলল আমেনার্তাস। বলল, 'আমরা ভবঘুরে বণিক। খুব বড়-কিছু নই আবার একেবারে ফেলনাও নই। মাঝামাঝি। আমাদের জাহাজ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ডুবন্ত অবস্থায় আমাদেরকে উদ্ধার করেছে আপনার এই ক্যাপ্টেন। তারপর আমাদেরকে নিয়ে এসেছে এখানে,' বলে ফিলোকে দেখিয়ে দিল সে। ওদিকে ফিলোর মুখে ফুটে আছে বোকা বোকা হাসি।

'জাতিগতভাবে আমরা ফিনিশিয়ান।' তারপর নিজের আর ক্যালিক্রেটিসের ভুয়া নাম বলল মেয়েটা। অপ্রয়োজনীয় ওই নামগুলো ভুলে গেছি আমি। সে বলে চলেছে, 'আমরা যাদের শাসন করতাম, তারা বিদ্রোহ করেছে। দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে আমাদের। এই হচ্ছে আমাদের গল্প। ভাগ্যের ফেরে আপনার দেশে পৌঁছেছি। সৌভাগ্য ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত আপনার কাছেই আশ্রয় চাই।'

'বেশ। আশ্রয় পাবেন। এখন বলুন আপনারা পরস্পরের কী হন? ভাই বোন সম্ভবত?'

'সঠিক অনুমান করেছেন, লেডি। আমাদের নাম একই।

BanglaBook.org

তা থেকেই অনুমান করেছেন হয়তো।'

এবার আমি বললাম, 'আপনার বাবা মায়ের প্রতি সত্যিই কি সুবিচার করছেন? একজনকে দেখেই মনে হচ্ছে নীল অববাহিকার অভিজাত পরিবারের কেউ। যেন রাজরক্ত বইছে তার শরীরে। আর অপরজন খোদ গ্রিক দেবতা অ্যাপোলোর মতো। আবার দেখুন, আপনার কপালে রয়েছে মিশরের রাজ পরিবারের কপাল বন্ধনী। ফিনিশিয়ান কোন বণিক এই জিনিস কোথা থেকে পাবে?'

জবাবে আমেনার্তাস বলল, 'রক্ত সবসময়ই অদ্ভুত সব খেলা খেলে। খুঁজে বের করে দূর দূরান্তের পূর্বপুরুষদের। হয়তো তেমন কিছুই আমাদের বেলায়ও হয়েছে। হয়তো সে কারণেই আমরা একজন হয়েছি অ্যাপোলোর মতো ফর্সা আর অপরজন মিশরীয়দের মতো গাঢ় গাত্রবর্ণের। আর গহনার কথা বলছেন? এক আরব ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এটা কিনেছি আমি। তখন অবশ্য এর গুরুত্ব বা উৎস সম্বন্ধে জানতাম না। আপনার মুখ থেকেই শুনলাম।'

কথা বেড়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ওকে সামলাল ক্যালিক্রেটিস। মৃদু কণ্ঠে আমেনার্তাসিকে বলল, 'শেষ করো।' তারপর অবশ্য ও নিজেই মুখ খুলল। বলল, 'কোরের রাণী, এই লেডির কথায় কিছু মনে করবেন না। আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণে নানা সময় নানা জায়গায় আমাদেরকে নানা গল্প বলতে হয়েছে। তবে আপনার কাছে সত্য কথাই বলব। আমরা ফিনিশিয়ান নই। এক ঘরে আমাদের জন্মও হয়নি। জন্মসূত্রে আমাদের একজন গ্রিক আর অপরজন মিশরীয়। আর সম্পর্কে আমরা ভাই বোনও নই; স্বামী-স্ত্রী।'

শুনে মনে হতে লাগল, আইসিসের কাছে ওর কৃত শপথ এখনি যদি এদেরকে আলাদা করে দিত! শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'তাই নাকি, ভবঘুরে? বলুন তা হলে, আপনাদের ধর্মবিশ্বাস

BanglaBook.org

কী? কে-ই বা আপনাদের বিয়ে পড়িয়েছে? দেবতা জিউসের কোন মন্ত্রী কি আপনাদের হাত একত্র করেছে? নাকি হ্যাথরের বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে বিয়ের শপথ নিয়েছেন আপনারা?'

মুখ বন্ধ হয়ে গেল ক্যালিক্রেটিসের। কোন উত্তর দিতে পারল না সে।

তখন হেসে আমি বললাম, 'অভিজাত যুগল, আমার বরং মনে হচ্ছে আপনারা স্বামী-স্ত্রী নন বরং প্রেমিক প্রেমিকা। ওভাবেই আপনারা আছেন।'

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেছে ক্যালিক্রেটিস। এমনকি আমেনার্তাসের মুখেও ফুটে উঠেছে দ্বিধার ছাপ।

আর সহ্য হলো না আমার। বলে ফেললাম, 'গ্রিক ক্যালিক্রেটিস, আগে আপনি ছিলেন ফারাওয়ের সৈনিক। পরবর্তী সময়ে দেবী আইসিসের পুরোহিত। আর আপনি রাজকন্যা আমেনার্তাস, আপনি সাবেক ফারাও নেকটানেবিসের কন্যা। কেন ভাবছেন আবোলতাবোল বলে এমন একজনকে বোঝাতে পারবেন যাকে ধোঁকা দেয়া যায় না? হয়তো আগের মতো এবারও ফিলোকে ঘুষ দিয়েছেন। যেমনটা দিয়েছিলেন এক নারীকে জাহাজে লুকিয়ে রাখা ও পরে কোন এক দ্বীপে তাকে নামিয়ে দেয়ার জন্য।'

লাল হয়ে গেছে ক্যালিক্রেটিসের চেহারা। বলল, 'ঘুষ নিয়েও তা হলে আমাদের সাথে বেইমানি করেছে লোকটা।'

'না, ফিলো আমার ভৃত্য। সে বিশ্বস্ত। কোন কাজের জন্য কারও কাছ থেকে মূল্য নিলে তা সে সম্পন্ন করে। তাই নয় কি, ফিলো?'

কোন উত্তর নেই। আগেই সরে পড়েছে ফিলো। আমি বলতে থাকলাম, 'লেডি আমেনার্তাস, ফিলো আপনাদের সাথে বেইমানি করেনি। আপনার মাথার ওই তাজ প্রকাশ পাওয়ার পর আপনার পরিচয় কাউকে বলে দেয়ার দরকার

Banglabook.org

নেই। আপনার আঙুলের ওই আংটির কোন বিশেষত্ব আছে?'

'আমার লর্ডের দেয়া উপহার এই আংটি,' বলল আমেনার্তাস।

'তাই? ক্যালিক্রেটিস, "সূর্যের রাজকীয় সন্তান" নামাঙ্কিত আংটি আপনি পেলেন কোথায়?'

জবাবে ক্যালিক্রেটিস বলল, 'ওটা আংটির গায়ে খোদাই করা আছে। অনেকদিন আগে এক পুরোহিতকে যুদ্ধে বাঁচিয়েছিলাম আমি। সেই লড়াইয়ে আমি গভীরভাবে আহত হই। তখন আমার দ্রুত সুস্থতার জন্য এই আংটিটি পরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। বলা হয় এই আংটির আরোগ্য সাধনের ক্ষমতা আছে। আরও কথিত আছে, দেবতা ওসিরিসের পুনর্জাগরণের জন্য তার ভেতর আত্মা ফুঁকে দেয়ার আগে ভালোবাসার চিহ্ন হিসেবে তাকে এমন একটি আংটি পরিয়ে দিয়েছিলেন খোদ দেবী আইসিস। অথবা হয়তো এই আংটিটাই ছিল ওসিরিসের আঙুলে। সঠিক জানি না আমি।'

অদ্ভুত গল্প শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে উঠলাম আমি। বাধা দিয়ে বললাম, 'সেই জন্যই বুঝি আপনার ভালোবাসার নারীটির আঙুলে পরিয়ে দিয়েছেন একটা আশীর্বাদপ্রাপ্ত তালিসমান? নাকি ভেবেছেন এটা আঙুলে পরলে আপনাদের অনৈতিক সম্পর্ক টিকে থাকবে? শপথ নেয়া পুরোহিত, এই আংটি ছিল স্বয়ং খেমুয়াসের হাতে। খোদ মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনতে যে আংটি আপনার হাতে পরিয়ে দিয়েছিল দেবীর নবী, কোন্ সাহসে সেই মহামূল্যবান আংটিটি আপনার প্রেমিকার হাতে তুলে দিলেন?' বলতে বলতে চেহারার ওপর থেকে নেকাব সরিয়ে আলোয় এলাম আমি।

আমাকে দেখে ক্যালিক্রেটিস বলল, 'একবার মনে করেছিলাম বটে, যে হয়তো আপনিই এখানে। কিন্তু

BanglaBook.org

তারপরও... কে ভাবতে পেরেছে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরে আপনার দেখা পাব? দেবীর নবী, আইসিস কন্যা, জ্ঞানের কন্যা...' বলতে বলতে সেজদার মতো করে মাটিতে কপাল ঠেকাল সে। তারপর বলল, 'লেডি, দোষ স্বীকার করছি আমি। শাস্তি হিসেবে এখনই আমাকে হত্যা করুন। কিন্তু এই রাজকুমারীকে নিজের দেশে পৌঁছে দিন। কারণ ও কোন অপরাধ করেনি। শপথ করেছি আমি, ভেঙেছিও আমি। সে কোন শপথ করেনি, ভাঙেওনি। যেতে দিন তাকে।'

কিছুক্ষণ আমার দিকে নিশ্চুপ তাকিয়ে থেকে হা হা করে হেসে উঠল আমেনার্তাস। তারপর বলল, 'লর্ড, এই মহিলাই যে "আইসিসের পার্থিব রূপ" তা নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে? ফারাওয়ের চেম্বারে ভোজ অনুষ্ঠানে তাকে দেখেছিলাম আমি। সেদিনই তাকে নিজের দাসী করে নিয়ে গিয়েছিল সিডনের রাজা টেনেস। মনে আছে সেই নারী ছিল ভীষণ সুন্দরী। ধ্বংসপ্রাপ্ত এই নগরীর প্রায় বৃদ্ধা এই শাসিকা কোন মতেই সেই রমণী হতে পারে না। দেখো, কেমন বুড়িয়ে, শুকিয়ে গেছে সে। অথচ সেই রমণীর ছিল কোরালের মতো সুন্দর মুখ। ছিল বড় বড় টানা আয়ত চোখ। অথচ এর ছোট ছোট চোখে কেমন ঘোলা দৃষ্টি। আর এর চোখের নিচে দেখো কেমন কালো দাগ পড়ে গেছে। পুরুষের ভালোবাসা বঞ্চিত কুমারী নারী পুরোহিতদের প্রায় সবার চেহারায়ই এই দাগ দেখা যায়। হয়তো দেখা যাবে হাঁটু গেড়ে বসে মালা জপতে জপতে প্রার্থনা করায় হাঁটুতেও কালো দাগ পড়ে গেছে। লর্ড, সময় সবার ওপরই তার আঁচড় ফেলে যায়। কিন্তু তারপরও বলছি, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে, এ-ই সেই নারী।'

বিষমাখা কথাগুলো আমার কানে গেছে। যন্ত্রণার বাণে বিদ্ধ করে ঢুকে গেছে মনের গভীরে। কিন্তু তারপরও

Banglabook.org

হাসলাম। তবে স্বীকার করছি ওর কথাগুলো সত্য। আসলেই আমার আগের সেই দুনিয়া কাঁপানো রূপ যৌবন আর নেই। নিজেকে নিয়ে ভাবা অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি। আমার সমগ্র চেতনা জুড়ে আছে কেবল স্বর্গের চিন্তা। পার্থিব এসব দিকে কোন নজর দিইনি। ফলে এভাবেই আমার ওপর তার চিহ্ন ফেলে গেছে সময়। ছিনিয়ে নিয়ে গেছে আমার রূপ। অবশ্য এটাও ঠিক যে, ফারাওয়ের চেম্বারে সেদিন দেখা সেই আমেনার্তাস ছিল কিশোরী মাত্র। আমি তখনি ছিলাম পরিপূর্ণ যুবতী। ফলে এই বছরগুলোয় সে যুবতী হয়েছে আর আমি বুড়িয়ে গেছি।

আমেনার্তাসের এতগুলো কটু কথা শুনেও হাসছি আমি। কিন্তু আমার মনে রোপিত হয়ে গেছে ভয়াবহ এক পরিকল্পনার চারাগাছ। যে দেবতা মানুষের ক্রিয়াকলাপের হিসেব রাখে, সে লিখে রাখুক, যে পাপ আমি করেছি তার মূলে আছে আমেনার্তাসের এই তীব্র ব্যঙ্গোক্তি আর উপহাসগুলো।

খুব ধীরে ধীরে এবার আমি বললাম, 'ওঠো, ক্যালিক্রেটিস। তোমার ঊর্ধ্বতন পুরোহিত হিসেবে এককালে যে দায়িত্ব পালন করেছে তার মুখ থেকে এসব দম্ভোক্তির জবাব শোনা তোমার জন্য সুখকর হবে না। জবাব আমি দেবও না। তবে জেনে রেখো, যা গেছে তাতে আমি খুশি। কারণ এই বলি দেয়ার সুযোগ আমাকে দিয়েছে খোদ জ্ঞানের দেবী আইসিস। আর দশটা ভেটের মতো আমার রূপও দেবীর পায়ে অর্পিত আরেকটি ভেট। আর হ্যাঁ, ক্যালিক্রেটিস, যদি পার তো তোমার সাথের এই নারীর জিভটা নিয়ন্ত্রণ করো। দেবীকে উপহাস করছে সে। দেবী কিন্তু কোরে বা মিশরে থাকেন না, থাকেন স্বর্গে। তিনি ক্ষমাশীল। কিন্তু তিনি রেগে গেলে কী হয় তুমিও তা জানো। আর জেনো, এই মন্দির প্রাঙ্গণ দেবী আইসিসেরই

BanglaBook.org

মন্দির। বহুকাল আগেও এখানে তাঁরই পূজা হতো। এখন যাও বিশ্রাম করো। তোমার প্রেমিকাকেও সাথে নিয়ে যাও। বাজারের মহিলাদের মতো তার ছুঁড়ে দেয়া ব্যঙ্গোক্তি বা বক্রোক্তিতে আমি বেশি কিছু মনে করিনি। যাও।'

একুশ

পরদিন আমার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইল ক্যালিক্রেটিস। ওকে একা আসার অনুমতি দিলাম। দেখা করলাম আমার ব্যক্তিগত চেম্বারে। বর্ম পরে এসেছে ও। রোদ পড়ে চকচক করছে সেটা।

ক্যালিক্রেটিস বলল, 'লম্বা ভ্রমণের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছে আমেনার্তাস। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, শরীর খুব গরম। সম্ভবত উপকূলের জ্বর পেয়ে বসেছে ওকে। তাই ও নিজে আসতে পারেনি। বলে পাঠিয়েছে, গতকাল ও যা বলেছে, বলেছে জ্বরের ঘোরে, মন থেকে নয়। তাই গতকাল কোন কথা দিয়ে যদি আপনাকে আঘাত দিয়ে থাকে তার জন্য ক্ষমা চেয়েছে সে।'

'আগেই ক্ষমা করে দিয়েছি। উপকূলের এই জ্বরটা থেকে আমি নিজে নিরাপদ। তবে এর সম্বন্ধে আমি জানি। ওর দেখাশোনা করার জন্য ওষুধপত্র দিয়ে একজন মহিলা পাঠিয়ে দেবখন। তবে ভয়ের কিছু নেই। অসুখটা প্রাণঘাতী নয়। অসুবিধা না থাকলে তোমার গল্প শোনাও। মেম্ফিস থেকে বিদায় নেয়ার পর অনেক কিছুই ঘটেছে। তোমার

BanglaBook.org

মনে আছে কি না, তোমার মিশন ছিল নুটকে সাহায্য করা। নিজস্ব কারণেও ওই মিশনে যেতে চেয়েছিলে তুমি। আমার ধারণা নুটের সাথে একাই গিয়েছিলে তুমি, প্রিন্সেসকে সাথে নিয়ে নয়, তাই না?'

গম্ভীর কণ্ঠে ক্যালিক্রেটিস বলল, 'হ্যাঁ, লেডি। পার্সানদের ধাওয়া খেয়ে নীল নদ থেকে সাগরে চলে আসার আগ পর্যন্ত জানতামই না যে, জাহাজে আছে প্রিন্সেস।'

'বুঝেছি। তোমাকে নিয়ে ইচ্ছেমতো খেলেছে খোদ নিয়তি। নাকি বলব, তোমার প্রতি সদয় ছিল ভাগ্যদেবী? কারণ, নেকটানেবিসের সাথে থিবিস বা ইথিওপিয়ার দিকে রওনা হওয়ার বদলে "ভুলবশত" তোমাদের জাহাজে উঠে পড়ে লেডি আমেনার্তাস।'

'দয়া করে উপহাস করবেন না, লেডি। কোন্ জাহাজে উঠছে তা খুব ভালো করেই জানত আমেনার্তাস। কিন্তু ওর কথা আমি জানতাম না। মেম্ফিসেই ওকে চিরবিদায় জানিয়ে গেছি আমি। নেকটানেবিসের জাহাজে ওর মতো করে সাজিয়ে অন্য কাউকে তুলে দিয়েছে ও। আর নিজে সমস্ত বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করে চলে এসেছে এদিকে।'

'সাহসী মেয়ে। আমি সাহসিকতা পছন্দ করি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ওর উদ্দেশ্য ছিল কী?'

'আপনি তো সবই জানেন, লেডি ভালোবাসার মানুষকে পাওয়ার জন্য এসেছে ও।'

'মেয়েটা সবকিছুর ওপরে স্থান দিয়েছে প্রেমকে। ভালোবাসা পাওয়ার জন্য নিজের মান-সম্মান, বিলাসী জীবন সব ছেড়ে এসেছে। জয় করেছে তোমাকে। কিন্তু সে কি একবারও খেয়াল করেছে যে নিজেকেই লজ্জায় ডুবিয়ে এসেছে সে? এমনকি তোমার আত্মাকে নিয়ে ফেলেছে পঙ্কিলতার অতল গহ্বরে। সেটা কি ওর নজরে এসেছে?'

জবাব দেয়ার সময় রুক্ষ হয়ে গেল ক্যালিক্রেটিসের

কণ্ঠ। ও বলল, 'মেয়েটিকে আমি ভালোবাসি, লেডি, সম্মান করি। ও যখন স্রেফ কিশোরী ছিল তখন থেকেই ওকে ভালোবাসতাম। ওর কারণে আমার নিজের ভাইকে পর্যন্ত খুন করে ফেলেছি। আসলে তখন ভয় পেয়েছিলাম যে, নারীত্বের পূর্ণতা পেয়ে গেলে আমার বদলে আমার ভাইকেই হয়তো ভালোবাসবে ও। কিন্তু পরে জেনেছি ও যা করেছে তা ছিল অভিনয়, কিশোরীসুলভ আচরণ। চেয়েছিল অভিনয় করে আমাকে আরও কাছে টানতে।'

'দেখা যাচ্ছে, তোমাদের জন্য কেবল দুর্ভাগ্যই বয়ে এনেছে সে। ওর কারণে ভাইকে খুন করল ভাই। তারপর জীবিত ভাইয়ের ভালোবাসা সে জয় করল বটে কিন্তু তাকে বানিয়ে দিল ধর্মদ্রোহী, মহাপাপী। অর্থাৎ মানুষ আর দেবতা দুইয়ের চোখেই মানুষটিকে ঘৃণ্য বানিয়ে দিল সে।'

'অনেকটা তা-ই, লেডি। কিন্তু কথা হচ্ছে আমাকে ভীষণ ভালোবাসে মেয়েটা। ওর ভালোবাসা এতই প্রবল যে আমি চাই বা না চাই, ওকেই আমার ভালোবাসতে হবে। লেডি, আপনি তো অনেক জ্ঞানী। বলুন দেখি, সেদিন হাপির ডেকে আপনি যদি আমার জায়গায় দাঁড়াতেন তা হলে কী করতেন?'

'হয়তো তুমি যা করেছ, ক্যালিক্রেটিস, আমিও তা-ই করতাম। তারপর তোমার মতোই হয়তো অভিশপ্ত হয়ে যেতাম। পুরুষ পুরুষই। যত শপথের বাঁধনেই তাকে বাঁধা হোক, সুন্দরী নারীর কমনীয় ঠোঁটের স্পর্শের মোহ তাকে সব শপথই ভুলিয়ে দেয়।'

'হয়তো তা-ই, লেডি। একবার মন্দিরের গোপন চেম্বারে বসে স্বর্গীয় দেবীর ঠোঁটের পবিত্র স্পর্শ পেয়েছিলাম। সেই স্মৃতি আজও ভুলতে পারিনি আমি।'

'তাই? তুমি তো এখন আর আমাদের দেবীর অনুসারী নও। তাই তোমাকে সত্যটা বলছি। সেদিন দেবীর আসনে

Banglabook.org

বসে দায়িত্ব পালন করেছি আমি। ধর্মীয় আচারের অংশ হিসেবে আমিই তোমাকে চুমু খেয়েছিলাম,' বললাম আমি।

খানিক দ্বিধাগ্রস্ত দৃষ্টিতে আমাকে দেখল ক্যালিক্রেটিস। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'আমিও তা-ই ভেবেছি। কারণ আমার সবসময়ই মনে হতো কোন দেবী কখনোই কাউকে এত মিষ্টি করে চুমু দেবে না।'

কিছু একটা বলতে গিয়েও দ্বিধান্বিত হয়ে থেমে গেল। তারপর সাহস করে বলেই ফেলল, 'লেডি, আপনি সবসময় বলেন আমি অভিশপ্ত। কিন্তু কেন দেবী আমার ওপর রাগান্বিত তা কি জানাতে পারেন?'

'পারি। মনে করে দেখো, নিজেকে দেবীর হাতে সমর্পণ করার শপথ করেছিলে তুমি। এর অর্থ, আধ্যাত্মিকভাবে তোমার আত্মা দেবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সেই শপথ রক্ষা করনি তুমি। দেবীকে বাদ দিয়ে ঝুঁকে পড়েছ পার্থিব এক নারীর প্রতি। তুমি কি জানো না, দেবীর থেকে মুখ ফিরিয়ে মানব কন্যাকে চাওয়ার অর্থ দেবীকে চূড়ান্ত অপমান করা?'

'কিন্তু, লেডি, স্বয়ং দেবী আইসিসও দেবতা ওসিরিসের বিবাহিতা স্ত্রী। উপরন্তু, আমি তো এমনও শুনেছি যে, কিছু নারী ও পুরুষ পুরোহিতও রয়েছেন যাঁরা দেবীর একনিষ্ঠ সেবায়েত অথচ তাঁরা বিবাহিত। তা হলে?'

'যথাযথ রীতি পালনের মাধ্যমে পাপ মোচনের পরই কেবল অমন অনুমতি দেয়া হয়। তা-ও ক্ষেত্র বিশেষে। এবং সেই অনুমতিও যে সে দিতে পারে না। এই মুহূর্তে ওই অনুমতি দেয়ার ক্ষমতা কেবল পবিত্র আত্মা নুট ছাড়া আর কারও নেই। কিন্তু তোমাকে বিয়ের অনুমতি দিল কে, ক্যালিক্রেটিস? নাকি, হাপিতে থাকতেই নুটের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিয়েছিলে?'

BanglaBook.org

'না। চিন্তাটা আমার মাথায় কখনও আসেইনি। তা ছাড়া অমন কিছু প্রার্থনা করলেও আমার ধারণা আমাকে অভিশাপের বন্যায় ভাসিয়ে দিতেন তিনি, ডেকে আনতেন স্বর্গের প্রতিশোধ। লেডি, পদস্খলিত পুরোহিতদের ভাগ্যে কী হয় তা কি আপনি জানেন?'

'জানি। মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তাদের। কখনও আগুনে পুড়িয়ে, কখনও বিষ খাইয়ে, কখনও বা বদ্ধ কক্ষে আটকে শ্বাসরুদ্ধ করে। এই মহাপাপের শাস্তি তার পাপের ধরন অনুসারে দেয়া হয়। কিন্তু তারপরও বলব, নুটকে সত্যি না জানিয়ে এবং বিয়ের অনুমতি প্রার্থনা না করে ভীষণ ভুল করেছ তুমি।'

'আমার কি খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে, নবী? সব পাপেরই তো মার্জনা আছে জানি। তা হলে আমি কেন মার্জনা পাব না? আর নুট কোথায় আছে বা আদৌ বেঁচে আছে কি না তা-ও আমি জানি না।'

'হ্যাঁ, এটা সত্য যে সব পাপেরই মার্জনা আছে। কিন্তু কখন? যখন সেই পাপের মৃত্যু হয়, প্রায়শ্চিত্তের আগুনে মুছে যায় পাপের গ্লানি, তখন। কিন্তু যে পাপ করেই চলেছে তার ক্ষমা হয় কীভাবে? তার পাপের পাহাড় ক্রমেই বড় হয়ে চলেছে। যা হোক, নুট কাছেই আছে। তোমার ঘটনা তার কাছে বলে তার রায় জানতে চাইবে?'

'জানি না, লেডি। খুব অদ্ভুত একটা অবস্থায় পড়ে আছি আমি। শরীরের প্রতিটা বিন্দু দিয়ে আমেনার্তাসকে ভালোবাসি। কিন্তু কখনোই আমাদের আত্মা এক হয়নি। বরং আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে যোজন যোজন দূরত্ব। সর্বদা স্বর্গের চিন্তায় মত্ত আমার আত্মা। চিরন্তন সত্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় সে। কিন্তু তাকে আমেনার্তাস নামের বন্দরে আটকে রেখেছে ভালোবাসা নামের নোঙর। ওদিকে আমেনার্তাস আমার মতো করে ভাবে না। ওর কাছে পার্থিব

BanglaBook.org

জীবনের সুখটাই মুখ্য। আত্মার মুক্তি নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা নেই। ও সবসময়ই বলে, "স্বর্গ থাকলে থাকুক! কিন্তু এই মুহূর্তে তো সেটা আমি পাচ্ছি না। বরং তাকিয়ে দেখো, পায়ের নিচেই রয়েছে আদিগন্ত বিস্তৃত এই জমিন। আর মাথার ওপর আকাশ। এটাই তো বাস্তবতা। আর বাস্তব হচ্ছি আমি। আমাকে দেখো, বলো, আমি কি যথেষ্ট সুন্দরী নই? আমৃত্যু তোমাকে ভালোবেসে যাব আমি। কিন্তু দেব-দেবীরা তোমাকে কী দেবে? ভীষণ প্রতিশোধ-পরায়ণ তারা। যন্ত্রণা ছাড়া মানুষকে তারা আর কী দেয় বলো তো? বরং আমি তো দেখেছি পান থেকে চুন খসলেই পূজারীকে অভিশাপের বন্যায় ভাসিয়ে দেয় তারা। আসলেই কি এমন কোন দেবতা আছে যারা ভয়ার্ত মানুষের কল্পনা থেকে সৃষ্টি নয়? প্রকৃতিতে তো সবই আছে। তা হলে আর দেবতার অনুসন্ধান কেন? এই সবই আসলে কুসংস্কার। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলোর অবস্থা এতই শোচনীয় যে আকাশে জ্বলজ্বলে সূর্য থাকার পরেও ভর দুপুরে স্রেফ ভয়ের কারণে থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে তারা।"—এমন সব কথা বলে আমেনার্তাস।'

এবার আমি বললাম, 'আচ্ছা, তোমাদের কখনও সন্তান হয়েছিল, ক্যালিক্রেটিস?'

'হ্যাঁ। ফুটফুটে সুন্দর একটা বাচ্চা হয়েছিল আমাদের। কিন্তু ওই সময় আমাদের পরিস্থিতি এতই কঠিন ছিল যে ঠিকমতো খাবারও জোটাতে পারতাম না। আমেনার্তাসের বুকের দুধ শুকিয়ে যায়। দুধের অভাবে মারা পড়ে আমাদের বাচ্চাটি।'

'বাচ্চাটির ওই করুণ মৃত্যুর পরও কি দেবতাদের অস্তিত্ব নিয়ে এভাবে কথা বলত আমেনার্তাস? সে কি তখনও বলত যে, কোন ঈশ্বর নেই? বা মৃত্যুর পর আর কোন জীবন নেই?'

BanglaBook.org

'না, ঠিক তা নয়। বাচ্চাটার মৃত্যুর জন্যও দেবতাদের দায়ী করত ও। গালিগালাজ করত তাদের। মনে আছে, বাচ্চাটি যখন মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিল তখন কাঁদতে কাঁদতে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করত যাতে বাচ্চাটি মারা না যায়। কিন্তু পরে ওসব ভুলে গেছে আমেনার্তাস। পরে দেখেছি পাতালের কোন এক আত্মার উদ্দেশে বলি দিচ্ছে ও। ওই আত্মার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে যেন ওকে আরেকটি সন্তান দেয় সে। আমাকে ও এ-ও বলেছে যে, খুব শীঘ্রিই বাস্তবের মুখ দেখবে ওর এই প্রার্থনা।'

'বেশ, বেশ! নেকটানেবিসের মতো আমেনার্তাসও কালো জাদুর চর্চা করে তা হলে?'

'জী, লেডি। আমার মনে হয় এটা ওদের বংশগত ব্যাপার। আমেনার্তাস ছোট থাকতেই ওকে এসব শিখিয়েছে ফারাও। ওসব কখনোই ভোলেনি ও। তবে এই বিষয়ে আমি কখনও কিছু জানতে চাইনি, চাইবও না। কিন্তু এটা দেখেছি, আমাদের বিপদের সময় ওই আত্মার কাছে আমেনার্তাসের প্রার্থনা সুফল বয়ে এনেছে। ঠিক যেমনটা হলো এবার। জাহাজডুবি হলো, মরতে বসেছি আমরা। তখন ওই আত্মার কাছে প্রার্থনা করল আমেনার্তাস। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ নিয়ে হাজির হলো ফিলো। আমাদের উদ্ধার করল সে।'

'তোমার সন্তানের পথ পৃথিবী থেকে পরজগতের দিকে চলে গেছে। একইভাবে ফারাও নেকটানেবিসের পথ গেছে সিংহাসন থেকে অন্য দিকে। কিন্তু কোন্ দিকে তা কি জানো? আমার জ্ঞানে অবশ্য তা কুলাচ্ছে না। লেডিকে বোলো পারলে সেটা জেনে নিতে। তাতে হয়তো বা পরকাল আর ঈশ্বর নিয়ে তার বিভ্রান্তি কাটতে পারে। আর বিয়ের অনুমতি তুমি চাইবে কি না সেটা পুরোপুরি তোমার ব্যাপার। নুট কাছেই আছে। কেবল সে-ই পারে তোমাকে

BanglaBook.org

অনুমতি দিতে। এখন তোমার যা ইচ্ছা করো।'

'হ্যাঁ, লেডি। আমেনার্তাস একটু সুস্থ হলেই নুটের কাছে আমরা যাব।'

'লেডি আমেনার্তাস অনেকদিন অসুস্থ থাকতে পারে। ততদিনই কি অপেক্ষা করবে? নুটের বয়স অনেক। কখন কী হয় বলা যায় না। আমার পরামর্শ, আগামীকালই নুটের কাছে যাও।'

'তা আমি পারব না, নবী। অদ্ভুত সব চিন্তা ভাবনা কাজ করে আমেনার্তাসের ভেতর। ওর ধারণা, আমি সামনে না থাকলে ওর ওপর বিষ প্রয়োগ করা হবে।'

'বেশ তো, ওকে বলো ও যে আত্মার আরাধনা করে তার জন্যে আরও বড় বলি দিক। যেন সমস্ত বিপদ আপদ থেকে লেডিকে রক্ষা করে সে। তবে তার আদৌ কি দরকার আছে? কারণ আমি কথা দিচ্ছি কোরের মাটিতে থাকতে তার ওপর কেউ বিষ প্রয়োগ করবে না, ক্ষতিও করবে না। তবে যেসব দেবতাদের থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাঁরা যদি কিছু করেন তো সেটা ফেরানোর ক্ষমতা আমার বা অন্য কারও নেই। অনেক কথা হয়েছে, ক্যালিক্রেটিস। এবার যাও, বিশ্রাম নাও গিয়ে। বিদায়।'

বিনীতভাবে আমাকে বাউ করে উঠে গেল ক্যালিক্রেটিস। কিন্তু দু'কদম না যেতেই আবার ফিরে এল। প্রশ্ন করল, 'লেডি, দেবতাদের কথা বললেন। কিন্তু আপনি আর আমি তো একজন দেবতাকেই চিনি। তিনি আইসিস। বলতে পারেন, দেবী আইসিস আসলে কে বা কী?'

প্রশ্নটা আসলেই গভীর। তাই উত্তর দেয়ার আগে কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে ভেবে নিলাম আমি। তারপর বললাম, 'সত্যি বলতে আইসিস আসলে কে বা কী আমি জানি না। তবে এটা জানি সারা দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ লোক বিভিন্ন দেব-

BanglaBook.org

দেবীর উপাসনা করে। কিন্তু স্বপ্নে দেখা বা কল্পনা করা ভিন্ন অন্য কোনভাবে কোন দেব-দেবীকে বাস্তবে কেউ কখনও দেখেনি। তারা বরং কল্পনার আশ্রয় নিয়ে কাঠ বা পাথর কুঁদে তৈরি করেছে দেবতার কাল্পনিক প্রতিরূপ।' তারপর আমার পাশে থাকা 'সত্য' দেবীর মূর্তি দেখিয়ে বললাম, 'এই দেখো আইসিসের আরেক রূপ, সত্য দেবী। তাঁর মুখ লুকানো। এভাবেই একেক জায়গায় একেক রূপে বিশ্ব শাসন করছেন তিনি। তিনি মহান স্বর্গীয় শক্তির হাজারো রূপের একটা রূপ। যুগে যুগে মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়েছে। সেই সাথে পরিবর্তিত হয়েছে দেবীকে নিয়ে লোকের ধারণা। ফলে একেক সময় একেকভাবে তাঁকে কল্পনা করেছে লোকে। সত্য হচ্ছে প্রতিটি আত্মার ভেতরই তাঁর বসবাস। তাঁকে দেখা যায় না, অথচ তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। তাঁকে ছোঁয়া যায় না অথচ পূজারীর প্রতিটি প্রার্থনার জবাব দেন তিনি। তাঁর সিংহাসন স্বর্গে নয় বরং তিনি বসে আছেন জীবিত প্রতিটা প্রাণীর অন্তরে। একদিন হয়তো তাঁর সামনে আমরাও দাঁড়াব। জানি না সেদিন তাঁকে আমরা চিনব কি না। তবে এটা নিশ্চিত যে তিনি আমাদের অবশ্যই চিনবেন। এটাই হচ্ছে আইসিসের বর্ণনা। তিনি নিরাকার কিন্তু প্রতিটা বস্তুতে তিনি বিরাজমান। কেউ কেউ ভাবতে পারে তিনিও পুরোহিতদের কল্পনার ফসল। কিন্তু আমি বলছি সবচেয়ে নিরঙ্কুশ সত্য হচ্ছে তাঁর অস্তিত্ব।'

এবার ক্যালিক্রেটিস বলল, 'এটাই যদি দেবী আইসিসের রূপ হয় তো অন্যান্য দেব-দেবীদের ব্যাপারে কী বলবেন, লেডি?'

'তাঁরা সবাই আইসিস। লোকে হাজারো দেবতার আরাধনা করে। কিন্তু সত্য হচ্ছে ঈশ্বর মূলত একজনই। দেবতারা হচ্ছেন তাঁরই বিভিন্ন রূপ। অথবা হয়তো দেবতা দু'জন। একজন সমস্ত ভালো কিছুর দেবতা, অপরজন

BanglaBook.org

খারাপের। তুমিও জানো, ক্রমাগত লড়াই করে চলেছেন মিশরীয়দের দেবতা হোরাস ও টাইফুন। কিন্তু কেন? কারণ স্রষ্টার বানানো আত্মাগুলোকে রক্ষা করার জন্য। সৃষ্টির শুরু থেকেই এভাবে লড়ে চলেছেন তাঁরা। এখনও লড়ছেন ভবিষ্যতেও লড়বেন। তাঁরা ওভাবে লড়ছেন বলেই তুমি, আমি, আমরা আজও শ্বাস নিচ্ছি, বেঁচে আছি। তবে মনে রেখো, সৃষ্টির শুরু থেকেই আমরা নিয়তির হাতের পুতুল মাত্র। এমনকি দেবতারাও এর ব্যতিক্রম নন। এবার যাও, বিদায়।'

ক্যালিক্রেটিসের কণ্ঠে সশ্রদ্ধ প্রশংসা। বিড়বিড় করে বলল, 'যথার্থই আপনার নাম জ্ঞানের কন্যা।'

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমাকে ভয় পেয়ে গেছে সে। আফসোস হতে লাগল যে, এত কঠিন কথা ওকে বললাম কেন। কথাগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারার মতো জ্ঞান কি ওর আছে? নাকি আমার ভেতর গুমরে থাকা ঈশ্বর চিন্তাটাই ওকে বলে ফেলেছি? হ্যাঁ, তা-ই। এখন এসব চিন্তা ও ধারণ করতে পারলেই হয়।

প্রথম দেখায়ই এই মানুষটিকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি। দেবীর পোশাক গায়ে চড়িয়ে দেবীর নামে চুমু খেয়েছি ওর ঠোঁটে। সে কথা আমি জোর করে ভুলতে চেয়েছি। কিন্তু দেখাই যাচ্ছে তা পারিনি। ওকে সামনে পেয়ে মনে জেগে উঠেছে অতীতের স্মৃতি। হিংসে হচ্ছে আমেনার্তাসকে। ক্যালিক্রেটিসের দৃষ্টিতে আমি ওর চেয়ে অনেক অনেক ওপরের স্তরের মানুষ, স্বর্গীয় আত্মা। এমন মানুষকে দূর থেকে শ্রদ্ধা করা যায় কিন্তু কাছে যাওয়া যায় না। অথচ আমেনার্তাস! প্রতিদিনের ছোট ছোট ঘটনায় সুখের বাঁধনে জড়াচ্ছে ওকে। সেই সাথে ওর বাবার শেখানো জাদু দিয়ে এমনভাবে ক্যালিক্রেটিসকে বেঁধে ফেলছে যে, কেবলমাত্র আমেনার্তাসকে ছাড়া আর কিছুই

BanglaBook.org

দেখতে পাচ্ছে না ও। পার্থিব জীবনের সুখের মোহ দিয়ে পরজীবনের কথা ভুলিয়ে রেখেছে আমেনার্তাস। বুঝতে দিচ্ছে না যে, ক্যালিক্রেটিস যে পথে হাঁটছে নিশ্চিতভাবে তার অন্তে রয়েছে নরকের চির-দহন যন্ত্রণা।

তারপরও বলব, লেডি আমেনার্তাসকে হিংসে করি আমি। চিন্তা ভাবনায় আমাদের মধ্যে যোজন যোজন দূরত্ব। কিন্তু সত্য হচ্ছে আমরা দু'জনে একজন পুরুষকেই চাই। তবে কোন কিছু নিয়ে কারও সাথে আমার আত্মার হিংসে নেই। কারণ সে জানে, সবার শেষে গিয়ে হলেও ক্যালিক্রেটিস আমার হবেই। কিন্তু আমার মানব সত্তা, রক্তমাংসের শরীর এখনই ওকে চায়। তাই ভীষণভাবে হিংসে করে আমেনার্তাসকে। ক্যালিক্রেটিস বলেছে, ওকে একটা পুত্র সন্তান দিয়েছে আমেনার্তাস। সেই সন্তানটা মারা গেছে। তবে আরেকটি সন্তান আসছে তার গর্ভে। আমিও তো একই জিনিস চাই। আমিও চাই আমার গর্ভে ওর সন্তানকে ধারণ করতে। এটাই তো প্রকৃতির নিয়ম। সন্তানের মধ্য দিয়ে অমর হতে চাই আমি।

আচ্ছা, ক্যালিক্রেটিসকে পেতে হলে আমার কী করা উচিত? বুঝেছি, ওকে তুলে আনতে হবে আমার পর্যায়ে। আমার মতো চিন্তাধারা আর শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে ওকে। শেখাতে হবে গোপন সব জ্ঞান। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? ওদিকে মাকড়সার মতো জাল পেতে বসে আছে রাজকুমারী আমেনার্তাস। সত্যি সত্যিই একজন রাণী সে। যদিও কেবল একটা সিংহাসনেরই তার অভাব। কিন্তু তারপরও বলব ওর মন খুব ছোট। আয়েশাকে এতই ছোট নজরে সে দেখছে যে, ভাবছে, ওর ওপর বিষ প্রয়োগ করব আমি। না, কখনোই না। নিজের যোগ্যতায় যদি ক্যালিক্রেটিসকে আমি জয় করতে না পারি তো ভাবব আমি আসলেই ওর যোগ্য নই। তাই বলে আমেনার্তাসকে মেরে

ফেলতে চাইব আমি? ছিহ্! কী ঘৃণ্য চিন্তা! এদিকে আমার ওপর তার আঁচড় ফেলে যাচ্ছে সময়। বুড়িয়ে যাচ্ছি আমি। অথচ আমেনার্তাস এখনও তরুণী। ওকে ঘিরে এখনও জ্বলজ্বল করছে তারুণ্যের দীপ্তি। বুড়িয়ে যাওয়া ঠেকাতে কী করা যায়?

জীবনের আগুন! হ্যাঁ, এটাই একমাত্র সমাধান। নুট তো বলেছেই, ওই আগুন এমন সৌন্দর্য দেবে যা হার মানাবে এমনকি সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতিকেও। সেই সাথে পাওয়া যাবে অনন্ত যৌবন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এসব জানা থাকা সত্ত্বেও কেন ওই আগুনে প্রবেশ করেনি নুট? তা হলে কি এসব স্রেফ গালগপ্পো? নাকি এই দেশে আইসিসকে দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে আমিই তার একমাত্র অবলম্বন, তাই চায়নি ওই আগুনে প্রবেশ করে মারা পড়ি আমি?

নুটের সাথে জেরুজালেমে গিয়ে জীবন-বৃক্ষের কথা শুনেছি। শুনেছি, ওই বৃক্ষের ফল খেলে অমরত্ব পেয়ে যাবে মানুষ। তা যেন না হয় সেজন্য স্বর্গ থেকে মানুষকে বিতাড়িত করেন দেবতারা। যদিও নুট বলেছে এটা স্রেফ গল্প। তবে এখন তো আমি জানি, জীবন বৃক্ষ না থাকলেও প্রাণের আগুন আছে। আর তা আছে আমার হাতের নাগালে। তা হলে কি ওই আগুনে আমার ঝাঁপ দেয়া উচিত না? তখন অনন্ত যৌবন পাব। এরপর কেবল আমেনার্তাসের বুড়িয়ে যাওয়া বা মারা যাওয়ার অপেক্ষা। অথবা এই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরের একঘেয়েমিতে আক্রান্ত আমেনার্তাসের এই জায়গা থেকে চলে যাওয়ার অপেক্ষা। তারপরই ক্যালিক্রেটিস আমার। কিন্তু সমস্যা তো রয়েই যাচ্ছে। আমেনার্তাস বুড়ো হলে তো ক্যালিক্রেটিসও বুড়ো হয়ে যাবে। বা আমেনার্তাস চলে যেতে চাইলে ক্যালিক্রেটিসকেও অবশ্যই সাথে নেবে। কী করি?

BanglaBook.org

এই তো বুদ্ধি পেয়েছি। প্রথমে আমি প্রবেশ করব ওই আগুনে। তারপর ওই আগুনে প্রবেশ করবে ক্যালিক্রেটিস। তাতে একটু সময় লাগবে বটে। তবে সে আর কতদিন? কিন্তু আমাদের দেখাদেখি আমেনার্তাসও যদি ওই আগুনে প্রবেশ করতে চায়? না, তা হতে দেব না। ওই আগুনের অভিভাবক আমি। কাজেই কে ওই আগুনের স্বাদ নিতে পারবে আর কে পারবে না তার নির্ধারকও আমিই। যাক, অপেক্ষা করি। কারণ আমি বা আমেনার্তাস কী চাই তাতে কিছু আসে যায় না। সবই নিয়তি নির্ধারিত। আরেকটা চিন্তাও মাথায় এল। সেটা হচ্ছে, ওই আগুনের স্পর্শে আমি নিজেও যদি মারা পড়ি? সাথে সাথেই মনে হলো, পৃথিবী কি আমার কাছে খুব বেশি প্রিয়? না, মোটেও তা নয়। আমি বরং পরজগৎকেই বেশি পছন্দ করেছি। তা হলে যদি মরেও যাই, ক্ষতি তো নেই কোন। দেবীর কাছে চলে যাব। উপরন্তু, নুটের মতো আমিও মনে মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমরা মানুষরা আসলেই অমরত্বপ্রাপ্ত। মৃত্যু কেবল সেই অমরত্বের একটা ধাপ পরিবর্তন মাত্র। কাজেই ঝুঁকিটা আমি নেব।

এত কিছু ভেবে ফেললাম কিন্তু আসল কথাটাই ভাবতে ভুলে গিয়েছিলাম, যে, মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক। আমরা সবাই নিয়তির হাতের পুতুল মাত্র।

BanglaBook.org

বাইশ

শহরের মাঝামাঝি একটা বাড়ি দেয়া হয়েছে আমেনার্তাসকে। বলা বাহুল্য, কোরের আর দশটা বাড়ির মতো এই বাড়িটাও প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। নিঃসন্দেহে এটা এক সময় ছিল খুবই অভিজাত এক বসত। বাড়ির সীমানা ঘিরে তখন দাঁড়িয়ে ছিল নানা ধরনের ফুলের বাগান। এখন অবশ্য অযত্নে অবহেলায় ঝোপে পরিণত হয়েছে সেগুলো।

জ্বর থেকে প্রায় সুস্থ হয়ে উঠলেও একবারও আমার সাথে দেখা করতে আসেনি সাবেক প্রিন্সেস। তবে প্রায়ই এসেছে ক্যালিক্রেটিস। নানা বিষয়ে কথা বলেছি আমরা। দেখেছি, আমাদের পূজা অর্চনার সময় মন্দিরে প্রবেশ করে না সে। বরং মাথা নিচু করে বাইরের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকে। পূজার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে তবেই ভেতরে আসে ও। প্রিন্সেসের কারণে আমাদের থেকে সমাজচ্যুত হয়ে গেছে ক্যালিক্রেটিস। তাই ভেতরে আসে না। তেমনই এক দিন ওর চোখে পানি দেখে ফেলি আমি।

সত্যি বলছি, ওর চোখে পানি দেখে আমার ভেতরটাও গুমরে গুমরে উঠছিল। একদিন ওকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, দেবীর বেদীতে আমেনার্তাস কোন অর্ঘ্য দিচ্ছে না কেন।

জবাবে ক্যালিক্রেটিস বলে, 'মিশরের দেবতাদের প্রতি ওর কোন শ্রদ্ধা নেই। শুরু থেকেই নাকি ফারাও পরিবারের প্রতি রুষ্ট ছিলেন দেবতারা। এমনকি ওর বাবা

BanglaBook.org

নেকটানেবিসের সিংহাসনচ্যুতি আর ওকে বিদেশ-বিভূঁইয়ে ঘুরিয়ে মারার জন্যও দেবতাদেরই দায়ী করে ও।'

'দেবতাদের জায়গায় শয়তানকে স্থান দিলে অবশ্যই দেবতারা তার শোধ নেবেন। কারণ সব পাপেরই ক্ষমা আছে, কিন্তু শয়তান পূজা বা কালো জাদু চর্চাকারীদের কোন ক্ষমা নেই। তাদের স্থান নরকের অতল তলে। আর নেকটানেবিসের কথা বলছ? তোমার কি মনে নেই, আমাকে, দেবী আইসিসের নবী ও পুরোহিতকে শয়তান পূজারী টেনেসের হাতে তুলে দিয়েছিল নেকটানেবিস? এ-ই তো ছিল দেবীর রোষ টেনে আনার জন্য যথেষ্ট। পরে আমাকে উদ্ধার অভিযানে তুমি নিজেও গিয়েছিলে। মনে নেই ওসব?'

দুঃখিত কণ্ঠে ক্যালিক্রেটিস স্বীকার করল, 'সবই মনে আছে, লেডি।'

আমি বলে চলেছি, 'আর এখন দেখো, বাপের পঙ্কিল পদাঙ্কই অনুসরণ করছে তার মেয়ে। নিঃসন্দেহে বলতে পারি, এমনকি এখনও ঘরে বসে আমার ওপর জাদু করার চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রিন্সেস। তবে সিরিয়ান ব্রোঞ্জের ঢালের গায়ে যেমন তলোয়ারের কোপ বসে না, তেমন ওইসব জাদুতে আমারও কিছু হবে না। কারণ খোদ দেবী আমার সহায়।'

ক্যালিক্রেটিসও জানে আমার অভিযোগ সত্যি। তাই মাথা নামিয়ে নিল সে। তারপর বলল, 'আমেনার্তাস আপনাকে পছন্দ করে না, নবী। ও আমাকে বলে, যেদিন প্রথমবার আপনার ওপর ওর চোখ পড়েছে সেদিন থেকেই আপনাকে ঘৃণা করে ও। ভয় পায় যে, একদিন হয়তো ওর মৃত্যুর কারণ হবেন আপনি।'

'কী অদ্ভুত কথা! জেনে রেখো, তোমার আত্মার ডানা মুচড়ে ধরে ওর পাপের গুহায় তোমাকেও একদিন টেনে

BanglaBook.org

নেবে ও। তোমার আত্মার মুক্তির জন্য বলছি, এখুনি নুটের কাছে যাও। তোমার সমস্যা তুলে ধরে তার কাছে সমাধান চাও। আমি তোমাকে কোন সমাধান দিতে পারছি না কারণ এটা আমার জ্ঞানের বাইরে। তাড়াতাড়ি তার কাছে যাও, ক্যালিক্রেটিস। কারণ আমি জানি তার আয়ু আর খুব বেশিদিন নেই।'

'লেডি, আমিও তা-ই চাই। কিন্তু জ্ঞানী নবীকে কোথায় খুঁজে পাব? তার ঠিকানাই তো আমি জানি না,' আফসোস ভরে বলল ক্যালিক্রেটিস।

'তোমাকে নিয়ে যেতে পারি আমি। আজ থেকে দু'দিন পরে সূর্যোদয়ের সময় নুটের সাথে দেখা করতে যাব আমি। যেতে চাইলে ওই সময় চলে এসো,' বললাম আমি।

'আসব, লেডি,' বলে চলে গেল ক্যালিক্রেটিস।

পরের দিন আবার এল ও। কোরের উন্নয়ন নিয়ে কথা বললাম আমরা। আমার জানামতে কোরের বর্তমান অবস্থা, লোক-লস্কর ইত্যাদির কথা জানালাম ওকে। সেই সাথে বললাম কিছু বর্বর গোত্রের কথা। তারা লুলালাকে (এই এলাকায় প্রচলিত আইসিসের আদি নাম) মানে না। সূর্যে বা অন্য কোন অভিশপ্ত তারায় বাস করে ওদের পূজ্য দেবতা।

আমাকে কিছু প্রশ্ন করে আরও বিস্তারিতভাবে পরিস্থিতি বুঝল ক্যালিক্রেটিস। তারপর আমাদের অবস্থা অনুযায়ী সর্বোচ্চ কার্যকারিতার সাথে প্রতিরোধ ও আক্রমণ সাজানোর পরিকল্পনা করতে লাগল সে। ওকে দেখতে দেখতে আমার মনে হতে লাগল, যদি ওর শক্তি ও রণকৌশল আর আমার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা এক হয় তো, মিশরের সীমা পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে আমাদের এই কোর। তারপর মনে হলো মিশরের সীমায় গিয়েই থামব কেন? পার্সান বদমাশদের তাড়িয়ে দখল করব মিশর। এতে সময় লাগবে। কিছু প্রাণের ক্ষয়ক্ষতিও হবে। তবে আমার জ্ঞান ব্যবহার করলে

প্রাণক্ষয় কমিয়ে আনা অসম্ভব না। আর সময়ের ব্যাপারে আসলে চিন্তা নেই। কারণ, নুট অপেক্ষা করছে তার শেষ দিনের জন্য। সেই কয়দিনই তো। তারপরই তো প্রাণের আগুনের দায়িত্ব চলে আসবে আমার কাছে। ওই আগুনে একবার স্নান করলে আমার কাছে আর সময়ের কী দাম। তবে নিজেকে বোঝালাম, ওসব ভাবার সময় এখনও আসেনি। আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে।

ক্যালিক্রেটিস উঠে পড়ল। বলল, 'আগামীকাল ভোরে সূর্যোদয়ের সময় এখানে চলে আসব আমি বা আসব আমরা। আমেনার্তাসও নুটের কাছে যেতে সম্মত হয়েছে।'

আমি বললাম, 'জাহাজ থেকে তোমরা কীভাবে গায়েব হয়ে গিয়েছিলে তা মনে আছে নিশ্চয়ই? কাজেই নুটের কাছ থেকে কেমন স্বাগত পাবে তা-ও নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ? অবশ্য আমার মনে হয় তোমাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করবে নুট। তবে হ্যাঁ, আমেনার্তাসকে জানিয়ে দিয়ো আমাদের যাত্রাপথ হবে খুবই দুর্গম ও ভীষণ বিপজ্জনক।'

'জানাব, লেডি। ভাগ্যে যা আছে তা হবেই। কেউ তা থামাতে পারবে না। যেতে ও চেয়েছে যেহেতু, যাবেই। কেউ থামাতে পারবে না। পথের দুর্গমতা বা বিপদ-আপদও না। আমার আগে ওর বাবাও ওকে থামাতে পারেনি। এমনকি কোন জীবিত লোক তা পারবে বলে আমি মনেও করি না।'

'কোন কিছু সংঘটিত হবে বলে ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে গেলে তা এমনকি কোন দেবতাও থামাতে পারেন না, ক্যালিক্রেটিস। সেটা ঘটনা বা দুর্ঘটনা যা-ই হোক। আমরা সবাই আসলেই নিয়তির গোলাম। তুমি তোমার পথ অনুসরণ করছ, আমি আমার আর আমেনার্তাস তার। কাজেই কেউ কারও বিচারক হওয়াটা আসলেই ঠিক নয়।

BanglaBook.org

প্রার্থনা করি, নুটের কাছ থেকে সে যেন সুখী মনে ফিরে আসে,' বললাম আমি।

পরদিন ভোর। পালকি নিয়ে অপেক্ষা করছি আমি। চমৎকার এক রোব গায়ে হাজির হয়েছে আমেনার্তাস। বলল, 'সুপ্রভাত, জ্ঞানের কন্যা। জেনেছি, আপনি আর আমার স্বামী বিশেষ এক ভ্রমণে যাচ্ছেন। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমিও আপনাদের সাথে যাব।'

জবাবে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি। তবে আমি জানতাম না যে, ক্যালিক্রেটিসকে বিয়ে করেছেন আপনি।'

'তাই? আচ্ছা বলুন তো, বিয়ে কী? একজন পুরোহিত আর বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে কিছু সাক্ষীর সামনে নির্দিষ্ট কিছু শব্দোচ্চারণ, নাকি দুটো শরীর ও আত্মার মিলন? যাক, বাদ দিন ওসব। আমি আসলে বলতে চাইছি, আমার লর্ড যেখানে যায়, আমিও সেখানে যাই।'

'কেউ আপনাকে নিষেধ করছে না, রাজকন্যা,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম আমি।

'ঠিক। কিন্তু আমার অন্তর নিষেধ করছে। গতরাতে খুব খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে এসেছিল আমার বাবা। তার গায়ে ছিল আগুনের পোশাক। সে আমাকে বলল, "ডাইনী আয়েশা যেখানেই যাক, ওর সাথে গেলে খুব সাবধান। ও যেখানে যাচ্ছে সেখানে গেলে ক্যালিক্রেটিস, আয়েশা এমনকি তোমার নিজেরও ধ্বংস অনিবার্য। যদিও একেক জনের ধ্বংসের বার্তা আসবে একেক দিক থেকে"।'

শুনে আমি বলললাম, 'তা তো হতেই পারে, প্রিন্সেস। স্বপ্নটাকে গুরুত্ব দিলে আমার সাথে আপনার যাওয়ার কী দরকার? ক্যালিক্রেটিসকেও না হয় আপনার কাছেই ধরে রাখুন।'

গম্ভীর কণ্ঠে প্রিন্সেস বলল, 'তা পারছি না। এই প্রথমবারের মতো ক্যালিক্রেটিস বলেছে আমার কথা শুনবে

BanglaBook.org

না। অতীতেও দেখেছি, অন্যদের ওপর জাদু করেন আপনি। এবারও তা-ই হয়েছে। মোহগ্রস্ত হয়ে গেছে আমার লর্ড। আপনি যেখানে যেতে চাইছেন সেখানে যাবে বলে মনস্থির করে নিয়েছে সে।'

'হয়তো নিজের আত্মার ওপর এঁটে বসা পাপের শেকলের বোঝা লাঘব করতে চাইছে ক্যালিক্রেটিস। তাই আমার সাথে যেতে চাইছে। এসব নিয়ে তর্ক করতে চাই না, রাজকন্যা। আমি রওনা হচ্ছি। মন চাইলে আসুন বা দাঁড়িয়ে থাকুন। ওই যে ক্যালিক্রেটিস আসছে। মন চাইলে ওকেও থাকতে বলুন বা বলুন আমার পেছনে আসতে। আপনাদের ইচ্ছা,' বললাম আমি।

কয়েক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়ে তর্ক করল দু'জন। মনে হলো তর্কে জিতে গেছে আমেনার্তাস। আমার দিকে পেছন ফিরল ওরা। কিন্তু কয়েক কদম এগিয়েই হঠাৎ ঘুরে আবার এদিকে আসতে শুরু করল ক্যালিক্রেটিস। তখনও দাঁড়িয়ে আমেনার্তাস। কয়েক মুহূর্ত দ্বিধার পর ক্যালিক্রেটিসের পথ ধরল সে-ও। আর অপেক্ষা করলাম না আমি। পালকিতে ঢুকে পড়লাম। শুরু হলো আমাদের যাত্রা।

ঘেসো সমতল পেরিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশে। মশাল নিয়ে গুহায় ঢুকে পড়লাম আমি। কিন্তু ওরা যখন দেখল অন্ধকার গুহার ভেতর ঢুকতে হবে, থমকে দাঁড়াল দু'জনেই। সত্যি বলতে আমি খুশিই হলাম। কারণ ওদেরকে সাথে নিয়ে ভেতরে যেতে মন টানছে না। বললাম, 'এখানেই অপেক্ষা করো তোমরা। আমি আগে নুটের সাথে কথা বলে আসি তারপর তোমরা যেয়ো। আর আমার দেরি দেখলে আগামী সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তখনও যদি আমি না ফিরি তা হলে বুঝবে খারাপ কিছু হয়েছে আমার। কোর নগরে ফিরে যেয়ো। পরে যখন সম্ভব ফিলোর সহায়তায় এদেশ থেকে বের হয়ে চলে

Banglabook.org

যেয়ো তোমরা। আপাতত বিদায়।’

সাথে সাথে আঁতকে উঠে ক্যালিক্রেটিস বলল, ‘না না, লেডি। পথ যতই দুর্গম হোক আপনি যেখানে যাবেন আমিও সেখানে যাব।’

এবার আমেনার্তাস বলল, ‘তা-ই যদি হয় তো তুমি একা যাবে না, প্রিয়। আমিও তোমার সাথে যাব। তা ছাড়া বিপদের মুখে এবারই তো আমরা প্রথমবার যাচ্ছি না। বিপদ যদি আসে একসঙ্গে মোকাবেলা করব। মরলে একসাথেই মরব। চলো।’

কাজেই রওনা হলাম আমরা। সারির সবার প্রথমে আমি আর শেষে ফিলো। একবার বিপদে পড়ল আমেনার্তাস। মাথা চক্কর দিয়ে উঠল ওর। সরু তাক থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। কোনরকমে আঁকড়ে রইল। পথের শেষ প্রান্তে এসে অমসৃণ পাথুরে দেয়াল খামচে ধরে দাঁড়ালাম আমরা। আগেও বলেছি, এখানে সবসময়ই বয়ে যায় ঝড়ো গতির তীব্র বাতাস। ভারসাম্য সামান্য একটু নষ্ট হলেই অতল গহ্বরে পড়ে যেতে হবে। আর নয়তো টান দিয়ে ফেলে দেবে ঝড়ো হাওয়া।

যথাসময় চলে এল আলোর বর্শা। দেখা গেল, প্রচণ্ড বাতাসের তোড়ে ঝড়ে পড়া জাহাজের ডেকের মতো উথাল-পাথাল দুলছে রেইলিং ছাড়া কাঠের সেতু। বলা বাহুল্য আত্মার পানি শুকিয়ে গেল সবার।

আমি চিৎকার করে বললাম, ‘সাহস রাখো, আমার সাথে এসো। দ্বিধা করলে মৃত্যু নিশ্চিত,’ বলে আমি পা বাড়ালাম।

সেতুটার দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করছে ক্যালিক্রেটিস। তখন সামনে চলে গেল আমেনার্তাস। আমাকে দেখিয়ে দিল ঈশ্বর আমাকে একাই সাহস দেননি, ওকেও দিয়েছেন। আমরা সবাই এপারে চলে এসেছি।

BanglaBook.org

ক্যালিক্রেটিস বলল, ‘‘এপারে আসতে পেরে সত্যিই খুশি লাগছে, নবী। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে, আমার অন্তিম যাত্রায় এসেছি এখানে।’

উত্তর দিলাম না। কারণ, আমাকে বাকরুদ্ধ করে দিয়েছে ক্যালিক্রেটিসের অন্তর থেকে নির্গত কথাগুলো। সন্ধ্যার এই লালচে আলোয়ও ওর চেহারা দেখাচ্ছে মৃত মানুষের মতো ফ্যাকাসে। জ্বলজ্বলে চোখ দেখে মনে হচ্ছে বুঝি জ্বরাগ্রস্ত লোকের চোখ।

চূড়া থেকে কয়েক ধাপ নিচে নেমে এলাম আমরা। খুশি হয়ে উপলব্ধি করলাম, বাতাসের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছি। এগিয়ে গিয়ে আমরা থামলাম নুটের গুহার বাইরে। ওদের বললাম, ‘আমি আগে নুটের সাথে দেখা করব। তাকে তোমাদের আসার কথা জানাচ্ছি। তারপর তার সাথে কথা বোলো তোমরা।’

গুহায় চারটা কাঠের প্লেটে খাবার সাজানো আছে। আমরাও চারজন মানুষ। ভাবলাম নুটের বামুন ভৃত্যটির দেখা পাব। কিন্তু কোথাও নেই সে। তবে দেবীর মূর্তির সামনে যথারীতি গাম্ভীর্যের সাথে হাঁটু গেড়ে বসে গভীর প্রার্থনায় ডুবে আছে নুট। তার ধ্যান ভাঙাতে সাহস হলো না। তবে এগিয়ে গেলাম তার দিকে। কিন্তু আমার দিকে ফিরেও তাকাল না নুট। আরও কাছে গেলাম। তার চোখে শীতল অনড় দৃষ্টি। নিচের চোয়াল ঝুলে রয়েছে।

মারা গেছে নুট!

হা, ঈশ্বর! মারা গেছে আমার সব থেকে প্রিয় মানুষটি। আমার শিক্ষক, গুরু, বাবা আর নেই। তার চোখের পাতা বন্ধ করে দিয়ে চুমু খেলাম তার শীতল হয়ে যাওয়া কপালে।

তখনই মনে এল যে, শেষবার আমাদের দেখা হওয়ার সময়ই নুট বলেছিল ওটাই আমাদের শেষ দেখা। কী

BanglaBook.org

আফসোস! আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে সে নবী। তার প্রতিটা কথাই সত্য। ওসিরিসের কাছে চলে গেছে সে। তার দায়িত্ব ফেলে গেছে আমার ওপর। আমিই এখন এই পবিত্র আগুনের অভিভাবক।

ভাবনাটা এমন প্রচণ্ড ধাক্কা হয়ে এল যে নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। মাটিতে বসে পড়লাম আমি। মাথা ঘুরতে লাগল। এর মধ্যেই কিছু দৃশ্য দেখানো হলো আমাকে। ওর মধ্যে আধো মনে রাখা স্বপ্নের মতো কিছু মনে আছে, কিছু নেই। তবে ওসবের কিছুই কখনও প্রকাশ করা যাবে না।

ধীরে ধীরে নিজেকে স্থির করলাম আমি। বের হয়ে গুহা মুখে চলে এলাম। ঝড়ের ভয়ে অস্থির একপাল ভেড়ার মতো ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ক্যালিক্রেটিস, আমেনার্তাস আর ফিলো। গম্ভীর কণ্ঠে ওদেরকে ভেতরে ডাকলাম আমি। বললাম, 'ভেতরে এসো।' সাজিয়ে রাখা খাবারের দিকে ইশারা করে বললাম, 'খেয়ে নাও সবাই।'

BanglaBook.org

আশপাশে নজর বুলিয়ে ক্যালিক্রেটিস প্রশ্ন করল, 'নবী নুট কোথায়, লেডি?'

'ওই ওখানে। মারা গেছে সে। কোরে অনেক বেশি সময় ব্যয় করে ফেলেছ তুমি, ক্যালিক্রেটিস। নুট এখন বসে আছে ওসিরিসের টেবিলে। পরামর্শ চাইলে, ওখান থেকেই তোমাকে চাইতে হবে।'

জানি না কেন কথাগুলো বললাম। মনে হলো যেন আমাকে দিয়ে বলিয়ে নেয়া হলো কথাগুলো। নুটের চেম্বারের দিকে এগিয়ে গেল ক্যালিক্রেটিস। নুটের মৃতদেহটাকে ওখানে ওভাবে বসে থাকতে দেখে শোকে মুহ্যমান হয়ে গেল সে। ফিলো বসে পড়ল প্রার্থনায়। নুটকে জীবিত যে-কোন লোকের চেয়ে বেশি ভালোবাসত ও। ক্যালিক্রেটিসের মনের কথা সাথে সাথেই পড়তে পারলাম

আমি। সেটি হচ্ছে নুট নেই, এখন কার কাছে পাপের স্বীকারোক্তি দেবে? কে ওদের মুক্তির পথ বাতলে দেবে?

সবার যখন এমন হতবিহ্বল অবস্থা তখন এগিয়ে এল সাবেক প্রিন্সেস আমেনার্তাস। বলল, 'মাই লর্ড, আমার মনে হয় ওই বুড়ো পুরোহিত এখানে বুঝতে এসেছিল যে, এতদিন ধরে তার দেখা স্বপ্নগুলো সত্য নাকি মিথ্যা। জানি না, লর্ড, তার কাছে কী বলতে তুমি। অনুমান করি সেগুলো শুনতে আমার ভালো লাগত না। তবে ওই নারী পুরোহিত যা-ই বলুক, আগেও তোমার স্ত্রী ছিলাম আমি, এখনও তা-ই আছি। এবং আমার ধারণা, ওই মহিলা তোমার বা আমার কারও জন্য কোন ভালো কিছু করবে না। এখন আসল কথা হচ্ছে তোমাদের নবী মারা গেছে। কাজেই এখানে বসে থেকে কোন কাজ নেই। খাবার দেয়া আছে যেহেতু, খেয়ে ক্লান্তি চলে আসার আগেই চলো এই গা শিউরানো জায়গাটা থেকে বেরিয়ে পড়ি।'

আমি এবার বললাম, 'না, লেডি, তা সম্ভব নয়। এখান থেকে বেরুতে হলে আগামী সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কেবল মাত্র সন্ধ্যায়ই গুহার পথে ঢোকে ডুবন্ত সূর্যের লাল আলো। সেই আলোতে পথ দেখে চলতে হয়। নচেৎ এখান থেকে বেরুনো সম্ভব না। শোনো সবাই, অর্ধ দেবতা নুটের মৃত্যুর ফলে তার প্রতিপালিত দায়িত্ব এসে পড়েছে আমার ওপর। এখন আমার দায়িত্ব–এই পাহাড়ের গর্ভে লুকিয়ে রাখা গোপন একটা সম্পদকে পাহারা দেয়া। সেটা নিরাপদে আছে কি না তা দেখার জন্য এখনই আমাকে ওই বিশেষ স্থানে যেতে হবে। তবে আমি একা সেখানে যাব। যদি ফিরি তো ফিরলাম। না ফিরলে আগামীকাল সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করবে সবাই। তারপর সন্ধ্যার আলোয় এখান থেকে বেরিয়ে যেখানে ইচ্ছা চলে যাবে। প্রয়োজনে তোমাদের রাস্তা দেখাবে ফিলো।'

BanglaBook.org

'না, লেডি, আমি আপনার নিরাপত্তা দেখার শপথ নিয়েছি। তাই আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। আপনি যেখানে যাবেন, আমিও আপনার সাথে সেখানেই যাব,' বলল ফিলো।

এবার ক্যালিক্রেটিস বলল, 'আমিও যাব, লেডি। এই অন্ধকার জায়গায় একটা মৃতদেহের পাশে পড়ে থাকতে পারব না।'

'ক্যালিক্রেটিস, এখানে থাকাই হবে তোমার জন্য জ্ঞানীর কাজ। তা ছাড়া মৃত্যুর সঙ্গ কে এড়াতে পারে?' এবারও অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখে চলে এল কঠিন কথা। এগুলোও আমি বলতে চাইনি।

আমেনার্তাস বলল, 'তা হলে তোমাদের সাথে আমিও যাব। নবী অবশ্যই পবিত্র ও জ্ঞানী মানুষ। তোমাদের সাথে যদি তার দেখানো পথে চলি ক্ষমাও পেয়ে যেতে পারি। তিনি হয়তো এমন পথের হদিস জানেন যা আর কোথাও আমি পাব না,' কথাগুলো হাসিমুখে বললেও এর বক্র উপহাসটুকু গোপন করল না সে।

আমার মনে আঘাত দিতে চেয়েছে ও। সত্যি বলতে তা ও পেরেছেও। আমেনার্তাসের প্রতি আমার মনটা আরও বেশি বিষিয়ে গেল।

ওদেরকে বললাম, 'বেশ, তোমাদের যা ইচ্ছা। খেয়ে নাও সবাই। সময় হলে আমি ডাকব। তার আগ পর্যন্ত বিশ্রাম নাও।'

ওরা সবাই কম বেশি খেয়েছে কিন্তু আমি কিছুই মুখে তুলতে পারলাম না। ধ্যানে বসলাম। জানি নুটের আত্মা আমার খুব কাছেই আছে। বারংবার তার পরামর্শ চেয়ে প্রার্থনা করলাম। কিন্তু কোন উত্তর এল না। তবে বারবার ঘুরেফিরে একটা শব্দই এল আমার মনে। সেটা হচ্ছে, 'সাবধান!'

BanglaBook.org

জীবিত থাকতেও এই কথাটা বারবার বলে গেছে নুট। এখনও একই বার্তা পাঠাচ্ছে। কী অর্থ করব এর? এটাই কি, যে, ওদের কাউকে প্রাণের আগুনের ধারে কাছে নেব না, ফিরে যাব ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর কোরের বুকে, কাজ করব কোরকে আবার সমৃদ্ধ নগরে রূপান্তরিত করতে, কোর নগরে আবার প্রতিষ্ঠা করব দেবীর পূজা?

কিন্তু এতে আমার জন্য কী আছে?

চোখে কিছু না দেখলেও টের পাচ্ছি সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ধ্যান থেকে উঠলাম। সঙ্গীদের নিয়ে বিশাল গুহাটা পার হয়ে শুনতে পেলাম আগুনের দূরাগত বজ্রসম হুঙ্কারধ্বনি। ওদেরকে বললাম, এখানেই আমার ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে।

কিন্তু এবারও রাজি হলো না ক্যালিক্রেটিস। বলল, 'না, যেখানে আপনি যাবেন, আমিও যাব।'

আমেনার্তাসও আগের মতোই বলল, 'আমার লর্ডকে কোথাও একা ছাড়ব না।'

বাউ করে কেবল ফিলো বলল, 'আমি এখানেই থাকছি। প্রয়োজন পড়লে ডাক দেবেন, লেডি, পৌঁছে যাব।'

সত্যি বলতে ফিলোকে নিয়ে আমি খুব একটা চিন্তিত ছিলাম না। লোকটা চতুর। আর দশটা গ্রিকের মতো সে-ও নিজের ভালো বোঝে। তবে ওকে সত্যিই আমি পছন্দ করতাম।

ক্যালিক্রেটিস আর আমেনার্তাসকে সাথে নিয়ে পা বাড়ালাম আমি।

BanglaBook.org

তেইশ

বাইরের গুহাগুলো পার হয়ে মূল গুহায় পৌঁছে গেছি আমরা। আগের মতোই গোলাপি আভায় আলোকিত হয়ে আছে গুহার ভেতর। আমরা পৌঁছার কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এল লক্ষ লক্ষ উজ্জ্বল রঙে রাঙা প্রাণের আগুন। মর্মরধ্বনি থেকে সেটা পরিণত হলো হুঙ্কারে, তারপর তা রূপ নিল ভয়াবহ গর্জনে। সবশেষে পরিণত হলো বজ্রধ্বনিতে। মনে হতে লাগল আওয়াজের চোটে যেন পাহাড় ফেটে যাবে। একসময় সেটা চলেও গেল। কোথায়, ঈশ্বর মালুম!

ক্যালিক্রেটিস আর আমেনার্তাস দু'জনেরই অবস্থা খারাপ। দু'হাতে মুখ ঢেকে হাঁটু মুড়ে গুহার এক কোণে বসে আছে আমেনার্তাস। ওদিকে ভয়ের চোটে মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে ক্যালিক্রেটিসের। মুখ-চোখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। হতবিহ্বল হয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে ও। স্থির আছি কেবল আমি। ওদের দুরবস্থা দেখে হাসি পেয়ে গেল, হেসে উঠলাম হা হা করে।

উঠে দাঁড়াল ক্যালিক্রেটিস। প্রশ্ন করল, 'নবী, কোন এক গুপ্তধনের কথা বলেছিলেন আপনি। কিন্তু এ যে দৃশ্যমান দেবতার ঘর! গুপ্তধন থাকলে কোথায় সেগুলো? যেখানেই থাকুক, তাড়াতাড়ি দেখুন। দেখে চলুন এখান থেকে বের হই। স্বীকার করছি, এটা গুপ্তধন লুকানোর জন্য বিশেষ জায়গাই বটে। আমি সাধারণ এক মরণশীল মানুষ,

BanglaBook.org

ওই আগুনকে ভীষণ ভয় লাগছে আমার।'

এবার মুখ খুলল আমেনার্তাস। বলল, 'তোমার ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। এমন কিছুর অস্তিত্বের কথাই তো কোন মানুষ জানে না। আমার বাবার মতো আমিও জাদুর চর্চা করি। আমার এক ডাকে উঠে আসে নরকের আত্মারা। সেই আমিও এমন কিছুর কথা কখনও শুনিনি।'

এবার গম্ভীর কণ্ঠে আমি বললাম, 'বজ্রগর্জনে হুঙ্কাররত ওই আগুনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমার গুপ্তধন। এবার সেটাকে দেখতে যাব আমি। জানি না, ফিরতে পারব কি না। আমাকে হয়তো আগুনের ডানায় চড়ে পরপারেও চলে যেতে হতে পারে। তাই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। ইচ্ছে হলে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পার, অথবা সময় থাকতেই গুহা থেকে বের হয়ে যাও। তবে যা-ই কর, কথা বলে আমাকে বিরক্ত কোরো না। এখন আমার আত্মার অগ্নিপরীক্ষা হবে।'

দু'জনেই নির্বাক তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আবার চলে এসেছে আগুনটা। মনে হচ্ছে, আমাকে নিয়ে খেলছে ভীষণ শক্তিশালী দুটো শক্তি। একটা হচ্ছে ওই আগুন। আমাকে ভীষণভাবে ডাকছে সে। বলছে, 'চলে এসো, মানবী। আমার স্পর্শে হয়ে ওঠো স্বর্গীয় একজন। অগ্নিস্নানে রাণী করে নাও নিজেকে। এসো আমার কাছে, তোমাকে এমন সব গোপন জ্ঞানের অধিকারী করে দেব যা কোন মরণশীল মানুষ আজ পর্যন্ত জানতে পারেনি। দেখাব মানব চক্ষু থেকে লুকিয়ে রাখা প্রকৃতির সমস্ত গোপন বিষয়। দেব অসীম অপার আনন্দের সন্ধান। আমার চুমুতে জানবে সুখ কী জিনিস। মেয়ে, মনে কোন সন্দেহকে স্থান দিয়ো না। এসো, এগিয়ে এসো। আমার কাছেই পাবে অমরত্বের স্বাদ, পাবে এমন সৌন্দর্য যা কেউ কখনও দেখেনি। ওই তো তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তোমার প্রাণের সখা। অগ্নিস্নানে এমন স্বর্গীয় সৌন্দর্য পাবে তুমি যে, ওই

BanglaBook.org

মানুষটিও তোমার সৌন্দর্যের সৌরভে চিরতরে বাঁধা পড়ে যাবে। জন্ম জন্মান্তরের জন্য তোমার হয়ে যাবে সে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তিম দিন পর্যন্ত এমনকি তারপরেও কেবল তোমার হয়েই রইবে সে। তোমার একাকীত্ব আর থাকবে না, সুখের বসন্ত বাতাস বইবে তোমার অস্তিত্ব জুড়ে।'

কিন্তু একই সময় আমার সামনে আকৃতি নিল আরেকটি অবয়ব। হ্যাঁ, ঠিক অনুমান করেছেন। নুটের আত্মা হাজির হয়েছে আমার সামনে। সে আমাকে বলল, 'ফিরে এসো, জ্ঞানের কন্যা। উন্মাদনা তোমাকে আঁকড়ে ধরার আগেই ফিরে এসো। মেয়ে, আমি বলছি তোমায়, অনুশোচনা করতে হয় এমন কাজ কোরো না। দেরি হবার আগেই ফিরে এসো ওই আগুনের সামনে থেকে। সে তোমাকে প্রলুব্ধ করতে চায়, তাই ঘুষ সাধছে। কিন্তু ওর ডাকে প্রলুব্ধ হয়ো না। কারণ শেষ পর্যন্ত ওই আগুনে অবগাহনের ফল ভীষণ তিক্ত। ওর সমস্ত ঘুষের স্বাদ বৃশ্চিকের বিষের মতো যন্ত্রণাদায়ক। মেয়ে, তোমাকে ওই আগুনের অভিভাবক নিযুক্ত করেছি আমি। শপথ করিয়েছি যে ওর ডাকে সাড়া দেবে না তুমি। ওই দেবতার অভিভাবক তুমি। এতেই তো খোদ দেবতার মহত্ত্ব পাচ্ছ। কিন্তু আমার কথার বিপরীত কাজ করলে জীবিতাবস্থায় তোমার জন্য নরক যন্ত্রণা নিশ্চিত। তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে তোমার প্রেমাস্পদকে। অসীম যন্ত্রণা বুকে নিয়ে পৃথিবীর অন্তিম দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে তুমি। আয়ুর শেষ দিন পর্যন্ত তার পেছনে ছোটাই সার হবে, কিন্তু কখনোই তাকে নিজের করে পাবে না। আর যদি কখনও পাও-ও তা আবার তাকে হারানোর জন্যই পাবে। তখন তোমার যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দেয়া হবে। নিয়তি নিষ্ঠুর কিন্তু তা নির্ধারিতও বটে। নিয়তির হাত থেকে ভাগ্যলিপি ছিনিয়ে নিয়ে নিজের অপরিপক্ব ও অপরিণত ইচ্ছা মাফিক তা সাজাতে চাইলে তার ফল কি

BanglaBook.org

শুভ হবে? না, কখনোই না। দুঃখের পাহাড়সম বোঝা এসে পড়বে তোমার ঘাড়ে। তোমার হৃৎপিণ্ড আঁকড়ে ধরবে যন্ত্রণার শীতল হাত। একাকী, নির্বান্ধব, তিক্ত আর যন্ত্রণাময় এক জীবন কাটাতে হবে তোমাকে। এবং শেষ বিচারের দিনে মাথা নিচু করে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে হবে তোমাকে। কিন্তু সেদিন আর কৃতকর্ম ফিরিয়ে নেয়ার কোন উপায় থাকবে না, থাকবে না প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ। জ্ঞানের কন্যা, তুমি কি এতই নিচে নেমে গেছ যে, সমস্ত শপথ ভুলে আরেক নারীর কাছ থেকে তার ভালোবাসার মানুষটিকে ছিনিয়ে নিতে চাও? এ-ই কি "জ্ঞানের কন্যা, আইসিসের পার্থিব রূপ" উপাধির প্রতি তোমার সুবিচার?'

মনস্থির করলাম প্রাধান্য দেব নুটের উপদেশকে। ফিরে যাব। যখন সময় হবে, ফিরে এসে বরণ করব মৃত্যুকে। তারপর ভাগ্যে যা লেখা আছে তা-ই হবে। অন্তত স্বপ্নহীন ঘুম তো পাব! কাজেই ফিরতি পথ ধরলাম। পা বাড়ালাম ওপরের অন্ধকার গুহার দিকে।

ঠিক তখনি অগ্নি দেবতার বাস-গহ্বরের ভেতর থেকে ভেসে এল সুমিষ্ট এক সঙ্গীত। নিচু মিষ্টি সুরটা শুনে মনে পড়ে গেল আমার ছোট বেলার স্মৃতি। বাড়তে লাগল সঙ্গীতের শব্দ, ক্রমেই মনে পড়ল আমার বড় হয়ে ওঠার স্মৃতি। দ্রুততর হতে থাকল অগ্নি সঙ্গীতের তাল আর লয়, পরিণত হলো আগ্রাসী এক সুরে। সাথে সাথেই আমার মনের চোখে ভেসে উঠল ঘোড়া দাবড়ে ভীমবেগে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্য। ওই তো, আমার সাদা স্ট্যালিয়নটায় চেপে বাবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে নেমেছি আমি। আমার পেছন পেছন ধেয়ে আসছে আমার গোত্রের অসম সাহসী যোদ্ধারা। একটু পরেই শত্রুপক্ষের তলোয়ারের নিচে বলি নিতে হলো তাদের! আহ, আমার হাত থেকে ছুটে গেল ছুঁড়ে দেয়া সূচ্যগ্র ফলার বর্শা।

BanglaBook.org

ঘোড়া ছুটিয়েছি আমি। বাতাসে হু হু করে উড়ছে আমার অবিন্যস্ত চুল। সহযোদ্ধারা চিৎকার করছে: 'অনুসরণ করো ইয়ারাবের মেয়েকে।' ধেয়ে আসা পাহাড়ি ঢলের মতো ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেললাম সিরীয় আর মিশরীয় শত্রুদের। ইয়ারাবের মেয়ে আর তার সাহসী যোদ্ধাদের সামনে দাঁড়াতে পারে কে?

আরও গম্ভীর হয়ে উঠেছে অগ্নি সঙ্গীত। মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি, অন্ধকার রাতে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আছি আমি। শিশির বিন্দুর মতো আমার ওপর ঝরে পড়ছে অজস্র গোপন জ্ঞান আর অবারিত সৌন্দর্য। রাজ্য শাসন করছি আমি। আর শাসন করছি পুরুষের মন। আমার অপার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ছে তারা। তারা উঠছে, বসছে আমার অঙ্গুলিহেলনে। ঝাড়ু করে মাটিতে মিশিয়ে ফেলছে তাদের মাথা। সিডনকে আগুনে পুড়তে দেখলাম আমি। আমার প্রতিশোধের ইচ্ছা চরিতার্থ হয়েছে। আমার কপালে চুমু খেয়ে আমাকে নিজের মেয়ে বলে সম্বোধন করল দেবী আইসিস। আমার মুখ থেকে বের হতে লাগল নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী। পার্সান ওচাসকে তার কৃতকর্মের ফলের তিক্ত স্বাদ পাইয়ে দিলাম আমি।

তবুও এখনও আমি একা। কোথায় আমার প্রেমাস্পদ? এমনকি আমার গর্ভে জন্ম নেয়া কেউও নেই! খুঁজলাম আমার প্রিয়কে। তখনি কথা বলে উঠল প্রাণের আগুন, 'ওই তো তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে সে। যাও, নিয়ে নাও তাকে।'

অনেকগুলো কণ্ঠ তখন বলে উঠল, 'কোথায় আমাদের রাণী? এগিয়ে এসো। জ্ঞানের বলে বলীয়ান, ক্ষমতায় অসীম, এসো পান করো চিরন্তন আয়ুর পেয়ালা। আমরা চিরকাল থাকব তোমার সাথে। বিজয় ছিনিয়ে এনে লুটিয়ে দেব তোমার পদতলে।' দেখতে দেখতেই আগুনের ভেতর উন্মুক্ত হলো অন্ধকার এক পথ। বর্ণিল রঙে সজ্জিত হয়ে

Banglabook.org

উঠে এল ওই আগুনের দেবতা। বলল, ফেলে দাও তোমার পোশাক, উন্মুক্ত করো নিজেকে। আমি তাই করলাম। খুলে ফেললাম পোশাক, খুলে দিলাম চুলের বাঁধন।

'লেডি, পাগল হয়ে গেলেন নাকি?' আঁতকে উঠে আমাকে থামাতে চাইল ক্যালিক্রেটিস।

বিদ্রূপের সুরে তার সাথে কণ্ঠ মেলাল আমেনার্তাস। একই কথা বলল সে-ও।

কিন্তু আমি বললাম, 'না, পাগল হইনি। আমি সজ্ঞানে আছি। একঘেয়ে দুনিয়া দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত। আমি বিজয় চাই, নয়তো মৃত্যু।'

ছুটে গেলাম আগুনের ভেতর। মুহূর্তেই আগুনের চাদরে আমাকে জড়িয়ে ফেলল দেবতা!

কিন্তু, একী? আমার তো কোন যন্ত্রণা হচ্ছে না! আমার সমস্ত অস্তিত্ব গ্রাস করে ফেলল আগুন। ছুটতে শুরু করল আমার শিরা-উপশিরায়। অনুভব করলাম একটা মশালের মতো জ্বলছি আমি। আমিই আগুন আর আগুনই হয়ে উঠেছি আমি। সেই আগুনের শিখায় মনের চোখে বহু দৃশ্য দেখলাম। আমার সামনে থেকে উঠে গেল মানব চক্ষুর সামনে ঝুলিয়ে রাখা রহস্যের পর্দা। তবে ওসব রহস্য প্রকাশ করা যাবে না। মলিন মুখে আমার কাছ থেকে বিদায় নিল মৃত্যু। বিদায় নিল সমস্ত যন্ত্রণা আর দুর্বলতা। সমগ্র মানবকুলের রাণী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। আগুনের আয়নায় দেখতে পেলাম নিজের প্রতিবিম্ব। আসলেই কি এটা আমি? এতটা স্বর্গীয় সৌন্দর্য কি কোন মানবীর আদৌ থাকতে পারে?

পিনপতন নীরবতা। এর মধ্যেই কানে এল রিনরিনে এক কিন্নর কণ্ঠের হাসির আওয়াজ। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছে অদৃশ্য কণ্ঠধারী। এই কণ্ঠ খুব ভালো করেই চিনি

BanglaBook.org

আমি। এ যে সৌন্দর্যের দেবী, কামের দেবী আফ্রোদিতির কণ্ঠ!

অগ্নিস্তম্ভ সরে গেছে। চলে গেছে হাজার সূর্যের উজ্জ্বলতা। প্রাণসুধা জয় করেছি আমি। দেখতে পেলাম আইসিস আসলে প্রকৃতিরই আরেক নাম। যেহেতু প্রকৃতি আমার পদাবনত, তা হলে এখন আমার কাছে আইসিসই বা কোন্ ছার? বাকি সবার মতো সে-ও আমার ইচ্ছাধীন। পাপ বা প্রায়শ্চিত্তের কথাই আমার আর মনে রইল না। আজ থেকে আমিই আমার শাসক, বিচারক। আমিই খোদ প্রকৃতি। কাজেই যা ইচ্ছা তুলে নেব আমি। ছুঁড়ে ফেলব সমস্ত ঘৃণ্য কিছু। হ্যাঁ, আমি স্বয়ং এখন প্রকৃতির মানবী রূপ। আমি বসন্তের মতো দয়ার্দ্র, গ্রীষ্মের মতো উষ্ণ আর শীতের মতো শীতল রাগে রাগত!

ওই তো আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমার চাহিদার পুরুষটি। কিন্তু ওর ওপর ঝুলে থাকা মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছি আমি। আমার কাছে আসতে হলে আগে আমার সমান হতে হবে ওকে। ওকেও নিতে হবে প্রাণের আগুনের স্বাদ। তারপরই কেবল ওর সাথে প্রেমের কথা বলতে পারব আমি। কিন্তু, আমার প্রেম কি ওর মতো মরণশীল সাধারণ একটা মানুষের জন্য উপযুক্ত? না, তা নয়। তাই ওকে ধ্বংস করে ফেলব আমি!

'আমার দিকে তাকাও, ক্যালিক্রেটিস। বলো, তোমার দুই চোখ কি আমার মতো শুভ্র, সুন্দর আর কোন রমণী দেখেছে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

খাবি খেয়ে উঠল ক্যালিক্রেটিস। ঢোক গিলে বলল, 'ভীষণ শুভ্র আপনি। কিন্তু সৌন্দর্য! আপনার সৌন্দর্য ভয়ানক! না, আপনি কোন মানবী নন, অবশ্যই আপনি পৃথিবীতে নেমে আসা কোন আত্মা। ওহ্, আমার চোখ আর সইতে পারছে না, চোখ মুদছি আমি। পালাচ্ছি এখান

থেকে!'

'স্থির থাকো। অপেক্ষা করো, দেখাব কী করে প্রকৃত চোখ খুলতে হয়। ফারাও কন্যা, তাকাও আমার দিকে। বয়সের দাগ নিয়ে আমাকে উপহাস করেছিলে তুমি। তার সামান্যতম ছাপও আমার মাঝে দেখতে পাচ্ছ তুমি?'

দৃঢ়ভাবে মেয়েটি বলল, 'কোন মানব সন্তান নও তুমি। তুমি একটা নির্লজ্জ ডাইনী। পোশাক গায়ে দাও তারপর দূর হও আমার সামনে থেকে। আর নয়তো চলে যেতে দাও আমাদের।'

আমার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসে গেছে। আমি আর আগের আয়েশা নই। আগের আয়েশা ছিল স্বর্গমুখী, ভোরের শিশিরসম শুদ্ধ, শুভ্র। স্বর্গীয় জিনিস দেখত সে। নিয়মিত প্রার্থনা ছিল তার আত্মার খোরাক। তার সকল চিন্তায়ই থাকত প্রার্থনার স্পর্শ। সে জানত, পৃথিবী তার আসল আবাস নয়। একের পর এক কষ্ট আর যন্ত্রণার বলি চড়িয়ে পরপারে নিজের জন্য সফেদ গোলাপের মতো শুভ্র-সুন্দর ঘর বানিয়েছে সে। ওই ঘরের প্রতিটা ইট পাথরে আছে দেবীর প্রতিকৃতি। দেবীর প্রকৃত রূপ না জেনেই তাকে বিশ্বাস করত সে। তার কাছে সমস্ত দেব-দেবীর প্রতিকৃতি ছিল মানব বা মানবীরূপী। তবুও তাদের ওপর বিশ্বাস রেখে তাদের ইচ্ছা বাস্তবায়নে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে গেছে সে। আশায় থেকেছে একদিন আপন কোলে তাকে বরণ করে নেবে দেবী। আয়েশা ছিল পবিত্র, তার সামনে সবসময়ই থেকেছে ক্ষমার আলোকবর্তিকা।

কিন্তু আজ অগ্নিস্নানে 'শুচি' হয়েছে আয়েশা। যতদিন পৃথিবী টিকে রইবে ততদিন টিকে থাকবে আয়েশা। কারণ নারীর আবরণে সে নিজেই পৃথিবী। কারণ পৃথিবীর আত্মা ঢুকে গেছে তার ভেতর। সূর্যের আলোয় অবগাহনের স্বাদ সে জানে, আরও জানে অন্ধকারে ডুবে থাকার আদিমতম

BanglaBook.org

অনুভূতি। সমস্ত গ্রহ তার বোন, উজ্জ্বল তারকারাজী ওর স্বজাতি। কাজেই সবকিছুকেই হুকুম করতে পারে সে। তবে এতকিছুর পরও পৃথিবীর মতোই একাকী সে, নিঃসঙ্গ। স্বর্গের সাথে এখন আর কথা বলতে পারে না সে।

এই সমস্ত চিন্তাই এক ঝলকে ভেসে উঠল আমার মনের চোখে। না, এসব স্রেফ চিন্তা বা ভাবনা নয়, সত্য, নিষ্ঠুর সত্য। আমাকে জানিয়ে দেয়া হলো সত্যগুলো।

আবার মনে চলে এল ক্যালিক্রেটিসের কথা। স্বীকার করছি, ক্যালিক্রেটিসকে আগেও আমি ভালোবাসতাম। কিন্তু তার ভেতর সর্বগ্রাসী আবেগ ছিল না। এই আবেগটা এসেছে যেদিন আমাকে প্রাণের আগুন দেখাল নুট, সেদিন। সেদিন থেকেই আমার ভেতর পরিবর্তন আসা শুরু হয়েছে। আমার এখন কী করা উচিত? কী আবার, যা আমার ইচ্ছা তুলে নেব। হ্যাঁ, তা-ই করব। তাই নতুন পাওয়া মধুর মতো মিষ্টি স্বরে ক্যালিক্রেটিসকে বললাম, 'ক্যালিক্রেটিস, ছেড়ে দাও তোমার ওই তথাকথিত স্ত্রীকে। প্রস্তুত হও, ওই আগুন ফিরে এলে ওতে ঢুকবে তুমি।'

আঁতকে উঠল আমেনার্তাস। বলল, 'আমার স্বামীকে কেড়ে নিতে চাস তুই, ডাইনী? তোর যদি শক্তি-ক্ষমতা থাকে তো আমারও আছে। আমার দিকে তাকাও, ক্যালিক্রেটিস। আমি তোমার স্ত্রী। তোমার সন্তানের জন্মদাত্রী। আমাদের সন্তানটি মারা গেছে বটে কিন্তু আমাদের সম্পর্ককে অনন্তকালের জন্য বেঁধে রেখে গেছে ও। ওই সাদা ডাইনীর কথা কানে নিয়ো না, ক্যালিক্রেটিস। চলো, এই ভুতুড়ে গুহা থেকে আমরা পালাই।'

আমার দিকে ভীত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে ক্যালিক্রেটিস বলল, 'যাব, তোমার সাথেই আমি যাব, আমেনার্তাস। সামনের ওই মহিলাটিকে সত্যিই ভয় পাচ্ছি আমি। আর আগুনে ঝাঁপ দেয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

BanglaBook.org

আগুনের চাদরে নিজেকে মুড়িয়ে নির্ঘাত এখানে এসে হাজির হয় স্বয়ং সেট। ওই আগুনে কিছুতেই ঢুকব না আমি।'

আমি বললাম, 'না, ক্যালিক্রেটিস, তুমি কোথাও যাবে না। যেতে হলে আমেনার্তাস যাক। সব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার সাথে থাকবে তুমি। এটাই আমার হুকুম। আর আমার হুকুম তোমাকে মানতেই হবে।'

সাথে সাথে ঘুরে দাঁড়াল ক্যালিক্রেটিস। আমেনার্তাসকে বুকে জড়িয়ে ধরল। এর অর্থ বলে দেয়া লাগে না। কাজেই ছুঁড়ে দিলাম আমার ইচ্ছাশক্তি। মুখে কিছুই বললাম না। শুধু আমার শক্তিকে ওর ওপর ছেড়ে দিলাম। আমেনার্তাসের বাহুডোর ছেড়ে ধীর কদমে আমার দিকে এগুতে শুরু করল ও। ঠিক যেভাবে সাপের দিকে এগিয়ে যায় সম্মোহিত ইঁদুর।

লাফিয়ে আমাদের মাঝে এসে দাঁড়াল আমেনার্তাস। অনেক কিছু বলল। এখন আর সেগুলো মনে নেই। তবে কথাগুলো ছিল তিক্ত। কেঁদে বুক ভাসাল ও। কিন্তু আগুনের স্পর্শে আমার অন্তর হয়ে উঠেছে ইস্পাতের মতো কঠিন। তাই ওর প্রতি বিন্দুমাত্রও করুণা হলো না। আগের সময় হলে ক্যালিক্রেটিসকে চলে যেতে বলতাম। কিন্তু আমি এখন নির্দয়। আমি দুনিয়ার রাণী, মৃত্যুর মতো শীতল আমি। শিকারের কান্না দেখে শিকারি কখনও গলে যায় না। আমিও গেলাম না। আমার শক্তি দিয়ে ক্যালিক্রেটিসকে নিজের দিকে ডেকে চললাম আমি। এদিকে কেঁদে কেঁদে ওর মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানিয়ে যাচ্ছে আমেনার্তাস।

নিজের মন আর আমার শক্তির টানাটানিতে শেষপর্যন্ত ক্যালিক্রেটিসের মাথাটাই মনে হয় বিগড়ে গেল। আমাদের দু'জনকেই সমানে শাপ-শাপান্ত করতে লাগল সে। আইসিসের বেদী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ায় নিজেকেও অভিশাপের বন্যায় ভাসিয়ে দিল। ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল

BanglaBook.org

দেবীর কাছে। বলতে লাগল ওর কৃতকর্মকে ক্ষমা করে দিয়ে ওকে যেন নিজের কাছে তুলে নেয় দেবী। বলতে বলতে হঠাৎ খাপমুক্ত করল ওর খাটো গ্রিক তরবারী। সোজা বসিয়ে দিতে গেল নিজের হৃৎপিণ্ডের ওপর।

কিন্তু ওকে তলোয়ারে হাত দিতে দেখেই বুঝে গেছি কী হতে যাচ্ছে। বাজপাখির ক্ষিপ্রতায় পৌঁছে গেলাম ওর কাছে। ক্যালিক্রেটিসের হাত থেকে ছোঁ মেরে টেনে নিলাম তলোয়ারটা। টানের চোটে জায়গার ওপর বনবন করে কয়েকটা পাক খেয়ে পড়ে গেল ক্যালিক্রেটিস। তলোয়ারটা ছিটকে কোথায় গিয়ে পড়েছে কে জানে। বুঝলাম, অস্বাভাবিক শক্তি এসে গেছে আমার গায়ে। এতটাই যে নিজেই অবাক হয়ে ভাবলাম খোদ হারকিউলিস কী এতটা শক্তি রাখত!

আমার যেন মনে হলো মরেই গেছে ক্যালিক্রেটিস। কিন্তু উঠে দাঁড়াল·ও। বুক থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। একটু হাসি ফুটল ওর মুখে। তারপর আমেনার্তাসের দিকে ফিরে বলল, 'ভয় পেয়ো না, সামান্য ক্ষত। তলোয়ারের ফলা চামড়াও পার হতে পারেনি।'

আমি বললাম, 'আগুনে নামো, আগুনই তোমার ক্ষত সম্পূর্ণ সারিয়ে দেবে।'

আঁতকে উঠে আমেনার্তাস বলল, 'না না, স্বামী, আমাদের মৃত সন্তান আর আমাদের অনাগত সন্তানের রক্তের কসম দিচ্ছি তোমায়, এই কাজ কোরো না। সাদা ডাইনীর মোহ কাটিয়ে ফিরে এসো।'

বিড়বিড় করে ক্যালিক্রেটিস নিজেকেই যেন বলল, 'রক্তের কসম!' তারপর আবার বলল, 'হ্যাঁ, এই কসমের জোরে নিজেকে ফিরে পাওয়ার নতুন এক বর্ম খুঁজে পেয়েছি আমি।' তারপর আমাকে বলল, 'জ্ঞানের কন্যা, আপনার অনন্ত জীবন আর অসীম সম্মানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি

Banglabook.org

আমি। একই সাথে আপনার অপার সৌন্দর্য আর প্রেম গ্রহণ করতেও অস্বীকার করছি আমি। দেবতার সন্তান আপনি। কিন্তু তারপরও আপনার সাথে আমি থাকতে পারব না। বিদায়, জ্ঞানের কন্যা। আমি শান্তি আর ক্ষমার খোঁজে যাচ্ছি, অবশ্য যদি তা পাওয়ার যোগ্য আমি হই। আমার জন্য, আমার সন্তানের মা আমেনার্তাসের জন্য, এমনকি আপনার জন্যও ক্ষমাপ্রার্থনা করব। বিদায়, দেবীর কন্যা, চিরদিনের জন্য বিদায়।'

শেলের মতো আঘাত হানল কথাগুলো। মনে হতে লাগল যেন যন্ত্রণার শিলাবৃষ্টি ঝরে পড়ছে আমার ওপর। স্তব্ধ হয়ে গেল আমার হৃৎপিণ্ড। ক্ষণিকের জন্য চিন্তাশূন্য হয়ে গেল আমার মস্তিষ্ক। কিন্তু তার পরমুহূর্তেই ওই শূন্যতাকে দখল করে নিল তীব্র, প্রচণ্ড, ভয়াবহ রাগ। আমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো, 'তোমার ওপর মৃত্যু ডেকে আনছি আমি, ক্যালিক্রেটিস। মৃত্যু হবে তোমার পানীয় আর কবর হবে ঘর। আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছ তুমি, মুখের ওপর অপমান করেছ, তাই আমার ইচ্ছা মৃত্যু হোক তোমার। প্রাণের খাতা থেকে তুলে নেয়া হোক তোমার নাম। মারা গেলে পরে তোমার চোখদুটো আমাকে আর বিরক্ত করতে পারবে না। উল্টো তোমার স্মৃতিকেই উপহাস করব আমি।'

জানি না আমার কথায় কী ছিল বা কীভাবে কী হয়ে গেল! মুহূর্তেই বাস্তব হয়ে গেল আমার কথা। কাতরে কাতরে আমার চোখের সামনে মারা গেল ক্যালিক্রেটিস।

মৃত্যুর ওপর নিয়ন্ত্রণ এনে দেয়াটাই ছিল আমার জন্য প্রাণের আগুনের সবচেয়ে প্রাণঘাতী উপহার। আমার রাজত্বের প্রথম হুকুমে মারা গেল আমারই প্রাণপ্রিয় মানুষটি।

ঘষা কাঁচের মতো হয়ে উঠেছে ওর চোখ দুটো। মুখটা নিষ্প্রাণ। আমি জানি মারা গেছে ক্যালিক্রেটিস। কিন্তু তবুও

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে গেল ওর দেহটা। তবে ও অবশ্যই ক্যালিক্রেটিস নয়। ওর শরীরে ঢুকে গেছে অন্য কোন আত্মা। ঠোঁট না নেড়ে কথা বলল সে। ভিন্ন কণ্ঠে সে বলল, 'শোনো, ইয়ারাবের মেয়ে আয়েশা, যাকে পাতালে ভিন্ন সব নামে ডাকা হয়, তোমার ভাগ্যলিপি শুনে নাও। তোমার ভালোবাসার মানুষটিকে তুমি হত্যা করেছ। এখানেই তুমি থাকবে অনেক অনেক লম্বা একটা সময়। সময়ের আবর্তনে পৃথিবীতে আবার জন্ম নেবে তোমার প্রিয়। তখন এখানেই আবার ফিরে আসবে সে। তার আগ পর্যন্ত এখানেই থাকবে তুমি। অসীম একাকীত্বের তিক্ত স্বাদ ভোগ করবে তুমি। কান্না হবে তোমার পানীয় আর অনুশোচনা হবে তোমার খাবার। যে ক্ষমতা তুমি অর্জন করেছ, তোমার হাতে তা থাকবে অব্যবহৃত, ধারহীন এক তলোয়ারের মতো। তুমি রাজত্ব করবে ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে। তোমার প্রজা হবে একদল বর্বর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তোমার সঙ্গী হয়ে রইবে মৃত মানুষ।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'এই মানুষটি যখন ফিরে আসবে তখন কী হবে? আমার ক্ষমার কি আর কোন আশা নেই? জবাব দাও, আত্মা।'

কিন্তু কোন জবাব এল না। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ক্যালিক্রেটিসের প্রাণহীন দেহ।

BanglaBook.org

চব্বিশ

গর্জন করতে করতে আবার এল সেই আগুন, চলেও গেল। মনে হলো যেন ওই আগুনের ভেতর কতগুলো মুখ দেখেছি। সূচালো কান-ওয়ালা 'এলফ'-এর মুখ। জিভ বের করে আমাকে ভেংচি কাটল তারা। তারপর আবার পৃথিবীর গর্ভের ভেতর নিজের পথে চলে গেল আগুন।

আয়ু পেলাম। কিন্তু লাভ হলো কী? এখন তো মরতেও পারব না। ওদিকে গুহায় মরে পড়ে আছে ক্যালিক্রেটিস। আর আছি আমি। ও, হ্যাঁ, আমেনার্তাসও আছে। খেয়াল করলাম, কোন একসময় যেসব দেব-দেবীর পূজা ও করত তাদের নামে সমানে আমাকে অভিশাপ দিয়ে চলেছে ও। বোকা! অভিশাপে আমার কী হবে? যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। বুঝতে পারছি, ইতোমধ্যেই আমাকে অভিশপ্ত করে দিয়ে গেছে ওই আগুন্।

BanglaBook.org

আমেনার্তাসকে বললাম, 'থামো। ফিলোকে ডাকি। ওর মৃতদেহটাকে নিয়ে কী করা যায় দেখি।'

'না, ডাইনী, পারলে আমার ওপরও তোর কালো জাদু কর্। আমার স্বামীকে যেভাবে মেরেছিস আমাকেও সেভাবে মেরে ফেল্। স্বামী-স্ত্রী এক জায়গায় একসাথে কবরে যাই,' প্রচণ্ড রাগের সাথে বলল আমেনার্তাস।

'থামো, মেয়ে। তুমিও জানো তোমাকে হত্যা করতে চাই না আমি। ক্যালিক্রেটিসকেও ইচ্ছা করে মারিনি।

তোমার মতো আমিও ওকে ভালোবাসতাম। রাগের বশে মুখে যা এসেছে, বলে ফেলেছি। সেটাই সত্য হয়ে গেছে'। আমি নিজেও জানতাম না যে, আমার মুখের কথা বাস্তবে পরিণত করে ফেলার মতো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে আমার আত্মা।'

ফিলোকে ডাকলাম। চলে এল ও। আমার নতুন সৌন্দর্য দেখে ও-ও ঘাবড়ে গেছে। এসেই আমার পায়ে পড়ল, চুমু খেল রোবের প্রান্তে। বিড়বিড় করে বলল, 'সত্যিই আইসিসের পার্থিব রূপ আপনি, স্বর্গীয় রাণী।'

ওকে নিয়ে এলাম মৃদু গোলাপি আলোয় উদ্ভাসিত গুহায়। ও দেখল, মেঝের ওপর পড়ে আছে ক্যালিক্রেটিসের মৃতদেহ আর বুক চাপড়ে কাঁদছে আমেনার্তাস। ফিলোকে বললাম, 'স্বর্গীয় আভা সইতে না পেরে নিজেই নিজেকে মেরে ফেলেছে এই লর্ড।'

সাথে সাথেই আমেনার্তাস বলল, 'না, মিথ্যে কথা। ওকে খুন করেছে এই ডাইনী।'

ফিলো শুনল কিন্তু আমেনার্তাসের কথায় বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করল না। তারপর আমরা তিনজন মিলে বয়ে ওপরে নিয়ে এলাম ক্যালিক্রেটিসের মৃতদেহ। তখনি খেয়াল করলাম আমার শরীরে চলে এসেছে অসম্ভব শক্তি। তা না হলে মৃতদেহটাকে ওই বন্ধুর পথ দিয়ে বয়ে আনা কোন মতেই সম্ভব ছিল না। অন্তত আমাদের তিনজনের পক্ষে তো কোন মতেই নয়। গুহায় এসে ওদের দু'জনকে খেয়ে নিতে বললাম। ওরা খেতে খেতে নুটের কাছে গেলাম আমি। বসা অবস্থা থেকে শুইয়ে দিলাম তাকে। হাত দুটো বুকের ওপর ক্রস করে ওভাবেই শুইয়ে রাখলাম। তার জন্য এই জায়গার চেয়ে ভালো আর কোন কবর হতেই পারে না। এরপর বেরিয়ে এলাম আমরা। ডুবন্ত সূর্যের আলো এসে ঢুকল গুহার ভেতর। দোদুল্যমান ব্রিজটা দিয়ে মৃতদেহটা নিয়ে পার হতে হবে। ওই ভঙ্গুর ব্রিজের জন্য কাজটা প্রায়

BanglaBook.org

অসম্ভব। পার হবার সময় তার প্রমাণও পেলাম। ফিলো আর আমেনার্তাস কোন মতে ব্রিজ পার হয়ে ওপারে পা দিয়েছে কি দেয়নি, আমার পায়ের নিচে পাটাতন ভেঙে গেল। কিন্তু ঈশ্বর মালুম কীভাবে যেন ওপারে পৌঁছে গেলাম আমি! তখনও দু'হাতে ধরে আছি ক্যালিক্রেটিসের মৃতদেহ। তখনি প্রথম অনুধাবন করলাম মৃত্যুর সাথে সাথে এই ধরনের বিপদের সম্ভাবনা থেকেও আমি সুরক্ষিত। এর প্রমাণ পরেও পেয়েছি। মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়েছে। মারা গেছে আমার সামনে থাকা সবাই। কিন্তু আমার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। বিষাক্ত সাপে কেটেছে, কিন্তু কিছুই আমার হয়নি। যাক ওসব আসলে লিখে রাখার মতো কিছু নয়। কারণ ওসবে যদি কিছু হতোই তা হলে আজ এখানে বসে লিখতে পারতাম না। বহু আগেই 'গত' হয়ে যেতাম।

যা হোক সন্ধ্যার পর গুহা থেকে বের হয়ে এলাম আমরা। পালকিতে চড়ে পরদিন ভোর নাগাদ এসে পৌঁছুলাম কোর নগরে। আমার ঘরে নিয়ে এলাম ক্যালিক্রেটিসের মৃতদেহ। তখনই মাথায় একটা চিন্তা এল। ফিলোকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি না বলেছিলে, এখানে এমন কিছু লোক আছে যারা মৃতদেহ বহুদিন পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণের বিদ্যা জানে?'

'জী, রাণী। ওই বিদ্যা জানা তিনজন মানুষ আছে এখানে।'

'খুব ভালো। ডাকো ওদেরকে। সাথে ওদের যন্ত্রপাতি আর মালমসলা নিয়ে আসতে বলবে।'

এল ওই লোকগুলো। কুঁচকানো চেহারার অতিবৃদ্ধ তিনজন ব্যক্তি। তবে দেখে মনে হয় ভালো বংশের লোক তারা।

'এই মহান ব্যক্তির মৃতদেহটি নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে পারবে তোমরা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

Banglabook.org

'পারব, রাণী। অবশ্য এর মৃত্যুর পর চল্লিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেলে পারব না।'

ওদের আশ্বস্ত করলাম যে চল্লিশ ঘণ্টা পার হয়নি।

তখন ওদের একজন বলল, 'তা হলে এখনি কাজ শুরু করি। আমাদের কাজ শেষ হলে পাঁচ হাজার বছরেও দেহটির কিছু হবে না।'

'বেশ, শুরু করো। তোমাদের কথা ঠিক হলে বড় পুরস্কার পাবে। কিন্তু মিথ্যা বলে থাকলে পাবে মৃত্যু।'

'আমরা মিথ্যা বলি না, রাণী,' বলল ওদের একজন।

বেরিয়ে গেল ওরা। বাইরের প্রাঙ্গণে গিয়ে বড় একটা আগুন জ্বালল। আগুনে বসিয়ে দিল মাটির তৈরি বিরাট এক পাতিল। ওতে পানি আর কী এক লম্বা লতা দিয়ে জ্বাল দিতে বসল ওরা। এরই মধ্যে ক্যালিক্রেটিসের মৃতদেহটির সর্বত্র কী এক তরল দিয়ে ব্রাশ করল। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই মার্বেলের মতো চকচক করতে লাগল দেহটি। এরপর শক্ত হয়ে যাওয়া দেহটিকে পায়ের ওপর দাঁড় করাল ওরা। কণ্ঠদেশের একটা মহাধমনী কেটে ফেলল একজন। তারপর ওই কাটায় বসাল মাটির তৈরি একটা ফানেল। সেটা দিয়ে ঢেলে দিল জ্বাল দেয়া তরল। এরপর আরও কিছু কাজ করল। ওসব তরলের গন্ধ এমনই উৎকট যে ওখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। যা হোক, বেশ লম্বা সময় পার হয়ে গেল। তারপর এল ওই তিনজন। জানাল যে, ওদের কাজ শেষ। আগামীকাল সকালে মৃতদেহটা মার্বেলের মতো চকচকে হয়ে যাবে। তখন যা ইচ্ছা তা-ই করা যাবে। যেখানে ইচ্ছা নেয়াও যাবে। পরবর্তী কয়েক হাজার বছরেও দেহটার কিছুই হবে না। সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকবে সেটা। কিন্তু আজ একে কোন মতেই নাড়াচড়া করা যাবে না। যেভাবে, যেখানে আছে সেভাবেই রেখে দিতে হবে।

ওদের বললাম, পুরস্কৃত করব ওদের। জিজ্ঞেস করলাম,

BanglaBook.org

কোর নগরের সম্মানিত ও অভিজাত ব্যক্তিদের মৃতদেহ কোথায় সমাহিত করা হয়? ওরা জানাল, জায়গাটা এখান থেকে সামান্য কিছু দূরে। সমতলের ওপর দিয়ে অল্প একটু দূরে গেলেই সেটা পাওয়া যাবে। ওদেরকে বললাম, আগামীকাল সকালে ক্যালিক্রেটিসের মৃতদেহটি নিয়ে আমার সাথে ওখানে যেতে হবে ওদের। সম্মতি জানিয়ে চলে গেল ওরা।

ফিলো দাঁড়িয়ে আছে। ডাকলাম ওকে। সামনে এসে বলল, 'একটু ঝামেলা হয়েছে, রাণী। গত রাতের ঘটনা নিয়ে পুরোহিতদের কাছে অদ্ভুত এক গল্প বলেছে প্রিন্সেস। বলেছে আপনি আর আপনি নন। আগুনের ভেতর থেকে এক ডাইনী বের হয়ে এসেছে। সে-ই হত্যা করেছে ক্যালিক্রেটিসকে। বলেছে, তাকেও নাকি আপনি মারতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ওর বাপের শেখানো জাদু দিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত করেছে বলে ওকে আপনি মারতে পারেননি। এসব শুনে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে পুরোহিতরা। আপনার মুখ থেকে সব শুনতে চায় ওরা।

'আমেনার্তাসের শেষ কথাটা মিথ্যা,' নির্বিকারভাবে বললাম আমি।

ফিলোকে নিয়ে সত্য দেবীর পায়ের সামনের আসনে গিয়ে বসলাম আমি। আমাকে দেখে বিস্মিত গুঞ্জনধ্বনি উঠল দাঁড়িয়ে থাকা পুরোহিতদের মাঝে। শুনলাম ওরা ফিসফিস করছে, 'প্রিন্সেসের কথা দেখি সত্য!'

প্রথমে ওদের কথা বুঝিনি। পরে মনে হলো। আমি আর সাধারণ মরণশীলা নারী নই। আমার ভেতর এসে গেছে দেবীসুলভ সৌন্দর্য। ওদের বললাম, 'বলো, কী সমস্যা?'

এগিয়ে এল রামেস নামের এক পুরোহিত। শক্তিশালী কাঠামোর মাঝ বয়সী লোক সে। আমার চেহারার ওপর আটকে গেছে তার চোখ। বলল, 'বুঝতে পারছি না কী

BanglaBook.org

বলব, আইসিসের পার্থিব রূপ। আমরা শুনেছিলাম আপনার নাকি পরিবর্তন এসেছে। তখন বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন তো দেখছি কথাটা সত্য। নবী, আপনি আর আমাদেরকে শাসনকারী সর্বোচ্চ পুরোহিত নন। নির্ঘাত আপনার ওপর কোন জাদু কাজ করছে!'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তা-ই মনে হচ্ছে, রামেস? বেশ। তা, জাদুটা কি খারাপ, না ভালো? আমি আগের চেয়ে সুদর্শনা হয়েছি না কুৎসিত হয়েছি?'

রামেস বলল, 'আপনি অনেক সুন্দরী হয়ে উঠেছেন। এতটাই যে, আপনার ওপর চোখ পড়লে আপনাকে পেতে পাগল হয়ে যাবে যে-কোন পুরুষ। এমন সৌন্দর্য মানবিক নয়, অস্বাভাবিক। আমার মনে হচ্ছে অন্ধকারের দেবতা টাইফুনের কাছে আত্মা বিক্রি করলেই কেবল এমন সৌন্দর্য পাওয়া যেতে পারে। আরও কথা আছে। আমরা জেনেছি, আপনার প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায়, নিজের স্ত্রী থেকে মুখ না ফেরানোয় আমাদের সাবেক সহ-পুরোহিত ক্যালিক্রেটিসকে খুন করেছেন আপনি। ওই মেয়েকেও খুন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি।'

ধীর অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে বলেছে এসব?'

উত্তরে রামেস বলল, 'প্রিন্সেস আমেনার্তাস। সে এখানেই আছে। সে-ই মুখ খুলুক।'

সামনে এল আমেনার্তাস। চিৎকার করে বলল কোরের গুহায় দাঁড়িয়ে আমার উচ্চারিত কথাগুলোই। তারপর বলল, 'এগুলোই বলেছিল এই ডাইনী। সাহস থাকে তো সত্য দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে বলুক, আমি মিথ্যা বলেছি। আমার লর্ড ক্যালিক্রেটিসের বুকে একটা ক্ষত আছে। ওই ডাইনী বলুক ক্ষতটা হয়েছে কীভাবে। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নরকের আগুনে প্রবেশ করেছিল ডাইনীটা। কিন্তু যখন বের হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ সে। এতটাই সৌন্দর্য নিয়ে সে ফিরেছে

BanglaBook.org

যা মাতৃগর্ভে জন্ম নেয়া কোন মানবী পেতে পারে না। আমার লর্ডকে সে বলে তাকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু তা করতে অস্বীকৃতি জানায় আমার লর্ড। ফিরে আসে আমার কাছে। তখন স্রেফ মুখের কথার শক্তিতে আমার স্বামী, ক্যালিক্রেটিসকে হত্যা করে এই ডাইনী। বলেঃ "ক্যালিক্রেটিসের ওপর মৃত্যু ডাকছি আমি। মৃত্যু হবে তোমার পানীয় আর কবর হবে ঘর। মরো তুমি, মারা যাও যাতে তোমার চেহারাটা আমাকে আর বিরক্ত করতে না পারে। বরং তোমার স্মৃতিকেই উপহাস করব আমি।" আমি নিশ্চিত, ক্যালিক্রেটিসকে তার মোহনীয় রূপ দেখিয়ে আগেও কাছে টানতে চেয়েছিল সে। কিন্তু পারেনি। তারপর পাতালের শয়তান টাইফুনের কাছে নিজের আত্মা বিক্রি করে এই সৌন্দর্য আর ক্ষমতা পেয়েছে সে। কিন্তু তা-ও বৃথা। কারণ রাগের মাথায় ক্যালিক্রেটিসকে খুন করেছে সে নিজেই।'

প্রকম্পিত পুরোহিতরা ফিরে তাকাল আমার দিকে। চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি।

আমি বললাম, 'আমি কোন জবাব দেব না। তোমাদের যা ইচ্ছা ভেবে নাও। তবে এটুকু বলি, যা হয়েছে তা ভাগ্য নির্ধারিত ছিল বলেই হয়েছে। অবশ্যই তা ঈশ্বরের অঙ্গুলিহেলনেই হয়েছে।'

একটু সরে দাঁড়াল পুরোহিতরা। নিজেরা নিজেরা কথা বলল, তারপর ফিরে এসে আবার মুখ খুলল সেই রামেস-ই। এখনও ওর দৃষ্টি লেপ্টে রয়েছে আমার চেহারার ওপর। বলল, 'আপনি এখনও দেবী আইসিসকে মান্য করেন কি না আমরা জানি না, ইয়ারাব কন্যা আয়েশা। তবে আমরা তাঁর দাসত্বের অঙ্গীকার করেছি এবং তা করতে গিয়ে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্যও করেছি। যদিও নবী নুট আপনাকে আমাদের নেতার আসনে বসিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু এখন

BanglaBook.org

আপনার মধ্যে এই পরিবর্তন আসার পর আমরা আপনাকে আর আমাদের নেতা, আমাদের সর্বোচ্চ পুরোহিত বলে মানি না। আপনার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে। আমাদের সাথে দেবীর বেদীতে আপনি আর দাঁড়াতে পারবেন না।'

এবার আমি বললাম, 'তোমাদের যা ইচ্ছা করো। আর দেবীর সামনে কীভাবে দাঁড়াব তা আমার ব্যাপার। কারণ আমি জানি, আমি এখন দেবীর সমান। কারণ আমি আর আইসিস একই ক্ষমতায় আসীন। তোমাদের চেহারা বলছে আমাকে ধর্মদ্রোহী ভাবছ তোমরা। কিন্তু আমি তা নই। এখানে সত্য দেবীর ছায়ায় বসে সত্য কথাই বলছি আমি। যা হোক, বিদায়। তোমাদের কল্যাণ হোক। তোমাদের সাহায্যার্থে যা যা করার, করব আমি। ফিলো, ওদের সাথে তুমিও কি যাবে?'

ফিলো বলল, 'না, রাণী, আমরা পুরানো সঙ্গী। অনেক পথ একসাথে পাড়ি দিয়েছি। এখন আপনাকে ফেলে চলে যাওয়ার কোন ইচ্ছা আমার নেই। দেবী আইসিসের প্রতি আমি সত্যিকার অর্থে অনুরক্ত হয়েছি আমার জাহাজ হাপির ডেকে আপনার কেরামতি দেখার পর। সোজা কথা আপনি যা-ই করেন, আপনাকে সমর্থন দিয়ে যাব আমি। আর ক্যালিক্রেটিসকে আপনি হত্যা করেছেন নাকি নিজেই ও আত্মহত্যা করেছে তা আমি জানি না। তবে এটা মনে করি, আপনার প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে মৃত্যুদণ্ড ওর প্রাপ্য। আর বাকি সব বিষয়ের ব্যাপারে বলতে পারি, আমি ব্যবসায়ী। যে বেশি লাভ দেবে আমি তার পক্ষে। একই সাথে এটাও আমি জানি যে, লোকের উপযুক্ত মূল্য দিতে কার্পণ্য করেন না আপনি। তাই আপনাকে অনুসরণ করলে যদি দেবী আইসিসের পায়ে স্থান পাই তো খুব ভালো। নয়তো আমার পূর্বপুরুষদের মতো হয়তো পাতালে হেইডিসের কাছেই আমায় যেতে হবে। পরোয়া করি না।

BanglaBook.org

পাতালে গেলে নিশ্চিতভাবে হেক্টর, অ্যাকিলিস এবং এদের মতো আরও অনেকের দেখা পাব। এ-ই বা কম কী। সোজা কথা আপনি যেখানেই যান আপনার সাথেই আছি আমি।'

এভাবেই নিজের আনুগত্যের প্রকাশ করল ফিলো। সামনে আমার একাকী জীবনে ও হবে আমার একমাত্র সঙ্গী। লোকটাকে সত্যিই আমি খুব পছন্দ করি। মনে মনে বললাম, আমার জন্য ও এখানে রয়ে যাবে। কাজেই উপযুক্ত পুরস্কারে ওকে পুরস্কৃত করতে হবে। তবে আগে অন্যান্য কাজ সেরে নিই।

আজ এখানে লিখতে বসে বলছি, আজও আমার ভেতর ওর জন্য সেই আগের মতোই ভালোবাসা আছে। ভবিষ্যতেও থাকবে।

আমি বললাম, 'সবার কথাই শুনলাম। এবার প্রিন্সেসের ইচ্ছার কথা শুনি। সম্ভব হলে তার ইচ্ছাও আমি পূরণ করব।'

আমেনার্তাস বলল, 'পাতাল থেকে উঠে আসা ডাইনী, আমার ইচ্ছা জলের মতো স্বচ্ছ। তোর হাত থেকে মুক্তি চাই আমি। চলে যেতে চাই তোর নাগালের বাইরে। এর বেশি কিছু চাই না। আমার অনাগত সন্তানকে আমি জানাব, তুই-ই ওর পিতৃহত্যাকারী। তোর ওপর প্রতিশোধ নিতে গড়ে তুলব ওকে। আর যতদিন বাঁচব, প্রার্থনা করে যাব যেন তোর শয্যাসঙ্গী হয় ঘৃণা আর শোক।'

'তা-ই হোক যা ভাগ্য নির্ধারিত,' শান্ত কণ্ঠে বললাম আমি। 'নিয়তির হাতের পুতুল আমরা। জানি না, কার ভাগ্যে কী লেখা আছে, কেনই বা আছে। কিন্তু তা না জানা সত্ত্বেও ঈশ্বরের লিখিত বা নিয়তি নির্ধারিত কাজ আমাদের করতেই হবে। তার ফল কী হবে তা তুমি যেমন জানো না, আমিও জানি না। ফিলো, ফারাওয়ের কন্যাকে উপকূলে নিয়ে যাবে তুমি। বা তার সুবিধামতো যেখানে সে যেতে

BanglaBook.org

চায়, নিয়ে যাবে। তারপর গ্রিস বা মিশর যেখানে ইচ্ছা চলে যাবে সে। কাজ শেষ করে এসে আমাকে বিস্তারিত সব জানাবে। শুভ বিদায়, প্রিন্সেস! আমেনার্তাস।'

'অশুভ বিদায়, ডাইনী! আজ আমরা আলাদা হচ্ছি বটে, কিন্তু আবার আমাদের দেখা হবে। তখন আমার হিসাব বরাবর করব,' তীব্র রাগের সাথে বলল আমেনার্তাস।

'হ্যাঁ, হিসাব বাকি রইল। তবে শেষ বিচারের দিন সবকিছুই বিচার করা হবে। তখন পাল্লা কোন্‌দিকে ঝুঁকবে তা নিয়ে আগে থেকে কিছুই বলা যায় না, লেডি,' বললাম আমি।

চলে গেল আমেনার্তাস। চলে গেল বাকি সবাইও। একাকী আমি বসে রইলাম সত্য দেবীর বেদীর নিচে। আজই শেষ। এরপর আর কখনও বর্তমান মর্যাদায় এখানে বসা হবে না। হঠাৎ খেয়াল করলাম, চোরের মতো অতি সন্তর্পণে কে যেন আসছে।

'কে আসে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সুন্দরী রাণী, আমি পুরোহিত রামেস।'

'বলো, কী চাও।'

'পুরোহিতরা আপনাকে পদচ্যুত করেছে, লেডি।'

'জানি। তুমিই তো বলেছ। এতে অবশ্য পুরোহিতদের দোষ দিই না আমি।'

'বলতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম, লেডি। তবে যা ঘোষিত হয়েছে তা ফেরানো যাবে না। আপনি গদিচ্যুত। এই মন্দিরে দেবীর অর্চনাও আর হবে না। তা হলে এই রাজত্বে কে হবে আপনার প্রজা? ভয় নেই, লেডি। আমি আপনার সাথে থাকব। তবে শর্ত হচ্ছে আমাকে বিয়ে করে আমার স্ত্রী হবেন আপনি। একত্রে কোর শাসন করব আমরা। পরে আপনি হবেন স্বর্গের সমস্ত দেব-দেবীর অধিশ্বরী।'

'কেন ভাবছ, রামেস, যে, এতে আমার ভালো হবে?'

'কারণ, লেডি, আমাকে বিয়ে করলে আপনাকে

BanglaBook.org

নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেব আমি। আইসিসের কাছে কৃত শপথ ভাঙলে তার কী শাস্তি হয় তা আপনার ভালোই জানা আছে, লেডি। আপনার বিরুদ্ধেও একই শাস্তি নির্ধারিত হয়ে গেছে। পুরোহিত নামের গাধাগুলো আপনাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু আমাকে আপনি বিয়ে করলে ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব আমি। ওদের মেরে ফেলব বা তাড়িয়ে দেব এই দেশ থেকে। আপনার পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব সবসময়।'

হা হা করে হেসে উঠলাম আমি। রামেস নির্ঘাত ভাবছে পাগল হয়ে গেছি আমি। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে এগিয়ে এসে তুলে নিল আমার হাত। চাইল ঠোঁটে ছোঁয়াতে। কিন্তু সেই ভাগ্য ওর হলো না। কারণ ততক্ষণে প্রচণ্ড রাগ উঠে গেছে আমার। রাগে ভেতরটা ফেটে পড়তে চাইছে। চাইছে সব ধ্বংস করে ফেলতে। এটাও প্রাণের আগুনের আরেকটা প্রাণঘাতী উপহার। চিৎকার করে উঠলাম আমি, 'তোর সাহস কত, আমাকে ছুঁয়েছিস? যা, মরে সেটের কাছে চলে যা।'

মনে হলো, আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বজ্রের মতো একটা অগ্নি ঝলক। সোজা রামেসের মাথায় আঘাত হানল সেটা। মাথায় হাত দিয়ে পড়ে গেল ও। দাপাদাপি করতে করতে মারা গেল রামেস। আর আমি শিক্ষা পেলাম, স্রেফ ইচ্ছা দিয়েই কাউকে মেরে ফেলতে পারব আমি। আমি হয়ে উঠেছি স্বয়ং মৃত্যুদূত। আরও বুঝলাম, আমার ভেতর রাগের আগুনটা অনিয়ন্ত্রিতভাবে যখন তখন জ্বলে ওঠে। একে সামলে রাখা কঠিন।

ফিলো এল। রামেসকে পড়ে থাকতে দেখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চাইল আমার দিকে।

বললাম, 'আমার গায়ে হাত দিয়েছিল, তাই মেরে ফেলেছি।'

BanglaBook.org

'যেমন কর্ম তেমন ফল। কিন্তু ওকে মারলেন কী করে? গায়ে তো কোন আঘাত দেখছি না!'

'বিশেষ এক ক্ষমতা বলে। আমি চেয়েছি ও মরুক। তখনি মরে গেছে।'

'বড় ভয়ানক ক্ষমতা, রাণী। রেগে গেলে আমরাও একে ওকে বলি, মরে যাও। কিন্তু সেটা সত্যি সত্যি ঘটে গেলে তো মহাবিপদ। বলতে চাচ্ছি, আপনার ইচ্ছা আর আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, লেডি। একবার তো আমার ওপরও রেগে গিয়েছিলেন। আপনার যদি সেই রাগ এখনও মনে থাকে তা হলে তো আমি গেছি!'

'ভয় পেয়ো না, তোমার ওপর আমার রাগ নেই। কখনোই চাইব না তুমি মারা যাও। আর হ্যাঁ, আমিও বুঝতে পারছি, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা নতুন করে শিখতে হবে আমায়।'

'লেডি, ভাবুন একবার। এই রামেসের দোষ ছিল কী? ও তো ছিল এক ধার্মিক পুরোহিত। মেয়েদের দিকে ফিরেও চাইত না। এখন ওর মাথা নষ্ট হলো কেন? যুক্তি বুদ্ধি ছেড়ে হঠাৎ পার্থিব কামনা বাসনার প্রতি কেন আকৃষ্ট হলো ও? উত্তরটা হচ্ছে আপনার দেবীসুলভ সৌন্দর্য। আপনাকে দেখাই ছিল ওর অপরাধ। এখন, রাণী, ভাবুন একবার, আপনার সৌন্দর্য এমনই যে, আপনাকে একবার দেখলেই যুক্তি বুদ্ধি গুলিয়ে খেয়ে ফেলবে যে-কোন পুরুষ। আপনাকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় আপনারই হাতে মারা পড়বে তাবৎ পুরুষজাতি। আর নয়তো তাদের সবাইকেই নুটের মতো সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নিতে হবে। আমি কি সত্য বলেছি, রাণী?'

'হ্যাঁ, সত্য বলেছ।'

'অন্যেরা তো বটেই, লেডি, এমনকি আমিও যদি বেশিক্ষণ আপনার দিকে তাকিয়ে থাকি তো মনে হয়

Banglabook.org

আমারও মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। লেডি, আপনাকে দেয়া এই সৌন্দর্য হচ্ছে দেবতাদের দেয়া সবচেয়ে খারাপ অভিশাপ। তাই বলছি, লেডি, আপনার এই আগুনের মতো সৌন্দর্য মানব চক্ষু থেকে আড়াল করে রাখুন। নয়তো অনেক অনেক লোককে রামেসের মতো দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি গ্রহণ করতে হবে।'

গম্ভীর কণ্ঠে বললাম, 'তোমার কথা সত্য বলেই মনে হচ্ছে, ফিলো। আমি সৌন্দর্য চেয়েছিলাম। অপার সৌন্দর্য পেয়েছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, প্রকৃতির সব উপহারই ভালো নয়।'

'গ্রিসে থাকতে মুরুব্বিদের মুখে অমন কথা আমিও শুনেছি। তাই বলছি, লেডি, লুকিয়ে ফেলুন আপনার চোখ দুটো। কে জানে কখন আবার কার মতিভ্রম হয়! এই যা, আসল কথাটাই ভুলে গেছি। আমি এসেছিলাম আপনাকে সতর্ক করতে যে, পুরোহিতরা ডিক্রি জারী করেছে। মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে আপনাকে। আমি এসেছিলাম আপনাকে এই খবর জানিয়ে পাশে থাকতে। যাতে কেউ এলে তার মোকাবেলা করতে পারি,' বলল ফিলো।

হেসে ফেললাম আমি। বললাম, 'বোকা ফিলো, তুমি এখনও বোঝোনি। আমাকে মারা যাবে না। এমনকি আমার কোন ক্ষতিও করা সম্ভব নয়।'

'হা, ঈশ্বর!' ফিলোর বিস্ময়োক্তি।

সেই রাতে ক্যালিক্রেটিসের মৃতদেহের পাশেই শুলাম আমি। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ার্ত রাত। ভীষণ খারাপ খারাপ দুঃস্বপ্ন দেখলাম। অবশ্য যদি সেগুলো স্বপ্ন হয়ে থাকে তবেই। একবার দেখলাম আমার সাথে কথা বলছে নুট। না না, নুট নয়, ছোট্ট একটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। তবে সেটা নুটের আত্মা হবার সম্ভাবনাই বেশি। সে আমাকে বলল, 'মেয়ে, তোমাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম আমি। শপথ

BanglaBook.org

করিয়েছিলাম, হুকুম দিয়েছিলাম। কিন্তু সবই তুমি অবলীলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ। যে আগুন পাহারা দেয়ার কথা, তাতেই প্রবেশ করেছ তুমি। এখন এর প্রথম পুরস্কার বুঝে নাও। যাকে পাওয়ার জন্য এত কিছু করলে তোমার পাশেই পড়ে আছে তার মৃতদেহ। তোমারই মুখনিঃসৃত ক্ষমতা-বাক্যে প্রাণ হারিয়েছে সে। আরেকজন মরে পড়ে আছে মন্দিরের ভেতর। সে-ও একই কারণে মরেছে। সবই হয়েছে তোমার নারকীয় সৌন্দর্যের কারণে। এই এলাকা থেকেও ইতোমধ্যেই উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আইসিসের নাম। এই জাতি আর কখনও মহান বা প্রতাপশালী হতে পারবে না। আমেনার্তাসেরও মন ভেঙে গেছে। কিন্তু মনে রেখো, নির্ধারিত সময়ে ওর রক্ত থেকে জন্ম নেয়া ওর কোন এক বংশধরের দেখা তুমি পাবে। ততদিন এখানে একাকী জীবন কাটাতে হবে তোমায়। সারা জীবন শোকে ডুবে রইবে তুমি। আজ থেকে মানব জাতির কাছে তুমি অচেনা একজন। নারকীয় সৌন্দর্যের কারণে সকল পুরুষের পরম আকাঙ্ক্ষিতা কিন্তু তারপরও সবাই ঘৃণা করবে তোমায়, ভয় পাবে। যা তুমি চাও তার সবকিছুই তোমার থেকে সরিয়ে নেয়া হবে। দূর আকাশের তারা হয়ে রইবে ওসব। এমনকি প্রাণের আগুন মারা যাওয়ার আগে মরতেও পারবে না। মেয়ে, অভিশপ্ত হয়ে গেছ তুমি।'

'কোনভাবেই কি আমি ক্ষমা পাব না?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'পাবে। পৃথিবীর আয়ু শেষের পর, সমস্ত হিসাব নিকাশ শেষ হওয়ার পর হয়তো মুক্তি পাবে তুমি। মনে আছে নিশ্চয়ই, সারা জীবন তোমাকে তাড়া করে ফিরেছে বিশেষ একটা স্বপ্ন। সেখানে দেখেছ, লোকের বিশ্বাস ভুলিয়ে দেয়ার জন্য খারাপ দেবতাদের নিয়োগ করেছে আফ্রোদিতি। আর ওই দেবতাদের স্বাগত জানানোর অপরাধে মিশরকে

BanglaBook.org

ধ্বংস করার হুকুম পেয়েছিলে তুমি। মনে আছে ওসব?'

আমি বললাম, 'ভুয়া স্বপ্ন। এখন আমি জানি, আইসিস বলতে কিছু নেই। খারাপ দেবতাও নেই। এমনকি আফ্রোদিতি বলতেও কেউ নেই।'

'তুমি ভুল জানো, মেয়ে। তবে হ্যাঁ, মানুষ যেভাবে মহা প্রতাপশালী নারী মূর্তিকে আইসিস রূপে কল্পনা করে অমন কিছু আসলেও নেই। তবে কিছু একটা আছে যার নাম আইসিস। চিরন্তন সত্য আছে, আছে বিশুদ্ধ "ভালো"। সেই ভালো যিনি করেন তিনিই ঈশ্বর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়ে চলেছে মানব জাতি। এক সময় তারা ভেবে নিয়েছে প্রকৃতিই বুঝি ঈশ্বর। আরও ভেবেছে, যেহেতু প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়তে পারছে তাই তারা এতটাই ক্ষমতাশালী হয়ে গেছে যে স্বয়ং ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবে। প্রকারান্তরে তোমাকেও ওই একই জিনিস দেখানো হয়েছে। এই পথে চললে স্বর্গপানে না গিয়ে উল্টোপায়ে পেছনে অন্ধকারের দিকে ফিরে যাবে তুমি। ইতোমধ্যেই তুমি প্রকৃতির কাছে চলে গেছ। এখন তুমি প্রকৃতির মতোই বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। এমনকি প্রকৃতির ভ্রান্ত সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। পরপারের জীবনের দিকে ধাবিত হতে এখন আর তোমার মন টানছে না।'

একগুঁয়ে, অহঙ্কারী কণ্ঠে বললাম, 'যা করেছি ভালোবাসার জন্য করেছি। ভালোবাসাই রক্ষা করবে আমায়।'

'নিঃসন্দেহে। কিন্তু তা এখনি হবার নয়। প্রাণের আগুন থেকে যেসব নারকীয় উপহার তুমি পেয়েছ, এক এক করে তার প্রত্যেকটার ওপর তোমাকে নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে। অপার সৌন্দর্য চেয়েছিলে তুমি। পেয়েও গেছ। কিন্তু এখন এই সৌন্দর্যকেই প্রচণ্ড ঘৃণা করবে তুমি। তোমার ভেতরে প্রচণ্ড রাগ। প্রবল ঝড়ের মতো শক্তিতে পূর্ণ তুমি। কিন্তু নিজের

BanglaBook.org

শক্তিকে সামলাতে হবে তোমায়। নিজেকে করে তুলতে হবে সামান্য একটা ঘুঘুর মতো দুর্বল আর শিশুর মতো সরল। নিজের ভোগান্তি দিয়ে বুঝতে হবে অন্যদের যন্ত্রণা। অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ করে নিজেকে খাঁটি করে তুলতে হবে তোমায়। বিশ্বাসে হৃদয় পূর্ণ করে পঙ্কিলতার সমুদ্র থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে হবে। জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে দূর করতে হবে অহঙ্কারের অন্ধকারকে। যতদিন এসব করতে না পারবে ততদিন এসব ভোগান্তিই হবে তোমার শাস্তি। আর এই শাস্তি ভোগের জন্য বা প্রায়শ্চিত্তের জন্য তুমি পেয়েছ পৃথিবীর সমান আয়ু।'

এ-ই ছিল আমার স্বপ্ন। যখন ঘুম ভাঙল বুঝলাম সব হারিয়েছি আমি। ডুবে গেছি পাপের সমুদ্রে। এতদিন ধরে এত এত প্রার্থনা আর ত্যাগ করেছি, তার সবই বিফল। একটা মাত্র মহা অন্যায়ের ফলে সমস্ত প্রার্থনা আর ত্যাগের মিষ্টি ফল মুছে ফেলা হয়েছে আমার হিসাবের খাতা থেকে। ভেবেছিলাম আইসিস নেই। কিন্তু চিরন্তন ভালো তো আছে। তাকেই মিশরীয়রা বলে আইসিস। অন্যত্র হয়তো তিনিই ঈশ্বর। এই সহজ কথাটাই ভুলে গিয়েছিলাম আমি। সেই চিরন্তন ভালো থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে ফেলেছি আমি। ফিরে গেছি প্রকৃতির কাছে। পেয়েছি প্রকৃতির মতো সৌন্দর্য, প্রকৃতির মতো রাগ, ঘৃণা, ক্ষোভ, হিংস্রতা ইত্যাদি। এখন আমার কলুষিত আত্মা থেকে একে একে বিদায় করতে হবে এসব। এজন্য আমি পেয়েছি খোদ পৃথিবীর সমান আয়ু। পৃথিবীর আগে আমার মৃত্যু নেই। ওহ্, অভিশপ্ত হয়ে গেছি আমি!

আমাকে সাবধান করতে চির নিদ্রা থেকে নুটের আত্মা হয়তো সত্যি সত্যি উঠে আসেনি। হয়তো আমার আত্মাই শুনিয়েছে এসব। হয়তো আগেও তা-ই হয়েছে। তখন ভাবতাম সেসব ছিল আমার জন্য দেবী আইসিসের পাঠানো

BanglaBook.org

বিশেষ সহায়তা। কিন্তু কথা হচ্ছে, সাবধান আমাকে যে-ই করুক, সাবধান বাণীটা সত্য, খুবই সত্য।

পঁচিশ

পরদিন ভোর। গতদিনের তিন মমিকারককে সাথে নিয়ে কোর নগর ছেড়ে রওনা হয়েছি আমি। গন্তব্য কোরের অভিজাত লোকদের সমাধিস্থল। খুব ভালোভাবে নিজেকে ঢেকে নিয়েছি আমি। তবে আমার মনে হয় না আমাদের রওনা হতে দেখেছে কেউ। যদিও পিঠের ওপর অনুভব করেছি আমেনার্তাসের বিষ দৃষ্টি। অবশ্য হতে পারে সেটা কেবলই আমার মনের সন্দেহ। অবশ্য এমনও হতে পারে, ওটা তার দৃষ্টি নয়, জ্যান্তব ঘৃণার অনুভূতি।

যা হোক। সমাধিস্থলে পৌঁছে গেছি। লণ্ঠন জ্বালিয়েছে ওরা। বেশ খানিকটা ভেতরে ঢুকে দুটো খালি তাকের কাছে গেলাম। একটা তাকে রাখতে বললাম ক্যালিক্রেটিসের মরদেহ। ঠিক করলাম অপর তাকটা হবে আমার বিছানা। পরবর্তী দুই হাজার বছর ঠিক ওখানেই শুয়েছি আমি।

আমেনার্তাসকে একটা জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে তিন মাস পর ফিরে এল ফিলো। জানাল অন্য এক জাহাজে চেপে উত্তর দিকে রওনা হয়ে গেছে সে। এই বিষয়ে ওকে আর কিছু জিজ্ঞেস করিনি। কারণ আমেনার্তাসের কথা বা ওর অভিশাপ সম্বন্ধে আমার আর কিছু শোনার ইচ্ছা ছিল না। পুরোহিতদের কেউ কেউ চলে গেল ওর সাথে। বাকিরা রয়ে

BanglaBook.org

গেল এখানে। যারা বয়সে তরুণ তারা বিয়ে করল। পরবর্তী পাঁচশ' বছরে ওদের রক্তের শেষ প্রজন্মকেও বর্বরদের মধ্যে মিশে যেতে দেখেছি আমি।

ফিলোও কোরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। জাহাজ নিয়ে দূর দূরান্তে ব্যবসার কাজে যায় ও। কাজ শেষে আবার ফিরে আসে এখানেই। ব্যবসা করে রীতিমত ধনী মানুষ বনে যায় ফিলো। ও কখনোই আমার অনাবৃত চেহারার দিকে তাকাত না। শেষে বুড়ো বয়সে আমার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ও। ক্যালিক্রেটিসের মরদেহের পাশে যে রাতে শুয়ে কেঁদেছিলাম তারপর কেবল সেই দিন ফিলোর জন্য কেঁদেছি আমি। কারণ সেদিন থেকে সত্যিই একা হয়ে গেছি আমি। ভীষণ একা।

মৃত্যুর আগ মুহূর্তে আমাকে চেহারা দেখাতে বলে ফিলো। কারণ তখন কারও কোন ক্ষতি হবার আর সম্ভাবনা ছিল না। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ফিলো বলে, 'লেডি, সেই প্রথম যেদিন আপনাকে দেখেছি সেদিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত আপনার সৌন্দর্য এক বিন্দুও কমেনি। বরং বেড়েছে। এর অর্থ কী, জ্ঞানের কন্যা?'

'অর্থ হচ্ছে, ফিলো, পৃথিবীর আয়ু ফুরানোর আগে আমার মৃত্যু হবে না। যদিও কখনও কারও কারও মনে হবে যে মারা গেছি আমি। কিন্তু আসলে তা আমার শেষ নয়।'

'লেডি, আমি তো মারা যাচ্ছি। এখনই কি আমরা চিরতরে আলাদা হয়ে যাব?'

'না, ফিলো। মৃত্যু মানে শেষ নয়। বরং চিরন্তন আয়ুর শুরু। ওপারে গিয়ে আমাদের দেখা হবে আশা রাখি। তবে, পৃথিবীর আয়ু অনেক লম্বা। এই সময়ের মধ্যে আবার তোমাকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠানোও হতে পারে। তখন হয়তো আমার কাছে চলে আসবে তুমি।'

BanglaBook.org

‘আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি। লোকে বলে আপনি নাকি ডাইনী। বয়স আপনাকে ছোঁয় না, স্রেফ পলক ফেলে মানুষের প্রাণ নিতে পারেন আপনি, এমনকি মৃত্যুও আপনাকে ভয় পায়। তাই আমার মনে হয় ডাইনী না হলেও আপনি ওদের মতোই। কিন্তু তবুও, আপনি ডাইনী হোন বা নারী, আবার পৃথিবীতে ফিরে এলে আপনার সেবায় আসতে চাই আমি।’

মারা গেল ফিলো। মমিকারকরা মারা গেছে বহু বছর আগে। মমি করার বিদ্যাও এখন আর কারও জানা নেই। তাই এভাবেই ফিলোকে সমাধিস্থ করলাম আমি। কিছুদিন আগে ভেবেছিলাম ওকে দেখতে যাব। তবে পরে মনে হয়েছে। প্রায় দুই হাজার বছর কেটে গেছে। ওর হাড়গুলোও গুঁড়ো হয়ে মাটির সাথে মিশে গেছে এতদিনে। তাই যাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়েছি।

আর কী বলার বাকি আছে? প্রজন্মের পর প্রজন্মকে জন্মাতে দেখেছি আবার মারা যেতেও দেখেছি। ওদেরকে শাসন করেছি আমি। অবশ্য একে যদি শাসন করা বলে তবেই। সবসময় চেষ্টা করেছি ওদের সাথে সদয় আচরণ করতে। তবে আমাকে খুব বেশি রাগিয়ে দিলে তখন ওদের হত্যাও করেছি। এভাবেই বন্য হয়ে ওঠা মানুষগুলোকে বশে রাখতে হয়েছে আমার। ওরাও ভেবে নিয়েছে আমি সাধারণ মানুষ নই। দেবী লুলালার আত্মা আমি। যাকে ওদের পূর্বপুরুষরাও পূজা করত। চাঁদের বুকে রয়েছে তার সিংহাসন। তার প্রতীকও চাঁদ। বলা বাহুল্য এ-ও আইসিসেরই আরেক রূপ। সত্য দেবীর রূপ বিকৃত করে বর্বর অ্যামাহ্যাগাররা তাকে ভেবে নিয়েছে লুলালা বলে। এভাবেই ওদের কাছে আমি হয়ে উঠি ‘সে, যাকে মানতেই হবে।

বড় অদ্ভুত এক জাতি এই অ্যামাহ্যাগাররা। তারা

BanglaBook.org

মানুষখেকো। বর্বর ও বদমাশ লোকগুলোর সমস্ত কাজকর্ম রাতের বেলা। নিজেদের এলাকা সম্বন্ধে এরা অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর। বাইরের কোন মানুষকে কিছুতেই নিজেদের এলাকায় ঢুকতে দেয় না ওরা। সহ্যই করতে পারে না বাইরের কাউকে। বাইরে থেকে কেউ ঢুকলেই তাকে ধরে নিয়ে তার মাথায় গরম পাতিল উল্টো করে বসিয়ে তাকে মেরে ফেলে। তারপর খেয়ে ফেলে মৃতদেহটি। তবে এদের মধ্যেও দুয়েকজন ছিল যারা ওদের থেকে ভিন্ন। সম্ভবত অভিজাতও। আমার ধারণা এরা কোরের আদি বাসিন্দাদের বংশধর। অন্যদের সাথে মিশে ওদের রক্ত কলুষিত হয়নি। অথবা এমনও হতে পারে যে, তারা আইসিসের পুরোহিতদের বংশধর। এদেরই একজন ছিল বিলালি। তাকে ভালোভাবেই চিনত লিয়ো আর হোলি। বাকি লোকগুলো ছিল একই রকম। প্রতারক, বন্য আর মানুষখেকো। ওদেরকে সামলাতে কঠোরতা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় ছিল না।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমি কী করেছি? আমার সময়ের অভাব ছিল না, ক্ষমতারও না। তাই পৃথিবীর ওপর চোখ বোলাতে লাগলাম। এভাবেই জেনেছি আলেকজাণ্ডারের উত্থানের কথা, টলেমির কথা এবং এমন আরও অনেকের কথা। তবে একসময় এগুলোও একঘেয়েমিতে পরিণত হলো। জনপদের পর জনপদের উত্থান দেখেছি। দেখেছি ওদের ঘৃণা, ক্ষোভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা। মানুষের জীবনটা কত ছোট। কিন্তু তারপরও কত কুটিলতা তাদের মনে। ওসব কুটিলতা, ক্ষমতার জন্য লড়াই, হানাহানি আমার ভালো লাগেনি। শেষে ওসবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বাদ দিয়েছি সব। মেনে নিয়েছি যে, আমি যেমন পৃথিবীর কাছে মৃত, পৃথিবীও তেমন আমার কাছে মৃত।

পরবর্তী সময়ে মহৎ মনের মানুষের খোঁজে আত্মার শক্তিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছি আমি। পেয়েছিও অমন

BanglaBook.org

কয়েকজনকে। নিজেকে গোপন রেখে আত্মার মাধ্যমে কথা বলেছি তাদের সাথে। তাদের কাছ থেকে কিছু জিনিস জেনেছি, বিনিময়ে তাদেরও দিয়েছি আমার জ্ঞানের অংশ বিশেষ। নিঃসন্দেহে তারা সেই জ্ঞানগুলো নিজেদের বলে চালিয়ে দিয়েছে। তবে ওতে পৃথিবীর উপকার হয়েছে। আর সেটাই হচ্ছে বড় কথা। জ্ঞান কোথা থেকে এল তাতে কী আসে যায়।

এর মধ্যে নিজের শক্তি খাটিয়ে মৃতদের দুনিয়ায় কয়েকবার যোগাযোগ করতে সমর্থ হয়েছি আমি। ওরা সবসময়ই এখানকার অবস্থা জানতে উদ্‌গ্রীব। অনেককিছু ওদের জানিয়েছি, বিনিময়ে আমাকেও তারা অনেককিছু বলেছে। কিন্তু কখনোই আমার পরিচিত কাউকে কোথাও খুঁজে পাইনি। শত্রু, বন্ধু, আত্মীয়-পরিজন কাউকেই না। হয়তো তারা সবাই ঘুমিয়ে আছে। কে জানে।

গুহার বাইরে রোপণ করেছি গাছের চারা। যুগের পর যুগ ধরে সেগুলোকে বড় হতে দেখেছি, এক সময় ওরা পরিণত হয়েছে মহীরুহে। সময়ের বিবর্তনে আবার একসময় তারা ধসেও গেছে। আবার নতুন চারা লাগিয়েছি আমি। প্রকৃতিকে পড়েছি বই পড়ার মতো। শিখেছি কীভাবে মাটিকে সোনায় পরিণত করতে হয়, কীভাবে ধরে রাখতে হয় বজ্রবিদ্যুতের শক্তিকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসবের উপকারিতা কী? না এসব আমার উপকারে আসে, না মানবতার। আমি তো কবরের বাসিন্দা ছাড়া কিছু নই।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, এত লম্বা সময় ধরে কোরের গুহায়ই কেন বসে রইলাম, কেন বাইরের জগতে গেলাম না। উত্তর হচ্ছে তা সম্ভব ছিল না। কারণ, আমাকে বলা হয়েছিল যে এখানেই আবার ফিরে আসবে ক্যালিক্রেটিস। আমিও নিশ্চিত ছিলাম যে, ও আসবেই। সাজাপ্রাপ্ত বন্দিকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখে। কিন্তু আমার পায়ে কোন শেকল না থাকা সত্ত্বেও তার চেয়েও শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়ে ছিলাম আমি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ক্যালিক্রেটিসের মমিকৃত দেহ

BanglaBook.org

দেখেছি, চুমু খেয়েছি ওর শীতল কপালে, আর কেঁদেছি। আশায় থেকেছি, এই বুঝি এল আমার প্রাণপ্রিয়। কিন্তু বারবার নিরাশ হয়েছি।

শেষপর্যন্ত এল একজন। তার উপস্থিতির সংবাদ প্রজ্বালিত আগুনের মতো সমাধিগুহা থেকে নিমেষেই দূর করল সমস্ত অন্ধকার। কিন্তু না, সে আমার প্রিয় নয়। আবার নৈরাশ্যের সাগরে ডুবে গেলাম আমি। তবে লোকটিকে সামনা সামনি দেখে আমার ফিলোর কথা মনে পড়ে গেল। বড় অদ্ভুত লোক ছিল সে। নিজের চোখে যা না দেখেছে বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে যা অনুভব করতে না পেরেছে তার কিছুই সে বিশ্বাস করত না। লোকটিকে জানিয়েছিলাম কেন আমি এখানে বসে আছি আর বলেছি আমার ইতিহাস। কিন্তু ওসব সে বিশ্বাস করেনি বরং উপহাস করেছে। স্বীকার করছি তাকে শতভাগ সত্য আমি বলিনি। কীভাবেই বা বলতাম, আমিও যে প্রকৃতিরই অংশ। প্রকৃতিও কখনও শতভাগ সত্য খোলাসা করে না। কখনও মরুতে দেখায় আশার মরীচিকা, কখনও আশার মেঘ দেখিয়েও নৈরাশ্য দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায় সেই পানি ভরা মেঘখণ্ড।

যা হোক সেই লোকটিও ছিল অনেকটা হোরেস হোলির মতো। আমার সৌন্দর্য দেখেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সে। বলেছিল সে ভালোবাসতে জানে না। তবে আমার বিশ্বাস ভালোবাসার পেয়ালায় বহু আগেই চুমুক দিয়েছে সে। এবং সব পেয়েও না পাওয়ার তিক্ত স্বাদ সে জানে। তাই মথ হয়েও অগ্নি সৌন্দর্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। তাকে দেখে মনে হয়েছিল পুরুষ জাতি বুঝি আগের চেয়ে জ্ঞানী হয়ে উঠেছে। তাই আমার ক্ষমতার খুব সামান্য একটা নমুনা তাকে দেখিয়েছিলাম। এবং আমাকে রাগিয়ে দেয়া সত্ত্বেও চলে যেতে দিয়েছি তাকে। লোকটার নাম ছিল মাকুমাজান, অর্থাৎ রাতের অতন্দ্রপ্রহরী। যথার্থই ছিল তার নাম। অস্বীকার করব না, যে লোকটিকে সত্যিই আমার ভালো লেগেছিল। হয়তো পরের জীবনে আবার দেখা হবে তার

BanglaBook.org

সাথে। অনেক হয়েছে সাহসী ও সৎ লোকটার কথা। কোন সন্দেহ নেই, বহু আগেই মারা গেছে সে-ও।

লিখতে লিখতে ক্লান্ত লাগছে। বাকিটুকু সংক্ষেপে শেষ করব।

সময়ের বিবর্তনে আবার একসময় জন্মাল ক্যালিক্রেটিস। এবার তার নাম লিয়ো ভিঙ্খি। আগের কিছুই তার মনে নেই। তবে চেহারা ও আকার আকৃতিতে হুবহু এক। তাকে কোরে নিয়ে এল হোলি বা হোলিকে নিয়ে এসেছে সে। বংশ পরম্পরায় আমেনার্তাসের লেখা একটা নোট তাদের হাতে গেছে। সেটায় বলা ছিল যে আমাকে খুঁজে বের করে যেন হত্যা করে সে। তা হলে তাদের পিতৃপুরুষের হত্যার বদলা নেয়া হবে। মিশরীয় গাধীটা ভেবেছিল চাইলেই বুঝি আমাকে হত্যা করা যায়।

কোরে এসেছে লিয়ো। কিন্তু এসেছে ভীষণ অসুস্থ অবস্থায়। ওর অসুস্থতার কথা আমাকে জানায় হোলি। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটায় গুরুত্ব দিইনি। আসলে ওকে দেখার আগ পর্যন্ত বুঝতেই পারিনি যে চলে এসেছে আমার প্রিয়। নিজের ক্ষমতা খাটিয়ে খোদ মৃত্যুর দুয়ার থেকে তুলে আনলাম ওকে। দেখালাম আমার মোহিনী সৌন্দর্য। বাধ্য করলাম আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে। কিন্তু সমস্যা এলই। যে ভয় পেয়েছিলাম তা-ই হলো। ক্যালিক্রেটিসের সাথে সাথে আমেনার্তাসের কিছু একটাও চলে এসেছে এখানে। এক জংলীর ভেতর ঢুকে গেছে আমেনার্তাসের আত্মার অংশ। এবং ইতোমধ্যেই তার প্রেমে পড়ে গেছে ক্যালিক্রেটিস।

বাধ্য হলাম মেয়েটিকে মেরে ফেলতে। ওর জন্য যথেষ্ট খারাপ লেগেছে। চলে যাওয়ার সুযোগও ওকে দিয়েছিলাম। কিন্তু তা সে নেয়নি। তাই বাধ্য হয়েছি এই কাজটা করতে। তবে সেটাও খুব শীঘ্রিই ভুলে গেল সবাই। আবার আমার কাছে ফিরে এল ক্যালিক্রেটিস। বাকিটুকুর ব্যাপারে খুব বেশি কিছু আর বলার দরকার নেই। কারণ হোলি আমাকে

BanglaBook.org

জানিয়েছে আমার বাকি ইতিহাস নিয়ে বই লিখছে সে।

মরণশীল ক্যালিক্রেটিসকে আমি বিয়ে করতে পারতাম না। তাই ভয়ানক ওই পথ দিয়ে ওকে নিয়ে গেলাম প্রাণের আগুনের সেই গুহায়। আগের মতো এবারও ওই আগুনে ঢুকতে ভয় পেল ও। আমাকে এমন চূড়ান্ত ক্ষমতা আর শক্তিতে আরোহণ করা অবস্থায় দেখেও ওর ভয় কাটল না। তাই ওকে অভয় দিতে আমি নিজে আবার প্রবেশ করলাম প্রাণের আগুনের ভেতর। কিন্তু এবার আর রেহাই পেলাম না আমি। আমাকে হত্যা করল অগ্নি দেবতা। অন্তত সবাইকে দেখাল যে মারা গেছি আমি।

কিন্তু আমি আসলে মারা যাইনি। কোর থেকে বহু দূরের দেশ এশিয়ায় আবার নিজেকে ফিরে পেলাম আমি। এই দেশে আসার আগেই দেখেছি চাঁদের পূজা হয় এখানে। এমনকি এখানে এমন সব ধর্মীয় আচার পালন করা হয় যা দেবী আইসিসের অর্চনার সমতুল্য। অর্থাৎ আইসিসের পূজা বন্ধ হয়নি এখানে। এশিয়ার এই দেশে আবার একবার মরণশীল মানুষের মতো রক্তমাংসের শরীর পেলাম আমি। তবে এবার আমাকে পাঠানো হয়েছে কুৎসিত এক বুড়ির ভেতর, যে কিছুদিন পরই মারা যাবে। যদিও কানে কানে আমার আত্মা বলে গেল যে আবার সুন্দর হয়ে উঠব আমি।

কেটে গেল লম্বা কয়েকটা বছর। ধীরে ধীরে ফিরে পেলাম লিয়ো ভিন্সি বা ক্যালিক্রেটিসকে খোঁজার শক্তি। একটা স্বপ্নের মাধ্যমে ওকে দেখালাম কোথায় এলে আমাকে পাওয়া যাবে। দেখালাম এই পাহাড়টার ছবি। হোরেস হোলির মতো লিয়ো-ও আমার প্রতি খুবই বিশ্বস্ত। তাই স্বপ্ন বিশ্বাস করে সত্যিই চলে এল ওরা। তারপর রাণী আতেন-এর জাল কেটে বেরিয়েও এল। ওই রাণীর মধ্যেই আবার জন্ম নিয়েছিল আমেনার্তাস। যা হোক, পাহাড়ের গুহায় লিয়োর সামনে উন্মুক্ত করলাম আমার কুৎসিত চেহারা। কিন্তু, ওই যে বললাম, আমার প্রতি খুবই বিশ্বস্ত ছিল সে। বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিল আমার কুৎসিত কপালে চুমু খেয়ে।

তার ফলও সাথে সাথে পেলাম আমি। লিয়োর চোখের সামনে ফিরে পেলাম আমার আগের সৌন্দর্য। আমার এই ঘটনা নিয়েও বই লিখবে বলে জানিয়েছে হোলি। তাই বিস্তারিত বলা নিষ্প্রয়োজন।

খুব শীঘ্রিই আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি। আশায় আছি, আমার থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে পাপের বোঝা। এখানে আনন্দের সাথে রাজত্ব করব আমরা দু'জন। না, দু'জন নয়, শরীর দুটোই বটে কিন্তু এক আত্মা হয়ে থাকব আমরা। তারপর... জানি না তারপর কী হবে।

তবে এখনই তা হতে পারছে না। আগে লিয়োকে প্রাণের আগুনে স্নান করে আমার সমান হতে হবে। নইলে ওর মরণশীল শরীর আমার ভেতরের আগুনের তাপ সইতে পারবে না। আবার হারাতে হবে ওকে। আমি জানি, পৃথিবীর আয়ুর এখনও অনেক অনেক বাকি আছে। অর্থাৎ কোন কারণে আমাকে যদি এখান থেকে আবার ধ্বংস হয়ে যেতেও হয়, আবার ফিরে আসব আমি। হয়তো অন্য রূপে, অন্য আকৃতিতে, কিন্তু ফিরব অবশ্যই। এটাই আমার নিয়তি। কাজেই আমি যেখানেই যাব আমাকে অনুসরণ করে সেখানেই যাবে ক্যালিক্রেটিস। নয়তো আমি যাব ওকে অনুসরণ করে। কারণ আমরা এক আত্মা। আর ওকে একবার হত্যা করায় ওর আত্মাকে টেনে তোলার দায়িত্বও আমার।

কিন্তু, এখনও মরণশীল মানুষ ক্যালিক্রেটিস। যার পদে পদে মৃত্যুর হাতছানি। যদি ওকে কোন অসুখ ধরে বা কোন প্রাণী বা অন্য কিছুর রূপ ধরে ওর ওপর আঘাত হানে ভাগ্য, তখন? ওহ্, আর লিখতে পারছি না। আমার সমস্ত অস্তিত্ব কেঁপে উঠছে। কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে আমার। ভয় লাগছে। এমন কিছু হলে কি আবার শুরু থেকে শুরু করতে হবে?

না, না, ভাগ্যে বিশ্বাস করি না আমি। ভাগ্য বা দেবতা বলতে কিছু নেই। আমি নিজেই ভাগ্য। আমি নিজেই

BanglaBook.org

দেবতাদের সমতুল্য। না, ওসবে আমার বিশ্বাস নেই। তবে হ্যাঁ, কোরে থাকতে অগ্নিশিখার রূপ ধরে আসা নুটের আত্মা আমাকে জানিয়েছিল চিরন্তন ভালো'র কথা। তার কাছেই আমার সমস্ত প্রার্থনা, সে-ই আমার পূজ্য। কিন্তু তারপরও আমাকে দুঃখ সইতে হচ্ছে, হয়তো আরও হবে।

সময় এসে গেছে। অচিরেই আমার দুঃখের দিনের ইতি হবে। অগ্নিস্নানে আমার সমান হয়ে যাবে আমার লর্ড লিয়ো। ওই তো, পাহাড়ের ওপর শিকার করে বেড়াচ্ছে সে। আর আমি, মহিলাদের মতোই আমার জন্য নির্ধারিত গুহায় বসে আমার কাজ করে যাচ্ছি।

'আরেহ্, হোলি, হোলি, ওঠো, জাগো... এই মাত্র দেখলাম তুষারের ওপর একটা চিতার সাথে লড়ছে লিয়ো। চিতাটা লিয়োর কণ্ঠ কামড়ে ধরেছে...'

আয়েশার হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির এখানেই সমাপ্তি। লেখার ধরন দেখে মনে হয়, লেখিকার হাত চললেও আরও কোন দিকেও মনোযোগ ছিল তার। আর এখানে যে ঘটনাগুলো খুব সংক্ষেপে আয়েশা বলে গেছে সেগুলো তার নামে লেখা অন্য বইগুলোতে পাওয়া যাবে।

আরেকটা ব্যাপার, চিতার ঘটনা দিয়ে গল্প শেষ করেছে আয়েশা। যদিও লেখাটা অসম্পূর্ণ। তবে এ থেকে বোঝা যায়, চিতার কবলে পড়ে মারা গেছে লিয়ো। অর্থাৎ আবার শাস্তি শুরু হয়ে গেল আয়েশার। হয়তো এ কারণেই লেখাটা আর আগে বাড়ানোর ইচ্ছা হয়নি। আগেই বোঝা গেছে অত্যন্ত মনঃকষ্টে আছে আয়েশা।

–সম্পাদক।

--শেষ--

BanglaBook.org